তিন-টি পূর্ণাঙ্গ নাটকের সংকলন

গল্প হেকিমসাহেব
রাজদর্শন
দর্পণে শরৎশশী

মনোজ মিত্র

কলাভৃৎ পাবলিশার্স

পরিবেশক

নব গ্রন্থ কুটির

৫৪/৫এ কলেজ স্ট্রিট কলকাতা ৭০০০৭৩

প্রথম সংস্করণ আগস্ট ২০১০

কলাভৃৎ পাবলিশার্স-এর পক্ষে ৬৫, সূর্য সেন স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০৯, দূরালাপন +৯১-৯৪৩৩৩৩৩০৭০, email: kalabhritpublishers@gmail.com, থেকে সৌরভ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত, লক্ষী প্রেস, ৯/৭বি, প্যারীমোহন সুর লেন, কলকাতা ৭০০০০৬ থেকে বর্ণ সংস্থাপিত এবং নিউ জয়কালী প্রেস, ৮এ দীনবন্ধু লেন, কলকাতা ৭০০০০৬ থেকে মুদ্রিত।

© আরতি মিত্র

এ.জি. ৩৫, সেক্টর ২, সল্ট লেক,কলকাতা ৭০০০৯১

অভিনয়ের পূর্বে উপযুক্ত সম্মানদক্ষিণা পাঠিয়ে স্বত্বাধিকারিনীর অনুমতি নিতে হবে

প্রচ্ছদ সৌরভ বন্দ্যোপাধ্যায়

পরিকল্পনা ও বিন্যাস স্বত্ব প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। এই গ্রন্থ-টি এই শর্তে বিক্রয় করা হল যে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারিণীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই গ্রন্থটির কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। শুধুমাত্র গবেষণা, সমালোচনা ও পর্যালোচনার ক্ষেত্রে এই শর্ত প্রযোজ্য নয়। এছাড়া এই গ্রন্থটি কোনও রূপ পুনঃ বিক্রয় করা এবং গ্রন্থাগার ব্যতীত ধার দেওয়া বা ভাড়া দেওয়া যাবে না। গ্রন্থভূক্ত নাটকগুলি অভিনয়ের পূর্বে স্বত্বাধিকারিণীর অনুমতি নিতে হবে। এই বিষয়ে প্রকাশকের ওপর কোনও রূপ দায় বর্তাতে না। এই শর্তগুলি লঙ্ঘিত হলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ISBN 978-93-80181-34-9

GALPO HEKIMSAHEB RAJDARSHAN

DARPONE SHARATSHOSHI

A collection of three full length Plays in Bengali by MANOJ MITRA

First Edition August 2010

Published by Sourav Bandyopadhyay on behalf of Kalabhrit Publishers, 65, Surya Sen Street, Kolkata 700009, Telephone+91-9433333070, email: Kalabhritpublishers@gmail.com. Type Setting by Laxmi Press, 9/7B, Pearmohan Sur Lane, Kolkata 700006 and Printed by New Joykali Press, 8A Dinabandhu Lane, Kolkata 700006.

গল্প হেকিমসাহেব

চরিত্রলিপি

হেকিম

ফকির

ছায়েম

ওয়ালি খাঁ

তাকিয়া

পশুপতি

জলধর

বক্কর

হর্তুকি

মৌলবি

যুগী

ভণ্ডুল

বরকন্দাজ ও দেহরক্ষী

মোহরবাই

গঙ্গামণি

ফুপু

উৎসর্গঃ ডঃ পবিত্র সরকার

রচনাঃ ১৯৯২-৯৩

প্রথম প্রকাশঃ শারদীয়া 'দেশ', ১৯৯৩

গল্প হেকিমসাহেব

প্রথম অভিনইয় : অ্যাকাডেমি অফ্ ফাইন আর্টস মঞ্চ, ২৮ শে মার্চ-১৯৯৪

প্রয়োজনা : সুন্দরম

মঞ্চ ও শিল্প নির্দেশনা : খালেদ চৌধুরী

মঞ্চ নির্মাণ : কৃষ্ণচন্দ্র রায়

আলোক পরিকল্পনা : তাপস সেন

আলোকসম্পাত : বাবলু রায়

পোশাক পরিকল্পনা : রঘুনাথ গোস্বামী

রূপসজ্জা : অজয় ঘোষ

আবহ : গৌতম ঘোষ

শব্দ প্রক্ষেপণ : সোমেন ঠাকুর/দিগ্বিজয় বিশ্বাস

নেপথ্য কণ্ঠ : হৈমন্তী শুকলা

বাইজির গানের কথা ও সুর : চলচ্চিত্রকার তপন সিংহ

নির্দেশনা : মনোজ মিত্র

অভিনয়ে

ফকির : দেবব্রত দাস

হেকিম : দীপক দাস

ছায়েম : রতন মুখোপাধ্যায়/দেবাশিস ভট্টাচার্য

বক্কর : সুব্রত চৌধুরী

ওয়ালি খাঁ : মনোজ মিত্র

হর্তুকি : অসিত মুখোপাধ্যায়/ইন্দ্রনীল চক্রবর্তী

তাকিয়া : অসীম দেব/দীপক ঠাকুরতা

মৌলবি : দীপ্তেন্দ্র মৈত্র/পীযূষ চক্রবর্তী

পশুপতি পোদ্দার : দীপক ভট্টাচার্য/সমর দাস

যুগী : রঞ্জন রায়/বিশ্বনাথ দে/রাম মুখার্জি

জলধর : রণেন্দ্রনাথ মিত্র/মানব রায়

বরকন্দাজ : মনিরুল মোল্লা/অসীমা চক্রবর্তী/গৌতম গায়েন

ভণ্ডুল : দেবাশিস ভট্টাচার্য/উৎপল চক্রবর্তী

অন্যান্য চরিত্র : বিষ্ণু দে, কার্তিক মৈত্র, উজ্জ্বল তালুকদার, শঙ্করপ্রসাদ সরকার

গঙ্গামণি : কাবেরী বসু

মোহরবাই : ফৌজিয়া সিরাজ/ময়ূরী ঘোষ

ফুপু : মায়া রায়/নন্দিতা রায়চৌধুরী

গল্প হেকিমসাহেব

মঞ্চ নির্দেশ

[সবুজ মাথাওয়ালা বুড়ো তালগাছটির পায়ের কাছেই হেকিমসাহেবের কবর। সমগ্র নাট্যের পশ্চাৎপট একটাই-মুক্ত আকাশ, প্রাচীন তালগাছ এবং শতাধিক বছরের পুরনো কবর। নাটকের ভিন্ন ভিন্ন ঘটনাস্থলের অন্য অন্য দৃশ্যগুলিতে গাছের সামনের বিস্তৃত মঞ্চ ভূমিতল নানা রূপে বদলে যাবে।]

প্রথম অঙ্ক-প্রথম দৃশ্য

[সূর্য ডুবছে। তালগাছের মাথায় ঝিকমিকে রোদ্দুর, হালকা বাতাস। মাঝে মাঝে স্বব্ধতা ভেঙে ঝুমঝুমির মতো বেজে উঠছে টানটান শক্ত পাতাগুলো। চামর দুলিয়ে মুশকিল আসান গাইতে গাইতে ফকির এলো নির্জন কবরের কাছে।]

ফকির ∫∫ (দর্শকের উদ্দেশে) মুশকিল আসান হোক। খোদাতালার অফুরান দোয়া বরষার ধারার মতো ঝরে পড়ুক আপনেদের সবাকার উপর। আল্লা আপনেদের নীরোগ করেন, বালবাচ্চা নিয়ে বেঁচে বর্তে থাকেন সব। বাপজানেরা, আমি ফকির মানুষ, ঘুরে ঘুরে দিন কাটে আমার। যখন যেখানে, সেখানের একটি মানুষেরে খুঁজে পেতে নিয়ে, একটি চিরাগ জ্বেলে দিয়ে যাই তার নামে। (ঝুলি থেকে মাটির প্রদীপ বার করে) আজ এই চিরাগটি দিব দরিয়াগঞ্জের হেকিম সাহেবের গোরস্থানে। (কবর দেখিয়ে) আমি এনারে কোনদিন দেখি নাই। দেখার কথাও নয়। মানুষটি শ-দেড়েক বছ পূর্বেকার। লোকমুখে শোনা হেকিমসাহেবের বৃত্তান্ত।(ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো হাঁটুর ওপর ফেলে সলতে পাকায় ফকির। কাছে পিঠে পাখির ডাক শোনা যায়)...বাপজানেরা, পাখির মধ্যে যেমন ঐ ইষ্টকুম পাখিটার আজ আর তেমন হদিশ মেলে না, ডাক্তার-বদ্যির সমাজে হেকিমেরও তাই... পাত্তা মেলে না। তবে ছিল, সে আমলে বাংলার গাঁ ঘরে বড় চল ছিল হেকিমি দাওয়াই-এর। আর গাঁ-গঞ্জও ছিল রোগের খোঁয়াড়। ম্যালেরিয়া কালাজ্বর পিলেজ্বর হাঁপ যক্ষ্মা খোসপাঁচড়া, হাঁস মুরগির মতো পোষা ছিল গেরস্তের ঘরে ঘরে। গাঁ-কে-গাঁ ফর্সা করে দিয়ে যেত মহামারি। খাবার পানি ছিল না...ময়লা নিকাশের পয়ঃপ্রণালী ছিল না...রাস্তাঘাট খানাখন্দ একশা। কারুর নজর ছিল না সেদিকে।...দেশের রাজা ইংরাজ, ইংরাজের চেলা জমিদার, জমিদারের তল্পিবাহক তালুকদার তহশিলদার ছেপত্তনিদার-চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের নানান মধ্যস্বত্বভোগী...বুঝত কেবল খাজনা। মানুষ মরছে মরুক, খাজনা চাই!...ও মোর বাপজানেরা সেই আকালে-যখন আসমান আঁধার করে ঝাঁক ঝাঁক শকুনের নাচানাচি-সেই বিষমকালে হেকিমসাহেব তার ল্যাংড়া গাধায় চেপে দরিয়াগঞ্জ তালুকের মহল্লায় মহল্লায় চালাত টহল...আর হাঁক পাড়ত...

[বহুদূর থেকে ভেসে আসে হেকিমের গলা-ফেরিওয়ালার সুরে হাঁকছে সে...]

হেকিমের কণ্ঠ ∫∫ দাওয়াই চাই গো...দাওয়াই...জ্বরজারি হাঁপকাশি চক্ষুপীড়া বক্ষবেদনা সর্বরোগের দাওয়াই পাবে গো...দাওয়াই...গেরস্তরা সব ভালো আছো গো...ভালো আছো...ভালো আছো...

[দিবস-রজনীর সন্ধিক্ষণে শূন্য আকাশে ঘূর্ণি তুলে মিলিয়ে যায় হেকিমের কণ্ঠ। দিনের আলো মরে এলো। লাউ-এর ফালির মতো ফ্যাকাশে চাঁদ আকাশে। সলতে পাকানো সারা। পিদিন জ্বালায় ফকির।]

ফকির ∫∫ বাপজানেরা, একালে মোরা বুঝি রোগীরাই ডাক্তার খুঁজে বেড়াবে, খুঁজে খুঁজে হয়রান হবে। হেকিমসাহেব খুঁজে বেড়াতেন রোগী। গেরস্তর দোরে দোরে দিনভর টহল...ভালো আছো গো...ভালো আছো...(থেমে) এই ইষ্টকুটুম মানুষটিরে স্মরণ করে এই চিরাগটি আজ দশপাক ঘুরিয়ে যাবো কবরটিতে...

[পিদিম হাতে ফকির নীরবে হেকিমের কবর প্রদক্ষিণ শুরু করে। প্রথম পাক ঠিকঠাক হয়। দ্বিতীয় পাকে ফকির ফেরে না। বদলে আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে হেকিমসাহেব। খাটো, পায়জামা, লম্বা ঢোলা জামা, খাড়া টুপিপরা মধ্যবয়সী হেকিমের শরীরটা ভারি মজবুত। হাতে ওষুধের প্যাঁটরা, কাঁধে পেট মোটা বস্তা। টহল সেরে দিনান্তে হেকিম তার কুঁড়ে ঘরে ফিরে এলো। তালগাছের সামনে এখন হেকিমের ঘর।]

হেকিম ∫∫ (দরজায় মালপত্র নামাতে নামাতে) কই গো...ও ভণ্ডুলের বউ...গেলে কোথায় হে ভণ্ডুলের বউ! ...চলে গেল নাকি? (এদিক সেদিক উঁকিঝুঁকি দিতে দিতে বাড়ির বাইরে বউটিকে দেখতে পায়) এই যে! হোথায় কী করো, ও ভণ্ডুলের বউ...

[দুঃস্থ মলিন বিষন্ন বাগদি-বউ গঙ্গামণি ধড়ফড় করে ছুটে আসে।]

কী ব্যাপার? হাঁ করে আসমানের পানে কী দেখছিলে? (হেসে)...ভালো কথা, তোমার নামটি কহ দেখি...

গঙ্গামণি ∫∫ গঙ্গামণি।

হেকিম ∫∫ গঙ্গামণি, যাও একটি ধামা আলো। বস্তাটি খালি করো।

[ঘর থেকে ধামা এনে বস্তার মালপত্র ঢালে গঙ্গামণি। খানিকটা চালডাল কাঁচা সবজি ধামায় পড়ে। বস্তাটা বেশ কয়েকবার ঝাড়া দেয় গঙ্গামণি।]

গঙ্গামণি ∫∫ আপনের বস্তা যত বড়, মাল কিন্তু তেমন না হেকিমসাহেব।

হেকিম ∫∫ কী, চালে-ডালে কতোটি হবে?

গঙ্গামণি ∫∫ সের দুই। পাঁচ প্রকারের চাল, সাত প্রকারের ডাল। বাছতে বাছতে পেটের ক্ষুধা পেটেই মরে যাবে।

হেকিম ∫∫ বাছাবাছির কি মামলা! খিচুড়ির আধা পাক তো সারা।

গঙ্গামণি ∫∫ (ঠোঁট বাঁকিয়ে) ক'ড়ে আঙুলের পারা কাঁচকলা, বেগুনটি কানা, কুমড়াটি হদ্দ জালি। ফুলও ঝরে নাই। ...ও বাবা, ডিম আছে বটে একটি!

হেকিম ∫∫ আন্ডাও আছে? কামাল করেছি বিবি! সিভিলসার্জনও এতো পায় না!

গঙ্গামণি ∫∫ আপনে হাসেন! সারা দিনমান হাঁক পেড়ে, এই মোট কামাই! যেন ভিক্ষার মাল।

হেকিম ∫∫ আহা ও কথা কহ? লোকের খাওয়া জোটে না, হেকিমেরে দিবে কী?

রোগের চিকিৎসা তো বাবুয়ানি। নেহাৎ আমি ঘাড়ের পরে চড়াও হই...ধরে বেঁধে ওষুধ গেলাই... চিকিৎসা না হয়ে ছাড়ান নাই, তাই। (হেসে) আমি ও সব দেখি না। ঐ মোতির পিঠে বস্তা খোলা থাকে, খেতের কলাটি মূলাটি যে যা পারে ফেলে দেয়...! হ্যাঁগা গঙ্গামণি, শরবতে হুম্মাটি বানিয়েছ তো?

গঙ্গামণি ∫∫ শরবতে হুম্মা!

হেকিম ∫∫ হুঁ হুঁ, যে দাওয়াইটি তোমারে তোয়ের করতে দিয়ে গেলাম...

গঙ্গামণি ∫∫ ঐটি শরবতে হুম্মা!

হেকিম ∫∫ দাওয়াই-এর নাম তুমি মনে রাখতে পারো না?

গঙ্গামণি ∫∫ আমি মনে রেখে কী করব? আমি তো হেকিমি করছি না! হাঁড়ি ভরতি করা আছে ঘরে।

হেকিম ∫∫ বানিয়েছ? বাঃ! তোমারে কাজে রেখে ভারি সুবিধা হলো দেখি! শোন শোন গঙ্গামণি, হেকিমের ঘরে যখন কাজটি ধরলে, শিখে রাখো-শরবতে হুম্মা জ্বরজারি বমিদাস্তর যম। সর্ব সময় এইটি আমারে ঘরে মজুত রাখতে হয়...(থেমে) যাও, আধা মাল

তুমি নিয়ে যাও!

গঙ্গামণি ∫∫ আমার তো সিকি নেবার কথা!

হেকিম ∫∫ আধা নাও, আধা নাও। তুমি আজ হেকিমের ঘরে প্রথম দাওয়াইটি বানালে...

গঙ্গামণি ∫∫ (হেসে) আপনের কানা বেগুনের আধাই তো বাদ পড়বে।

হেকিম ∫∫ আচ্ছা কানা অংশ আমার, ভালো বংশ তোমার। আমি গুণ খাই বিবি, বেগুন খাই না।

গঙ্গামণি ∫∫ (চোখ ঠিকরে ওঠে) ডিমটির আধা কী করে হবে?

হেকিম ∫∫ সাদা অংশ আমার, কুসুম তোমার...(হেসে) কাজ নাই। গোটাই তুমি নাও। ভারী ফুর্তি লাগছে। নাও , নাও আল্লা যা জোটালেন খুশি মনে নাও...

[গঙ্গামণি খুশি হয়ে তাড়াতাড়ি মালপত্রের আধাআধি ভাগ করছে। হেকিম বদনা নিয়ে হাত ধুতে বেরুচ্ছে-দলাপাকানো বুড়ো ভিখারি ছায়েম আলি এলো। ছায়েমের পিঠে তেলচিটে থলির মধ্যে তার যাবতীয় সম্পত্তি-ছেঁড়া গামছা, ভাঙা সানকি, ভিক্ষে ধরার নারকোল মালা ইত্যাদির সঙ্গে একটা ভাঙাচুরো তালপাখাও আছে। ভিখারি মাঝে মাঝে কায়দা করে হাওয়া খায়। এখন একটা ছোট্ট মাটির কলসির মুখে হাত চাপা দিয়ে নিয়ে এসেছে ছায়েম। কলসির ভেতর কিছু একটা রয়েছে, যার স্পর্শে ছায়েমের সর্বাঙ্গ শিরশিরিয়ে উঠছে।]

ছায়েম ∫∫ ধর ধর ওরে হেকিম.... ই-রি-রি....ধর ধর উড়ে যায়রে.... হি-হি-হি....ঠোকরায় ঠোকরায়.... ও ভণ্ডুলের বউ, সুড়সুড়ি লাগে.... ইরিরিরি....

গঙ্গামণি ∫∫ খোলে কীরে?

ছায়েম ∫∫ (হেকিমকে) সেদিন কহেছিলি না, কী একটা দাওয়াই বানাতে তোর চড়াইপাখির মগজ চাই?

হেকিম ∫∫ হ্যাঁ হ্যাঁ, হাব্বে জালিনুস! হাব্বে জালিনুসে লাগে চড়াইপাখির মগজ।

ছায়েম ∫∫ তো লে, চড়াই লে! হিরিরিরি....

[গঙ্গামণি ছায়েমের গামছায় কলসির মুখটা বেঁধে দেয়।]

গঙ্গামণি ∫∫ এ চঞ্চল চড়াই কী করে পাকড়ালে গো ছায়েমচাচা?

ছায়েম ∫∫ কল্পনা....বহুৎ কল্পনা করে ধরেছি। কলসে মুসুরি রেখে কাপ ধরে বসে আছি। ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ.... (গানের সুরে) চড়াই আসে যায়, কলস ঘিরে খ্যামটা নাচে-চুড়ুৎ!

গঙ্গামণি ∫∫ চুড়ুৎ!

ছায়েম ∫∫ (সুরে) চড়াই ঝাঁপ দিয়েছে মরণ করসে-(পাখার হাওয়া খায়) হাব্বে জালিনুস বানায়ে মোরে একটুকু দিবি তো রে হেকিম?

হেকিম ∫∫ তোমারে দেখেই তো দাওয়াইটির কথা মনে পড়ল ছায়েম....

ছায়েম ∫∫ (খুশিতে) আমারে দেখে?

গঙ্গামণি ∫∫ পড়বে না! এ শরীর দেখেও যদি দাওয়াই না মনে পড়ে, কীসে পড়বে?

হেকিম ∫∫ এই যে পথের পরে বসে ভিখ মাঙো, রক্তচলাচল বলে কিছু কী আছে?

ছায়েম ∫∫ নাই?

হেকিম ∫∫ আরে হাত পায়ের শিরাগুলি চেয়ে দ্যাখো, নিজের মাথার চুলের মতই জট পাকিয়ে। হাব্বে জালিনুস সব সিধা করে দিবে মিঁয়া, ফের তাকৎ ফিরে পাবে! ইউনানি চিকিৎসায় বড় গুণবতী দাওয়াই হাব্বে জালিনুস!

ছায়েম ∫∫ (আহ্লাদে কাঁদে) তো দে বাপ, তাকৎ ফিরায়ে দে। তো দেখিস বাপ, পুরা ফিরাস না। পুরা ফেরালে লোকে আর আমারে ভিক্ষা দিবে না। আমার ভিতরে রক্ত চলুক, বাহিরটা আমার এমনই অচল থাক।

হেকিম ∫∫ ভিতরে চল বাইরে অচল!....এমন জিলাবির প্যাঁচ মারা দাওয়াই আমাদের জানা নাই মিঁয়া। পাখিটিরে তুমি মুক্তি দাও।

[হেকিম হাসতে হাসতে হাতমুখ ধুতে বেরিয়ে গেল।]

ছায়েম ∫∫ মুক্তি দিব!

গঙ্গামণি ∫∫ দিবে না? সেই যখন ভিখারি থাকারই বাসনা, কী প্রয়োজন পাখিটির কলিজা ছিঁড়ে!

ছায়েম ∫∫ (গঙ্গামণির থুতনি নেড়ে গান ধরে) কলিজে না ছিঁড়িয়ে কলি যে যায় না....কলিতে কাকলি পাখিতে গায় না....(বাইরে গাধাটি ডাকে) এঃ! গাধাটি চিল্লায় কেন রে!

গঙ্গামণি ∫∫ ছায়েমচাচার চপকীর্তন শুনে। এতো ফুর্তি কীসের

ছায়েম ∫∫ জোর খানাপিনা সেরেছি। কোর্মা দোর্মা বিরিয়ানি....

গঙ্গামণি ∫∫ বিরিয়ানি। কোথায় গো?

ছায়েম ∫∫ (উত্তেজিত) শুনিস নাই? মোদের তালুকদার সাহেব যে বাইজি পুষেছে!

গঙ্গামণি ∫∫ শুনেছি। বুড়ো বয়সে তালুকদারের চিত্তে রঙ লেগেছে।

ছায়েম ∫∫ তো সেই বাইজির খাতিরে তালুকদারের বাড়ি ক'দিন বিরিয়ানির ছড়াছড়ি। আঁস্তাকুঁড়ে আজ খানকুড়ি এঁটো পাতা চেটেছি। ইয়া মোটা মোটা হাড্ডি চুষে চুষে চুষে....

গঙ্গামণি ∫∫ ছায়েমচাচা তুমি আর তালুকদারের আস্তাকুঁড়ে খাবার খুঁটতে যাবে না। লোকটি বাইজি পোষে, ডাকাত পোষে! আমার লোকটিরে সে কীভাবে পুষে রেখেছে! কিছুতেই ছাড়িয়ে আনতে পারি না।

ছায়েম ∫∫ কে? ভণ্ডুল! আরে খাঁসাহেব তো তারে বহুৎ পেয়ার করে!

গঙ্গামণি ∫∫ (ক্ষেপে) হ্যাঁ হ্যাঁ পেয়ার করে! ঐ মোল্লারা যেমন মুরগিরে করে....

[বাইরে গাধার ডাক। হাতমুখ ধুয়ে হেকিম ফিরে এলো।]

হেকিম ∫∫ এহেঃ ভারি ভুখ লেগেছে মোতির। গঙ্গামণি ঘাসের ঝুড়িটি বার কর দেখি....

গঙ্গামণি ∫∫ এই যাঃ! ঘাস তো কাটি নাই....

হেকিম ∫∫ কহে গেলাম যে....

গঙ্গামণি ∫∫ ভুলে গেছি।

হেকিম ∫∫ সারা বেলাতেও একটি বার মনে পড়ল না? আজ রাতে মোতি যদি খাবার না পায় কাল আমাকে দূর দূর গাঁয়ে রোগীর ঘরে পৌঁছে দিবে কে? একটি কাজের সঙ্গে আর একটি কাজ বাঁধা।

ছায়েম ∫∫ একটি ঘোড়া আনরে হেকিম....চারখানি টগবগে পা! নিমেষে তোরে রোগীর ঘরে পৌঁছে দিবে, হাঁ!

হেকিম ∫∫ তা হয়তো দিবে। মোতির মতো এমন শান্ত ভাবটি কি পাব? মোতি আমার রোগীর মুখের পানে চুপটি করে চেয়ে থাকে! (গঙ্গামণিকে) এমন ভোলা প্রকৃতির হলে চলবে না। সারা বেলা কার কথা ভাবছিলে আসমান পানে চেয়ে? ভণ্ডুলের? ঐ ডাকাতটির? তোমারে কহি গঙ্গামণি, ভণ্ডুলের আশা ছাড়ো। নিজের মতো বাঁচার চেষ্টা করো।

[ওষুধের প্যাঁটরা তুলে নিয়ে ঘরে যায় হেকিম। ধমক খেয়ে গঙ্গামণির মুখ কালো।]

ছায়েম ∫∫ ভারি বদমেজাজি! বুঝে শুনে কাজ করিস। মেয়ে-ও মেয়ে....

গঙ্গামণি ∫∫ ছায়েমচাচা, শুনেছ পলাশপুরে একদল ঠ্যাঙাড়ে ডাকাত ধরা পড়েছে! জানিনা আমার লোকটির কী হলো?

ছায়েম ∫∫ কী হবে? আরে ভণ্ডুলেরে ধরবে পলাশপুর! লে-লে কেউ তারে আটকাতে পারবে না।

গঙ্গামণি ∫∫ তোমরা পাঁচজনে মিলে আর তারে আস্কারা দিও না। কোনদিন না গোরা পুলিশের গুলি খেয়ে মরে, তাই ভাবি।

ছায়েম ∫∫ ওরে লে লে তোর গোরা পুলিশ। ভণ্ডুল বাগদির ফাবড়ার সামনে গোরা পুলিশ! ছোঃ! বিশ পঁচিশ গজ দূর হতে এমন কল্পনা করে ফাবড়া ছুঁড়ে মারবে, গোরা পুলিশের হাঁটু দু ফাঁক।

গঙ্গামণি ∫∫ আহাহা, কী আনন্দের কথা! আঁধারে ঝোপের মধ্যে চোখ জ্বালায়ে বসে আছে, নিরীহ পথচারীর ঠ্যাং ভেঙে ঘাড় মুটকে লুটপাট করে আনছে, তোমাদের দেখি রঙ্গ আর ধরে না। কাল আমাদের তালুকদার সাহেবের কাছে গিয়ে বললাম, হুজুর লোকটিরে ফেরান! আপনি সাজা দিলে সে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।....গা-ই করলেন না! তিনি দেখছেন, সে তো তাঁর তালুকে ঠ্যাঙাড়েগিরি করছে না, করছে গিয়ে পলাশপুরে। যাচ্ছে যাক পলাশপুরের তালুকদারের যাক....দরিয়াগঞ্জের তালুকদারের কী আসে যায়?

ছায়েম ∫∫ সেই তো কথা! দরিয়াগঞ্জের কী আসে যায়! খাঁসাহেবের সঙ্গে আমি একমত।

গঙ্গামণি ∫∫ বড় মজাই পেয়ে গেছো না? একটা ঠ্যাঙাড়ে, সে পলাশপুর না দরিয়াগঞ্জের মানুষ ঠ্যাঙাচ্ছে-সেটিই হয়েছে তোমাদের সকলের বিচার্য!

ছায়েম ∫∫ আরে মণি, মানুষ ঠেঙিয়ে ভণ্ডুল যে এতো এতো আয় করে আনে, তোমরা তো সেটি দিব্য খাও!

গঙ্গামণি ∫∫ হ্যাঁ খেয়েছি, খেয়েছি এতকাল। কী করব, পেট তো একটি না, সন্তানটি রয়েছে! ঘৃণা হয়েছে, তবু খেয়েছি। আর না....ওর আয় আর ছোঁব না! সেই ভেবেই তো চাকরানির কাজটি নিলাম!

[গঙ্গামণির গলা বুঁজে আসে কান্নায়। আলো চলে যাচ্ছে দ্রুত। তালের সবুজ পাতায় আঁধারের ছোপ ধরছে। গঙ্গামণি তার গামছায় চালডাল তরিতরকারির ভাগ বেঁধে নিচ্ছে.... সহসা ভেতর থেকে হেকিমের চিৎকার ভেসে এলোঃ 'ভণ্ডুলের বউ....অ্যাই ভণ্ডুলের বউ!'-গঙ্গামণি চমকে উঠল। একটি ভরা মাটির হাঁড়ি দোলাতে দোলাতে হেকিম ঢুকল।]

হেকিম ∫∫ এটি তুমি কী করেছ বাপু?

গঙ্গামণি ∫∫ আপনের দাওয়াই....

হেকিম ∫∫ কোন্ জাতের দাওয়াই এটি?

গঙ্গামণি ∫∫ শরবতে হুম্মা!

হেকিম ∫∫ (বিকৃত মুখে) শরবতে হুম্মা না এঁড়ে গোরুর চোনা! আরো ছাড়ো ছাড়ো ওসব বাঁধাছাঁদা ছাড়ো। কহ, কীভাবে কী করতে কহেছিলাম, কোন কোন দ্রব্য কী মতে সংমিশ্রণ? কহ!

গঙ্গামণি ∫∫ (ভয়ে ভয়ে) বাসকপাতা শশার বীচি ঝাউপাতা থানকুনির ফুল সব একত্রে হাঁড়িতে চাপিয়ে....

হেকিম ∫∫ কতোটি পানি?

গঙ্গামণি ∫∫ সাড়ে সাত ঘটি....

হেকিম ∫∫ কতোটি সময়?

গঙ্গামণি ∫∫ চান করে ভিজা চুল রৌদ্রে শুকাতে যে সময়....

হেকিম ∫∫ করেছ তাই?

গঙ্গামণি ∫∫ হুঁ, ভিজা চুল শুকিয়েছি, এই উঠানে বকের মতো একঠাঁয় নিথর দাঁড়ায়ে....

[হেকিম একটু সময় তীব্র দৃষ্টিতে হাঁড়ির ওষুদটা লক্ষ করে হঠাৎ গর্জে ওঠে।]

হেকিম ∫∫ আরে মূল উপকরণটিই তো দাও নাই! রক্তগুলাব....বিশটি রক্তগুলাবের পাপড়ি?

গঙ্গামণি ∫∫ দিয়েছি!

হেকিম ∫∫ অ্যাই বাসকপাতা শশার বীচি সব কহেছো, রক্তগুলাব কহ নাই।

ছায়েম ∫∫ কহ নাই....

গঙ্গামণি ∫∫ কহিতে ভুলেছি, কিন্তু দিয়েছি....

ছায়েম ∫∫ (সবিস্ময়ে) রক্তগুলাব!

হেকিম ∫∫ মিছাকথা কেন কহ! রক্তগুলাব দিলে এই তার বাস হয়, এই কিনা বরণ! (হাঁড়িতে হাত ডুবিয়ে জিবে ঠেকায়) থুঃ! শরবতে হুম্মার আস্বাদ আমি জানি না?

গঙ্গামণি ∫∫ কিসে কী হয় আমি কী জানি! তালুকদারের বাগিচা হতে গুলাব তুলে এনে বিশটি পাপড়ি আমি গুণে দিয়েছি!

ছায়েম ∫∫ (চোখ কপালে) তালুকদারের বাগিচা হতে দিয়েছিস!

গঙ্গামণি ∫∫ (তেড়ে যায় ছায়েমকে) হ্যাঁ দিয়েছি দিয়েছি! যেমন যা করার কথা করেছি!

হেকিম ∫∫ আরে তুমি তো বড় বেয়াড়া মেয়েলোক। দাও নাই, তবু জিদ ধরো-দিয়েছি দিয়েছি দিয়েছি....

গঙ্গামণি ∫∫ আমি কি আপনের মতো হেকিম? আপনের হাতে যেমন গন্ধআস্বাদটি হবে, আমার হাতে তেমনটি হবে কী?

হেকিম ∫∫ গুলাব দিয়েছ কিনা কহ। (গঙ্গামণি চুপ) তাহলে আমি যাই, তালুকদার খাঁসাহেবের মালীরে গিয়ে শুধাই, তুমি কখন গুলাব তুলে এনেছ....

[গঙ্গামণি আর পারে না। আঁচলে মুখ লুকিয়ে কেঁদে ওঠে।]

দাওয়াই নিয়ে তুমি ফক্কিকারি করো। তোমারে ভরসা করে হেকিমি করলে তো আমি জহ্লাদ হয়ে যাবো?

গঙ্গামণি ∫∫ আমার মনটি বড় অস্থির ছিল হেকিমসাহেব। লোকটির কথা ভাবতে ভাবতে দেখি দিন ফুরিয়ে আসে! তখন আর গুলাব যোগাড়ের ফুরসৎ নাই....

ছায়েম ∫∫ (আর্দ্র গলায়) ফুরসৎ পায় নাই।

হেকিম ∫∫ (এক ধমকে ছায়েমকে থামিয়ে, গঙ্গামণিকে) ঠ্যাঙাড়ের বউ ঠ্যাঙাড়ে! তোমারে দিয়ে দাওয়াই হবার নয়! তোমারে কাজে রেখেই ভুল হয়েছে আমার!

গঙ্গামণি ∫∫ গাল দিবেন না। আমি গুলাব তুলে আনি....

হেকিম ∫∫ থাক্ থাক্! সারাদিনেও আমার জরুরি দাওয়াইটি হলো না। শোনো গঙ্গামণি, তোমারে যে খারাকি দিয়ে কাজে রেখেছি, সে এই ঔষধের কাজে লাগাবো বলে। তুমি গাধার ঘাস না কাটো নাই কাটলে, কিন্তু মূল জায়গাতেই যখন তোমার এতোই কারসাজি, যাও কাল হতে আর আসবে না তুমি....

[হাঁড়ির ওষুধ দূরে ছুঁড়ে ফেলে ঘরে ঢুকে গেল হেকিম। গঙ্গামণির মালপত্র বাঁধছাঁদা হয়ে গিয়েছিল। সেগুলো ধামায় ঢেলে দিয়ে শূন্য গামছা কাঁধে ফেলে নীরবে বেরিয়ে যাচ্ছে-]

ছায়েম ∫∫ ওরে তোর ভাগের মাল নিলি না, ও বউ....

[গঙ্গামণি না ফিরে চলেই গেল। হেকিম বেরিয়ে এলো।]

খামোকা তুই মেয়েটিরে খেদালি! আরে গুলাব পাবি কোথায়? খাঁসাহেবের বাগিচা তো নেড়া খাঁ-খাঁ!

হেকিম ∫∫ খাঁ-খাঁ?

ছায়েম ∫∫ তবে আর কহি কি? গুলাব থাকলে তো তুলে আনবে! সেথায় গুলাবের ছায়াটি পর্যন্ত নাই!

হেকিম ∫∫ কী রকম? সেদিনও দেখেছি বাগিচাটি ঝকমক করছে! ও বাগিচার গুলাবে তো আমি ছাড়া কারো হাত দিবার কথা নয়।

ছায়েম ∫∫ (হেসে) তুই তাহলে খবরটি এখনো পাস নাই? বাগিচা তো এখন খায়ের বাইজির দখলে!

হেকিম ∫∫ বাইজির দখলে?

ছায়েম ∫∫ হুঁ, হুঁ গুলাব ছাড়া বাইজির এক দণ্ড চলে ন। তার হাতে গুলাব, মাথায় গুলাব, বুকে গুলাব কাঁখে গুলাব ছাড়া বাইয়ের আলাপই জমে না।

হেকিম ∫∫ আরে গুলাব ছাড়া আমার চলে কী মতে? আমার যে একটি বড় কাজ আটকে যাবে! বড় কাজ! ওহোহো কোথা হতে দরিয়াগঞ্জে বাইজি জুটলো কহ দেখি। যতো ফ্যাচাং!

ছায়েম ∫∫ শুনিস নাই? আরে মোদের তালুকদার তো বাইজিরে ছিন্তাই কে এনেছে! কত কাণ্ড ঘটে গেল-

হেকিম ∫∫ বাইজি ছেন্তাই, সে আবার কী?

ছায়েম ∫∫ আরে বাইজিতো আসলে পলাশপুরের তালুকদারের। বায়না নিয়ে কলিকাতা হতে চলেছিল পলাশপুরে। তো মধ্যপথে মোদের দরিয়াগঞ্জের ঘাটে নৌকা লাগতে মোদের তালুকদার বহুৎ কল্পনা করে বাইজিরে ছিন্তাই করে এনেছে। পলাশপুরের মুখে ঝামা ঘষে দিয়েছি আমরা।

[উত্তেজনায় আমমনা ছায়েম পাখির কলসির মুখবাঁধা গামছাটা খুলে নিয়ে ঘাড়গলা মুছতে আরম্ভ করেছে। কলসিটা তার কোলে।]

হেকিম ∫∫ (ঝেঁঝেঁ ওঠে) বেশ করেছ তোমরা! এ নোনামাটির দেশে গুলাবের চাষ নাই....কেবল আছে খাঁসাহেবের বাগিচায়। (থেমে) পলাশপুরের মুখে ঝামা ঘষে সব যে এখন পণ্ড হয়ে যায়! আমার আবিষ্কারটির কী হবে? কঠিন ব্যাধির দাওয়াইটি!

[বলতে বলতে হেকিম একটা তালপাতার পুঁথি বার করে।]

তালপাতার পুঁথিখানি বয়ে বেড়াচ্ছি কেন?.... না, না, রক্তগুলাব আমার আজই চাই।

[ছায়েমের চোখ কলসির দিকে। কলসির মুখ খোলা।]

ছায়েম ∫∫ (কলসির মুখে হাত চাপা দিয়ে) কইরে? ঠোকারায় না কেন রে।....যাঃ! আমার কোলের পাখি, না বলে চলে গেল!

[চড়াইপাখির কিচকিচ আওয়াজ শোন যায়। আলো নেভে।]

প্রথম অঙ্ক-দ্বিতীয় দৃশ্য

[তালগাছের মাথায় চাঁদে এখন রঙ ধরেছে। হেকিমসাহেবের কবর আর এক পাক ঘুরে এলো ফকির।]

ফকির ∫∫ দরিয়াগঞ্জ আর পলাশপুর....নদীর দুই পারে দুই তালুক। এপারে রাজত্ব করেন খান বাহাদুর ওয়ালি খাঁ সাহেব, ওপারে শ্রীযুক্ত পশুপতি পোদ্দার। দু পারেই ছিল বাপ মস্ত দুই আস্তাবল....আর তাজি ঘোড়ার চিঁহি চিঁহি....আর লেঠেল পাইক বরকন্দাজের হাঁকাহাঁকি। লেগেই ছিল দুপক্ষের লাঠালাঠি। তা এরই মধ্যে দরিয়াগঞ্জের খাঁসাহেব ছিনিয়ে আনলেন পলাশপুরের বাইজি....

[চাঁদের আলোর মতোই ভেসে আসে মোহরবাই-এর কণ্ঠের আলাপ। পূর্ববৎ আড়ালে অদৃশ্য হয় ফকির। তালগাছের সামনে তালুকদার ওয়ালি খাঁসাহেবের বৈঠকখানা। উল্লাসে লাফাতে লাফাতে বৈঠকখানায় ছুটে আসে বক্কর, খাঁসাহেবের মোসাহেব। ভারি রঙবাহারি পোশাক তার।]

বক্কর ∫∫ (অন্দরে তাকিয়ে) হুজুর হুজুর....আমার হুজুর কি কাছারি ঘরে আছেন?

ওয়ালি ∫∫ (ভেতর থেকে) বক্কর....

বক্কর ∫∫ জি হাঁ বক্কর। ঐ শোনেন সারেঙ্গিতে তান ধরেছেন আপনার বাই মোহর! আসেন হুজুর আসেন।

[ওয়ালি খাঁ বৈঠকখানায় আসছে। সত্তরোর্দ্ধ বৃদ্ধের শরীর গোলগাল থলথলে ভোগে টুসটুসে। খুশি যেন মধুর মতো চিটপিট করছে সর্বাঙ্গে। সেই সঙ্গে গেঁটে বাত। ভার বইতে হাতের লাঠিখানাও বেসামাল হয়। ওয়ালি সর্বদাই টলমল করে।]

ওয়ালি ∫∫ বক্করকে বক্কর....খচ্চর ফক্কড়....কিছুতেই করত দিবি না কাছিরি! আমার কতো খাজনাপত্তর হিসাবনিকাশ লিখাপড়া তালুকদারি....

বক্কর ∫∫ লিখাপড়া? হুজুর আসমানে চাঁদখানি দ্যাখেন পাকা কুমড়া! তালুকদারি এমন কী জরুরি? কান পেতে শোনেন হুজুর, এর নাম ঠুমরি।

[ওয়ালি বক্করের গলা জড়িয়ে দূর আকাশের চাঁদের দিকে চেয়ে বাইজির গান শোনে।]

গলা তো নয় হুজুর, কোকিলা-হুজুর কোকিলা। হায় হায়....

ওয়ালি ∫∫ তবে আছে আমার ক্ষ্যামতা!

বক্কর ∫∫ জি নেই বলে, ঘাড়ে কখানি মাথা!

ওয়ালি ∫∫ কী করবে এখন পলাশপুরের তালুকদার....তোদের পশুপতি পোদ্দার!

বক্কর ∫∫ হার হার....শালার এবার গো-হার! (বুক চাপড়ে ফক্কুড়ি করে) হতাশ হতাশ....হুজুর কেড়ে নিয়েছেন তার মুখের গরাস!

[বক্করের ঢঙ দেখে ওয়ালি হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ে। মস্ত এক তাকিয়া নিয়ে হাজির হয় ওয়ালির খাসচাকর-পিছুপিছু এই বিশেষ তাকিয়াটি বইতে বইতে যার নামও হয়ে গেছে 'তাকিয়া'। নিপুণ হাতে তাকিয়া ওয়ালিকে ধরাধরি করে তাকিয়ায় ঠেসান দিয়ে বসান।]

ওয়ালি। বক্কররে বক্কর, তবু দিলটা ভরল নারে বক্কর....

বক্কর ∫∫ কেন হুজুর, কেন?

তাকিয়া ∫∫ কী করে ভরে? বাইরে ছিন্তাই করলেন, এখনো পলাশপুরের সাথে কোনো মারামারিই হলো না! সব ফুসফাস!

বক্কর ∫∫ এতে মন খারাপের কী আছে হুজুর? বোঝা যায় আপনার সাথে পাঞ্জা লড়ার হিম্মৎ ধরে না পশুপতি পোদ্দার!....হুজুর দরিয়াগঞ্জের তালুকদারের চেয়ে বড় তালুকদার আমরা রাখতে দিব না দুনিয়ায়। পলাশপুর যতো বাড়বে, তার দশহাত ওপরে বাড়বে দরিয়াগঞ্জ।

ওয়ালি ∫∫ বেড়েই তো আছিরে বক্কর! একশো লেঠেল পুষেছে পশুপতি, আমি একশো বারো....

বক্কর ∫∫ আরো চাই হুজুর, আরো আরো....

ওয়ালি ∫∫ তার ডাকাত পঞ্চাশ, আমার পঁচপান্ন!

বক্কর ∫∫ মেরে দিয়েছেন হুজুর, একটুর জন্য!

ওয়ালি ∫∫ একটুর জন্য! আরে হারামিটা কহে কী রে তাকিয়া? বিয়া করেছে তিনটা, আমার শাদি গুণে গুণে চারটা!

বক্কর ∫∫ মারে কাট্টা, ভোঁ-কাট্টা! শুনেছি ভারি কচি নাকি পলাশপুরের ছোটোবউটা!

ওয়ালি ∫∫ কচি? কত কচি, উঁ? ছোটোবউ কতো কচি? আমারো ছোটো বিবির বয়স....(থেমে) তার বয়স আর কী বলব, তার বাপের বয়সই পঁয়ত্রিশ!

তাকিয়া ∫∫ এর কমে আর শ্বশুর মেলে না....!

ওয়ালি ∫∫ (হেসে) আর কত কম্পিটিশন দিব রে তাকিয়া?

তাকিয়া ∫∫ আর দিবেন না হুজুর, আপনার হাঁটুতে বাত, ভাঁজ করায় অসুবিধে আছে।

বক্কর ∫∫ চলেন হুজুর আজ রাতে ফুর্তি হবে বাইসাহেবার মজলিশে!

ওয়ালি ∫∫ আরে না না, তোদের ও রাতভোর হুল্লোড়ে আমি নাই। পলাশপুরের বাইজি তুলে এনে দিয়েছি, আমার কাজ ফুরিয়ে গেছে! এখন রঙ তামাশা যা করার তোরা চালাগে যা....

বক্কর ∫∫ হুজুর মধ্যমণি না থাকলে কারে ঘিরে রঙ তামাশা চলে?

তাকিয়া ∫∫ বাইসাহেবারও মন ভরে না।

[ওয়ালি হাসে। উপভোগ করে।]

বক্কর ∫∫ বলে বক্করভাই, তোমাদের হুজুর কী গানবাজনা বোঝেন না? তাঁর যে ভাই লাগাম টানার মুরোদ নাই, তবু কেন হাওদা চাই।

ওয়ালি ∫∫ (হেসে) অ্যা!

তাকিয়া ∫∫ চলেন হুজুর, একটা রাত জবাব দিবেন চলেন!

[বক্কর ও তাকিয়া ওয়ালির হাত ধরে টেনে তোলার চেষ্টা করে। বস্তুত ছোকরা দুটি ওয়ালির খুব পেয়ারের। একটা পত্র হাতে ওয়ালির নায়েব হর্তুকি ঠাকুর কাছারি ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।]

ওয়ালি ∫∫ আচ্ছা আচ্ছা, ছাড় ছাড়। আমার নায়েব যদি যায়, আমি যাবো। কী হর্তুকি, যাবে নাকি?

হর্তুকি ∫∫ জি আজ্ঞে কোথায়?

ওয়ালি ∫∫ চলো যাই বাইজির মজলিশে ফুর্তিফার্তায়....

[ওয়ালি মদ্যপানের ইঙ্গিত করে। হর্তুকি জিব কাটে, কান ছোঁয়, ঘন ঘন টিকি নাড়ে। ওয়ালি হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ে।]

বক্কররে বক্কর....দ্যাখ দ্যাখ হর্তুকির কাণ্ড দ্যাখ....মুখখানি আমলকির মতো হয়ে গেছে।

হর্তুকি ∫∫ হুজুর, কদ্দিন আমি বলেছি, এসব ছেলেছোকরার কাণ্ডকারখানার মধ্যে আপনি যাবেন না! আপনারে মানায় না!

ওয়ালি ∫∫ (গম্ভীর হয়ে) হ্যাঁ। যা যা-হাট! (তাকিয়া ও বক্করকে ঠেলে সরিয়ে) ছোঁড়া দুটিকে মারতে পারো না?

হর্তুকি ∫∫ (হাতের পত্রখানা বাড়িয়ে) নিন পত্রখানায় একটা সিলমোহর মেরে দিন।

ওয়ালি ∫∫ হয়ে গেছে মুসাবিদা? পড়ো দেখি কেমন লিখলে। (বক্করের সঙ্গে আগ বাড়িয়ে ভবে করে) বল দেখি পত্রখানা কোথায় যাচ্ছে বক্কর....?

হর্তুকি ∫∫ (পত্র পড়ে) এলাহি ভরসা, পেয়ারের ভাই পশুপতি....

বক্কর ∫∫ পশুপতি! অ্যাঁ? পলাশপুরের তালুকদাররে লিখছেন?

হর্তুকি ∫∫ (পড়ছে) অত্রপত্রে তুমি আমার অন্তরের অন্তস্থলের মহব্বত জানিবে। ভাই, শুনিয়া খুশি হইবে, সম্প্রতি কলিকাতা হইতে আমি একটি অপরূপা বাইজি আনয়ন করিয়াছি।

বক্কর ∫∫ অ্যাঁ? আমি আনয়ন করিয়াছি, তুমি শুনিয়া খুশি! এতো এ গালে চড়, ও গালে ঘুষি!

হর্তুকি ∫∫ (পড়ে) বাইজি নামে মোহর, কণ্ঠে ভ্রমর....

ওয়ালি ওবক্কর ∫∫ কেয়াবাৎ! কেয়াবাৎ!

হর্তুকি ∫∫ (পড়ে চলে) আমি দিবসরজনী এই মদালসা রমণীর নাইটেঙ্গেলিয় কণ্ঠ সুধায় নিমজ্জিত!

বক্কর ∫∫ (উত্তেজিত) মদালসা! মদালসা! মানেটা কী হলো....?

ওয়ালি ∫∫ ওরে মানে ছাড়! খালি আমার নায়েবের জ্ঞানের বহরটা মেপে যা। ভাষার কারসাজিতে পশুপতিকে কতগুলি বাঁশ দিচ্ছে, গুণে যা-

বক্কর ∫∫ (হর্তুকিকে উদ্দেশ করে) জবাব নাই....লা জবাব! উর্দু ফারসি ইংরাজি সোমসকৃত একসঙ্গে পাকিয়া কাবার!

ওয়ালি ∫∫ (বক্করকে) চোপ! চোপ! পড় তুমি, পড়...পড়....

হর্তুকি ∫∫ (পড়ে) ভাই এমন খুশির দিনে সর্বাগ্রে তোমার কথা মনে পড়িল....

ওয়ালি ∫∫ আচ্ছা। তা আমার কেন মনে পড়িল?

হর্তুকি ∫∫ (পত্র পড়ে) পড়িবে না? পলাশপুর আর দরিয়াগঞ্জ একই জমিদারির অন্তর্ভুক্ত দুই তালুক। আমরা একই সিংহের দুই শৃঙ্গার!

ওয়ালি ∫∫ (তারিপ করে) হাঁ....

বক্কর ∫∫ মানে....মানে....

ওয়ালি ∫∫ কী মানে?

বক্কর ∫∫ শৃঙ্গার!

[ওয়ালি এক নজরেই বুঝতে পারে হর্তুকি মানের ব্যাপার নিশ্চিত নয়।]

ওয়ালি ∫∫ ওরে আমার নায়েব মানে বুঝেও যা লিখবে, না বুঝেও তাই লিখবে। যা প্রাণে চায় চালিয়ে যাও ঠাকুর। তোমার পণ্ডিতির ওপরেই ছেড়ে রেখেছি তালুকের লিখাপড়া। তা যাক, শেষটি কী লিখলে?

হর্তুকি ∫∫ (পত্র পড়ে) ভাই আমার সনির্বন্ধ মোনাজাত, এক রজনীতে আমার দাওয়াৎ গ্রহণ করো। আমার কোকিল-কূজিত সুরভি-সিঞ্চিত কুঞ্জকুটীরে আসিয়া সুরাঙ্গনার কণ্ঠ নিঃসৃত সুরামৃত পান করিয়া যাও....

ওয়ালি ∫∫ (গম্ভীর মুখে) না না, এই পত্তর শোনার পর আর তো চুপ করে বসে থাকা যায় না বক্কর। (বক্করের দিকে চোখ টিপে হাসে) পশুপতি শালা আসুক না আসুক আমি তো আজ মজলিশে যাচ্ছি! হাঁ, তোমার পত্তরের একটা মর্যাদা আমায় দিতে হবে বইকি

হর্তুকি!

বক্কর ∫∫ তাকিয়ারে, যা যা হুজুরের টুপি জুতা মোজা আন....আতর লাগা....হুজুর মজলিশে যাবেন!

[তাকিয়া ছুটে চলে যায়।]

ওয়ালি ∫∫ দ্যাখো ঠাকুর, তুমিই কিন্তু আমায় পাঠালে!

বক্কর ∫∫ জি, এক একটা লোক থাকে, নিজে যায় না....অন্যেরে ঠেলে পাঠায়....

[হর্তুকি সিলমোহর বাড়িয়ে দেয়। পত্রের ওপর সিলমোহরের ছাপ দেয় ওয়ালি। বাইরে গাধার ডাক। ওয়ালির হাত কেঁপে গেল।]

যাঃ! বেঁকে গেল যে! কে চেল্লায় রে!

হর্তুকি ∫∫ গর্দভ!

ওয়ালি ∫∫ জোছনা রাতে গর্দভ! (বক্করকে) জেনে আয় তো কার গর্দভ!

হর্তুকি ∫∫ গর্দভ তো আপনার তালুকে একটাই আছে। ঐ যে....

[গুটি গুটি পায়ে হেকিম আসছে। হর্তুকি ভুরু কোঁচকায়।]

হেকিম ∫∫ আস্‌সালামওয়ালাইকুম হুজুর....

ওয়ালি ∫∫ (আনন্দে) ওয়ালাইকুম আস্‌সালাম....এসো এসো আমার হেকিম এসো....আমার দোস্ত এসো....আমার বেটা এসো।

হেকিম ∫∫ হুজুর কি ব্যস্ত আছেন?

হর্তুকি ∫∫ বলো, কী চাই আমায় বলো। ওহে, সব সময় তুমি সরাসরি হুজুরের কাছে আসো কেন? উঁ? মাঝখানে আমি রয়েছি দেখতে পাও না?

[এর মধ্যে তাকিয়া জুতো মোজা টুপি আতরের বাক্স সুর্মাদানি নিয়ে এসেছে। ওয়ালি চোখে সুর্মা লাগায়।]

ওয়ালি ∫∫ শুনেছ তো হেকিম, আমি একটি বাইজি পুষেছি।

হেকিম ∫∫ জি শুনেই তো ছুটে এলাম....

বক্কর ∫∫ (গায়ে আতর ছড়াতে ছড়াতে) কেন আসরে বসতে চাও নাকি হেকিমসাহেব?

হর্তুকি ∫∫ তোমার যে এদিকেও গুণ আছে জানা ছিল না তো!

বক্কর ∫∫ চলো হেকিমসাহেব, গানের ফোয়ারায় চান করবে চলো।

ওয়ালি ∫∫ না না, ও কোথায় যাবে? কাজের মানুষ....এসব বেশরম কারবারে ফেঁসে গেলে চলবে? তালুকে মাত্র একখানি হেকিম আমার। না না, এসব আকামের দিকে তুমি মোটে ভিড়বে না বেটা! তুমি ভারি খাঁটি মানুষ।

হর্তুকি ∫∫ মানুষটি খাঁটি, ওষুধটি না! (হেকিমকে) আরে প্রজাদের যে অসুখ বিসুখ হচ্ছে, তার কি করছ, অ্যাঁ? সামনে

চোত-কিস্তি! তাড়াতাড়ি সুস্থ করে না তুলতে পারলে, ঐ জ্বরজারির ছুতোয় ব্যাটারা যে খাজনা মকুব করতে বলবে, সে খেয়াল আছে?

ওয়ালি ∫∫ না না তাড়াতাড়ি সারাও বেটা। কাজে মন দাও দ্যাখো আমার তালুকের সাতখানি গাঁয়ের স্বাস্থ্যরক্ষার দায়িত্ব আমি তোমার হাতে তুলে দিয়েছি....এখন তোমার তো উচিত আমার যাতে খাজনা মার না যায়, অন্তত সেইমতো স্বাস্থ্যরক্ষা করে যাওয়া....(তাকিয়াকে) নে জুতা লাগা....

[তাকিয়া ওয়ালিকে জুতোমোজা পরাতে শুরু করে।]

হেকিম ∫∫ জি চেষ্টার আমি কসুর করি না। এখন হুজুর যদি মেহেরবানি না করেন....

ওয়ালি ∫∫ সে তো আমি করেই থাকি বেটা। তোমার পরে যে আমার একটি নেকনজর রয়েছে, কথাটি তুমিও জানো....

হেকিম ∫∫ হুজুর শুনলাম বাগিচার রক্তগুলাব আমি আর পাবো না?

বক্কর ∫∫ গুলাব! গুলাব কি আর হুজুরের হাতে আছে নাকি? সব হুজুরের কোকিলার কবলে! একটি ফুল ছেঁড়ারও হিম্মৎ কারো নাই হেকিমসাহেব, হুজুরেরও নাই!

হেকিম ∫∫ (জোড় হাতে) রক্তগুলাব না পেলে চিকিৎসা যে বন্ধ হয়ে যায় হুজুর! রক্তগুলাব এমন একটি উপকরণ যেটি ইউনানি চিকিৎসার হরেক দাওয়াই-এ লাগবে। গুলাব না পেলে আমার কী করে চলে মনিব?

ওয়ালি ∫∫ এত কাল তো পেয়েছ বেটা। বাগিচা আমার খোলাই ছিল তোমার জন্য। আবার এটিও দ্যাখো, তালুকে একটি বাই-টাই না পুষলে তালুকদারের জমক থাকে না। এখন বাই যদি গুলাব চায়, আমাকে তো দিতেই হবে। গুলাবটি তুমি ওরে ছেড়ে দাও বেটা।

হেকিম ∫∫ তা হলে চিকিৎসার কী হবে হুজুর....?

ওয়ালি ∫∫ সেটি তোমার ব্যাপার। ভাবো, চিন্তু করো, মাথা খাটিয়ে বুদ্ধি বার করো....

হর্তুকি ∫∫ আরে গোলাপ গোলাপ করছ কেন? গাঁদাফুল দিয়ে কাজটা চালিয়ে নাও গে....

ওয়ালি ∫∫ হাঁ, তাই নাও।

হেকিম ∫∫ (হর্তুকিকে) এটি কি কাজ চালানোর ব্যাপার?

ওয়ালি ∫∫ (সঙ্গে সঙ্গে মত বদল করে) না, না, এটি কাজ চালানোর ব্যাপার নয় তা বলে।

হেকিম ∫∫ সারাতে হবে মানুষের ব্যাধি! গাঁদাফুলে হবে না।

ওয়ালি ∫∫ আরে না, হবে না।

হেকিম ∫∫ ছাগলের পায়ে ধান মাড়াই হয় না, তার জন্যে গোরুর পা-ই চাই।

ওয়ালি ∫∫ (হর্তুকিকে) হাঁ, গোরুর পা-ই চাই।

হর্তুকি ∫∫ আর যে দেশে গোরু নেই?

ওয়ালি ∫∫ (মত বদল করে) হ্যাঁ, যে দেশে গোরুই নাই?

হর্তুকি ∫∫ ধান মাড়াই হবে না? এই যে হুজুর....হুজুরের পরিবার কেউ তোমার ওষুধ খায় না....

বক্কর ∫∫ সব সেই শহরের ডাক্তার পিরজাদা।

হর্তুকি ∫∫ তো পিরজাদা ডাক্তারের ওষুধে তো গুলাবের গ-ও নেই....তাহলে? গুলাব না হলেও চলে তো।

ওয়ালি ∫∫ চলে তো!

বক্কর ∫∫ যান তো হেকিমসাহেব! গুলাব নাই, গুলাবপানি নেন। (গোলাপজল ছিটোয় হেকিমের দিকে) ছাড়েন হুজুর, বেকার তর্ক করে লাভ নাই-

হেকিম ∫∫ (অনুনয় করে) হুজুর....

ওয়ালি ∫∫ আচ্ছা শোন বেটা, দাওয়াই-এ একটি মশলা তুমি কম দাও। জানাজানি হবে না। আমরা চেপে রাখব।

হেকিম ∫∫ এত চাপা না-চাপার ব্যাপার নয় হুজুর। আমি তো জানলাম দাওয়াই আমার নিখুঁত নয়।

ওয়ালি ∫∫ হ্যাঁ, তা জানলে....

[মৌলবি ঢোকে।]

মৌলবি ∫∫ আসসালামওয়ালাইকুম....

ওয়ালি ∫∫ আরে এস এস আমার মৌবলি এস! আমার ব্যাটা এস। দোস্ত এসো। কহ তোমার মাদ্রাসার খবর কহ।

হর্তুকি ∫∫ (হেকিমকে) খুব যে বড় বড় কথা বলছ! তোমার চেয়ে ঢের ওজনের ডাক্তারবদ্যি আমার দেখা আছে, বুঝলে? শুনেছ ধন্বন্তরি রত্ননিধির নাম?

তাকিয়া ∫∫ আপনের সেই মামাশ্বশুর?

ওয়ালি ∫∫ তার গুলাব লাগে না।

হর্তুকি ∫∫ গোলাপ কেন হুজুর, তার কিছুই লাগে না।

ওয়ালি ∫∫ (হর্তুকির কথা লুফে নিয়ে) কিছুই লাগে না! এক কোষ সাদা পানি ছুঁড়ে মারবে রোগীর মুখে-সব ফর্সা!

হর্তুকি ∫∫ আমি তো বলছি, রত্ননিধিকে দরিয়াগঞ্জে আনুন, আশ্চর্য ফল পাবেন। এসব হেকিমটেকিম তার কাছে তেলাপোকা। ভারি তিনপেয়ে গাধায় চেপে চাষাভুষোর মহলে ঘুরছে, ভাবছে কী-না-কী করছি! যে জানে তাকে গাধায় চেপে ঘুরতে হয় না....বুঝলে?

তাকিয়া ∫∫ মামাশ্বশুর ঘোরেন কীসে?

ওয়ালি ∫∫ ঘুরবেন কীসে? পক্ষাঘাতে রত্ননিধির এক পাশ পঙ্গু!

হর্তুকি ∫∫ এক জায়গায় বসে দিনে একঘণ্টা রোগী দেখেন....ব্যাস।

মৌলবি ∫∫ গোস্তাকি মাফ করবেন নায়েবমশাই, ওরকম করলে আমাদের এখানে চলবে না।

ওয়ালি ∫∫ (মত ঘুরে যায়) না এরকম করলে এখানে চলবে না।

মৌলবি ∫∫ হুজুর আপনার প্রজারা সব চিকিৎসা-বিমুখ।

ওয়ালি ∫∫ হক কথা!

মৌলবি ∫∫ পিছু পিছু তাড়া করে দাওয়াই না খাওয়ালে খাবেই না!....এই হেকিমসাহেব যে ভাবে করে....

ওয়ালি ∫∫ হাঁ। এই হেকিম যে ভাবে করে....

হর্তুকি ∫∫ (মৌলবিকে) তুমি থামো, শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল।

ওয়ালি ∫∫ (হর্তুকির পক্ষ নিয়ে মৌলবির দিকে লাঠই উঁচিয়ে) থামো না! এতো কথা কহ কেন অ্যাঁ?

হর্তুকি ∫∫ হুজুর রত্ননিধির এমন ক্ষ্যামতা, দরিয়াগঞ্জে পা দেবে-সব রোগ উড়ে যাবে।

ওয়ালি ∫∫ (মৌলবিকে) উড়ে যাবে!

মৌলবি ∫∫ সে তো ইচ্ছা করলে হুজুরই করতে পারেন....।

ওয়ালি ∫∫ (মৌলবির প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে হর্তুকিকে) সে তো আমিও পারি! (থেমে,মৌলবিকে) আমি কী করে করতে পারি রে ব্যাটা?

মৌলবি ∫∫ পারেন হুজুর। রাস্তাঘাটের ময়লা সাফা, নিয়মিত গোরু ছাগলের খোঁয়াড় সাফা, মশামাছি মারা, মানুষের জন্যে দুবেলা পেটটি ভরা খাওয়া আর খাবার পানির পৃথক ব্যবস্থা....এই করলেই অর্ধেক রোগ সাবাড়!

হর্তুকি ∫∫ (ওয়ালিকে) নিন, আপনার মৌলবি ফিরিস্তি দিয়েছে, এখন কোনটি কি করবেন, বিবেচনা করুন।

[চটি ফটফটিয়ে হর্তুকি কাছারি ঘরে চলে গেল।]

ওয়ালি ∫∫ তুমি হক কথাই বলেছ মৌলবি, হক কথা! তালুকদার হিসাবে আমারই কর্তব্য রাস্তাঘাট করা, পয়ঃপ্রণালী করা, আবর্জনা সাফাই করা, খাবার পানির জন্যে পৃথক দিঘি কাটানো.... হক কথা! জমিদারবাবুর কাছ হতে যেদিন তালুক পত্তনি নিয়েছি, সব দায় আমার ওপর বর্তেছে। কিন্তু আমি কোনটাই করি না। আমি কেন করি না? (হেকিমকে) তুমি রয়েছ বলেই করিনা। আরে এর জন্যে আমার তালুকে কতো রোগ হবে, হোক না। আমার তো ঠেকাবার লোক রয়েছে। আমার হেকিম রয়েছে!....

[ওয়ালি হাসতে হাসতে পা ছড়িয়ে শোয়। বক্কর তার কানে আতর লাগায়।]

হেকিম ∫∫ হুজুর, আসল কথাটি কহি....

বক্কর ∫∫ এখনো কহ নাই?

হেকিম ∫∫ গুলাব চাই মনিব.... আমি একটি ব্যাধির দাওয়াই আবিষ্কার করতে চাই!

ওয়ালি ∫∫ আবিষ্কার! আচ্ছা.... আচ্ছা, দাওয়াইটি কি দুনিয়ায় নাই?

হেকিম ∫∫ জি না। সে এক আদ্যিকালের দুশমন রোগ! আজো কেউ তার নাগাল পায় নাই। মানুষ তারে ভয় পায়, ঘৃণা করে। রোগীরে দূর করে দেয় সমাজের বাইরে....

ওয়ালি ∫∫ (শিরদাঁড়া সোজা করে) কী কী ব্যারামটি কী?

হেকিম ∫∫ নামটি আজ কহিব না, আগে প্রতিকার বার করি। এক দরবেশের কাছে পেয়েছি এই তালপাতার পুঁথি! পেয়েছি মোকাবিলার সন্ধান! আর সব উপকরণ জুটিয়েছি, হুজুর শুধু আজকালের মধ্যে রক্তগুলাবটি পেলে....

[হেকিম তালপাতার পুঁথি দেখায়।]

ওয়ালি ∫∫ ব্যারমটি কি আমার তালুকে দেখতে পেয়েছ?

হেকিম ∫∫ জি না, এ অঞ্চলে নাই।

ওয়ালি ∫∫ অঞ্চলেই নাই? (হেসে ওঠে) আরে তবে তার মোকাবিলায় মাথা ঘামায় কেন?

মৌলবি ∫∫ হুজুর, দুনিয়ার কাজে লাগবে...

ওয়ালি ∫∫ ও বেটা, আমার দুনিয়া আমার তালুক! (হেকিমকে) তোমার যেটুকু বিদ্যা আছে, সেইটুকু খাটাও।

বক্কর ∫∫ কমজ্বর বেশিজ্বর ন্যাবাজ্বর পিলেজ্বর আমাসা পিপাসা...

ওয়ালি ∫∫ মানে আবর্জনা সাফা না করে, পয়ঃপ্রণালী না করে, আমি যে যে রোগ তোমার জন্যে ছাড়িয়ে রেখেছি, সেইগুলি সামলাও। আমার খাজনার পথটি পরিস্কার কর। আবিস্কার! হে হে হে.... এতো আমার মাথা খারাপ করে দেয়রে বক্কর।

[বাইজির গান ভেসে আসে।]

বক্কর ∫∫ হুজুর!

ওয়ালি ∫∫ চল চল....

[বক্করের হাত ধরে ওয়ালি মজলিশে যাবে বলে উঠে দাঁড়ায়। পেছনে তাকিয়ে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে তাকিয়া।]

হেকিম ∫∫ হুজুর পলাশপুরে যাব?

ওয়ালি ∫∫ (বজ্রাহত) কোথায়?

হেকিম ∫∫ কহি কি, পলাশপুরে তালুকদারের বাগিচাটি নাকি আরো বড়। দু' আড়াই শো গাছ। ওষুধের তরে চাহিলে নিশ্চয় কিছু ফুল দিবেন তিনি।

ওয়ালি ∫∫ (চলতে গিয়ে খোঁড়ায়) অ্যাই কোন জুতা পরালি?

তাকিয়া ∫∫ বাছুরের চামড়ার!

ওয়ালি ∫∫ মেরে বাছুর বানিয়ে দিব তোরে। মজলিশে যাবার কালে হরিণের চামড়ার জুতা দিবি। (হেকিমের কাছে এসে) যার সাথে আমার কম্পিটিশন, তার বাগিচার ফুলে হবে তোমার আবিস্কার!

বক্কর ∫∫ আবিস্কার বন্ধ থাক।

ওয়ালি ∫∫ থাক!

[ওয়াকি বক্কর ওতাকিয়া মজলিশে বেরিয়ে যায়। হেকিম স্তব্ধ দাঁড়িয়ে। বাইজির গান চলছে।]

মৌলবি যাও। হেকিমসাহেব, তুমি পলাশপুরেই যাও।

প্রথম অঙ্ক-তৃতীয় দৃশ্য

[পলাশপুরে তালুকদার পশুপতি পোদ্দারের বৈঠকখানা। খানকয় চেয়ারের মধ্যে বড়টায় পশুপতি। বছর ত্রিশের সুসজ্জিত যুবক। এক হাতে সুদৃশ্য গড়গড়ার সোনালি নল। আর হাতে পত্র। পত্রটা বার কয় পড়ার পর ভুরু কুঁচকে উঠল পশুপতির। পাশেই বৃদ্ধ যুগীমশাই-পশুপতির গোমস্তা। পশুপতির কাঁধের উপর দিয়ে মুখ বাড়িয়ে সেও চিঠিটা পড়ে নিয়েছে। অদূরে হর্তুকি ঠাকুর মিটমিট করে হাসছে।]

হর্তুকি ∫∫ তাহলে আমাদের খাঁসাহেবের আমন্ত্রণ রক্ষা করছেন তো বাবু?

পশুপতি ∫∫ খাঁসাহেব আমার বড়ভাইয়ের মতো। আদর করে ছোট ভাইকে তাঁর বাইজির নাচগান উপভোগ করতে ডাকছেন, একি উপেক্ষা করা যায়, কী যুগীমশাই?

যুগী ∫∫ প্রশ্নই ওঠে না।

পশুপতি ∫∫ মোহর গাইছে কেমন?

হর্তুকি ∫∫ ঠুমরিটা বিশেষ সুখশ্রাব্য।

পশুপতি ∫∫ দেখবেন ভজনটি ও! রাগ ভৈরবীতে তিলক কামোদ মিশে যায়.... আর অন্তরাতে মোহরের সেই পুকার....! দেখছেন, গায়ে আমার কাঁটা দিয়ে উঠছে।

হর্তুকি ∫∫ (ঘাবড়ে) বাবুর দেখছি রাগরাগিনীতে বিশেষ দখল!

পশুপতি ∫∫ না, না তেমন কিছু না। তবে ছোটবেলাটা আমার কলকাতায় কেটেছে। বাইজিপাড়ায় নিত্য যাতায়াত ছিল। বলতে পারেন, আমি ওদের একজন ভক্ত শ্রোতা....(থেমে) ঠাকুরমশাই নিশ্চয়ই অবগত আছেন, মোহর সেদিন আমার মুজরো নিয়েই পলাশপুরে আসছিল.... পথের মধ্যে খাঁসাহেব তাকে হরণ করেছেন।

হর্তুকি ∫∫ (ব্যস্ত হয়ে) বাবু বাবু, যা হয়ে গেছে, গেছে। খাঁসাহেব বারংবার বলে দিয়েছেন, সেদিনের ব্যাপার নিয়ে আপনি যদি বিন্দুমাত্র দুঃখ পেয়ে থাকেন....

পশুপতি ∫∫ দুঃখ! (হেসে) দুঃখ পাবো কী? ও যুগীমশাই....

যুগী ∫∫ প্রশ্নই ওঠে না।

পশুপতি ∫∫ খুশি হয়েছি ঠাকুরমশাই। আমার প্রতিবেশীর যে সংগীতে মন লেগেছে, এটাই বড় কথা। তাঁর মত উচ্চবংশীয় বিত্তশালী কেন যে এতকাল এদিকে নজর দেননি, এটাই বিস্ময়ের! (গড়গড়ায় টান দিয়ে) উনি বংশ পরম্পরায় তালুকদার। আমি তো কালকা যোগী! .... পিতৃদেবের ছিল সোনাদানা তেজারতির কারবার। যাকে বলে পোদ্দারি। আমার ও পরের ধনে পোদ্দারি পোষাল না.... তাই তালুকদারি। খাঁসাহেবকে আমার সালাম জানাবেন।

হর্তুকি ∫∫ শুনেছেন তো, খাঁসাহেবের তালুক আরো বড় হচ্ছে। তালুকে মোট ছিল সাতটি গাঁ, হচ্ছে ন'টি।

যুগী ∫∫ কেন শুনবো না? জমিদারবাবু তো আমাদেরই তালুকের দুটি গাঁ ছেঁটে নিয়ে খাঁসাহেবের হাতে তুলে দিচ্ছেন....

হর্তুকি ∫∫ (হেসে হেসে খোঁচা দেয়) হুজুরের ছোটো শ্বশুরের বয়েস আবার মাত্র পঁয়ত্রিশ।

যুগী ∫∫ সুসময় পড়েছে, সব দিকেই উন্নতি।

পশুপতি ∫∫ তাজি ঘোড়ার মত ছুটছেন খাঁসাহেব।.... তবে কি জানেন, আমার মতো টাট্টু ঘোড়ার সঙ্গে পাল্লা না দিলেই পারেন আপনার হুজুর....

হর্তুকি ∫∫ (হেসে) ছি ছি, নিজেকে টাট্টু বলবেন না বাবু!

যুগী ∫∫ (হঠাৎ ধৈর্যহারা হয়ে চিৎকার করে) টাট্টুই তো করেছেন আপনারা, মেরে মেরে টাট্টু করে দিচ্ছেন। পাল পাল ডাকাত লেলিয়ে দিচ্ছেন পলাশপুরে। ধানচাল গোরু মোষ লুটপাট করে নিয়ে গিয়ে উঠছে দরিয়াগঞ্জে।

হর্তুকি ∫∫ একি উন্মত্ত ব্যবহার!

যুগী ∫∫ উন্মত্ত! ঐ ঠ্যাঙাড়ে....আপনাদের ভণ্ডুল বাগদি, ব্যাটার ফাবড়ায় অতো জোর কীসে জানিনা? খাঁসাহেবের মদত। ব্যাটাকে ধরে ফেলেছি!....দেব এবার গোরা পুলিশের হাতে তুলে।আপনার খাঁসাহেবকে বলবেন, তাঁর মতো চোদ্দোটা তালুকদার এসেও ভণ্ডুলকে বাঁচাতে পারবে না। ফাঁসি দিয়ে ছাড়ব।

হর্তুকি ∫∫ (গলা তুলে) সে তো আপনারাও ডাকাত পাঠান দরিয়াগঞ্জে, পাঠান না?

যুগী ∫∫ (আর এক মাত্রা চড়িয়ে) আমরা পাঠাই না, যারা যায় নিজেরা যায়....

হর্তুকি ∫∫ তাদের বাধা দেন না কেন?

যুগী ∫∫ আগে আপনারা আপনাদের ডাকাত সরিয়ে নিন....

হর্তুকি ∫∫ তার আগে আপনারা হার স্বীকার করুন....

যুগী ∫∫ প্রশ্নই ওঠে না....

পশুপতি ∫∫ আহা কী হচ্ছে যুগীমশাই? এভাবে বাচ্চাদের মতো কেউ ঝগড়া করে? বিশেষ উনি দরিয়াগঞ্জের দূত! উনি যা খুশি বলতে পারেন....তাবলে আমরা....

[যুগী অমনি হর্তুকির সামনে হাতজোড় করে নতজানু হয়।]

না ঠাকুরমশাই, ওসব ডাকাত ফাকাত নিয়ে আমি ভাবিত নই। আজ আপনাদের কয়েকগাছি ডাকাত বেশি আছে, আমাদের হেনস্থা করার সুবিধে পাচ্ছেন....কাল আমরাও ভণ্ডুল বাগদির মতো একটি ধূমকেতু পয়দা করতে পারলে সুবিধা পাবো।

যুগী ∫∫ আশ্চর্য কী! আর ঐ শ্বশুরের বয়েস পঁয়ত্রিশ কি পনেরো, তাও কিছু না।

পশুপতি ∫∫ কনের বয়েস দেখে ইতিমধ্যে তিনটি বিবাহ সেরেছি ঠাকুরমশাই, বাকি কয়েকটি না হয় কনের বাপের বয়েস দেখেই সারা যাবে।....আসলে আপনারা আমায় দাবিয়ে রেখেছেন একটাই জায়গায়....কেবল একটাই....

হর্তুকি ∫∫ কেবল একটা?

পশুপতি ∫∫ আন্দাজ করতে পারেন, কী সেটা? জনস্বাস্থ্য....পাবলিক হেলথ! গেল বছর আমার তালুকে সামান্য আমাশায় মারা গেছে শ'য়ের ওপর।

হর্তুকি ∫∫ আমাদের তালুকে সাকুল্যে দশটিও না....

পশুপতি ∫∫ ঐ দশ আর শ'য়ের ফারাকটাই ফারাক, বুঝলেন? এবারকার বেঙ্গল গেজেট ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। জমিদারের ঘরে আমি ব্ল্যাকলিস্টেড! (পায়চারি করে) তালুকদারি নেওয়ার সময় চিরস্থায়ী। বন্দোবস্তের এদিকটা দেখিনি। ইংরাজ বাহাদুর জমিদারদের বলবেন, প্রজাদের স্বাস্থ্য শিক্ষা রাস্তাঘাট আইনশঙ্খলা সব তোমরা দ্যাখো, আমায় শুধু অমুক দিন খাজনাটা মিটিয়ে যাও....জমিদারও সঙ্গে সঙ্গে সব দায়িত্ব তালুকদারের ঘাড়ে চাপিয়ে বলবেন, অমুক দিন সূর্যাস্তের আগে আমার খাজনাটি পাঠাও!....বহু চেষ্টা করেও তালুকে একঘর ডাক্তার বসাতে পারলাম না ঠাকুরমশাই....! না এলোপ্যাথি, না হোমিওপ্যাথি....কবিরাজ হেকিমি কোনিটাই না! (থেমে) একটা লোক দরিয়াগঞ্জ আর পলাশপুরের ফারাকটা গড়ে দিয়েছে ঠাকুরমশাই....একটা লোক!

হর্তুকি ∫∫ দরিয়াগঞ্জের হেকিম!

পশুপতি ∫∫ (ঘাড় নেড়ে) ঐ রকম একটা লোক যদি থাকতো, জলকাদা মাঠজঙ্গল কিছু না মেনে যে মানুষের দেখভাল করবে, মহামারীতে প্রাণ দিয়ে সেবা করবে...

হর্তুকি ∫∫ একজন ধন্বন্তরি আছেন, রাখবেন? ধন্বন্তরি রত্ননিধি। আমার মামাশশুর বলে বলছি না...

পশুপতি ∫∫ ধন্যবাদ ঠাকুরমশাই, ক'দিন আগে জানতে পারলে রাখা যেত, এখন আর তার দরকার নেই। আপনাদের শুভেচ্ছায় শেষ পর্যন্ত একটা ব্যবস্থা করতে পেরেছি...

হর্তুকি ∫∫ পেরেছেন...!

পশুপতি ∫∫ আজ্ঞে হ্যাঁ, হেকিমকে আমি পাচ্ছি।

হর্তুকি ∫∫ (না বুঝে) আচ্ছা; (খেয়াল হতে) অ্যাঁ হেকিম...মানে আমাদের হেকিম!

পশুপতি ∫∫ হ্যাঁ! দরিয়াগঞ্জের বসবাস ছেড়ে পলাশপুরে উঠে আসছে!

হর্তুকি ∫∫ বলেন কী? হেকিম পলাশপুরে...

পশুপতি ∫∫ লোকটি দেখলাম আপনাদের ওপর বিশেষ ক্ষুব্ধ। কী সব বলছিল, গোলাপফুল পাচ্ছে না, ওষুধ বানাতে পারছে না...কী নাকি একটা আবিস্কার আটকে আছে তার...

হর্তুকি ∫∫ ও-ও...

পশুপতি ∫∫ আজ্ঞে হ্যাঁ...আমি তাকে দশ বিঘের বসতভিটে, বিঘে কুড়ি ধেনো জমি, আমগাছ,নারকোল গাছ...আর যেন কী, আহা বলুন না যুগীমশাই...

[যুগী বিস্ময়ে হতবাক হয়েছিল। কোনরকমে তড়িঘড়ি বলে বসে।]

যুগী ∫∫ ইয়ে কাঁঠাল গাছ...

পশুপতি ∫∫ না, না-আর একটা তাজি ঘোড়া কড়ার করেছি না?

যুগী ∫∫ (নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে) হ্যাঁ, পলাশপুরে আর ল্যাংড়া গাধা না, ঘোড়ায় চড়ে ঘুরবে হেকিম।

হর্তকি ∫∫ এসব কবে ঠিক হলো ভাই যুগী?

যুগী ∫∫ এই তো গেল হপ্তায়। আস্তাবলের ঘোড়াটিও বেছে রেখে গেল, না বাবু?

হর্তুকি ∫∫ আমি আজ উঠি।

যুগী ∫∫ আসুন...

পশুপতি ∫∫ সে কী কথা! এতো বেলায় আহারাদি না করে যাবেন কী রকম?

যুগী ∫∫ (হর্তুকির সামনে জোড় হাতে) বসুন, বসুন। (জোরে ডাকে) ওরে জলধর...

হর্তুকি ∫∫ না-না, দরিয়াগঞ্জে বিশেষ কর্ম পড়ে রয়েছে। তাছাড়া আমি তো আপনাদের ঘরে এমনিতেই অন্ন গ্রহণ করতে পারব না!

পশুপতি ∫∫ জানি তো, স্বপাকে খাবেন। যুগী পোদ্দার... এসব নিম্নবর্ণের হাতে খাইয়ে আমরা কি আপনার জাত মারতে পারি ঠাকুরমশাই...?

[গামছা ও তেলের বাটি নিয়ে বৃদ্ধ জলধর এলো।]

যুগী ∫∫ জলধর, ঠাকুরমশায়ের আহারের ব্যবস্থা-

জলধর ∫∫ সব হয়ে গেছে বাবু। পশ্চিমের আমবাগানে ঘন ছায়া দেখে খানকটা জায়গা ভালো করে চেঁচে গোবরজলে নিকিয়ে উনুন খুঁড়ে দিয়েছি। চালডাল তরিতরকারি ঘি তেল মশলা-সের পাঁচেক নির্জলা দুধ ছানা সন্দেশ-সব গুছিয়ে দিয়েছি ঠাকুরমশাই-

হর্তুকি ∫∫ এতো খাবার দাবার আমার সহ্য হবে না। আর ওয়ালি খাঁসাহেব ছাড়া কারো অন্ন আমার হজমও হয় না।

[হর্তুকি চলে যাচ্ছে। জলধল ছুটে যায় পিছু পিছু।]

জলধর ∫∫ দপুরবেলা রাগ করে চলে যাবেন না ঠাকুরমশাই! আমাদের অকল্যেণ হবে। এই যে তেল গামছা। ঠাণ্ডা তেলটুকু মাথায় ডলে বাগানের দিঘিতে গোটা কয় ডুব দিয়ে...

[আপমানিত হর্তুকি বেরিয়ে যায়। পিছু পিছু জলধরও। পশুপতি ও যুগী হেসে ওঠে।]

পশুপতি ∫∫ কী বুঝলেন যুগীমশাই?

যুগী ∫∫ বেশ ভালোমতোই তো ডলে দিলেন-

পশুপতি ∫∫ ধরতে পেরেছেন?

যুগী ∫∫ বিলক্ষণ। হেকিমের দেখাই নেই, বলে দিলেন সব পাকা, চলে আসছে পলাশপুরে। ওয়ালি খাঁর হাতে হেকিমের একচোট হবে।

পশুপতি ∫∫ সেটাই চাই। বহু টোপ দিয়েও হেকিম লোকটাকে রাজি করাতে পারিনি। বুঝতে পারছি দরিয়াগঞ্জে মার না খেলে ওর পলাশপুরের কথা মনে পড়বে না। ওপারে জীবনটা অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেই সুড়সুড় করে চলে আসবে এপারে। আসবেই। (হেসে) দরিয়াগঞ্জে কাজও শুরু করে দিয়েছে আমরা লোক!

যুগী ∫∫ আপনার লোক! ওপারে আমাদের লোক আছে নাকি বাবু?

পশুপতি ∫∫ (হেসে) কেন মোহরবাই!

যুগী ∫∫ মোহরবাই!

পশুপতি ∫∫ আমি জানতাম, কলকাতার বাইজির নৌকো পলাশপুরে আসছে জানলে ওয়ালি খাঁ আর মাথা ঠিক রাখতে পারবে না। ঠিক ছোঁ মেরে তুলে নেবে। (হেসে) তাই নিয়েছে!

[পশুপতি গা এলিয়ে গড়গড়াটা টানে। অগাধ মুগ্ধতা নিয়ে যুগী হাত জোড় করে হাসে। আলো নেভে।]

প্রথম অঙ্ক-চতুর্থ দৃশ্য

[বিকেলবেলা। মস্ত এক পুঁটলি বয়ে এনে হেকিমের উঠোনে ফেলল ছায়েমবুড়ো।]

ছায়েম ∫∫ হেকিম, ওরে হেকিম, আয়! দেখে যা...কতো গুলাব নিবি নিয়ে যা...কতো গুলাব...

[হেকিম তার কুঁড়ের ভেতর থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল]

হেকিম ∫∫ গুলাব!

ছায়েম ∫∫ (মহা উল্লাসে) গুলাব! গুলাব!

হেকিম ∫∫ কোথায় পেলে ছায়েম?

ছায়েম ∫∫ কল্পনা...মগজে কল্পনা থাকলে বাঘিনীর বাঁটেও ঠোঁট দেওয়া যায় বাপ। রোজ তোর এতোটি তরে গুলাব দিব!...বানা...নয়া নয়া দাওয়াই বানা। কঠিন ব্যাধির সুরাহা কর

[হেকিম দ্রুত হাতে পুঁটলি খুলতে বেরিয়ে পড়ে হাবিজাবি আবর্জনা-সেই সঙ্গে দু'চারটে গোলাপের তোড়া-বাসি চটকানো ময়লা-মাখা।]

হেকিম ∫∫ একি!

ছায়েম ∫∫ এই তো!

হেকিম ∫∫ বাসি...শুঁটকো! থুঃ থুঃ! এ কোথাকার আস্তাকুঁড়?

ছায়েম ∫∫ তাই তো! বাই-এর কোঠির বগলের আস্তাকুঁড়। তোরে কহেছি সেদিন, সেথায় রোজ পাতা চাটতে যাই। তা আজ দেখি, এঁটোপাতার সঙ্গে বাসি তোড়াও ফেলেছে।আবিষ্করটি করে মোরে কিন্তু একটু দিবিরে হেকিম।

হেকিম ∫∫ আল্লাররে, আস্তাকুঁড়ের ফুলে হবে দাওয়াই আবিষ্কার! মদের বোতল...মাংসের ছিবড়া...তারই মধ্যে কিনা আমার গুলাব! আমার কি পাগল সমঝেছো?

[হেকিম চ্যালাকাঠ নিয়ে ছায়েমের দিকে ধেয়ে যায়। ছায়েম ভয়ে পিছিয়ে যায়]

ছায়েম ∫∫ উব্‌গার করতে নাই!

হেকিম ∫∫ না। কেউ যেন নাহি করে উবগার! দাওয়াইটি বানাতে পারি না! অমন বিষম ব্যাধির দাওয়াই...কারো যা জানা নাই...আমি তাই পেয়েছি! শুধু চাই রক্তগুলাব!...আর তোড়ায় বাঁধা গুলাব গড়াগড়ি যায় আদড়ে পান্দাড়ে! দাও....সাফা করে দাও...আমার অঙ্গনের দুর্গন্ধ তাড়াও।...আমার ঘরের দাওয়াই সব বিনষ্ঠ হয়ে যায়...

ছায়েম ∫∫ উঁ, এই খেয়ে আমরা বাঁচতে পারি...আর ওর দাওয়াই বিনষ্ট হয়ে যায়! মানুষের চেয়ে দাওয়াই-এর কদর বেশি। আস্তাকুঁড় খাদ্য দিলে কিছু না, দাওয়াই দিলে আপত্তি!

[হাবিজাবি কুড়িয়ে ফের পুঁটলি বাঁধে ছায়েম।]

যা, তোর ঘরে পা দিব না। ভারি আমার হেকিমরে! কথাই কহিব না আর...

হেকিম ∫∫ (নরম গলায়) ছায়েম...ও ছায়েম!

ছায়েম ∫∫ উঁ! ঐ চ্যালাকাঠের আঘাতটি গায়ে পড়লে এতোটি সময় ডাকতে পারতিস-ছায়েম, ও ছায়েম...?

হেকিম ∫∫ রাগ কোর না ছায়েম, আমার মাথার ঠিক নাই। ঠিক রাখতে পারি না আজকাল।

ছায়েম ∫∫ যাই বোঝাস, দিলটি তোর বড় ক্ষুদ্র হয়ে গেছে। ভণ্ডুলের বউটিরে সেদিন কিভাবে তাড়ালি! তার বরটির হদিস নাই। সাঁঝের বেলা তারে তুই খোরাকিটি দিলি না!

হেকিম ∫∫ গঙ্গামণির সঙ্গে কি তোমার দেখা হবে? কহিবে তারে, আমি তার ভাগের চালডাল আলদা করে রেখে দিয়েছি...

ছায়েম ∫∫ নিবে না, তোর চালডাল সে নিবে না। দ্যাখ যে গুলাবের তরে তুই তারে খেদালি...সে গুলাব তুই আজও পাস নাই। খোদার বিচার!

[পুঁটলি নিয়ে বাইরে যেতে থকমে দাঁড়ায় ছায়েম। দুজন কেতাদুরস্ত মহিলা ঢোকে। আগে রক্তগোলাপ হাতে যুবতী, পেছনে বয়স্কা। হতচকিত ছায়েম বেরিয়ে যায়।]

যুবতী ∫∫ আদাব হেকিমসাহেব...

হেকিম ∫∫ আদব বাইসাহেবা!

মোহরবাই ∫∫ হেকিমসাহেব আমাদের চিনতে পারলেন?

হেকিম ∫∫ হাতের গুলাবাটি চিনিয়ে দিলে।

মোহরবাই ∫∫ আপনার নজরটি দেখছি পাক্কা!! (সঙ্গিনীকে দেখিয়ে) আমার ফুপু। আমার সঙ্গে দেশ-বিদেশে ঘোরে।

ফুপু ∫∫ (জোড় হাতে) বেটিকে মাপ করে দিন হেকিমসাহেব...

হেকিম ∫∫ জি?

মোহরবাই ∫∫ আপনার গোলাপবাগিচা আমি দখল করে নিয়েছি। জানতাম না হেকিমসাহেব এ ফুল আপনার চিকিৎসার কাজে লাগে।

ফুপু ∫∫ একটা বড় আবিস্কার নাকি আমরা আটকেছি! শোনার পরে কি যে আফসোস হচ্ছে!

মোহরবাই ∫∫ কাল থেকে বাগানের গেট আপনি খোলা পাবেন জনাব। এ ফুল আমি আর ছোঁব না।

[মোহরবাই হাতের গোলাপটি হেকিমের দাওয়ায় রাখে।]

হেকিম ∫∫ বাইসাহেবা...বাইসাহেবা, বাগিচা আপনেরই থাক। আমার যখন লাগবে, আমি আপনের নিকট চেয়ে নিব। শুনেছি, গুলাব আপনে খুব ভালোবাসেন।

মোহরবাই ∫∫ সে তো আমার খেয়াল জনাব। প্রাণ আগে, না খেয়াল? (সেলাম জানিয়ে) চল ফুপু...

হেকিম ∫∫ (চাপা গলায়) কাজের কাজ কিচ্ছু হলো না...চলে যাচ্ছিলি কি রকম? ভাগ্যিস বসতে ডাকল!

মোহরবাই ∫∫ (মুচকি হেসে) জানতাম ডাকবে।

ফুপু ∫∫ বিল্লি! বিল্লি! চটপট বিল্লির কথাটা পাড়...মনে আছে তো...

মোহরবাই ∫∫ বিল্লির হাঁচি? দাঁড়াও না। হুটপাট করে হয় না।

ফুপু ∫∫ ফাঁসাতে যে হবেই বেটি। পশুপতিবাবু হা-পিত্যেশ করেব বসে আছেন। বড়মুখ করে বলে ফেলেছি, হেকিমকে এনে দেবই। কোন রকমে পলাশপুরে নিয়ে গিয়ে ফেলতে পারলে পাওনাগণ্ডা বুঝে নিয়ে কলকাতায় ফেরা যায়।

মোহরবাই ∫∫ আস্তে চল ফুপু। তার আগে যতটা পারা যায় খাঁসাহেবের তলপি ফাঁসাই।

[হেকিম শেতলপাটি এনে বারান্দায় পেতে দিল। দুই মহিলা জাঁকিয়া বসল।]

তা হ্যাঁ হেকিমসাহেব, আসা থেকে ডালিমগাছে কেবল পাখিটারই ডাক শুনি...বিবির গলা তো পাই না। শাদি করেনি কেন?

হেকিম ∫∫ (লজ্জায় মাথা নিচু করে) জি ঠিক সাহস পাই নাই।

[ফুপু ও মোহরবাই হেসে ওঠে।]

ফুপু ∫∫ নওজুমিল্লা! নওজুমিল্লা! এমন তাগড়াই মরদ, ঘাবড়ে গেলেন?

মোহরবাই ∫∫ সবাই বলে আপনি বড় গুণী মানুষ দরদি মানুষ। আমি তো দেখছি বোকা মানুষ।

হেকিম ∫∫ জি মানুষ আসলে বোকাই। ভাব দেখায় কতো না চালাক।

ফুপু ∫∫ তাই নাকি?

হেকিম ∫∫ জি হ্যাঁ। চিকিৎসাক্ষেত্রে, দেখেছি, যাদের সত্যি রোগ হয়েছে-ভাব দেখায় কিছুই হয় নাই। যাদের কোনো ব্যাধি নাই...তারাই করে আইঢাই

মোহরবাই ∫∫ হেকিমসাহেব আপনার কাছ থেকে একটা দাওয়াই নেবে। মনে হচ্ছে আপনি বড় এলেমদার হেকিম! দেখি একবার পরখ করে।

হেকিম ∫∫ (গভীর দৃষ্টিতে মোহরবাইকে দেখতে দেখতে) কহেন দেখি কী হয়েছে আপনের?

(মোহরবাই-এর মুখের সামনে হামাগুড়ি দিয়ে বসে) বাইসাহেবা অনেক্ষণ ধরে দেখি, আপনের ললাটের এই খোপগুলি....এই ভাঁজ কদ্দিনের? কহেন, খোলসা করে কহেন। আমার কাছে লুকাবার কিছু নাই। (আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে) কানের লতিটি ফোলা দেখায়, হুঁ নাকের পাটাও ভারী!

[হেকিমের কাণ্ড দেখে মোহরবাই ও ফুপু হেসে গড়িয়ে পড়ে।]

মোহরবাই ∫∫ আমার না, আমার না, ও হেকিমসাহেব, বিল্লি, বিল্লি!

ফুপু ∫∫ ওর পোষা বিল্লির অসুখ হয়েছে....

মোহরবাই ∫∫ তাই একটু দওয়াই নেব আমরা....

ফুপু ∫∫ ক'দিন ধরে ভাতমাছ খায় না, ফ্যাঁচফ্যাঁচ করে হাঁচে। সারাতে পারবেন?

হেকিম ∫∫ বিল্লির হাঁচি আপনে সেরে যাবে। আচ্ছা বাইসাহেবা, গরম পানিতে হাত-পা ডোবালে সবখানে আপনের সমান গরম লাগে কী? কহেন দেখি, কোনো হাতে কি পায়ে কম বেশি...?

মোহরবাই ∫∫ (দুষ্টুমি করে) গরম আমি সইতে পারিনে হেকিমসাহেব। ইচ্ছে করে এমনি শেতলপাটিতে সারাদিন গা এলিয়ে থাকি।

[মোহরবাই আরো একটু ছড়িয়ে বসে, আড়ালে হাসি লুকোয় ফুপু।]

ফুপু ∫∫ ওকে ছাড়ুন হেকিমসাহেব....বেটি কিন্তু বসতে পেলে শুতে চায়। (মোহরবাই-এর গায়ে খোঁচা দিয়ে) গতরখাগিকে তখন আর তোলাই যায় না। এ রোগী আপনার যুতসই হবে না সাহেব। তার চেয়ে ওর বিল্লির হাঁচিটা....

হেকিম ∫∫ তেঁতুলপানি গিলিয়ে দিবেন, সেরে যাবে।...বাইসাহেবা, আপনে ভালো আছেন তো?

ফুপু ∫∫ আরে কিছুতেই ছাড়েন না দেখি! এতো যদি পছন্দ হয়ে থাকে, রোগীকে আপনার ঘরে রেখে যাই। আপনি দেখুন ওর কোনখানটা গরম, কোনখানটা নরম....

হেকিম ∫∫ আঃ! কাজের সময় বিরক্ত করবেন না! বাইসাহেবা আপনের গা চুলকায়?

ফুপু ∫∫ (রাগ চেপে) চুলকায়।

হেকিম ∫∫ চুলকালে লাল হয়?

ফুপু ∫∫ লাল হয়, ধরো হয়, সবুজ হয়, মেহেদি হয়...

হেকিম ∫∫ যা কহি তার জবাব দিবেন? জ্বরটর আসে কি? গা ঘুসঘুস করে কি?

মোহরবাই ∫∫ ফুপু আমার কি গা ঘুসঘুস করে।

ফুপু ∫∫ হ্যাঁ বেটি তোমার গা ঘুসঘুস করে, খুশখুস করে, হুসহুস করে! (হেকিমকে) সোজা কথা শুনুন জনাব, আমাদের বিল্লিকে সারিয়ে তুলতে না পারলে, গুলাব কিন্তু আপনি পাচ্ছেন না।

হেকিম ∫∫ (বিরক্ত হয়ে) বসেন আনছি....

[হেকিম ভেতরে গেল। হেকিমকে খেপিয়ে দিয়ে মোহরবাই ও ফুপু গলা জড়িয়ে হাসছে।]

মোহরবাই ∫∫ (তুড়ি দিয়ে) পাগলটাকে ফাঁসাতে দেরি হবে না গো...

[বক্কর ঢোকে ছুটতে ছুটতে।]

বক্কর ∫∫ ভারি মজলিশ বসিয়েছেন দেখি...! জান কয়লা! সারা মুল্লুকে খোঁজ খোঁজ! হুজুর ওদিকে কাঁপতে কাঁপতে পাল্কি চেপে নিজেই বেরিয়ে পড়েছেন...

ফুপু ∫∫ খাঁসাহেব!

বক্কর ∫∫ পাল্কির পেছনে ছুটে পারা যায়? দম বেরিয়ে গেল! (ফুপুকে) সরেন দেখি-আরে সরেন না-

[ফুপুকে ঠেলে মোহরবাই-এর পাশ থেকে সরিয়ে বক্কর মোহরের গা ঘেঁসে বসে তারই গলায় শোনা গান ধরে। ওয়ালি খাঁ ঢোকে। পেছনে তাকিয়া নিয়ে তাকিয়া। বক্করকে মোহরবাই-এর পাশে দেখে লাঠি তুলে তাকে তাড়া করে ওয়ালি।]

ফুপু ∫∫ ধর ধর ও মোহর, খাঁসাহেব পড়ে যাবেন যে! দ্যাখ দেখি গণ্যমান্য মানুষটিকে কি হয়রানটাই করলি!

[মোহরবাই এগিয়ে ওয়ালিকে ধরে।]

ওয়ালি ∫∫ কক্ষনো এমন করবে না, কোঠি ছেড়ে এক পাও বাড়াবে না। (মোহরবাই হাসে, ওয়ালিও হেসে ফেলে) না তুমি এমন করে হাসবে না....!

বক্কর ∫∫ আমরা মনে করি হুজুরের গুলবাগিচার কোকিলারে পলাশপুরের ডাকাতে বুঝি খাঁচায় পুরে তুলে নিয়ে গেল!

ওয়ালি ∫∫ এই চাষাপাড়ার মধ্যে কি করছ তোমরা?

মোহরবাই ∫∫ আমার বিল্লির অসুখ করেছে কিনা...

ওয়ালি ∫∫ মুন্নার? কী হয়েছে তার?

ফুপু ∫∫ হাঁচি হয়েছে। আর ম্যাও ম্যাও ডাকছে না মালেক...

বক্কর ∫∫ ডাকছে না? কী আফসোস! তা এখানে কেন? হুজুর মুন্নার চিকিৎসা করবে সিভিল সার্জন।

ওয়ালি ∫∫ (মোহরবাইকে) তুমি জানো না, আমার পরিবারকে দেখে শহরের ডাক্তার পিরজাদা?

বক্কর ∫∫ আর মুন্না না পরিবারেরই একজন!

ওয়ালি ∫∫ অ্যাই হেকিম...!

হেকিম ∫∫ হুজুর....

ওয়ালি ∫∫ (একটু ক্ষণ হেকিমের মুকের দিকে ঘোলা চোখে তাকিয়ে) মুন্নারে ভালো করতে পারবি?

হেকিম ∫∫ জি রাতের মধ্যেই হয়ে যাবে। এই আচারটুকু দুধের সাথে মিশিয়ে বার দু'তিন খাওয়ালেই...

[ফুপু খপ করে মোড়কটা হস্তগত করে।]

ফুপু ∫∫ দু'তিনবার! কেন একবারে হয় না?

হেকিম ∫∫ তাও হয়, মোটে না খাওয়ালেও হয়।

মোহরবাই ∫∫ দেখছেন খাঁসাহেব, আপনার হেকিম আমার মুন্নার অসুখটারে আমলই দিচ্ছে না!

ওয়ালি ∫∫ (হেকিমকে) কাল ফজরেই যেন মুন্নার ম্যাও ডাক শুনতে পাই।

হেকিম ∫∫ জি!

ওয়ালি ∫∫ (মোহরবাইকে) যাও, তুমি পাল্কিকে উঠে বসো। যা, বক্কর বুড়িটারে নিয়ে হেঁটে যা।

ফুপু ∫∫ (আদুরে গলায়) হাঁটতে পারবো না...

ওয়ালি ∫∫ তা আপনে কি আমাদের সঙ্গে পাল্কিকে দুলতে দুলতে যাবেন? হাঁটেন না...হাঁটেন...

[ফুপু, বক্কর.তাকিয়া বেরিয়ে যায়। মোহরবাই ওয়ালিকে ধরে নিয়ে বেরুতে যাবে-]

দাঁড়াও! আমি কটা কাজের কথা সেরে যাই। (হেকিমকে) চুক্তি হয়ে গেছে?

হেকিম ∫∫ জি? কিসের চুক্তি?

ওয়ালি ∫∫ রাতের কালে নদী পেরিয়ে তাজি ঘোড়াটাও তো বেছে রেখে আসা হয়েছে?

হেকিম ∫∫ জি, কার ঘোড়া! কে বাছে হুজুর?

ওয়ালি ∫∫ (গর্জে ওঠে) চোপ রহ বেয়াদপ! আমার তালুক ছেড়ে তোমার পশুপতির তালুকে ভেগে পড়ার মতলব!

হেকিম ∫∫ হুজুর আল্লার নামে কহি, পলাশপুরের সাথে আমার কোনো যোগাযোগ নাই।

ওয়ালি ∫∫ আমার নায়েব নিজ কর্ণে শুনে এসেছে! রক্তগুলাব দিতে পারি নাই বলে গোঁসা হয়েছে তোমার, গোঁসা! এতবড় বাহাদুর কবে হয়ে উঠেছ, দুনিয়া বাঁচাবার ঠিকাদারি নিয়েছো! তোরে আমি দিব না গুলাব!

হেকিম ∫∫ হুজুর মা বাপ, রক্তগুলাব না পেয়ে আমার ভারি ব্যথা লেগেছে ঠিক, কিন্তু আমি তো তা মেনে নিয়েছি। গুলাব ছাড়াই শরবতে হুম্মা বানাচ্ছি, ভুয়ো মালের বেসাতি করছি...(কেঁদে ফেলে) সেই আবিষ্কারের চিন্তাও মাথা হতে ঝেড়ে ফেলেছি হুজুর!...সকলই মেনে নিয়েছি...দরিয়াগঞ্জ ছেড়ে যাবার কথা কখনো ভাবি নাই।

ওয়ালি ∫∫ জবান যেন ঠিক থাকে। দ্যাখ বেটা, মানুষটি আমি সাধাসিধা, আমার মনটিও নরম। সেইখানে তোর তরে ভালবাসাও আছে...(মোহরবাইকে) তোমার জন্যে তো আছেই।-কিন্তু বেইমানি করেছ কি... করেছ কি, এমন ব্যবস্থা নেব জনমেও আর উঠে দাঁড়াতে পারবে না।

[ওয়ালি খাঁ মোহরবাইকে নিয়ে টলতে টলতে বেরিয়ে গেল। হেকিম মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে। আলো নেভে।]

প্রথম অঙ্ক-পঞ্চম দৃশ্য

[চিরাগ হাতে হেকিমসাহেবের কবর ঘুরে সামনে এলো ফকির।]

ফকির ∫∫ হায় হায়... রাত আর পোহায় নাই বাপজানেরা, মোহরবাই-এর সেই রাতটি। মধ্যেযামে ঘুম ছুটে গেল দরিয়াগঞ্জবাসীর। কান্না ভেসে আসছে, বাই-এর কোঠি হতে কণ্ঠচেরা চিৎকার। ভোর না হতে শোনা গেল, নাই...দরিয়াগঞ্জের নয়নের তারা মোহরবাই-এর কলিজাটি আর দুনিয়ায় নাই...

[ফকিরের কণ্ঠ সজল হয়। গান গাইতে গাইতে কবরের আড়ালে অদৃশ্য হয় ফকির। আলোকিত হয় ওয়ালি খাঁর বৈঠকখানা। মুহ্যমান ওয়ালি কাঠের মূর্তির মতো নিশ্চল। তাকিয়া তাকে বাতাস করছে। বক্কর অনেক কেঁদে ক্লান্ত। এক মৌলবিই যা কেবল স্বাভাবিক।]

মৌলবি ∫∫ হুজুর আর কেন অপেক্ষা করা? এন্তেকাল হয়েছে কাল মাঝরাতে। রাত কাবার হয়ে দিন ফুরোতে চলল। এখনো মড়াটির কোনো ব্যবস্থা করা হলো না। এরপর দেহটিতে পচন ধরবে, আপনার হাভেলির সুগন্ধ নষ্ট হবে, দূষণ ছড়াবে!

বক্কর ∫∫ (ভাববিহ্বল) ছড়াক! ছড়াক! দূষণে আর ভয় পাই নারে মৌলবি...

মৌলবি ∫∫ এটি তো ভাবের কথা হলো বক্করসাহেব। দূষণ দূষণই। তোমারও ভয় আছে, আমারও আছে, হুজুরেরও আছে...সকলেরই আছে!

[তাকিয়ার পাখা থেকে আসছিল। ওয়ালির সঙ্গে চোখাচোখি হতে আবার জোরে চালাতে লাগল।]

বক্কর ∫∫ যাও কবরের আয়োজন কর মৌলবি।

মৌলবি ∫∫ (ওয়ালিকে) হুজুর বলছিলাম কি, কবরের কি খুব দরকার আছে?

বক্কর ∫∫ (খিঁচিয়ে) দরকার নাই? (বিহ্বল সুরে) কবর চাই, কবর। আমরা সবাই তার গোরে মাটি দিব। ফলক গেঁথে দিব। রক্তগুলাব ছড়িয়ে দিব গোরস্থানে।। (খিঁচিয়ে) তুমিও দিবে!

মৌলবি ∫∫ হুজুর, রক্তগুলাব দেওয়াটা কি ঠিক হবে? মানুষের চিকিৎসায় গুলাব মিলছে না। একটি বিল্লির কবরে গুলাব ছড়ালে লোকে বলবে কী?

বক্কর ∫∫ (খিঁচিয়ে ওঠে) অ্যাই! সেই হতে বিল্লি-বিল্লি করছ কেন? মুন্না বলো, মুন্না! মোহরবাই-এর কলিজা! হুজুরের পরিবারের একজন! মুন্না বলো...

মৌলবি ∫∫ হ্যাঁ হ্যাঁ মুন্না মুন্না!

তাকিয়া ∫∫ হুজুরে সারাদিন খান নাই। মুন্নার জন্যে গোসল পর্যন্ত করেন নাই।

বক্কর ∫∫ চলেন হুজুর, মুন্নাকে কবরে নামিয়ে আমরা ফুল ছড়িয়ে গান গেয়ে চোখের পানিতে ভাসিয়ে চির বিদায় জানাই।

[শোকবিহ্বল ফুপু ঢোকে।]

ফুপু ∫∫ কাকে...কাকে বিদেয় জানাবে বক্করভাই? মোহর তাকে ছাড়লে তো? কোলে আঁকড়ে বসে আছে। হুজুর, বলছে সারা জীবনেও মুন্নাকে সে কোল ছাড়া করবে না।

মৌলবি ∫∫ সে কি! একটা মরা বিল্লি কোলে নিয়ে...

বক্কর ∫∫ অ্যাই মুন্না।

মৌলবি ∫∫ হ্যাঁ হ্যাঁ মুন্না...মানে একটি মরা মুন্না কোলে নিয়ে সারা জীবন...? বাইসাহেবা কি পাগল হলেন?

ফুপু ∫∫ পাগল, পাগল! দুগণ্ড বেয়ে দরদর পানি! মালেক, দেখবেন চলুন...

ওয়ালি ∫∫ (হঠাৎ বিকট সুরে চেঁচিয়ে) যান, কোল হতে নামাতে বলেন। একটা বেড়াল নিয়ে এতো ক্যাঁচালের কী আছে? মরেছে তো ফুরিয়ে গেছে! ব্যস!

মৌলবি ∫∫ আমিও সেই কথা বলি...

ফুপু ∫∫ আপনি নিজেও মুন্নার জন্যে কতো কাঁদলেন মালেক...

ওয়ালি ∫∫ হ্যাঁ কেঁদেছি। কেঁদে কেঁদে ফুরিয়ে গেছি। একটা বেড়ালের শোক যদি মোহরের ঘাড়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে বসে, সে হাসবে কখন...গাইবে কখন...মজলিশে রঙ তামাশা হবে কখন?

মৌলবি ∫∫ আপনিও বা তালুকদারি করবেন কখন?

ওয়ালি ∫∫ (বক্করকে) যা ঠ্যাঙে দড়ি বেঁধে গাঙে ফেলে দিয়ে আয়-

[তাকিয় ও বক্কর হঠাৎ ওয়ালিকেই খিঁচিয়ে ওঠে-]

তাকিয়া ও বক্কর ∫∫ আপনার কি মগজে পোকা ধরেছে?

ওয়ালি ∫∫ হ্যাঁ ধরেছে! কবর হবে, ফলক হবে, গুলাব ছড়ানো হবে... (তাকিয়া ও বক্করের চুলির মুঠি ধরে ঝাঁকুনি দেয়) মুন্না কি তোদের যুগ্ম পিয়ারি? (তাকিয়া ও বক্করকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয়) এই মৌলবির চিন্তা-উপকারী চিন্তা। আমি ওর পরামর্শে মতো চলব। এসো বেটা এসো-আমার পাশটিতে বসো। (মৌলবিকে নিজের পাশে বসায়) তাকিয়া...

তাকিয়া ∫∫ তাকিয়া তো দিয়েছি-

ওয়ালি ∫∫ ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আয়...

[তাকিয়া ওয়ালির পিঠের তাকিয়া ছুঁড়ে ফেলতে হবে ভেবে টানতে যায়। ওয়ালি ছড়ির বাড়ি হাঁকায় তার পিঠে।]

বক্কর ∫∫ (মৌলবিকে) দেখে নিব। মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করে তোমার এই চরিত্রে হয়েছে। তোমার পড়ুয়া দিয়ে তোমারে ঠ্যাঙাবো-

ওয়ালি ∫∫ যা-

বক্কর ∫∫ (তাকিয়াকে) আয়!

[বক্কর তাকিয়াকে নিয়ে চলে যায়। ফুপুও চলে যাচ্ছে-]

ওয়ালি ∫∫ (ফুপুকে) আপনে দাঁড়ান। আপনের সঙ্গে আমার জরুরি কথা আছে...

[হনহন করে হর্তুকি ঢুকল বাইরে থেকে।]

হর্তুকি ∫∫ (উত্তেজিত) পাওয়া গেছে...অবশেষে ব্যাটার সন্ধান মিলেছে! ওঃ! সারাটা দিন গাধার পেছনে গাধার মতো ছুটেছে পাইকেরা! এখন শুনলাম মামুদপুরের হাটে বসে রোগী দেখছে! বরকন্দাজদের বলে দিয়েছি, যেভাবে থাকে ঐ অবস্থায় টেনে আনতে...

মৌলবি ∫∫ আপনাদের মত দাওয়াই-এ বিষ ছিল?

হর্তুকি ∫∫ কারুর কি সন্দেহ আছে? অতি ঠাণ্ডা মাথায় তীব্র বিষ প্রয়োগে পোষা বিড়ালটিকে মারা হয়েছে।

ফুপু ∫∫ কী বলব মালেক, ওষুধটা দুধে গুলে মুন্নার মুখে ধরতেই বাছার আমার সে কী গোঙানি...সে কী...ই...ই...

[ফুপু তারস্বরে ডুকরে ওঠে।]

ওয়ালি ∫∫ ওঃ! গাঙশালিকের মতো চেল্লাবেন না! আপনে জানেন না আমার হাঁটুতে বাত, ভাঁজ করার বিশেষ অসুবিধা আছে!...হেকিম বিষ দিতে পারে না!

মৌলবি ∫∫ জি, কিছুতেই পারে না!

ওয়ালি ∫∫ (মহাক্রোধে হর্তুকিকে) কেন তার পেছনে পাইক বরকন্দাজ ছোটাচ্ছ! লোকটি কাজ করছে, তাকে করতে দাও না!

হর্তুকি ∫∫ কী ব্যাপার? সকালে আপনিই তো বললেন তার ছাল ছাড়াবেন?

ওয়ালি ∫∫ হ্যাঁ বলেছিলাম, ঘটনার চমকে বলে ফেলেছিলাম। কিন্তু বেলা যত গড়াচ্ছে, আমার নানারকম খটকা দেখা দিচ্ছে।

হর্তুকি ∫∫ খটকা? কোথায়, কেন? জলের মতো স্বচ্ছ-মোহরবাই গোলাপ দখল করেছিল, বাই-এর পোষ্যকে মেরে হেকিম তার শোধ তুলে নিল!

ফুপু ∫∫ হ্যাঁ! কাল কিন্তু তাকে আমরা বলেছিলাম, মুন্নাকে সারিয়ে তুললে গোলাপবাগান আমরা তাকে ছেড়ে দেবো।

মৌলবি ∫∫ বলেছিলেন? তবে সে বেড়াল মারতে যাবে কেন? সারিয়ে তুলে গুলাবটাই তো সে আগে নিবে।

ওয়ালি ∫∫ আরে হ্যাঁ, হ্যাঁ, কোনভাবেই বিষ মেলে না! (ফুপুকে দেখিয়ে) বিষ দিলে এনারাই দিয়েছেন!

ফুপু ∫∫ (বজ্রাহত) মালেক!

ওয়ালি ∫∫ তাছাড়া তো বিষের ব্যাখ্যা মেলে না ফুপু...

ফুপু ∫∫ এইভাবে বেইজ্জত করবেন বলেই কি খাঁসাহেব আমাদের আদর করে নৌকো থেকে নামিয়েছিলেন?

[ফুপু চলে যেতে চায়।]

ওয়ালি ∫∫ দাঁড়ান দাঁড়ান!

মৌলবি ∫∫ হুজুর বলতে চান, আপনাদের পক্ষে প্রিয়পোষ্য খুন করা যেমন অবাস্তব...হেকিমসাহেবের পক্ষেও তাই...

ওয়ালি ∫∫ তাই। তাই আমার প্রস্তাব, আর দেরি না করে আজই তোমরা গুলাব বাগিচাটি হেকিমের হাতে তুলে দাও।

হর্তুকি ও ফুপু ∫∫ এই আপনার বিচার!

ওয়ালি ∫∫ আহা গুলাব না পেয়ে সে যখন এতই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে যে বিল্লি কুত্তা খতম করে বেড়াচ্ছে-আগে তো তার মাথাটাই ঠাণ্ডা করা দরকার!

মৌলবি ∫∫ তার একটি বড় কাজ আটকে রয়েছে হুজুর, আবিষ্কার!

ওয়ালি ∫∫ হ্যাঁ বড় কাজ! সত্যি বড় কাজ!

মৌলবি ∫∫ এবং কাজটি যখন-

ওয়ালি ∫∫ এবং কাজটি যখন-

মৌলবি ∫∫ যখন সে সমাজের উপকারেই করতে চায়...

ওয়ালি ∫∫ (রেগে) তুমি থেমে থেমে কেন বলো কথা! (ফুপুকে) আচ্ছা, আপনার আসার পর থেকে আমার হেকিমটির পেছনে এমন উঠেপড়ে লেগেছেন কেন, আপনাদের মতলবটি ঠিক কী?

ফুপু ∫∫ খাঁসাহেব যদি চান, আজই আমরা দরিয়াগঞ্জ ছাড়ি!

ওয়ালি ∫∫ আরে দাঁড়ান দাঁড়ান...

ফুপু ∫∫ দরিয়াগঞ্জে হয় হেকিম থাকবে, নয় থাকবে মোহরবাই।

ওয়ালি ∫∫ এ তো বড়ই সাংঘাতিক দোটানায় ফেলে দিলেন ফুপু। ও মৌলবি, হেকিম কি বাই, দুজনার কাউকেই তো আমি ছাড়তে পারব না। এখন এরা উভয়পক্ষে যদি মিলমিশ করে না থাকে, আমার পক্ষে তালুক চালানোই মুশকিল। নাকি বলো হর্তুকি?

হর্তুকি ∫∫ আমি এতোক্ষণ সবিস্ময়ে লক্ষ করছি, আপনি একটি অর্বাচীন মৌলবির পরামর্শ মতো চলছেন। তবে আর আমাকে কেন?

[অস্থিরচিত্ত ওয়ালি তৎক্ষণাৎ মৌলবিকে ধাক্কা দিয়ে নিজের পাশ থেকে ঠেলে সরিয়ে দেয়।]

ওয়ালি ∫∫ এই দেখ, তুমি গোঁসা করলে তো আরো মুশকিল ঠাকুর। তোমার বুদ্ধি বিবেচনা যে আমাদের সবার চেয়ে ঢের তীক্ষ্ণ, এতো স্বীকার না করে উপায় নেই। কী না বলো মৌলবি?

হর্তুকি ∫∫ আবার মৌলবি। আমার বুদ্ধি বিবেচনা আছে কি নেই, সেটাও ঠিক করবে ওই মৌলবি?

ওয়ালি ∫∫ (তৎক্ষণাৎ মৌলবির দিকে লাঠি তুলে) আরে এই বাড়ি যাও না!

ফুপু ∫∫ ভেবেছিলাম দরিয়াগঞ্জের তালুকদার মানীর মান দিতে জানেন। দেখছি মান দূরে থাক, তাঁর তালুকে প্রাণ বাঁচানোই দায়। মেহেরবানি করে আমাদের বিদায়ের ব্যবস্থা করুন মালেক...

[বাইরে কোলাহল। কোমরে দড়িবাঁধা হেকিমকে টানতে টানতে নিয়ে এলো বরকন্দাজ।]

হেকিম ∫∫ (পাগলের মতো) সেই দুধটি কোথায়? যেটিতে দাওয়াই মেশানো হলো? হুজুর আমার ধারণা দুধটিতেই কিছু ছিল। (ফুপুকে দেখে) দুধটি আমার সামনে আনা হোক! (ফুপু ভয় পেয়ে ছুটে বেরিয়ে যায়) হুজুর, মুন্নার তো মরবার কথা নয়। এই তো সে দাওয়াই আমার সঙ্গে রয়েছে। (হাতের প্যাঁটরা খুলে একটা বোয়ম বের করে) আপনেরা খেয়ে দেখুন...আমি ভরসা করে দিচ্ছি! হুজুর,

দাওয়াইয়ে আমার কাজ না হতে পারে, কিন্তু কুকাজ হবার হবার নয়-

[বোয়ম থেকে আচার বার করে হেকিম গপগপ করে খায়। কালচে আঠা আঠা জিনিসটা ওর মুখের এখানে ওখানে লেগে যায়। বড় অসহায় দেখায় ওকে। বাইরে কোলাহল বন্ধ। ভেতরও থমথমে।]

মৌলবি ∫∫ রোগী দেখেছিলে হেকিমসাহেব?

হেকিম ∫∫ হ্যাঁ ভাই, এই হাটের দিনটিতে বড় ব্যস্ত থাকি। মোতি আমার তিন পায়ে সবখানে ঠিকমত পৌঁছাতে পারে না। এই দিনটিতে সব গেরস্তরে এক ঠাঁয় পেয়ে যাই। হুজুর, ঐ দেখুন, হাঁটুর মানুষ মোর পিছু ধরে এলো। আপনের মুখে শুনতে চায় আমি বিষ দিয়েছি কিনা। হুজুর ওরা যদি বোঝে ওষুধে বিষ দিয়েছি...আর আমার হাতে ধরা দিবে না। মেহেরবানি করে এমন বদনাম আমারে দিবেন না হুজুর...

ওয়ালি ∫∫ (করুনায় টলমল করে) এর কোমরে দড়ি বাঁধা হয়েছে কেন?

বরকন্দাজ ∫∫ নায়েবমশাইয়ের হুকুম।

ওয়ালি ∫∫ (হর্তুকিকে) কেন দাও এমন হুকুম? কোমরে দড়ি বাঁধে কাদের? যারা বেয়াড়া প্রজা, তাদের। একজন চিকিৎসকের কোমরে দড়ি বেঁধে তুমি আমার বেবাক প্রজার মনে খটকা বাঁধালে। এরপর যদি তারা ভরসা করে ওর হাতের দাওয়াই না খেয়ে পটপট করে মারা পড়ে আমার তালুকের কিছু থাকবে? দড়ি খোল। (বরকন্দাজ চুপ করে আছে দেখে ওয়ালি হর্তুকিকে বলে) দড়ি খুলতে বল।

[হর্তুকি দড়ি খোলার ইশারা করে। বরকন্দাজ দড়ি খোলে। মুক্ত হেকিমকে দেখে বাইরের লোকজন আনন্দে হই চই করে।]

ওয়ালি ∫∫ চেল্লায় কারা?

মৌলবি ∫∫ (আনন্দে) হুজুর হাটুরে মানুষ জয়ধ্বনি দেয়।

ওয়ালি ∫∫ কার জয়ধ্বনি? আমার?

মৌলবি ∫∫ জি ওদের হেকিমসাহেব মুক্তি পেয়েছে। হেকিমসাহেবের জয়।

ওয়ালি ∫∫ (গম্ভীর গলায়) এতে মুক্তিরই বা কী আছে, জয়েরই বা কী আছে? যদি না পেত মুক্তি?

মৌলবি ∫∫ জি?

ওয়ালি ∫∫ যদি নাই পেত মুক্তি, ওরা কি আমারে গালাগাল দিতো?

মৌলবি ∫∫ জি ওরা তো জানেই, হেকিমসাহেব নির্দোষ। আপনি ওনারে সাজা দিতে পারেন না।

ওয়ালি ∫∫ অ্যাঁ? সে কী কথা। আমি সাজা দিতে পারি না? কবে এমন হলো আমার?

(হর্তুকিকে) কি অবস্থা করে রেখেছ আমার তালুকের? আমার প্রজারে আমি সাজা দিতে পারবো না। আরে হেকিম, বেটা আয়, কাছে আয়...

[হেকিম কাছে আসতেই ওয়ালি লাঠির পেতল বাঁধানো মুণ্ডুটা হেকিমের পেটে চেপে ধরে।]

হ্যাঁরে হেকিম, তোরে আমি সাজা দিতে পারি না?

হেকিম ∫∫ জি পারেন।

ওয়ালি ∫∫ (লাঠিটা আরেকটু চেপে) তবে ওরা চেল্লায় কেন?

হেকিম ∫∫ কহিতে পারি না।

ওয়ালি ∫∫ (লাঠি জোরে চেপে ধরে) ওরা তোর শাগরেদ?

হেকিম ∫∫ জি আপনের প্রজা!

ওয়ালি ∫∫ (লাঠির চাপে হেকিমকে ধরাশায়ী করে) হ্যাঁ সবাই আমার প্রজা। আমার একটি প্রজারে আমি সাজা দিই, তাতে দেশ জুড়ে হল্লা ছোটে কেন? এতোবড় তালেবর কবে হলো আমার এই প্রজাটি? আমি বলছি, মুন্নাকে মেরেছিস তুই।

[ওয়ালি হেকিমের পিঠে লাঠি চালায়। সঙ্গে সঙ্গে বাইরে চিৎকার।]

কী বলে ওরা?

হর্তুকি ∫∫ ধিক্কার জানাচ্ছে আপনাকে, ধিক্কার।

ওয়ালি ∫∫ আচ্ছা!

[হর্তুকি ও বরকন্দাজ বাইরে ছুটে গেল। ওয়ালিও বাইরের দিকে অগ্রসর হতে হেকিম আতঙ্কিত হয়।]

হেকিম ∫∫ (বাইরের মানুষের উদ্দেশে হাত তুলে) ও ভাই, তোমরা সরে যাও। তালুকদার সাহেবের মানহানি করো না।

[বাইরে গণ্ডগোল কমে]

ওয়ালি ∫∫ (ঘুরে আসে হেকিমের কাছে) আরে অ্যাই, তুই নির্দেশ দিতে ওরা থামে কেন?

তোর হাত তোলায় আমি তালুকদার! এতেক লায়েক তুই কবে হলিরে ব্যাটা...

[ওয়ালি লাঠি চালায় হেকিমের পিঠে।]

হেকিম ∫∫ মারেন হুজুর, আমারে যত খুশি। ঐ মানুষগুলিরে ছেড়ে দিন। গরিব মানুষ, ভারি দুবলা মানুষ...আহার পায় না...পথ্য পায় না...

ওয়ালি ∫∫ তাতে তোর বাপের কী? এটি আমার তালুক। ওরা আমার প্রজা। ওদের বাঁচা মরা কে দেখবে রে ব্যাটা, আমি না তুই?

[ওয়ালি পায়ের জুতো খুলে চালালো হেকিমের পিঠে-মৌলবি ওয়ালির হাত চেপে ধরে।]

মৌলবি ∫∫ জুতা মারবেন না মনিব, পির পয়গম্বরের গায়ে কেউ জুতা মারে না।

ওয়ালি ∫∫ পির! এই ব্যাটা আবার পির হলো কবে?

মৌলবি ∫∫ যে লোকটা না ডাকতেই গরিবের দোরে দোরে দাওয়াই পৌঁছে দেয়, রোগে শোকে মানুষের পাশে ছুটে যায়, সেইতো পির পয়গম্বর যাই বলেন।

ওয়ালি ∫∫ আরে অ্যাই, পয়গম্বর কে রে? আমি না ও? এ তালুকের মাথায় কে, আমি না ও?

[ওয়ালি মৌলবির গালে জুতো মারে।]

মৌলবি ∫∫ হক কথা! আপনে মাথা! ও আছে পায়ের নীচে। হুজুর ঘাসের গোড়ায় যে জায়গা, সেখানে আছে ও-আপনে নাই, আপনে নাই...

[মৌলবি বেরিয়ে যায়]

ওয়ালি ∫∫ আমি নাই! আমার তালুক, আমি নাই! মাটি কবে কেড়ে নিলিরে! (ওয়ালি হেকিমকে জুতোপেটা করছে। উল্টো দিক থেকে আসছে মোহরবাই। ওয়ালি হেকিমকে মোহরবাই-এর দিকে ঠেলে দেয়) দে ব্যাটা, নাকে খৎ দে ওর পায়ে...দে! (হর্তুকি ও বরকন্দাজে সঙ্গে বাইরে যেতে যেতে কী ভেবে থেমে মোহরবাই-এর দিকে ঘোরে ওয়ালি। তীক্ষ্ণ স্বরে বাইরে যেতে কী ভেবে থেমে মহরবাই-এর দিকে ঘোরে ওয়ালি। তীক্ষ্ণ স্বরে বলে-) খুশি তো বাই, এবার খুশি?

[ওয়ালি বাইরে গেল। হেকিম মোহরবাই-এর মুখের দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ঝুপ করে মাথা নামিয়ে পায়ের কাছে নাক খৎ দিতে শুরু করে। মোহরবাই হাতের গোলাপটি ঘোরাচ্ছে। আলো নেভে।]

দ্বিতীয় অঙ্ক-প্রথম দৃশ্য

[দুপুরবেলা। বক্কর ও তাকিয়া হেকিমের কুঁড়ের সামনে এলো। তাকিয়ার মাথায় এক ঝুড়ি ফলমূল তরিতরকারি। বক্করের হাতে একছড়া পাকা কলা। ছড়া থেকে কলা ছিঁড়ে ছিঁড়ে বক্কর খাচ্ছে।]

বক্কর ∫∫ হেকিমসাহেব...ও হেকিমসাহব!

[কুঁড়ের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো ছায়েম।]

ছায়েম ∫∫ বড্ড জ্বর হয়েছে গো, নড়তে পারছে না।

বক্কর ∫∫ (কুঁড়ের দরজায় দাঁড়িয়ে ভেতরে উঁকি দেয়) এই দ্যাখো তোমরা জন্যে হুজুর কত কী পাঠালেণ। তাকিয়া, নামা নামা!

[তাকিয়া ঝুড়ি নামায়। অবাক ছায়েম তার হাতপাখায় হাওয়া খেতে খেতে এগিয়ে আসে।]

ছায়েম ∫∫ কে পাঠালো? হুজুর!

বক্কর ∫∫ হুজুর...

ছায়েম ∫∫ হাতের কলাটি ও?

তাকিয়া ∫∫ টি ও টি ও কলাটি ও।

ছায়েম ∫∫ জুতি মেরে কলাদান...

বক্কর ∫∫ (ছায়েমকে ধমক দেয়) অ্যাই! (হেকিমের উদ্দেশে) মালের ঝুড়ি ঘরে তোলো হেকিমসাহেব। দেখতে পাচ্ছ হুজুর তোমার জন্যে কী পরিমাণ চিন্তিত হয়ে পড়েছেন।

ছায়েম ∫∫ এক ঝুড়ি চিন্তিত।

বক্কর ∫∫ ঠিক বলেছে। (হেকিমের উদ্দেশে) দ্যাখো ক'দিন ধরে তুমি গাঁয়ে রুগি দেখতে বেরুচ্ছে না। তালুকের অবস্থার অবনতি ঘটেছে। ঘরে ঘরে পানি-বসন্ত দেখা দিয়েছে। এখন তুমি বসন্তের বিরুদ্ধে রুখে না দাঁড়ালে, প্রজাদের বল ভরসা চএল যায়। খাজনা দিতে চায় না। কাজেই ভাই...

ছায়েম ∫∫ কাজেই ভাই বাইরে এসো, খাঁসাহেবের পাকা কলা চোষো!

বক্কর ∫∫ অ্যাই! তোকে কে পাকামি করতে বলেছে রে ভিখারির বাচ্চা? (তাকিয়াকে) যা মালের ঝুড়ি ঘরে তুলে দে।

[তাকিয়ে মালের ঝুড়ি নিয়ে কুঁড়ে ঘরে ঢোকে।]

ছায়েম ∫∫ তা এতো যদি ভেট পাঠাতে হবে সেদিন ওর পিঠে জুতায় বাড়ি না মারলে চলছিল না।

বক্কর ∫∫ শাসন বুঝিস? আইন শৃঙ্খলা?

ছায়েম ∫∫ কী রে বুঝবো রে বক্রা, আমার তো শাসনও নাই শৃঙ্খলাও নাই। আমি যে ভিখারি!

[ছায়েম হাওয়া খায়।]

বক্কর ∫∫ তবে চুপ কর!...অ্যাই হাওয়া খাচ্ছিস কেন, অ্যাঁ? দুনিয়ায় কোন্ ভিখারি ভিক্ষা করতে বসে তালপাখা ∫∫ নাচিয়ে হাওয়া খায় রে! কোন্ নিয়মে আছে?

ছায়েম ∫∫ নিয়মে নাই। কল্পনায় আছে। এককালে তো গেরস্তই ছিলাম। সেই গেরস্থালির একটি চিহ্ন ধরে রেখেছি রে বকরা!

বক্কর ∫∫ অ্যাই! বকরা করবি না, টাকরা ছিঁড়ে নেব তোর!

[তাকিয়া মালের ঝুড়ি নিয়ে ফিরে আসে।]

তাকিয়া ∫∫ নিবে না!

বক্কর ∫∫ নিবে না? হুজুরের প্রীতি উপহার নিবে না? (ঘরের ভেতরে হেকিমার উদ্দেশে) তা না নিয়ে কী করতে চাও তুমি? (কোন উত্তর নেই) তোমার শেষ প্রতিক্রিয়াটি জানতে হুজুর খুব ব্যগ্র হয়ে আছে। (উত্তর আসে না) আচ্ছা তুমি কি অনত্র কোথাও চলে যেতে চাও-পলাশপুর-টলাশপুর? দ্যাখো, তুমি কিন্তু হুজুরের সাথে সরাসরি বিরোধে চলে এলে। (উত্তর আসে না) অ্যাই চলে আয় তাকিয়া।

[বক্কর খেপে বেরিয়ে যায়।]

ছায়েম ∫∫ (তাকিয়াকে) যা, যার জিনিস তার ঠাঁয় নিয়ে যা। তোল্, আমি ধরে দিচ্ছি.....

[ঝুড়িটা তাকিয়ার মাথায় তুলে লুকিয়ে কলার ছড়াটি তুলে নেয় ছায়েম।]

তাকিয়া ∫∫ হাল্কা মনে হচ্ছে।

ছায়েম ∫∫ (তাকিয়ার মাথার টুপিটা খুলে ঝুড়িতে দিয়ে বলে) নে ভার করে দিলাম। যা-

[তাকিয়ে চেল যায়। ছায়েম কলা ছুলতে ছুলতে ঢপ গান ধরে।]

এ কলা নহে সে কলা....

কলা দোকলা.....

ছুলিলে কলা ছলাকলা....

তাইতো বলি ছুলি লে ছুলি লে....

[গানের মধ্যে কালো ছিপছিপে কুৎসিৎদর্শন এক্তা লোক-তেল চুকচুকে পাট করা চুল, ফর্সা জামাকাপড়-গালভর্তি পান, দুই ভুরু নাচিয়ে তাল দিতে দিতে ছায়েমের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। লোকটির কাঁধে বাঁশের লাঠির ডগায় বাঁধা। খেয়াল হতে ছায়েম লাফিয়ে ওঠে।]

ভণ্ডুল...! আমাদের ভণ্ডুল! হেকিম দেখে যা রে আমাদের ঠ্যাঙাড়ে ভণ্ডুল!

ভণ্ডুল ∫∫ দিন কয়েক হলো। রোজ মনে করি তোমাদের খোঁজ খবর নিব। লজ্জায় পারি না।

ছায়েম ∫∫ আরে ঠ্যাঙাড়ের আবার লজ্জা কীরে বাপ?

ভণ্ডুল ∫∫ না বুড়া না বুড়া না, ওসব কুকাজ আমি ছেড়ে দিয়েছি!

ছায়েম ∫∫ ঠ্যাঙাড়েগিরি! কবে ছাড়লি বাপ?

ভণ্ডুল ∫∫ ভেবে দেখেছি বুড়া দস্যু রত্নাকরের কথাই ঠিক। কেহ তো মোর পাপের ভাগীদার হবে না। তাছাড়া গঙ্গামণিও বেজায় কান্নাকাটি করে। বউটি তো মোর, কহিতে নাই, মাঝপুকুরে ভাসা শালুক ফুলের মতো নরম! কই গো গঙ্গামণি....আমার শালুক ফুল!

[গঙ্গামণি ঢোকে। সে আজ চুল বেঁধেছে, আলতা পরেছে। ফর্সা শাড়িতে এক মাথা ঘোমটা টানা। একই সঙ্গে কুঁড়ের দরজায় দেখা দেয় অসুস্থ হেকিম। ভণ্ডুল গঙ্গামণিকে বলে-]

কহ তোমার পা ছুঁয়ে আমি কহেছি কিনা, ফাবড়া আর আমি জীবনে ছোঁব না! (গঙ্গামণি কাঁদছে) ওকে অশ্রু ফেলতে বারণ করেন হেকিমসাহেব। আমি তো ছেড়ে দিয়েছি।

হেকিম ∫∫ তোমারে কফি ভণ্ডুল, কারো পরামর্শে আল্লার মন বিরোধী কাজ করো না।

ভণ্ডুল ∫∫ বুঝতেই তো পারেন হেকিমসাহেব, কোন্ পাকেচক্রে এই হীন পথে নামা।

গঙ্গামণি ∫∫ খাজনা মেটাতে পারে না....খাঁ সাহেব বলেন, সব মকুব হবে, যদি পলাশপুরে উৎপাত চালাতে পারিস!

ভণ্ডুল ∫∫ পশুর জীবন কাটালাম হেকিমসাহেব। শেষ পর্যন্ত আমারে বাঁচালো দুজন। একজন আমার গঙ্গামণি...কহ না গঙ্গামণি, আরেকজন কে?

গঙ্গামণি ∫∫ পলাশপুরের তালুকদার...

ছায়েম ∫∫ পশুপতি পোদ্দার!

ভণ্ডুল ∫∫ বাবু যেন মহাদেব-দ্বারকার বাসুদেব। কহেছেন, খাঁসাবেহেরে ছাড়...হীনকর্ম ছেড়ে তবে তুই সোমসার কর!

গঙ্গামণি ∫∫ বাবু ওরে বসতভিটের জমি দিয়েছেন...খেতপুকুর গাছগাছালি গাইগোরু দিয়েছন...

ছায়েম ∫∫ তোরা কি পলাশপুরেই বসবাস করবি নাকি রে ভণ্ডুল?

ভণ্ডুল ∫∫ পলাশপুরেই চলেছি। তা গঙ্গামণি কহে, যাবার আগে হেকিমসাহেবেরে সালাম জানিয়ে যাবে!...আমি এখানে না থাকলে, হেকিমসাহেবই তো ওর দেখাশোনা করেন-

[আড়চোখে হেকিম ওগঙ্গামণির দিকে তাকিয়ে পান দোক্তা চিবোয় ভণ্ডুল।]

হেকিম ∫∫ (গঙ্গামণিকে) সেদিন তোমারে ঐভাবে বকাঝকা করাটি আমার ঠিক হয় নাই। তুমি ভারি কষ্ট পেয়েছিলে, কেমন তো?

গঙ্গামণি ∫∫ আপনেও আমাদের সাথে চলেন না হেকিমসাহেব...

হেকিম ∫∫ (চমকে) পলাশপুরে!

ভণ্ডুল ∫∫ চলেন চলেন...

গঙ্গামণি ∫∫ মার খেয়ে কেন পড়ে থাকেন হেথায়? এরা আপনের মূল্য বোঝে না। আমার বিশ্বাস, আপনেরে পেলে পশুপতিবাবু কোঠাবালা পর্যন্ত দিবেন।

ছায়েম ∫∫ তোরা যাচ্ছিস যা। ও কোথায় যাবে? ও গেলে এখানের রুগিপত্তর দেখবে কে?

গঙ্গামণি ∫∫ পলাশপুরে আপনে গুলাব পাবেন হেকিমসাহেব। রক্তগুলাব চাই না আপনের?

হেকিম ∫∫ চাই না?

ছায়েম ∫∫ ওরে হেকিম, হেথায় মানুষ তোরে এত ভালোবাসে। তোর কোমরে দড়ি দিতে ছুটে গেল পিছু পিছু-সেই সব আপনজন ছেড়ে পলাশপুরে যেত চাস? মায়ার বাঁধন বলে কিছু কি নাই তোদের?

ভণ্ডুল ∫∫ বাঁধন! কিসের বাঁধন? ভূমি ভিটে থাকলে তো মানুষের মায়া জন্মায়। বাস করি তালুকদারের খাস জমিতে। এখানেও যা সেখানেও তাই। বাড়তি শুধু গাছগাছালি আর গাইগোরু! চির চঞ্চল যাযাবর পাখির মায়াটি পড়বে কোথায়?

গঙ্গামণি ∫∫ তুমিও চল না ছায়েমচাচা...

ভণ্ডুল ∫∫ (ছায়েমকে) চলো, ভিখারি সেখানেও আছে...শত শত আছে।

ছায়েম ∫∫ দূর হ। শত শত ভিখারি থাকলে তো আমি সেথায় শতগুণ ফেলনা! না বাপ, দেশ ছাড়ার কথা আমার কল্পনায় আসে না!

হেকিম ∫∫ তোমার আবার দেশ কী! ভিখারির দেশকাল বলে কিছু আছে? চলো ছায়েম, আমার এ কাজে শান্তি চাই। মনটিরে শক্ত না করতে পারলে হবে না। একটি আমারে ছাড়তেই হয়...যদি দাওয়াইটি বার করতে পারি! চলো গঙ্গামণি, আমরা দুজনাই তোমাদের সাথী হবো। দুজনাই যাবে পলাশপুর।

গঙ্গামণি ∫∫ যাবেন? সত্যি যাবেন হেকিমসাহেব?

হেকিম ∫∫ কদিন ধরে ভাবছি যাই পলাশপুর। খোদাতালা চাইছেন কাজটি করি। তাই তোমাদের পাঠালেন...

[ভণ্ডুল বাগদির চোখদুটো ভাঁটার মতো জ্বলে ওঠে। রোগা পাতলা লোকটা কেন যে দুর্ধর্ষ ঠ্যাঙাড়ে বুঝিয়ে দেয়ে এবার। গায়ের চাদরটা কোমরে বেঁধে পুঁটলির গা থেকে খুলে নেয় তেল চকচকে বাঁশের বেঁটে লাঠি। যার নাম ফাবড়া। সকলকে স্তম্ভিত করে ফাবড়া বাগিয়ে হুঙ্কার ছেড়ে লাফ দিয়ে দাঁড়ায় হেকিমের সামনে।]

ভণ্ডুল ∫∫ কোথায় যাবে? বসো! খাঁসাহেব ক'ঘা মেরেছেন, অমনি ভেগে পড়ার তাল! হুজুর ঠিক ধরেছেন, তোমার মনের তলে আছে পলাশপুর, পলাশপুর...

ছায়েম ∫∫ তুই কার কাছ থেকে এলিরে ভণ্ডুল? পশুপতির না ওলি খাঁর?

ভণ্ডুল ∫∫ ওলি খাঁর...ওলি খাঁর। পশুপতির লোক হতে যাবো কেন রে? যে শালা তো পুলিশেই দিয়েছিল। ছাড়িয়ে আনলেন খাঁসাহেব, বহুৎ খরচাপাতি করে। জনম জনম আমি ওলি খাঁর ঠ্যাঙাড়ে!

গঙ্গামণি ∫∫ এখন ছাড়ো নাই?

ভণ্ডুল ∫∫ নারে শালি, না...

গঙ্গামণি ∫∫ খেতপুকুর গাছগাছালি গাইগোরু...আমারে ছল করেছো তুমি?

ভণ্ডুল ∫∫ তোরে শিখণ্ডি না দাঁড় করালে, ওর মনটি যে পড়া যেত না। (হেকিমকে) লাঠি মারুক, জুতা মারুক ওলি খাঁর পক্ষেই থাকতে হবে। এপার ছেড়ে ওপারে গিয়েছো যদি-ফাবড়া! ফাবড়া মেরে তোমার...

[হঠাৎ ভণ্ডুল হাতের ফাবড়াখানা ঘুরিয়ে ছোঁড়ে। বন বন শব্দে উড়ে গিয়ে সেটা আছড়ে পড়ে বাইরে। তক্ষুনি বাইরে গাধাটার আর্তনাদ শোন যায়। (হেকিমকে) গাধাটির একটি পা খোঁড়াই ছিল, আর একটা গেল! এরপর তোমারো যাবে...

[ভণ্ডুল চলে যাচ্ছে। গঙ্গামণি তার পিছ খামচে ধরে।]

গঙ্গামণি ∫∫ কী করলে তুমি!

ভণ্ডুল ∫∫ ছাড়রে শালি ছাড়! (গা ঝাড়া দিয়ে গঙ্গামণিকে ভুঁয়ে ছিটকে ফেলে) থুঃ থুঃ! হেকিমের চাররানি! থুঃ! ফের যদি হেথায় আসবি, ফাবড়খানা তোর গলায় চেপে...চেপে...

[কথা শেষ না করেই ভণ্ডুল চলে গেল। সকলে হতবাক, নিস্পন্দ। বাইরে গাধাটা গোঙাচ্ছে।]

দ্বিতীয় অঙ্ক-দ্বিতীয় দৃশ্য

[জ্যোৎস্না রাত। হেকিমের দাওয়ায় উনুনে মাটির হাঁড়িতে ঔষুধ ফুটছে। উনুনের আগুন কমে আসছে। হেকিম ফুঁ-ফাঁ দিয়ে আগুনটা বাড়াবার চেষ্টা করছে। গঙ্গামণি জড়সড় পায়ে এসে পেছনে দাঁড়ায় চুপচাপ।]

হেকিম ∫∫ (দেখে অচঞ্চল শান্ত)...ভেবেছিলাম তুমি আর এ বাড়িতে আসবে না।

গঙ্গামণি ∫∫ সেদিন যা হলো তা কিন্তু আমার জানা ছিল না হেকিমসাহেব। শয়তানটি আপনেরেও ঠকিয়েছে, আমারেও!

হেকিম ∫∫ আমি জানি তুমি আমারে ঠকাও নাই।

[গঙ্গামণি হেকিমের কাজে সাহায্য করে।]

গঙ্গামণি ∫∫ হেকিমসাহেব, আপনে আমারে কাজে রাখবেন? আর কখনো ভুল হবে না আমার।

হেকিম ∫∫ সে কি তোমারে কাজ করতে দিবে?

গঙ্গামণি ∫∫ সে কোথায়? চলে গেছে পলাশপুরে! ভগবান করে আর যেন না ফেলে! ঐ মোতির মতো ভুঁয়ে লুটিয়ে পড়ে ছটফট

করতে হোক ওরে।

[গঙ্গামণি একসঙ্গে অনেকগুলো কাঠের টুকরো দিয়েছে উনুনে। হাঁড়ির তলা দিয়ে জিব মেলছে আগুন।]

আমি কহে দিয়েছি, কোনো সম্পর্ক নাই। ফের যেন না ফেরে ঘরে। আমার দেহ না ধরে। ঐ কুৎসিত লোকটি যখন মানুষ-মারা হাতে আমারে জড়িয়ে ধরে বুকে, ইচ্ছা হয় গভীর নদীতে ডুব দিয়ে থাকি সারাদিন...সারামাস!

হেকিম ∫∫ আগুন! আগুন! করলে কী, একযোগে দিলে কেন সব কাঠ! একটি একটি করে দাও। দাওয়াই বানাতে যেমন জলেরও মাপ আছে, আগুনেরও আছে। কাঠের আগুন, পাতার আগুন, তুষের আগুন...এক এক আগুনের এক এক তেজ, রূপ।...কমাও কমাও!

[উনুন থেকে দু-একটা কাঠ সরিয়ে আগুন কমায় গঙ্গামণি।]

গঙ্গামণি ∫∫ আমার একটি বড় ভয় ঢুকেছে। কোন্ দিন না গলায় ফাবড়া চেপে ও আমার সন্তানটিরে হত্যা করে!...দিবেন কাজ? কাজ পেলে আমি নিজের মতো বাঁচতে পারি। ও হেকিমসাহেব,কহেন না...

[বাইরে মোতি গোঙাচ্ছে।]

হেকিম ∫∫ গঙ্গামণি, দ্যাখো দেখি পানি চাহে কিনা। কদিন ধরে ঐ এক ঠাঁয়ে...

[গঙ্গামণি জলের পাত্র নিয়ে বাইরে মোতির কাছে গেল। হেকিম হাঁড়ির ওষুধটা দেখতে মোতির উদ্দেশে-]

এই যে তোর দাওয়াই হয়ে এলো রে মোতি। তুই ভালো হয়ে যাবিরে মোতি...ও মোতি, আবার আমরা রোগী দেখতে যাবো দু'জনে। দাওয়াই চাই গো...দাওয়াই...গঙ্গামণি দাওয়াই বানিয়ে দিবে...

[গঙ্গামণি ফিরে এলো।]

গঙ্গামণি ∫∫ দোষ তো নিজেরই। বিড়ালের হাঁচিতে ওষুধ দিতে যাওয়া কেন? বাইজিটা ঢঙ করতে এলো, আর অমনি তারে শীতলপাটি বিছিয়ে দেওয়া! ইস্! আমি সব শুনেছি! .....জানেন না, এরা একেকটি জিন! ছলাকলায় ব্যাটা মানুষের বগলদাবায় পুরে ফেলে....(হেকিম হাসছে) ইস্! হাসেন যে বড়!

হেকিম ∫∫ নাও, হাঁড়িটি ঐখানে রাখো দেখি, ঐ উঠানের কোণে...ঐ যেখানেজোছনা পড়েছে...

[উঠোনের যেখানে জোছনা ফুটফুট করছে, হাঁড়িটা সেখানে বসায় গঙ্গামণি।]

গঙ্গামণি ∫∫ কেন, জোছনায় কেন? দাওয়াই কি জোছনা খাবে নাকি?

হেকিম ∫∫ খায় তো!

গঙ্গামণি ∫∫ খায়?

হেকিম ∫∫ জানতে না তুমি?

গঙ্গামণি ∫∫ নাঃ! (মুচকি হেসে) দাওয়াই-এর মালিকে তো খায় না!

হেকিম ∫∫ (সে কথায় খেয়াল দেয় না) রাতভোর একটানা জোছনা খাবে, শীতল বাতাস খাবে...হেকিমের দাওয়াই ফুলের সুরভি খায়, ফজরের নেহের খায়...মধু খায়, মৃগনাভি খায়, বনের সবুজ খায়...অনেক ক্ষুধা তার! আসমানের দিগন্তজোড়া কালো মেঘে

বিদ্যুতের ঝলকানি উঠলে, সেই ঝলকানিটিও খায়। হাঁড়ির মুখ চাপা দিয়ে ধরে রাখতে হয় গঙ্গামণি!

গঙ্গামণি ∫∫ কেন! হেকিমসাহেব?

হেকিম ∫∫ শক্তি দিতে, সৌন্দর্য দিতে। ব্যাধি বড় দুশমন। তার সাথে যে পাঞ্জা লড়বে, তার চাই হিম্মত, চাই রোশনাই!

[হাঁড়ির মুখের সরা খুলে ধরে। পাত্রের তপ্ত তরল ওষুধে চাঁদের বর্ণ দেখে হেকিম।]

দ্যাখো দ্যাখো গঙ্গামণি, চাঁদ কেমন হাসে। চাঁদের বরণটি দেখে বুঝবে, কাজটি তোমার ঠিক হলো কিনা। যদি জোছনা পাও এমন উজল সোনা, বুঝবে দাওয়াই বড় গুণবতী! ...যদি পাও ঘোলাটে পেতল তামা, বুঝবে কাজটি তোমার বিফলে গেছে!

[ত্রস্ত পায়ে কালো চাদর মুড়ি দিয়ে মোহরবাই এসে দাঁড়ায় উঠোনে।]

মোহরবাই ∫∫ হেকিমসাহেব!

[হেকিম ওগঙ্গামণি চমকে ওঠে।]

একটা কথা জানতে এলাম হেকিমসাহেব...খুব জরুরি...তাই না অসময়ে বিরক্ত করা...

গঙ্গামণি ∫∫ (ক্ষিপ্ত গলায়) মানুষটিরে পিটানি খাওয়ানোর পরেও কথা আপনের শেষ হয় নাই?

মোহরবাই ∫∫ (গঙ্গামণির মুখের দিকে একটুক্ষণ চুপ করে তাকিয়ে থেকে) ভারি তেষ্টা পেয়েছে...একটু পানি খাওয়াবে বহিন?

গঙ্গামণি ∫∫ আপনেরে কিছু দিবার প্রবৃত্তি নাই, বুঝলেন? পিটানি খেতে কেই বা চায়, তাই না?

হেকিম ∫∫ আহা গঙ্গামণি...

গঙ্গামণি ∫∫ (চড়া গলায়) দিবার হলে, আপনে দ্যান...

হেকিম ∫∫ (মোহরবাইকে) বসেন বসেন...

[হেকিম ভেতরে যায় মোহরবাই অস্থিরভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে উঠোনে। গঙ্গামণি আড়চোখে সেটা লক্ষ করে হেকিমের উদ্দেশে হাঁকে-]

গঙ্গামণি ∫∫ উনি বসবেন কীসে? শীতলপাটি খানিও দিবেন-

মোহরবাই ∫∫ কে তুমি? রাতদুপুরে এখানে কী করছ?

গঙ্গামণি ∫∫ জোছনা খাচ্ছি!

মোহরবাই ∫∫ কী খাচ্ছো?

গঙ্গামণি ∫∫ জোছনা জোছনা! হিম শিশিরের ঠাণ্ডা খাচ্ছি! (ঝাঁঝালো গলায়) মাঝে মাঝে বিদ্যুতের ঝলকানিও খাই।

মোহরবাই ∫∫ পাগল নাকি?

গঙ্গামণি ∫∫ না। তবে অন্যের পাগলামি ঘুচিয়ে দিতে পারি!

[জলের ঘটি নিয়ে বেরিয়ে এলো হেকিম। মোহরবাই ঘটি তুলে ধরে চাতকপাখির মত জল খাচ্ছে। গঙ্গামণি মিষ্টি করে শু নিয়ে দিল-]

হাওয়া করবেন না, হাওয়া?

মোহরবাই ∫∫ ওকে বাইরে যেতে বলুন, কটা কথা বলব...

হেকিম ∫∫ যাও দেখি গঙ্গামণি...ওই মোতির গায়ে মশা বসেছে, একটু চুলকে দিয়ে এসো-

গঙ্গামণি ∫∫ আমি যাবো মোতির গা চুলকাতে! (হেকিম স্পষ্টত বিব্রত) ভালো চান তো ভাগান তাড়াতাড়ি। সোমত্ত মেয়ে রাতের কালে এতোটি পথ কেন এসেছে একা একা? আপনেরে রামঝুলান ঝুলাবে, হ্যাঁ। আর এ সব মেয়েমানুষের ব্যাপারে ফেঁসে গেলে, আপনেরে পিটিয়ে মেরে ফেললেও কেহ পাশে দাঁড়াবে না, হ্যাঁ...

মোহরবাই ∫∫ (জলপান শেষ করে) আমার দিকে তাকান হেকিম সাহেব...আমার দিকে...আমার দিকে...(স্থির চোখে হেকিমের দিকে তাকিয়ে) সেদিন আমার অসুখের কথা কী বলেছিলেন? সেকি সত্যি, না আন্দাজে? হেকিমসাহেব আপনাকে আমি লুকিয়েছিলাম...আমার কিন্তু কিছুদিন যাবৎ অল্পস্বল্প জ্বর হয়!...শরীরে ভারি অবসাদ...গান বাজনায় মন বসে না...এখানে ওখানে চুলকোয়, চুলকোলে লাল হয়ে ওঠে...তারপর সাদা...! আশ্চর্য ব্যাপার, দু তিন দিন ধরে দেখছি, পায়ের নিচে কোনো সাড় পাচ্ছি না। তাপ লাগছে না। ঐ যে আপনার চুলাটা জ্বলছে....দেখুন পা রাখছি...কিছু হবে না!

[মোহরবাই জ্বলন্ত উনুনের মুখে পা বাড়িয়ে দেয়।]

কিচ্ছু না, কোনো অনুভব নেই।...এটা কী অসুখ? আপনি কি এরই কথা বলছিলেন সেদিন হেকিমসাহেব?

গঙ্গামণি ∫∫ ও হেকিমসাহেব, উনি কী বলছেন-

[গঙ্গামণির বিরূপতা অনেকখানি কমে গেছে।]

মোহরবাই ∫∫ আজ ফুপু আমাকে একটা রোগের কথা বললে! রোগটায় নাকি গায়ে শুখো ঘা বাঁধে...হাতে পায়ে পচন দেখা দেয়, পচে খসে পড়ে! বদহুঁশ বুড়ি বলে কিনা কেউ আমার ছায়াও মাড়াবে না! ঢিল মেরে তাড়িয়ে দেবে লোকালয় হতে! হেকিমসাহেব আমার কি তাই হতে চলেছে, তাই?

হেকিম ∫∫ তাই!

মোহরবাই ∫∫ তাই!

[মোহরবাই দু'হাতে মুখ ঢেকে বসে পড়ে। হাঁটুতে মাথা গুঁজে কেঁদে ওঠে।]

এতো সেই ব্যাধ! সেই দুশমন!

গঙ্গামণি ∫∫ (হেকিমকে) চিরাগটি ধরাবো? দেখবেন গায়েব দাগগুলি?

মোহরবাই ∫∫ না না এ দাগ আমি কাউকে দেখাতে পারবো না।

হেকিম ∫∫ ভয় পাবেন না বাইসাহেবা। আমার চোখ বলে-রোগটি এখনো তেমন করে আপনেরে ধরে নাই। শুধু তার ঠারগুলি দেখা যায়, শুধু তার পায়ের আওয়াজ শোন যায়। এর চিকিৎসা আছে!

মোহরবাই ∫∫ আমার আর আশা নেই, আমি জানি কোনো আশা নেই!

হেকিম ∫∫ কহে যারা তারা দুশমনের গোলামি করবে বলেই জন্মেছে। বাইসাহেবা সব রোগেরই প্রতিবিধান আছে আছে এই দুনিয়ায়। তামাম দুনিয়ার হিম্মতের চেয়ে একটি ব্যাধির দবদবা কখনো বেশি হতে পারে না বাই। এই সবুজ গাছপালা মেঘ জোৎস্না মিঠে পানি মিঠে হাওয়ার চেয়ে কটি বীজানুর তাকৎ বেশি, এ কখনো হয়? (মুখ চোখ জ্বলজ্বল করে। রাত শেষের পাখিরা ডাকে) এর প্রতিকার আছে। আমি জানি গঙ্গামণি!

গঙ্গামণি ∫∫ পারবেন? বাঁচাতে পারবেন?

হেকিম ∫∫ দেখি দেখি। এর আগে রোগটিরে আমি চোখে দেখি নাই, শুধু কানে শোনা...দাওয়াটিরেও হাতে পাই নাই, দরবেশের মুখে শোনা। দুটিরে কতো যে খুঁজেছি, কতো। দেখি দুই অচেনা শক্তির লড়াই বাঁধিয়ে, কে জেতে কে হারে! আল্লারে....রক্তগুলাব চাই আমার বাই...গুলাব না হলে হবে না...

[বলতে বলতে হেকিম তার দাওয়াই-এর হাঁড়ি উঠিয়ে নিয়ে ঘরের ভেতর চলে যায়। ঘরের ভেতর থেকে তার গভীর গলায় ডাক শোনা যায়- 'আল্লা...আল্লা...।' চাঁদের রঙ খোয়া যাচ্ছে। মোরগ ডেকে ওঠে।]

গঙ্গামণি ∫∫ মজা দ্যাখেন বাইসাহেবা, যে গুলাব আপনের প্রাণ বাঁচাবে, দরিয়াগঞ্জে পা দিয়ে সেই গুলাবটিরেই কিনা আপনে আগে আটকালেন!

মোহরবাই ∫∫ আমার মুর্খামির কোন জবাব নেই বহিন। কী হেনস্থাই করেছি মানুষটিকে! ওঁকে ফাঁদে ফেলব বলে শুধু গোলাপ কেন, বিষ দিয়ে মুন্নাকে মেরেছি আমি।

গঙ্গামণি ∫∫ আপনে!

হেকিম ∫∫ (ঘরের ভেতরে) আল্লা! আল্লা!

মোহরবাই ∫∫ ফাঁদে ফেলে ওঁকে পলাশপুরে নিয়ে যাবো বলে....

গঙ্গামণি ∫∫ পলাশপুরে....!

মোহরবাই ∫∫ আমি পলাশপুরের চর ভেবেছিলাম গোলাপ আটকালেই উনি দরিয়াগঞ্জ ছাড়বেন! ছাড়লেন না! তখন খাঁসাহেবের হাতে মার খাওয়াবো বলে মারলাম মুন্নাকে...এই এতটুকু বাচ্চা থেকে তাকে পেলেছি আমি...মুন্না আমার মুন্নারে...

[মোহরবাই ভেঙে পড়ে। আঁধারের ওড়নাটা সরিয়ে আলো ফুটছে। গাছপালার রঙ ফিরছে। আগে বরকন্দাজ পিছনে ওয়ালি খাঁ হর্তুকি ও আর দুতিনজন পাইক ঢুকল। তারা আশপাশে অপেক্ষা করছিল। ওয়ালি নড়বড়ে পায়ে এগিয়ে আসে মোহরবাই-এর দিকে। গঙ্গামনি ভয় পেয়ে আড়ালে পালায়।]

ওয়ালি ∫∫ খটকা আমার প্রথম দিন হতে। এক কথায় নৌকা ছেড়ে নামলি, গোলাপ আটকালি, বিড়াল মারলি! সেইদিন হতে পিছু নিয়েছি তোর! আজো তোর পিছু ধরে সারারাত জেগেছে আমার পাইক বরকন্দাজ!(সঘৃণায় লাঠি দিয়ে মোহরবাইকে খোঁচায়) শয়তানী, পশুপতির গুপ্তচর!...যা নিয়ে যা, নামিয়ে দিয়ে আয় পলাশপুরের ঘাটে। পশুপতি ঘুম থেকে জেগে উঠে যেন দ্যাখে....

[ওয়ালি থাবা মেরে মোহরবাই-এর চুলের গয়না ঝপটাটা টেনে খুলে নেয়।]

হর্তুকি ∫∫ আহা অতো কাছে যাবেন না হুজুর। শুনলেন তো দুষ্ট ব্যাধি! সরে আসুন।

ওয়ালি ∫∫ বানিয়ারা বাচ্চা পশুপতি আমারে খতম করবে বলে দুষ্ট ব্যারাম পাঠিয়েছে।

হর্তুকি ∫∫ (বরকন্দাজকে) ফেরত পাঠাবার আগে, ওর গায়ের সোনাদানা গয়নাগাঁটি সব খুলে নে। জিনিসপত্র টাকাকড়ি...(ওয়ালিকে) আপনি আর কি কি দিয়েছিলেন গোপনে গোপনে? (ওয়ালি মুখ নিচু করে) এখান থেকে যা যা পেয়েছে একটাও যেন না নিয়ে যেতে পারে।

ওয়ালি ∫∫ যা ভাগা ভাগা দুষ্ট ব্যারাম! ভাগ ভাগ!

[পাইক বরকন্দাজরা মোহরবাইকে তাড়িয়ে নিয়ে বেরিয়ে যায়। হতচকিত হেকিম ঘর থেকে বেরিয়ে এসে মোহরবাই-এর পিছু ধরতে যায়।]

হর্তুকি ∫∫ (ধমক লাগায়) তুমি কোথায় যাচ্ছো? দাঁড়াও!

ওয়ালি ∫∫ (হেকিমকে তোরে আমি কী করি রে? কী করি তোরে নিয়ে আমি? যে ছুঁড়িটার পায়ে তোরে আমি নাকে খৎ দেওয়ালাম...সেই ছুঁড়িটাই আজ তোর দুয়ারে গড়াগড়ি খায়! মুখটি আমার কোথায় রাখলি রে তুই?

হর্তুকি ∫∫ শুধু মেয়েটারই দোষ নয় হুজুর ওর তো উচিত ছিল ব্যারামটির কথা আগে আপনাকে জানানো।

ওয়ালি ∫∫ (হেকিমকে) কী করি...কী করি তোরে? তুই কি দরিয়াগঞ্জে আছিস খালি আমায় শরম দিতে, খালি আমায় হারিয়ে দিতে, খতম করতে!

হর্তুকি ∫∫ আমি অনেকদিনই বলছি, এ লোকটার বাড়াবাড়ানি আর সহ্য করবেন না! দুর্বলতার বশে ব্যাপারটাকে আপনিই এতদূর গড়াতে দিয়েছেন...

ওয়ালি ∫∫ কী করি, অ্যাঁ, কী করি! এমন কিছু একটা করতে চাই, যাতে কোনোকালে আর মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারিস আমার সামনে।...কী করি...কী করি? চল রক্তগুলাব তোরে দিব চল...

[সবাইকে অবাক করে সস্নেহে হেকিমকে কাছে টেনে নিয়ে ওয়ালি খাঁ বেরিয়ে যায়।]

দ্বিতীয় অঙ্ক-তৃতীয় দৃশ্য

[পলাশপুরে পশু পতি পোদ্দারের বৈঠ কখানা। রাত্রি। অন্দরমহল থেকে মোহরবাই-এর গান ভেসে আসছে। যুগী হেকিমকে নিয়ে ঢু কলো। হেকিমকে বৈঠ কখানায় বসিয়ে ভেতরে গেল যুগী। হেকিম আড়ষ্টভাবে দাঁড়িয়ে মোহরবাই-এর গান শু নতে লাগল। একটু পরেই মোহরবাই-এর গান বন্ধ হল। পশু পতি ও যুগী ফি রে এলো। পিছনে জলধর ও পশু পতির দেহরক্ষী। পশু পতির হাতে পানপাত্র। পশু পতি নেশাগ্রস্ত।]

পশু পতি ∫∫ (আনন্দে উ ত্তেজনায়) হেকিমসাহেব!

হেকম ∫∫ আস্‌সেলামওয়ালাইকুম হুজুর-

পশু পতি ∫∫ সেলাম ভাই সেলাম।...এই তোমার আমি চাক্ষুস দেখছি! তবে আমার লোকলস্করের মুখে এতো শু নেছি তোমার কথা, তোমার নিঃস্বার্থ সেবাকর্মের কথা মনে হয় যেন কতকালের চে না।

হেকিম ∫∫ জি আপনার লোকজন অনেকবারই আমারে প্রস্তাব দিয়েছেন পলাশপুরে আসার। সে প্রস্তাব রাখতে পারি নাই, দোষ নিবেন না বাবু।

পশু পতি ∫∫ আরে না না। দ্যাখো তোমার মতো মানুষকে সবাই কাছে পেতে চা ইবেই। তা সকলের কথা তুমি রাখবেই বা কী করে? এতে দোষের কী আছে? কী যুগীমশাই?

যুগী ∫∫ প্রশ্নই ওঠে না। আমাদের ঘাটে বাবু একখানা অচে না নৌকা এসে দাঁড়ালো। উঁকি দিয়ে দেখি হেকিম। কিছুতেই পাড়ে নামে না। যত বলি চ লো বাবুর কাছে চ লো, বলে বাবুকে ড র লাগে!

পশু পতি ∫∫ (হেসে) ড র লাগে? কেন আমি কি বাঘ! তোমায় গিলে খাবো?

যুগী ∫∫ প্রশ্নই ওঠে না।

পশু পতি ∫∫ আমি জানতাম দারিয়াগঞ্জে তুমি টিঁ কতে পারবে না। খাঁসাহেব তোমার কদরই বুঝ বে না। একদিন না একদিন তোমায় আসতেই হবে আমার কাছে।

যুগী ও জলধর ∫∫ আসতেই হলো।

হেকিম ∫∫ জি না দরিয়াগঞ্জে আমার কোনো অসুবিধা নাই। খাঁসাহেবের সঙ্গে আর কোন বিবাদও নাই।

যুগী ∫∫ সেকি? এত মারধোর খেলে?

পশু পতি ∫∫ তোমার আবিস্কারটি তো আট কে রয়েছে ভাই।

যুগী ∫∫ রক্তগোলাপের অভাবে।

পশু পতি ∫∫ আমার কাছে বিরাট গোলাপবাগ! জলধর ওকে আমার গোলাপবাগটি দেখিয়ে আনো।

জলধর ∫∫ কতো গু লাব চা ই আপনার হেকিমসাহেব-দিনে ক শ? ক হাজার?

হেকিম ∫∫ হুজুর গু লাব আমি পেয়েছি, আবিস্কারটি ও করতে পেরেছি। দরিয়াগঞ্জে আমার কোনো অভাব নাই।

পশু পতি ∫∫ (যুগীকে) কী ব্যাপার? আপনি যে বললেন ও পলাশপুরে চ লে এসেছে।

যুগী ∫∫ তুমি কি আবার ফি রে যাবে দরিয়াগঞ্জে ?

হেকিম ∫∫ জি হাঁ, রাতারাতি ফি রতে হবে। ঘরে আমার মোতিটি র অবস্থা ভালো না। ফি রে গিয়ে দেখতে পাবো কিনা জানি না। মেহেরবানি করে বাইসাহেবার সঙ্গে একবার দেখা করতে দিন হুজুর-

পশু পতি ∫∫ রাবিশ!

[পশু পতি বেরিয়ে যায়। দেহরক্ষী ও জলধর তার পিছু নেয়।]

যুগী ∫∫ কেন, বাইসাহেবাকে কী দরকার?

হেকিম ∫∫ জি, একটি দাওয়াই এনেছি ওনাকে দিব বলে।

[হেকিম হাতের পুঁট লির ভেতর থেকে একটি বোয়ম বার করে দেখায়।]

যুগী ∫∫ দাওয়াই? কেন? কী হয়েছে মোহরের? সে তো দিব্যি আছে! এই তো গেল বুধবার রাত্রে দরিয়াগঞ্জের পাইক ওদের দুজনকে আমাদের ঘাটে নামিয়ে দিয়ে গেল। তারপর থেকে সে তো বেশ খুশ মেজাজেই রয়েছে। বাবুর সাথে মেহফি ল করছে। ব্যাপারটা কী বলো তো?

হেকিম ∫∫ জি মেহেরবানি করে আর আমারে কিছু শু ধাবেন না!

যুগী ∫∫ আচ্ছা হেকিম, তুমি যে ওষুধ আবিস্কার করলে, সেটা কী রোগের?

হেকিম ∫∫ গোস্তাকি মাপ করবেন, সেটি আমি পরখ না করে কহিতে পারি না!

যুগী ∫∫ তুমি কি ওইটাই মোহরকে দেবে বলে এনেছ?

হেকিম ∫∫ হুজুর, যা জানার আপনে বাইসাহেবার ঠাঁই জেনে নিবেন। আল্লার নামে কহি, একটি বার তার দেখা পাই..

যুগী ∫∫ তোমার হাতে ওটা কীসের ওষুধ, কেন দেবে মোহরকে, কী হয়েছে মোহরের, সব কথা খুলে না বললে বাইসাহেবার সঙ্গে আমরা তো তোমাকে দেখা করতে দিতে পারি না হেকিম। তোমাকে এখান থেকে ছাড়তেও পারি না!

[আতঙ্কিত মোহরবাই ছুটে এসে দাঁড়াল।]

মোহরবাই ∫∫ কেন এসেছ তুমি এখানে?

[যুগী প্রচ্ছন্ন থেকে ওদের লক্ষ করছে।]

হেকিম ∫∫ বাইসাহেবা, আপনের দাওয়াইটি। বাইসাহেবা, আবিস্কারটি আমি করতে পেরেছি। ধরেন, আমার সময় নাই। এটি ফজরে গোসল করে এক তোলা খাবেন, মগরিবে শু দ্ধ হয়ে আর এক তোলা। মোট দুই মাস খাবেন আর-

মোহরবাই ∫∫ (হিসহিসে গলায়) আমার জন্যে এতো দরদ কেন তোমার? তোমার দাওয়ায় বসে বলেছিলাম, আমি পলাশপুরের চর।

হেকিম। আপনে যেই হন তা নিয়ে আমার মাথাব্যাথা নাই। আমি পলাশপুরে আপনের জন্য আসি নাই, এসেছি একটি রোগের খোঁজে! আমার দাওয়াইটি পরখের জন্যে।

মোহরবাই ∫∫ আমার কিছু হয়নি! কিছুনা!

হেকিম ∫∫ বাইসাহেবা রোগটি কিন্তু আপনেরে সত্যই ধরেছে।

[যুগী ভেতরে চলে যায়।]

মোহরবাই ∫∫ না! শিগগির বেরিয়ে যাও তুমি! বেরোও।

হেকিম ∫∫ বাইসাহেবা, আপনের মুখখানি ক্রমশ সিংহের ন্যায় ফুলে উঠবে। তখন আর লুকাতে পারবেন না। এখন ও কহি, এই দাওয়াইটি নিয়ে আপনে নিজের বাসায় ফিরে যান। এখনও বেঁচে যাবেন।

[ফুপু ঢোকে।]

মোহরবাই ∫∫ ওঃ! এই লোকটা কেন আমার পিছু পিছু ধাওয়া করে বেড়াচ্ছে! আমায় কাজকর্ম কিছুই করতে দেবে না?

হেকিম ∫∫ যদি আমার কথা না শোনেন, আমি কিন্তু সব ফাঁস করে দিব।

ফুপু ∫∫ খবর্দার!আমরা তোর দরিয়াগঞ্জে নেই, আছি পলাশপুরে! এখানে আমরা কী করি না করি তাতে তোর কী?

হেকিম ∫∫ ব্যাধিটি এ অঞ্চলে নাই। ইহারে ছড়াতে দিব না...দরিয়াগঞ্জেও না, পলাশপুরেও না।

মোহরবাই ∫∫ আমার গানবাজনা রুজি রোজগার সব বরবাদ করে দেবে তুমি? তুমি জানো না, আমার এখন অনেক মুজরো খাটতে হবে! আমার টাকা চাই-টাকা।

হেকিম ∫∫ বাইসাহেবা আপনে সুস্থ হয়ে উঠুন, ফের গানবাজনা করবেন। রোজগারের নেশায় এই ভয়ানক ব্যাধি লুকিয়ে সমাজে মেশা কোনো কাজের কথা নয়। আমার ওপর ভরসা রাখেন বাইসাহেবা।

[টাকার থলি নিয়ে যুগী ঢোকে।]

যুগী ∫∫ (মোহরবাই ও ফুপুকে) নাও বাবু তোমাদের পাওনাগণ্ডা মিটিয়ে দিলেন। যা কথা ছিল তার চারগুণ আছে। কিন্তু এক্ষুণি তোমাদের কলকাতায় ফিরে যেতে হবে। যে অবস্থায় আছো সেইভাবে চলে যাও। ঘাটে নৌকা বাঁধা আছে। যাও, রোগ ব্যাধি নিয়ে আর দাঁড়িয়ো না বাপু!

[ফুপু যুগীর হাত থেকে টাকার থলি নিচ্ছে-]

মোহরবাই ∫∫ না, টাকা নেবে না! ভিক্ষে নিয়ে বিদেয় হবে, মোহর কারো বাঁদি না! (হেকিমের হাতের ওষুধের বোয়মটা টেনে নিয়ে হেকিমকে দেখিয়ে) এই লোকটাকে ছাড়বেন না। মানুষের ভাল যদি চান, একে আটকে রাখুন পলাশপুরে।

[মোহরবাই ও ফুপু বেরিয়ে যায়। স্তব্ধতার মধ্যে পশুপতি ফিরে আসে।]

হেকিম ∫∫ আমারে আটকাবেন না বাবু, দোহাই আপনের। আমার মাথার ঠিক নাই।

পশুপতি ∫∫ জবরদস্তি করব না হেকিমসাহেব। তবে তুমি আজ একটা ভয়ংকর রোগের ছোঁয়াচ থেকে আমাদের বাঁচালে। তাই বলছি, যদি সম্ভব হয় একটা মাস তুমি আমার কাছে থাকবে?

যুগী ∫∫ আমাদের ঝিকরগাছি গাঁয়ে ওলাওঠা রোগ দেখা দিয়েছে। মহামারী লেগে গেছে। বলছিলাম, বেচারিদের দেখবার কেউ নেই ভাই....

পশুপতি ∫∫ গরিব মানুষগুলো বেঘোরে মরছে দেখেও চলে যাবে? ওরা কি এমনই অচ্ছুৎ তোমার কাছে?

যুগী। থেকে যাও হেকিম, মাসখানেকের বেশি একটা দিনও বলব না। আমরা তো জানি সেখানে তোমার কত ব্যস্ততা।

পশুপতি ∫∫ তুমি আমার ওপর রেগে আছো ভাই হেকিম। সত্যি তোমাকে পাবার জন্যে অনেক উৎপাত চালিয়েছি আমরা। বদ উদ্দেশ্য ছিল না আমাদের। যা করেছি আমার প্রজাদের মঙ্গলের জন্যে করেছি। আচ্ছা, কথা দিচ্ছি ঝিকরগাছিকে যদি বাঁচিয়ে দিয়ে যাও আর আমি তোমার বিরক্ত করব না। কোনদিন না। কি যুগীমশাই?

যুগী ∫∫ প্রশ্নই ওঠে না।

[হেকিমের কপালে চিন্তার রেখা ফুটে উঠেছে। আলো নেভে।]

দ্বিতীয় অঙ্ক-চতুর্থ দৃশ্য

[গান গাইতে গাইতে তালগাছের নিচে এসে দাঁড়াল ফকির।]

ফকির ∫∫ আর ফেরা হলো না দরিয়াগঞ্জে। পলাশপুরের রোগীদের নিয়েই দিনরাত কাটে তার। কোথায় পড়ে রইল তার ভিটামাটি, তার সেই কঠিন ব্যাধির দাওয়াই আবিস্কার, তার তালপাতার পুঁথিখানি!...বছর ঘুরে যায়। হেকিমসাহেব আর ফিরতে পারল না তার দরিয়াগঞ্জে।

[ফকির অন্তর্হিত হলো। পশুপতির বৈঠকখানা। বাইরে ঘোড়া ছোটার শব্দ। উত্তেজিত যুগী ও পশুপতি ভেতর বাড়ি থেকে বৈঠকখানায় ঢুকল।]

যুগী ∫∫ অ্যাই, কে আছিস, লোকটাকে একবার ডাকতো...

পশুপতি ∫∫ (গজরাচ্ছে) রীতিমত বিদ্রোহ ছড়াচ্ছে!

যুগী ∫∫ আরো প্রশ্রয় দিলে ব্যাপারটা কিন্তু প্রজাবিদ্রোহ ঘুরে যাবে বাবু। বঙ্গদেশের নানা স্থান জ্বলছে। লাট সাহেব ক্যানিং সাহেবও নড়বড়ে হয়ে পড়েছেন, এরপর যদি...

পশুপতি ∫∫ ওয়ালি খাঁর বাড়িতে একবার হাটের লোক চড়াও হয়েছিল না ওর পিছু পিছু?

যুগী ∫∫ তাড়ান বাবু তাড়ান!...এখনও আপনাকে বলা হয়নি, চাষারা কাল হুমকি দিয়ে গেছে, খাবার জলের দিঘি যদি না কেটে দি, ওরা খাজনা বন্ধকরে দেবে...

পশুপতি ∫∫ বটে!

যুগী ∫∫ বুঝতেই পারছেন কোনদিকে ব্যাপারটা গড়াচ্ছে! আর এখন তাড়ালে তো ক্ষতিও নেই আমাদের। নতুন ডাক্তারবাবু এসে গেছেন। ফালতু কেন আর সেই কোন আমলের হেকিমি ধরে রাখা? পেছনে লাথি মেরে...

[ব্যস্তভাবে হেকিম ঢোকে।]

হেকিম ∫∫ আস্‌সালামওয়ালাইকুম....হুজুর ডাকেন?

যুগী ∫∫ হ্যাঁ ডাকি, বসো।

হেকিম ∫∫ না বসতে কহিবেন না। আজ আমার সময় নাই বাবু, ভারি ব্যস্ত!

যুগী ∫∫ বাবুর চেয়ে তোমার ব্যস্ততাই যে বেশি!

পশুপতি ∫∫ একবছর আগে আমাদের কথা হয়েছিল...একমাস পরেই তুমি দরিয়াগঞ্জে ফিরবে-

হেকিম ∫∫ জি হ্যাঁ, ঝিকরগাছি শান্ত করে।

যুগী ∫∫ মাসের পর মাস কেটে গেলে, ফিরে যাওয়ার তো নামও করছ না।

হেকিম ∫∫ কী করে যাই! ঝিকরগাছি ঠাণ্ডা হয় তো কাঁঠালিয়া তেতে ওঠে। কাঁঠালিয়া ঠাণ্ডা হয় তো...আজ পাঁচটি রুগি সারাই, তো কাল দশটি এসে জোটে। ক্রমশ যে জড়িয়ে গেছি হুজুর।

যুগী। এবার বিদেয় হও!

হেকিম ∫∫ পাগল! এখন কি যাওয়া চলে-হুজুরের তালুকের যা দূরবস্থা...

যুগী ∫∫ সেটা আমাদের নতুন ডাক্তারবাবু এসেছেন, তিনি বুঝবেন।

হেকিম। নতুন ডাক্তারবাবু? ওনার কথা আর কহিবেন না। উনি কোনো কম্মের না!

যুগী ∫∫ অ্যাই! পাশকরা এলোপ্যাথি ডাক্তারের ওপরে যাও তুমি?

হেকিম ∫∫ জি না, সে কথা কহিনা। ডাক্তারবাবুর ঔষধটি শক্তিশালী। নিমেষে রোগ সারাবার ক্ষমতা ধরে। কহি বাবুটি যেন কেমন। সাতবার ডাক পেয়ে একবার নড়ে...তাও রোগীর গা ছোঁবে না...তফাতে দাঁড়িয়ে ধমক দিবে...ঔষধের দামও চড়া। লোকে এমন ডাক্তার চায় না হুজুর।

পশুপতি ∫∫ বটে! সবাই তোমাকেই চায়?

হেকিম ∫∫ জি। আপনে ওনারে নৌকায় পুরে কলিকাতায় চালান করে দেন-

পশুপতি ∫∫ ভারী সর্দার হয়েছ দেখছি। ঝিকরগাছির লোকদের কী বলেছ তুমি?

হেকিম ∫∫ ঝিকরগাছি...ও হ্যাঁ, কহেছি দিঘি কাটাও!

যুগী ∫∫ তুমি ওদের খাজনা বন্ধ করতে বলোনি?

হেকিম ∫∫ জি হ্যাঁ খাজনাও দিবে, দিঘিও কাটাবে...দুটি তারা পারে কি করে? আর খাবার পানির ব্যবস্থা করা তো তালুকদারেরই কাজ-

[পশুপতি ধৈর্য্য হারিয়ে উপবিষ্ট হেকিমের পিঠে লাথি মারে।]

হুজুর! পানির অভাবে মানুষ ভুগছে..

পশুপতি ∫∫ ভুগুক। (যুগীকে) আজ থেকে আস্তাবলের কাজে লাগান একে। ঘোড়ার ঘাস কাটুক, ময়লা সাফা করুক, চিকিৎসা করতে যেন না দেখি! চিকিৎসা করতে দেখলে পাইকদের লেলিয়ে দেবেন।

[পশুপতি ভেতরে চলে যায়।]

যুগী ∫∫ বুঝ তে পারলে...?

হেকিম ∫∫ জি না। আজকাল আপনেদের কোনো কথাই বুঝি না আমি।

যুগী ∫∫ যাও- আস্তাবলের কাজে লাগো গে..

হেকিম ∫∫ হুজুর যদি একটি অচেনা মানুষ ধরে এনে কহেন-এটি তোর বাপ, আমি তাও মেনে নিব। কিন্তু যে কাজটি আমার নয়, তারে নিজের বলে মানব না। আমি যা করছি তাই আমারে করতে দিন হুজুর।

যুগী ∫∫ কি করছিস রে তুই? যা করছিস তাতে মানুষের সর্বনাশ ছাড়া আর কিছু হচ্ছে না। ঐ তো...কি এক কঠিন রোগের ওষুধ আবিষ্কার করলি! কী হলো? কলকাতা থেকে খবর এসেছে তোর সেই ওষুধ খেয়ে মোহরবাই-এর ঘা আরও দগদগিয়ে উঠেছিল!-তারপর তো সে মরেই গেল!..ওটা ওষুধ না বিষ!

[যুগী ভেতরে গেল। স্তম্ভিত হেকিম কয়েক মুহূর্ত বাদে সরব হয়।]

হেকিম ∫∫ মিছা কথা! মিছা কথা! বাইসাহেবা মরে নাই। মোহরবাই মরে নাই-মরে নাই-আপনেরা আমার মনটি ভেঙে দিবেন বলে উঠে পড়ে লেগেছেন। যে কাজটিতে আমি মনপ্রাণ ঢেলেছি-সেই কাজটিরে আপনেরা হেয় করেন। কহেন যা কহিলেন তা মিছা। মিছা-

[বৈঠকখানায় দাপিয়ে চিৎকার করে বেড়াচ্ছে হেকিম। ভীষণ লাগছে তাকে। জলধর ছুটে এলো বাইরে থেকে।]

জলধর ∫∫ খুন! খুন! খুন!হয়েছে! ও হেকিমসাহেব, ভগুল...দরিয়াগঞ্জের সেই ভগুল বাগদি খুন হয়েছে!

[হেকিমের কানে যেন কোনো কথা ঢোকে না। তখনো সে গর্জন করছে-]

হেকিম ∫∫ মিছা! সব মিছা!

জলধর ∫∫ না, না! সত্যি! খুন করেছে তার বউ। কি যেন নামটা...গঙ্গামণি! গলায় ফাবড়া চেপে...! সন্ধেবেলা বউটারে বেধড়ক ঠেঙিয়েছিল ভগুল। দুবছরের বাচ্চাটাকে মেরে ফেলতে গিয়েছিল। মাঝরাতে গঙ্গামণি, ভগুলেরই ফাবড়াখানা ভগুলের গলায় চেপে-নড়তে পর্যন্ত দেয়নি। এইবার হাড় জুড়োলো পলাশপুরের।

[ষণ্ডামার্কা পাইক এসে বিমূঢ় হেকিমকে টানতে টানতে নিয়ে বেরিয়ে গেল। আলো নেভে।]

দ্বিতীয় অঙ্ক-পঞ্চম দৃশ্য

[আরো একটি পাক ঘুরে হেকিমের দরিয়াগঞ্জের পোড়োভিটের সামনে এসে দাঁড়াল ফকির।]

ফকির ∫∫ আর একটি পাক। আর একটি পাক বাকি আমার বাপজানেরা। আর একটি পাক পূরণ হলে আমার গল্পের দশপাক পূরণ হয়।...এই সেই হেকিমসাহেবের ভিটেখানি।কুঁড়ের চালা উড়ে গেছে, দেয়াল মিশেছে মাটিতে,-দাবানলের মতো জঙ্গল গপগপিয়ে খায় চারধার। কে দ্যাখে কে রক্ষা করে? ভিটের মালিক তো দু'বছরেও ফেরে নাই। দরিয়াগঞ্জের মানুষ কত ডেকেছে তাদের হেকিমেরে।

[এখন গোধূলি বেলা। বহুদূর থেকে এসে আসছে হেকিমের গলা।]

হেকিম ∫∫ ও ভাইজান, ভাইজান-ভালো আছো তো-গেরস্থারা ভালো আছো তো-

[ফকির আড়ালে যায়। লাঠি ভর দিয়ে হেকিম এসে দাঁড়ায় তার ভিটের সামনে। সেই দশাসই মানুষটা মার খেয়ে ভাঙাচোরা।

দোমড়ানো মোচড়ানো দেহখানা টেনে টেনে পথ চলে। জড়িত গলায় কথা বলে। ছেঁড়া ধুলধাড়া পোশাকে হেকিমকে চেনা মুশকিল। পোড়োভিটের এককোণে একটা মানুষ শুয়ে থাকতে দেখে হেকিম। তাকে ঠেলা দিতে সে উঠে বসে। লোকটি ভিখারি ছায়েম। তার যেন মরণদশা।]

ছায়েম!

ছায়েম ∫∫ হেকিম! ফিরলি বাপ!

হেকিম ∫∫ ছায়েম...ছায়েম! কতকাল দেখি নাই। ভালো আছো তো! আহা-হা একি দশা তোমার?

ছায়েম ∫∫ তুই নাই কে মোরে দাওয়াই দ্যায়। কে মহল্লায় মহল্লায় টহল দ্যায়-দাওয়াই চাই গো....দাওয়াই! কিন্তু বাপ তোর এ দশাটি হল কী প্রকারে?

হেকিম ∫∫ (একটু চুপ থেকে) ঘোড়া হতে পড়ে গিয়ে!

ছায়েম ∫∫ ঘোড়া হতে পড়ে গিয়ে?

হেকিম ∫∫ ঘোড়া তো ভালো চালাতে পারি না-ঝটকা মেরে মোরে ছিটকে ফেলেছে। চারটি ক্ষুরে পিষেছে!.... জানো তো, ঘোড়া বড় অশান্ত জীব! আমার মোতি ছিল ভারী শান্ত! কি, ছিল না?

ছায়েম ∫∫ (খিকখিক করে হাসে) ঘোড়া না, তোরে ঠেঙিয়েছে পশুপতির পাইক!

হেকিম ∫∫ না না না....

ছায়েম ∫∫ হ্যাঁ হ্যাঁ, আস্তাবলের ঘাস কাটতে দিয়েছিল তোরে! ঘাস না কেটে তুই যেতিস ঝিকরগাছি, কাঁঠালিয়ার রোগীর সেবা করতে। যতবার গিয়েছিস ততবার ঠেঙানি খেয়েছিস-খাস নাই?

হেকিম ∫∫ কি করি কহ তুমি? মানুষ মরে আমি রব আস্তাবলে? গেছি আমি ঝিকরগাছি, কাঁঠালিয়া বকচরা-তালুকদারের পাইক মোর হাত ভেঙেছে তবু গেছি-মাথা ভেঙেছে ফের গেছি-পা ভেঙেছে, হিঁচড়ে পিঁচড়ে গেছি! শেষে পলাশপুরের রোগীরাই আমারে নৌকায় তুলে দরিয়াগঞ্জের ঘাটে নামিয়ে দিয়ে গেল!

ছায়েম ∫∫ তখনই দেশের কথা মনে পড়ল। যা, যা, যেখানে ছিলি সেখানে যা। এতকাল যদি ছেড়ে থাকতে পারলি তো বাকি দিনও পারবি! পশুপতি তোরে ছিবড়ে বানিয়ে ছেড়ে দিয়েছে, আমার তোরে নিব কেন! কেন নিব?

[ঘেন্নায় থুতু ছেটাতে ছেটাতে ছায়েম চলে যাচ্ছে।]

হেকিম ∫∫ ছায়েম, ছায়েম...

ছায়েম ∫∫ পলাশপুর এখনও তোর বক্ষ জুড়ে রয়েছে। কই একবারও তো কহিস না দরিয়াগঞ্জের কথা-

হেকিম ∫∫ কহি শুন ভাই-একটি দিবসও আমার কাটে নাই তোমাদের জন্য ভিতরটি আমার পোড়ে নাই।...গঙ্গামণি-কেমন আছে গঙ্গামণি-তার কী সাজা হল?

ছায়েম ∫∫ ঠ্যাঙাড়ে সাবাড় করলে সাজা হয় না, পুরস্কার মেলে। তাই মিলেছে। গঙ্গামণি বড় পুরস্কার পেয়েছে....বড় পুরস্কার....এই ভিক্ষার মালা।

[ভিক্ষার মালাটি উঁচুতে তুলে ধরে ভিখারি ছায়েম কাঁদে। দূরে পাল্কি বেহারাদের হাঁক শোনা যায়। হর্তুকি ঢোকে।]

হর্তুকি ∫∫ এই যে হেকিম...বাবা ফিরেছে?

হেকিম ∫∫ আস্‌সালামওয়ালাইকুম নায়েবমশাই.... আবার আপনাদের দুয়ারে....

হর্তুকি ∫∫ বাঁচালে বাবা, বাঁচালে। দরিয়াগঞ্জের আজ মহা সর্বনাশ। ঐ দ্যাখো তোমার দুয়োরে কে! (বেহারার ওয়ালি খাঁর পাল্কি বয়ে এনে রাখল পোড়োভিটের সামনে)হুজুরকে বাঁচাও বাবা। যে কালব্যাধিতে পড়েছেন, তুমি ছাড়া আর কেউ নিদেন জানেন না। পিরজাদা জবাব দিয়ে গেছে। হাতে পায় পচন, শুখো ঘা।

[পাল্কির পর্দা সরিয়ে মুখ বাড়ায় ওয়ালি খাঁ। হাতে মুখে দগদগ করছে ঘা। ভারি করুণ অবস্থা তার।]

হেকিম ∫∫ ইয়া আল্লা! একি সেই ব্যাধি!

হর্তুকি ∫∫ কতো বলেছি হুজুর উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করবেন না। এখন দেখ, তালুক মুলুক সব থাকতেও কিচ্ছু করার নেই।....তুমি ফিরছে শুনে, নিজেই এলেন তোমার কাছে।ঠেকানো গেল না।

হেকিম ∫∫ হুজুর!

[হেকিম ওয়ালির পাল্কির সামনে আছড়ে পড়ে]

ওয়ালি ∫∫ (জড়ানো গলায়) বেটা কেন ছেড়ে গিয়েছিলি আমায়! তোরে আমি গুলাব বাগিচা দিলাম! এই দ্যাখ বেটা আমার কী হলো রে-লাঠিখানিও ধরতে পারি না, তালুক শাসন করতে পারি না। পিরজাদা কহেছে আমারে পাহাড়ে বনে জঙ্গলে গিয়ে বসবাস করতে হবে। বেটা, তালুক ছেড়ে আমি বাঁচতে পারব না। হেকিম বেটা তুই আমারে বাঁচা...

হর্তুকি ∫∫ হেকিম, তুমি যে ওষুধটা আবিস্কার করেছিলে সেইটে এখন বার করো। শেষ চেষ্টা করো বাবা....

হেকিম ∫∫ আল্লারে! সেটি যে আমি পলাশপুরে ফেলে এসেছি হুজুর!

ওয়ালি ∫∫ কেন, পলাশপুরে ফেলে এলি কেন? অতবড় দামী আবিস্কার আমার তালুকের আবিস্কার...পলাশপুরে পড়ে থাকে কেন?

হেকিম ∫∫ পলাশপুরের ডাক্তারবাবু কহেছেন, ঐ ঔষধে কাজ হবার নয়-

ওয়ানি ∫∫ কে ডাক্তার! তুই তার কথা শুনলি কেন? আমার হেকিম আবিস্কার করুক আমার ব্যারাম সারুক, সেটি ওরা চাহে না! শয়তান ওরা!

হর্তুকি ∫∫ মিছে কথা হেকিম, ডাক্তার তোমার মিছে কথা বলেছে। তেমার ওষুধ খেয়েই মোহরবাই ভালো হয়ে গেছে। আমরা কলকাতার খবর নিয়ে জেনেছি।

হেকিম ∫∫ মোহরবাই বেঁচে আছে! ইয়া আল্লা! আমার ওষুধ খেয়ে মোহর ভাল হয়ে গেছে!

ওয়ালি ∫∫ দ্যাখ বেটা রোগটি যে ছড়াল সেই গেল বেঁচে। তা'লে আমি মরি কেন? বাঁচা আমারে বাঁচা।

হেকিম ∫∫ হাঁ হাঁ বাঁচাবো...কিন্তু দাওয়াই...

হর্তুকি ∫∫ আহা পদ্ধতি তো তোমার জানাই আছে বাপু। মালমসলাও যোগাড় করে দিচ্ছি! আবার বানাও। দরবেশ তোমায় যেমন যা বলেছিল...

হেকিম ∫∫ হুজুর, কি কহিব, দুই বচ্ছর আমি আর দরবেশের কথা ভাবি নাই। কাঁঠালিয়া রকচরার রোগীদের সাথে দিন কেটেছে আমার। দরবেশ কি কহেছিল সব যে গোলমাল হয়ে যায় হুজুর।

হর্তুকি ∫∫ ঐ রোগী দেখার তুচ্ছ কাজের জন্যে এতবড় কাজটা তুমি ভুলে গেলে!

হেকিম ∫∫ হুজুর বড় কাজ ছোট হয়ে যায়, ছোট কাজ বড়। জোয়ার ভাটায় বাড়ে কমে।

(মাথা চাপড়াতে চাপড়াতে) মনে পড়ে না-মনে পড়ে না!

ওয়ালি ∫∫ বেটা, তোর সেই পুঁথিখানি....সেই তালপাতার পুঁথিখানি! তুই যেটা আমারে দেখলি! সব উপকরণ লিখা ছিল! বার কর, পুঁথিখানি বার কর বেটা!

হেকিম ∫∫ হ্যাঁ, পুঁথি! বার করি...বার করি। আমার ওষুধ খেয়ে মোহরবাই ভালো হয়ে গেছে।...হুজুর ভালো হয়ে যাবেন!

[হেকিম পোড়োভিটে উটকে পাটকে পুঁথি খোঁজে। ছায়েম বেরিয়ে যায়।]

পুঁথি! পুঁথি কই! যাবার কালে আমি এইখানে রেখে গেলাম। আমার তালপাতার পুঁথিখানি...

ওয়ালি ∫∫ (দুচোখে হতাশা ঘনায়) সাঁঝের বেলায় পোড়োভিটায় ও কী খোঁজে হর্তুকি? ওষুধ নাই, পুঁথি নাই...কার আশায় আমি পথ চেয়ে বসে আছি! ব্যটা আমার আবার ঠকাল! বেইমান!

হেকিম ∫∫ তালুকদার সাহেব আজ আবিস্মরটি বড় নিজের বলে দাবী করেন! ঐ আবিস্মরটির জন্য আমি তালুকে আপনাদের পায়ে মাথা কুটেছি! একটি রক্তগুলাবের জন্য আমি শত শত চাবুক খেয়েছি! তখন আবিস্মরটির কথা কারো মনে পড়ে নাই! আজ নিজের গায়ে ঘা ফুটতে আমি হলাম বেইমান! যান, ভাগেন, দাওয়াই নাই...

ওয়ালি ∫∫ ওকে আমি ছাড়ব না হর্তুকি! আমি ওর মাথা ফাটাবো। ওর ভিটেমাটি আমি ক্রোক করে নিব!

হেকিম ∫∫ (এবার বিপদের গুরুত্ব বুঝে) হুজুর, মা বাপ, ভিটেখানি কেড়ে নিলে আমি কোথায় যাই!

ওয়ালি ∫∫ যেখানে খুশু যা! যে তালুকের তালুকদার মরে গায়ে ঘা বেঁধে, সে তালুকের হেকিমও যায় শেয়ালের পেটে, শকুনের পেটে। মনিবও যায়, প্রজাও যায়-সব যায়.....যা যা-ব্যাটা আমারে বাঁচালে নারে! পাল্কি ওঠা....

[বেহারারা পর্দা ফেলে দিয়ে পাল্কি তুলে নিয়ে বেরিয়ে যায়।]

হর্তুকি ∫∫ (হেকিমকে) অপদার্থ কোথাকার! যাও বিদেয় হও!

[হর্তুকি বেরিয়ে যায়।]

হেকিম ∫∫ পুঁথিখানি...আমার তালপাতার পুঁথি! (চারদিকে পুঁথি খোঁজে) ওহো, আবিস্মরটির কী কী ছিল উপকরণ! সোহাগদানা, মৃগনাভি মনাক্কা গুলেপেস্তা-আর কী...আর কী...মনে নাই মনে নাই...(মাথা চাপড়ায়) কী ফাঁকা ধূ ধূ লাগে। আমার ডালিমগাছে সেই পাখিটি ডাকেও না বসেও না! পুঁথি নাই..নাই নাই-কিছু নাই! (পোড়োভিটেয় খুঁজতে খুঁজতে) আরে চুলাটি...এই যে আমার দাওয়াই বানানোর চুলাটি! এখনো আছে! ...এটি আমি কতবার দেখেছি, গেরস্থের সব লোপাট....শুধু ভুঁইয়ের ওপর তিনমুখো দগ্ধ চুলটি ঊর্দ্ধপানে হাঁ করে চেয়ে আছে! (উনুনের গায়ে হাত বোলায়। আধো ঘুমে আধো জাগরণে বিড়বিড় করে) ...কতকাল আগুন পায় না...ভোজ্য পায় না...দাও না দাওনা দুচারটি কাঠকুটো...ওর মুখে আগুন জ্বালাই। (উনুনের আশেপাশে একটা গয়না কুড়িয়ে পায়। মোহরবাই-এর চুলের ঝাপটা। সেটা সে দেখছে নিবিষ্ট হয়ে। মোহরাই-এর গানের টুকরো ভেসে ওঠে তার চেতনায়) বেঁচে আছে! মোহরবাই ভাল হয়ে গেছে!

[গঙ্গামণি ঢোকে।]

গঙ্গামণ! আমার তালপাতার পুঁথিখানি দেখেছ...আমি এই ঠাঁয় রেখেছিলাম...আঃ দেখে শুনে রাখো নাই কেন...তুমি কোনো কম্মের না।

[পুঁথি খুঁজতে খুঁজতে পোড়োভিটের ওপর প্রায় গড়াগড়ি খাচ্ছে হেকিম।]

গঙ্গামণি ∫∫ ওঠেন ওঠেন। পরের জমিতে আর কেন? আমার সাথে চলেন, আমি যেখানে থাকি!

হেকিম ∫∫ তোমার বাড়ি!

গঙ্গামণি ∫∫ বাড়ি নাই। আমি বর মেরেছি। সমাজের লোক আমারে তাড়িয়ে দিয়েছে। থাকি গাছতলায় সন্তানটিরে নিয়ে।

হেকিম ∫∫ ঠ্যাঙাড়ে মেরে পুরস্কার পাও নাই!

গঙ্গামণি ∫∫ আমি তার কিছু নিই নাই। পুরস্কার নিয়েছে খাঁসাহবে। তার তালুকে ঠ্যাঙাড়ে খুন, সেই তো নিবে পুরস্কার। ইংরাজ বাহাদুর তারে দিয়েছে মোটা পুরস্কার!

হেকিম ∫∫ আল্লা রে! যে পোষে ঠ্যাঙাড়ে, সেই নেয় ঠ্যাঙাড়ে মারার পুরস্কার!

[অদ্ভুভাবে হাসতে হাসতে শ্রান্ত হেকিম তার পোড়াভিটের ওপর শুয়ে পড়ে। গঙ্গামণির আঁচলে কী যেন বাঁধা রয়েছে। সেটা নাড়চাড়া করতে করতে বলে।]

গঙ্গামণি ∫∫ ওঠেন হেকিমসাহেব। চলেন দাওয়াই বানাবেন না, দাওয়াই? চলেন আমি গাছতলায় চুলা খুঁড়ে দিচ্ছি! আপনি শুধু বসে বসে দাওয়াইটি বানিয়ে দিবেন, আমি মাথায় নিয়ে গাঁয়ে গাঁয়ে ফিরি করে বেড়াব। আপনের তো আমার কাজ কোনদিনও পছন্দ হয় না। দেখবেন আর একবার-

[আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে ছায়েম।]

ছায়েম ∫∫ তালুকদার সাহেব যা খেপা খেপে আছে, দরিয়াগঞ্জের কেহ আর সাহস করে হেকিমের দাওয়াই খাবে না।

গঙ্গমণি ∫∫ খাবে খাবে-ক'দিন পারবে না খেয়ে? একদিন দু'দিন...বারে বারে দুয়ারে ঘা দিলে ক'দিন ফেরাবে? হেকিমসাহেব, ও হেকিমসাহেব-আপনার আবিস্কারটি করবেন না? রক্তগুলাব চাই না আপনার? এই দ্যাখেন, আপনার জন্য.আমি কতো রক্তগুলাব ফুটিয়েছি। (আঁচল খুলে তাজা রক্তগুলাব রাখে ভিটের ওপর) আমার আস্তানার একপাশে ছোট একটি ডাল পুঁতে তাতে গোবর লেপে এই ফুল আমি ফুটিয়েছি ছায়েমচাচা, ফুলে ফুলে ভরে গেছে গাছটি।

ছায়েম ∫∫ এই দ্যাখ মেয়ে ওর সেই তালপাতার পুঁথিখানি! এই ভিটাতে কুড়িয়ে পেয়েছি। তালুকদারের ব্যাধির কথা শুনেও আমি এটি বার করি নাই।

[গোধূলি ফুরিয়ে সন্ধ্যা নেমেছে। তালগাছের মাথায় ভরা চাঁদ ভাসছে। হেকিম নীরব, নিঃশব্দ।]

গঙ্গামণি ∫∫ ও হেকিমসাহেব চাঁদ ভাসা দেখবেন না! চাঁদের রোশনাই ধরবেন না পাত্রে? সেই যে কহেছিলেন, জোছনা যদি হয় উজ্জ্বল সোন, বুঝবে দাওয়াই বড় গুণবতী-যদি হয় ঘোলাটে পেতল তামা-

ছায়েম ∫∫ বুঝবে বৃথাই গেছে সব!

গঙ্গামণি ∫∫ আমি দিব না হতে বৃথা। চলেন পাত্রে জোছনা ধরব আমরা, ধরে রাখব! আকাশ দিগন্তে বিদ্যুতের ঝলকানি উঠলে,

সেই ঝলকানিটি ও ধরে রাখব।

[চন্দ্রালোক ভেসে যাচ্ছে হেকিমসাহেবের ভিটে। ভাসছে গোলাপফুল। হেকিম উঠল না। ভিটের ওপর গঙ্গামণির কোলের পাশেই শুয়ে আছে, ছায়েম বসে আছে ঐ ভিটের কোণে। তাদের ঘিরে জ্বলন্ত প্রদীপ হাতে গাইতে গাইতে ফকির তার শেষ পাকটি শেষ করল।]

যবনিকা

রাজদর্শন

চরিত্রলিপি

শনি

লম্বোদর ভট্ট

অভিরাম

নন্দরাজ

চন্দ্রকেতু

মহামাত্য

সেনাপতি

ভীমভল্ল

ব্যাঘ্রমল্ল

মুরলীধর

ভাঁড়ুদাস

ঘোষক

পরিচারক

দর্শনার্থিগণ ও পুরবাসিগণ

যশোমতী

কুব্জা

উৎসর্গঃ ডঃ রামদুলাল বসু ও শ্রীমতী দীপ্তি বসু

রচনাঃ ১৯৮১

প্রথম প্রকাশঃ শারদীয়া 'দেশ', ১৯৮১

রাজদর্শন

প্রথম অভিনয়ঃ অ্যাকাডেমি অফ্ ফাইন আর্টস মঞ্চ, ২৮ শে ফেব্রুয়ারী-১৯৮২

প্রয়োজনা : বহুরূপী

সংগীত : দীনেশচন্দ্র চন্দ্র

আলো : দিলীপ ঘোষ

রূপসজ্জা : শক্তি সেন

মঞ্চ পরিকল্পনা ও নির্দেশনা :কুমার রায়

❖ অভিনয়ে ❖

শনি : সুনীল সরকার

লম্বোদর ভট্ট : কুমার রায়

অভিরাম : সৌমিত্র বসু

নন্দরাজা : অমর গাঙ্গুলি

চন্দ্রকেতু : দিলীপ রায়

মহামাত্য : কালীপ্রসাদ ঘোষ

সেনাপতি : পার্থ গোস্বামী

ভীমভল্ল : তারাপদ মুখার্জি

ব্যাঘ্রমল্ল : কালী মুখার্জি

মুরলীধর : রমেন সান্যাল

ভাঁড়ুদাস : অতুল সাহা

যশোমতী : মধুমিতা মুখার্জি

কুব্জা : নমিতা মজুমদার

অন্যান্য ভূমিকায়

বুলু মজুমদার: সুবীর গুহ: শিবাজী রায়: চন্দন মজুমদার: উৎপল ভট্টাচার্য: গৌতম বসু: প্রণব ভট্টাচার্য: দেবাশিস সেন: অশোক নাগ: অরূপ সান্যাল।

রাজদর্শন

প্রথম অঙ্ক-প্রথম দৃশ্য

[ঘোর অন্ধকার। ধীরে ধীরে সেই অন্ধকারে একটি ঘোরতর দেবমূর্তি ভেসে উঠল, সাক্ষাৎ

মহাশনি। কোলার ওপর সাদা ঝকঝকে নৈবেদ্যর থালা, হাতে লম্বা ইক্ষুদণ্ড-ক্রুদ্ধ শনি ওপর পাটির ধবলশুভ্র দন্তপংক্তি দিয়ে কালিবর্ণ ওষ্ঠ কামড়ে, অগ্নিগোলক লোচনদুটিকে বন্‌বন্‌ পাকাচ্ছে।]

শনি ∫∫ ইক্ষু! ইক্ষু!

নীরস তরুবর....শুষ্কং কাষ্ঠং....

একমেব কর্মং....ভাঙ্গিল রে দন্তং!

(গণ্ড চেপে) উহুঃ! উহুঃ! উহুঃ!

ইক্ষু! ইক্ষু!

থু থুঃ! থু থুঃ! থু থুঃ!

[নৈবেদ্যর থালা থেকে একটি দ্রব্য তুলে]

পুষ্পে গন্ধনাই.....

নারিকেলে জল নাই.....

বাতাসায় পিঁপড়ে.....

দেবতায় নৈবেদ্য

উচ্ছিষ্ট ছিবড়ে!

থুঃ! থুঃ! থুঃ!

উচ্ছিন্নে গেছে.....উচ্ছন্নে গেছে অযোধ্যারাজ্য

উচ্ছন্নে গেছে অযোধ্যার রাজা নন্দ!

দেবদ্বিজে নাহি মন.....

অনুক্ষণ ভজিতেছে কামিনী ও কাঞ্চন!

আঠারো গণ্ডা রানিতেও চলে না

সুন্দরী দেখিলে শালা ছেড়ে কথা বলে না!

অহো....

সারিল আরেকটি বিবাহ!

(থেমে) যশোমতী....সর্বকনিষ্ঠা....অতি অতি রূপবতী.....

বাষট্টি পেরিয়ে নন্দর ঘোচে না দুর্মতি!

রাজকার্য গেছে গোল্লায়

নিঙাড়িয়া ধরিত্রীর রূপ রস গন্ধ...

নরাধম নৃপতি নন্দ....

মহানন্দে ধনাগার গড়িস পেল্লায়!

[সপাটে ইক্ষুদণ্ড মাটিতে আছড়াতে আছড়াতে]

অরে অরে পাপিষ্ঠ রাজা

দিব তোরে চরম সাজা!

পড়িলে শনির দৃষ্টি

রাজ্যে তোর ঘটিবে অনাসৃষ্টি!

শোন্ শোন্‌রে প্রমত্ত,

প্রেয়সী তোর হইবে আসক্ত

পরপুরুষে!....হাঃ হাঃ হাঃ....

আমি কালশনি

পশ্চাতে লাগিব যার....

মুক্তকচ্ছ করিব তার

যমের দুয়ারে পাঠাইব এখনি!

হাঃ হাঃ হাঃ

(সহসা দাঁতের যন্ত্রণায়) আঃ আঃ আঃ.....(সামলে) হো হো হো (যন্ত্রণায়) ওঃ ওঃ ওঃ (সামলে) হি হি হি (প্রবল যন্ত্রণায়) ইঃ ইঃ ইঃ....

[ক্রোধে এবং দাঁতের জ্বালায় শনি যুদপৎ বিচিত্র শব্দে হাসতে হাসতে কাঁদতে থাকে। ধীরে ধীরে আলো নিভে যায়। অন্ধকার-ঘোর, নিঃশব্দ। নেপথ্যে বাজনা বেজে উঠল। ঘোষক এল।]

ঘোষক ∫∫ ঘোষণা...ঘোষণা...ঘোষণা...! অযোধ্যপতি মহারাজ নন্দ দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত। আগামী শুক্লা পঞ্চমীতে রাজ্যেশ্বর তাঁর রোগমুক্তিকল্পে দরিদ্রনারায়ণের সেবা করবেন। অমিত বৈভব নৃপতি নন্দ মুক্তহস্তে দেশের সদাচারী ব্রাহ্মণদের স্বর্ণ ও রৌপ্য দান করবেন। (থেমে) মহারাজ নীরোগ হন-মহারজ দীর্ঘজীবি হন।

প্রথম অঙ্ক-দ্বিতীয় দৃশ্য

[অযোধ্যারাজ্যের এক প্রত্যন্তগ্রাম। বৈশাখ মাস, ভরদুপুর। ধূ ধূ মাঠের মাঝে একটি মাত্র গাছ-পাতাঝরা, রোদে ঝলসানো। নিচে বসে আছে এক অতি দুঃস্থ ছন্নছাড়া ব্রাহ্মণ। গৌরবর্ণ খড়গ্নাসা ব্রাহ্মণের হাত পা অপুষ্টিতে লিকলিকে, পেটটি কিন্তু একটি অতিকায় ডিম্ব বিশেষ। সজারুর কাঁটার মতো কাঁচাপাকা একরাশ চুলদাড়ি, গায়ে শতছিন্ন নামাবলী। মাথায় অস্থিসার ছাতা, যার অঙ্গে এক চিলতে বস্ত্র নেই। উলঙ্গ শিকগুলোই ব্রাহ্মাণ লম্বোদর ভট্টের মাথায় ছত্রাকার হয়ে আছে। নিস্পত্র বৃক্ষ এবং অনাবৃত ছত্রের মধ্যে দিয়ে বৈশাখের সূর্য অবারিত অগ্নিবর্ষণ করছে লম্বোদরের শিরোপরে। প্রচণ্ড উত্তেজনায় লম্বোদর উদোম ছাতাটাকে মাকুর মতো ফর্‌ফর্‌ করে ঘোরাচ্ছে।]

লম্বোদর ∫∫ মর্...মর্...মর্...সোয়ামির মুখের গ্রাস কেড়ে খাস...উদরে আগুন জ্বলবে তোর রাকুসি, পেট ফুলে মরবি...এই বলে দিলুম...তেরাত্তির কাটবে না...আঁটকুড়ির বিটি আমায় মালপোটা খেতে দিলে না র‍্যা! (থেমে) কতকাল খাইনি র‍্যা...ফুলকো ফুলকো মালপো..গালে দেব, ভ-অ-ত করে ছেতরে যাবে...টাগরাখানি জাপটে ধরে লত্‌পত্‌ লত্‌পত্‌ করবে...মহাপ্রাণ সেই অঘ্রাণ মাস থেকে আনচান করছে...বিটি আমার বাড়া মালপোয় ছাই দিলে র‍্যা...(রাগে দুঃখে লম্বোদরের চোখ ফেটে জল পড়ে) এই ঢ্যাঙা ঢ্যাঙা মত্তোমান কলা...

[গাঁয়ের কামার অভিরাম...লোহাপেটা বলিষ্ঠ যুবক...সকৌতুকে লম্বোদরের দিকে গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে আসছে। অভিরামের হাতে একটা নতুন গড়া বাঁটি। লম্বোদর ঘোলাটে চোখে তার দিকে তাকিয়ে বিনা ভূমিকায় বলে চলে-]

পুরো একটি কাঁদি মত্তোমান...কতো আশা করে জুটিয়ে আনলুম অ্যাঁ..ঘরের আড়াটিতে ঝুলিয়ে রেখেছি, কবে কলাটি পাকবে...ঘিটি চালটি গুড়টি জুটিয়ে মালপোটি খাবো! নিত্যি একবার করে কলাটি দেখি, আর মালপোটি কল্পনা করি! আজ গলা চুলকোতে গিয়ে দেখি, ওরে শালা, আড়াটি ফাঁকা...কাঁদিটি নেই!

অভিরাম ∫∫ (হাসি চেপে) যাঃ! উড়ে গেছে!

লম্বোদর ∫∫ পেটে গেছে! নিজে গিলেছে, পুঁইপোনাদের দিয়ে গিলিয়েছে!.....মাগি বছর বছর বিয়োচ্ছ, আর আমার কপাল থেকে একটি একটি করে সুখাদ্য উঠে যাচ্ছে র‍্যা....! (সহসা উর্ধ্ববাহু হয়ে) নির্বংশ করো....হে ভগবান আমায় নির্বংশ করো....

অভিরাম ∫∫ এ-হে-হে-হে নিজের বংশ নিজে নাশ করে গো! এই জন্যে বলেছে, ল্যাজে পা পড়লে ষাঁড়ে আর বামুনে কোনো ভেদাভেদ থাকে না! পরিত্যজ্যং পরিত্যজং....নমো নমো পরিত্যজ্যং....

[অভিরাম নিজের কাজে চলে যাচ্ছে। লম্বোদর রোদেপোড়া গাছটার গায়ে মাথা কুটছে।]

লম্বোদর ∫∫ নির্বংশ করো...করো....করো...বউ বাচ্চা ধাড়িপোনা সব তুলে নাও.....নাও.....নাও....নাও....

অভিরাম ∫∫ (ঘুরে, ধমকে ওঠে) চুপ! চুপোও! দুকুরবেলা শাপমুণ্যি কচ্চে! খেয়েছে কলা, বেশ করেছে! না খেয়ে খাবেটা কী! ভাত দেবার ক্ষ্যামতা নাই....শাপ দেবার গোঁসাই! এ্যাঁ! বলি পুঁইপোনাগুলি কি মা আমার বাপের ঘর থেকে আঁচলে বেঁধে এনেছিল তোমার ঘরে?

[লম্বোদের গাছের গা থেকে মাথা ঘোরায়। চোখের ঘোলাটে ভাব কেটে যাচ্ছে।]

লম্বোদর ∫∫ কে র‍্যা...অভিরাম না?

অভিরাম ∫∫ এতোক্ষন কোন্ জগতে ছিলেন!

লম্বোদর ∫∫ যাক্ লা, তোকেই তো খুঁজছি! সেই কখন থেকে তোকে ধরব বলে তাক করে বসে রয়েছি...

অভিরাম ∫∫ (গম্ভীর হয়ে) তা'হলে বসেই থাকো!

লম্বোদর ∫∫ (অভিরামের হাত ধরে) হে হে হে হে...

অভিরাম ∫∫ ও যতোই গায়ে হাত বোলাও, আর হে-হে করো, আজ আর কানাকড়িটি পাচ্ছ না ঠাকুর! এই ঘন ঘন হাত পাতার অভ্যেসটা ছাড়ো দিকি! কেন, নিত্যি আমি তোমারে পেন্নামি দিতে যাবো কেন? কী পেয়েছ কি তুমি...

লম্বোদর ∫∫ (অভিরামের থুঁতনি নেড়ে) ধম্মোপুত্তুর! তুই যে আমার ধম্মোপুত্তুর র্যা..আমার গিন্নিরে মা বলেছিস...

অভিরাম ∫∫ তোমার গিন্নিরে মা বলেছি, তা বলে তোমারে তো বাপ বলিনি!

লম্বোদর ∫∫ বল্ না... অ্যাই, বাপ বল্ না..হ্যাঁরা বল্ না বাপ..

অভিরাম ∫∫ পরিত্যাজং.....

[অভিরাম পিছু ঘুরে হনহন করে পা চালায়, লম্বোদর তার বাঁটিখানা টেনে ধরে।]

লম্বোদর ∫∫ কোন্ শালা তোর কাছে হাত পাতে র্যা! শোন্ ব্যাটা আঁটকুড়োর পো, শোন্-দিন আসছে, যেদিন লম্বোদর ভট্ট তোদের সব্বার সব দেনা সুদে আসলে গুনে দেবে।

অভিরাম ∫∫ সুদ লাগবে না, আসলটাই দিয়ো!

লম্বোদর ∫∫ তাই দেব! শুক্লা পঞ্চমীটা অবধি ধর্যি ধর্! ভাগ্যিস শালা নন্দটা মত্তে বসেছে।

অভিরাম ∫∫ মত্তে বসেছে! কোন্ নন্দ গো? মোদের গোয়ালাপাড়ার নন্দ ঘোষ!

লম্বোদর ∫∫ হ্যা হ্যা হ্যা.....অযোধ্যা কোন্ গ্রাম! আঁটকুড়োর ব্যাটার কথা শোনো! স্বদেশের রাজধানীর নামটাও জানে না র্যা.....

অভিরাম ∫∫ পুঁটিমাছের যে সাগরের খোঁজ লাগে না র্যা! দাও, বঁটি দাও.... আমার হাটের বেলা গেল!

[লম্বোদর বঁটিখানা পেতে বাঁটের ওপর গ্যাঁট হয়ে বসে, বেশ রসিয়ে শুরু করে।]

লম্বোদর ∫∫ ব্যারাম....কঠিন ব্যারম....বুঝলি তো, আয়ুর্বেদাচার্য ভেষগাচার্য তাবড় তাবড় চিকিচ্ছক....সব পরাস্ত! কেউ ঠাওরাতে পারছে না, কী সে ব্যাধি! চোখের ওপর শুকিয়ে শুকিয়ে নন্দরাজা সজনেডাঁটির মতো হয়ে যাচ্ছে র্যা....

অভিরাম ∫∫ (হঠাৎ তারস্বরে) হরিবোল....হরিবোল....নন্দরাজা পটল তোল....

লম্বোদর ∫∫ অ্যাই অ্যাই....অলুক্ষনে কথা মোটে মুখে তুলবি না.....

অভিরাম ∫∫ অলক্ষণ! চালের মূল্য অগ্নি....ডালের মূল্য অগ্নি....বুঝলে গো জামদগ্নি, তোমার ঐ নন্দরাজার গপ্পখানি মোটে মিষ্টি লাগে না! (জোরে) হরি হরিবোল....

লম্বোদর ∫∫ চুপ! চুপ! নন্দটি হরিবোল হয়ে গেলে, দানযজ্ঞিটি করবে কে, অ্যাঁ? এতো এতো সোনাদানা....দুগ্ধবতী গাই....কে দেবে র্যা!

অভিরাম ∫∫ রাজা দানযজ্ঞি করছে!

লম্বোদর ∫∫ না করছে তো অযোধ্যায় যাচ্ছি কেন! পঞ্চমীতে বেলপাতাটি রাজার মস্তকে ঠেকিয়ে আয়ুষ্কামনা করব...আর রাজা অমনি ঢেলে দেবে...এই আমাদের মতো সদাচারী দ্বিজশ্রেষ্ঠদের কোঁচড় ভরে দেবে! আজই অযোধ্যায় যাত্রা করতে হবে!

অভিরাম ∫∫ যেও না...কিচ্ছু পাবে না...

লম্বোদর ∫∫ (খিঁচিয়ে) কেন, পাবো না কেন র্যা, অনামুখোটা কুডাক ডাকছে র্যা..

অভিরাম ∫∫ নিজেই তো বললে, সদাচারী বামুনদের দান করবে! তুমি তো বিয়ের লগ্নে শ্রাদ্ধের মন্তর পড়ো! পূজোর কালে তোমার এক চোখ থাকে পিতিমের ওপর, আরেক চোখ গোঁত্তা খেয়ে পড়ে থাকে বলিদানের প্যাঁটার ওপর! তাছাড়া তোমার দুখানা হাতে কোনো বোঝাপড়া নেই। আরতির কালে তোমার ঘণ্টা নড়ে, নয় তোমার বিল্বিপত্তর নড়ে...দুটো একযোগে নড়ে না!

লম্বোদর ∫∫ অ্যাই...অ্যাই...অগাধ নরকে যাবি শালা! আমি ভট্ট বংশের কুলতিলক! নে, পায়ের ধুলো নে! (অভিরাম জিব কেটে লম্বোদরের পায়ে হাত দিতে লম্বোদর তার হাত দুখানা জড়িয়ে ধরে) চল্ বাবা....

অভিরাম ∫∫ আমি!

লম্বোদর ∫∫ নে গুছিয়ে নে....আজই যাত্রা শুভ! পঞ্জিকায় বলছে, অগাধ ধনলাভ.....

অভিরাম ∫∫ লাভ হবে, ব্রাহ্মণদের হবে! আমি কামার....আমি যাবো কি সেখানে সঙ নাচতে!

লম্বোদর ∫∫ পাবি....পাবি....আমার থেকে এক আনা অংশ পাবি.....রাজা আমাকে যে দান দেবে, আমি তোকে তার থেকে এক আনা অনুদান দেবো....

অভিরাম ∫∫ থাক্! যদ্দিন এই হাত দুখানা আছে আর হাপরখানা আছে, আমার ষোলো আনাই আছে! ভিক্ষে করতে যাবো কেন! যাবে যাও, নিজে যাও-

লম্বোদর ∫∫ আরে বাবা, নিজে যাবার ক্ষ্যামতা থাকলে তোর পায়ে তেল মাখাতুম নাকি?

নেহাৎ অনেক দূর পথ-ঘুর পথ-প্রায় এক পক্ষকালের পথ-বনজঙ্গল নদী পাহাড়-দুর্গম পথ! তুই না গেলে আমি কার পিঠে চেপে পার হব র্যা?

অভিরাম ∫∫ কী হ'লো আমার পিঠে পথ পার হবে?

লম্বোদর ∫∫ তোর এই কোলটিতে মাথাটি দিয়ে ঘুমোবো....তুই রান্নাটি ক'রে, অন্নটি আমার মুখে ধরবি! দে বাবা, তোর কামারশালাটা আজই বেচে দে....

অভিরাম ∫∫ কেন, কামারশালা বেচতে হবে কেন?

লম্বোদর ∫∫ (রেগে) বোঝাও...এ মুখ্যুকে আর কী করে বোঝেবে বোঝাও! ওরে শালা, প্রায় এক পক্ষকালের পথ....কামারশালা না বেচলে বাপবেটার পথ-খরচা উঠবে কখেকে র্যা...

অভিরাম ∫∫ দেখি, পা দুখানা দেখি! (লম্বোদর পা এগিয়ে দেয়) তোমার ক্ষুরে ক্ষুরে দণ্ডবৎ

ঠাকুর! পরিত্যজং! চিরতরং পরিত্যজং!-

[অভিরাম বঁটি ছিনিয়ে নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, হঠাৎ রাজস্ব আদায়কারী মুরলীধর ছুটে এসে তার হাতখানা খপ করে চেপে ধরে।]

মুরলীধর ∫∫ কোথায় পালাচ্ছিস....উঁ উঁ উঁ?

লম্বোদর ∫∫ ধর্ ধর্ বাবা মুরলীধর, মুণ্ডুটা চেপে ধর! আঁটকুড়োর ব্যাটার বড্ড বাড় বেড়েছে।

মুরলীধর ∫∫ আমায় দেখতে মোটেই ভালো লাগে না, কী বলিস....উঁ উঁ?

লম্বোদর ∫∫ মোটে না! এই তো বললে, ঐ মুরলীধর আসছে....একটি সুদর্শন বরাহনন্দন।

মুরলীধর ∫∫ বটে! উঁ?

অভিরাম ∫∫ না গো! আমি হাটে যাচ্ছি!

মুরলীধর ∫∫ চুপ!

লম্বোদর ∫∫ চু-উ-প!

মুরলীধর ∫∫ শালা তিলে খচ্চর হয়েছে, উঁ!....দে, রাজস্ব দে!

লম্বোদর ∫∫ দে-

অভিরাম ∫∫ কেন!

মুরলীধর ∫∫ রাজার রাজত্বে বাস করবি, কর দিবি না, উঁ?

অভিরাম ∫∫ এইতো ফাল্গুন মাসে দিলুম....

মুরলীধর ∫∫ সে তো গেল বাৎসরিক কর, বিশেষ করটা কে দেবে, উঁ উঁ উঁ?

লম্বোদর ∫∫ রাজা কি বিশেষ কর বসিয়েছে নাকি র্যা মুরলীধর...

মুরলীধর ∫∫ তোমাদেরই জন্যে! ভুরি ভুরি দান নেবে, আয় না হলে দানটা হবে কী করে ঠাকুর....কী করে হবে, উঁ উঁ?

লম্বোদর ∫∫ (চকচকে চোখে) বুঝেছি....! (অভিরামকে) তুই কর দিবি, সেই কর রাজার কর ঘুরে আমার করে এসে করকর করবে! তুই থেকে রাজা....রাজা থেকে আমি!

ত্রিভুজ! (অভিরামের বঁটি কেড়ে নিয়ে) ধর্ বাবা মুরলীধর, বঁটিকর ধর্!

[লম্বোদর মুরলীধর বঁটি দেয়।]

অভিরাম ∫∫ ওগো না, ওটা বেচে চাল কিনব...বঁটি দাও...

[অভিরাম মুরলীধরের দিকে ছুটতে, লম্বোদর পেছন থেকে ওকে টেনে ধরে।]

লম্বোদর ∫∫ ওরে ওই লোহার বঁটি সোনার বাঁট হয়ে এই হাতে ঘুরে আসবে! চল্, অযোধ্যা চল্...

অভিরাম ∫∫ (লম্বোদরকে) ছেড়ে দাও...(মুরলীধরকে) আমার বঁটি ....

মুরলীধর ∫∫ (বঁটির ধার পরীক্ষা করে) ধারালো আছে! থাক্! কিন্তু এতে মিটবে না! আর কি দিবি... উঁ উঁ উঁ?

অভিরাম ∫∫ আর কি দেব, কি আছে আমার!

মুরলীধর ∫∫ কর না দিলে দশ ঘা বেতের ব্যবস্থা! তাই খাবি, উঁ?

[মুরলীধর অভিরামের হাত ধরে টানে।]

অভিরাম ∫∫ ওগো না... ছেড়ে দাও গো...

লম্বোদর ∫∫ (অভিরামের আর এক হাত টানে) চল বাছা চল, তোকে দু আনি ভাগ দেব!

অভিরাম ∫∫ না....

মুরলীধর ∫∫ ছেড়ে দাও ঠাকুর, বেত্রাঘাতে বাধা দিয়ো না!

লম্বোদর ∫∫ তুই ছেড়ে দে, যাত্রাপথে বিঘ্ন ঘটাস না। আয়, সিকি দেব! তুই রাজভোগ খাবি অভিরাম!

মুরলীধর ∫∫ আয়, পিঠের ছাল তুলে নেব!

লম্বোদর ∫∫ আয়, আয়, বাবা আয়...অযোধ্যা থেকে পিঠে পুঁটুলি বেঁধে ফিরবি!

মুরলীধর ∫∫ আমার পিছু পিছু আসবি কি আসবি না, উঁ উঁ উঁ?

লম্বোদর ∫∫ আয়, বাবা আয়.... আমার সাথে আয়.... কতো ধনরত্ন.... কতো মণিমুক্তো...

[মুরলীধর ও লম্বোদর অভিরামের দু হাত দুদিকে টানে। অবিরামের অবস্থা বিপর্যস্ত। শেষ পর্যন্ত লম্বোদরের দিকেই ঢলে পড়ে। আলো নেভে।]

প্রথম অঙ্ক-তৃতীয় দৃশ্য

[অযোধ্যার রাজবাড়ি। ছোটরানি যশোমতীর মহল। নীরব নিশুতি রাত্রি। ঘরের কোণে ঘৃতপ্রদীপ জ্বলছে। তারই নৃতরত আলোছায়ায় দেখা যাচ্ছে ছোটরানি যশোমতী একছড়া বেলকুঁড়ির মালার মতো পালঙ্কে লুটিয়ে আছে। দাসী কুব্জা ঢুকল। পিঠে তার মস্ত বড় কুঁজ, মাথায় শনের মতো পাকা চুল, গালে একটি দাঁতও নেই, সর্বাঙ্গে অলংকারের ছড়াছড়ি।]

কুব্জা ∫∫ আহা, বাছা আমার নেতিয়ে পড়েছে গা! ও ছোটরানি.... রানিমা! আহা পথ চেয়ে বসে বসে, হতাশ মাধবীলতা শুয়ে পড়েছে গা! ও মাগো, কত সাধের কবরী....ভেঙে চচ্চড়ি হয়ে গেল গা! ও ছোটরানিমা... মা গো....

[কুব্জা নরম হাতে যশোমতীর চিবুকটা ঘোরাতেই, যশোমতী ডুকরে কেঁদে উঠল।]

পোড়া কপাল আমার! কাজল ধুয়ে গেছে... কুমকুম মুছে গেছে! আর সেই পুরুষটিকেও বলি, রোজ সন্ধে থেকে রানি আমার সেজেগুজে পিত্তি পড়িয়ে বসে থাকে... টানা সাত দিনের মধ্যে তোমার পাত্তা নেই গা!

যশোমতী ∫∫ ওরে কুব্জা!

[যশোমতী কুব্জার বুকে মুখ ঢেকে কাঁদছে।]

কুব্জা ∫∫ (যশোমতীর মাথায় হাত বুলুতে বুলুতে) পুরুষমানুষেরে বিশ্বাশ নেই গা! দ্যাখো গে যাও, আর কার সঙ্গে ভাব পাতিয়ে বসে আছে...

যশোমতী ∫∫ একটু দ্যাখ না কুব্জা... এগিয়ে খিড়কি-পথটা দ্যাখ না...

কুব্জা ∫∫ কি করতে দেখব বাছা, সে তো রাতকানা না! অ্যাদ্দিন পাঁচিল টপকে টপকে এলো! (থেমে) নাগর এলেই তোমাদের কাছ থেকে একটা গয়না পাই... একটি সাক্ষাৎকার, একটি অলঙ্কার! সাত সাতটা দিন আমার ভাগ্যেও ঢ্যাঁড়া গো...

যশোমতী ∫∫ আর কতোকাল আমাদের এইভাবে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখা করতে হবে রে কুব্জা!

কুব্জা ∫∫ তা কি করবে বাছা, তুমি যে এখনো সধবা! লুকিয়ে ছাড়া, দেখিয়ে প্রেম করবে কী করে মাগো!

যশোমতী ∫∫ আমি কি আর এ জন্মে বিধবা হতে পারব না রে কুব্জা?

কুব্জা ∫∫ আহা আহা, কি বুকফাটা আকুতি, বেধবা হবার তরে কি ব্যাকুলতা! একচোখো ভগবান, দুবেলা কতো মেয়েরে বেধবা করছে... তারা হতে চাচ্ছে না...তবু করে মরছে! আর আমার রানি দুবেলা মাথা কুটছে, বেদবা করো-বেধবা করো... তবু তার টনক নড়ে না গা....

যশোমতী ∫∫ আর নড়েছে! দেখিস্ করবে বিধবা... ঐ তোর মতো চুল পেকে গেলে করবে!

কুব্জা ∫∫ লোকসান বাছা, ষোলো আনা লোকসান! আমার বয়সে বেধবাও যা, সধবাও তাই গো, সব একাকার! এই যে আমি..... সধবা কি বেধবা, তাতে আমারই বা কি.... কারই বা কি...(যশোমতীর মুখের কাছে মুখ নিয়ে এক গাল হেসে) তোমার হচ্ছে বেধবা হবার পক্ষে ঠিক বয়েস গা... ভরা বয়েস....

যশোমতী ∫∫ কী যমের অরুচি স্বামী আমার জুটেছে বল....

কুব্জা ∫∫ সে আর বলতে! ঘাটের মড়া.... এই মরে এই মরে... তবু মরে না! কচ্ছপের প্রাণ গো... সোয়ামি না গজকচ্ছপ!

যশোমতী ∫∫ দ্যাখ রাজ্যের সব চিকিৎসক মাথা নেড়ে বলে, এ রোগী আর ফিরবে না....

কুব্জ ∫∫ রাজ্যিসুদ্ধ লোক বলছে... নন্দরাজা পটল তোল.... পটল তোল...

যশোমতী ∫∫ তবু কেন তুমি তুলছ না! কেন তাদের কথা শুনছ না! (হঠাৎ কেঁদে) এখনো বাঁচার চেষ্টা করছে রে! রোগশয্যায় শুয়ে গর্জন করছে!

কুব্জা ∫∫ লালসা গো. লালসা! ছ্যা ছ্যা! এখনো আশা, আবার সোজা হয়ে দাঁড়াবে.চন্দন সুবাস মেখে আবার ছোটরানির ঘরে আসবে-পিদিমের আলোয় প্রানের পিতিমের মুখখানি দেখবে!

যশোমতী ∫∫ তার আগে আমি মরব! আগুনে ঝাঁপ দেব, জলে ডুব দেব-

কুব্জা ∫∫ একটা করো বাছা, দুটো করলে জলে আগুনে কাটাকুটি হয়ে যাবে গা।

যশোমতী ∫∫ আচ্ছা তোর কি মনে হয় রে কুব্জা, ব্রাক্ষ্মণের আশীর্বাদে রাজার ব্যারাম ভালো হয়ে যাবে?

কুব্জা ∫∫ সে তো যাবেই!

যশোমতী ∫∫ মুখে পোকা পড়ুক তোর!

কুব্জা ∫∫ ব্রেহ্মোতেজে কি না হয় মা!

যশোমতী ∫∫ থাম্ থাম্ কুঁজি, তুই কেবল আমাকে ভয় দেখাস!

কুব্জা ∫∫ না গো ছোট রানি, ও ব্রেহ্মোতেজ তুমি ছোট করে দেখো না..! বাবা, ও বড় জটিল জিনিস! এই বলছি তুমি মিলিয়ে নিয়ো, হাজার হাজার দ্বিজবিপ্র ছাড়াবে ফুঁ- আর নন্দরাজার সব রোগ ফুস্ ফুস্ করে উড়ে যাবে!

যশোমতী ∫∫ তুই বোধ হয় চাস, তাই যাক-

কুব্জা ∫∫ অ্যাঁ!

যশোমতী ∫∫ আচ্ছা, তুই তো মহারাজের ধাই ছিলি, নারে কুব্জা!

কুব্জা ∫∫ মহারাজের বাপেরও ছিলুম গা। হ্যাঁ গো, দুজনেই জম্মেছে এই হাতের ওপর! কোলে করে নাচাতুম. প্রাসাদের চুড়োয় উঠে চাঁদ দেখাতুম.

যশোমতী ∫∫ তুই বোধ হয় চাস না নন্দরাজা মরুক.

কুব্জা ∫∫ ও কথা বলো না বাছা. ও কথা বলো না! ধাই তো কি হয়েছে? তুমি বেধবা হবে, আমারো কি কম পাওনা গা! কতো কাপড়চোপড় গয়নাগাঁটি পেতুম! আমার মেয়েগুলোর অঙ্গ ভরে যেত গা! (কেঁদে ওঠে) অভাগি. অভাগি. মাগো, দুজনে মিলেও রাজাটাকে খেতে পারলুম না গা.

[কুব্জা ও যশোমতী গলা জড়িয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। নেপথ্যে নন্দরাজার একটানা চিৎকার।]

যশোমতী ∫∫ ঐ শোন, শোন্‌রে কুব্জা.

কুব্জা ∫∫ ঐ তো রাজার যন্ত্রণা বেড়েছে! শয্যাকণ্টক হয়েছে গা. শয্যাকণ্টক! কিন্তু গলার তেজটা যেন বেড়েছে!

যশোমতী ∫∫ তাই তো! ওরে কুব্জা, বাড়ল কেন?

কুব্জা ∫∫ কী জ্বালা. কী জ্বালা. আবার জোয়ার এলো কেন গলায়!

[দরজায় টুংটাং ঘণ্টা বাজল। কুব্জা ধড়মড়িয়ে উঠল।]

ঐ তো! এসে গেছে। আর দেখতে হবে না! নাও, নাও, গুছিয়ে বসো! (একটা আয়না এনে যশোমতীর হাতে দিল। যশোমতী মুখ দেখছে) হুঁ, তাম্বুল খাও! (যশোমতী মুখের মধ্যে পান ঢুকিয়ে দেয়) চোখ দুটি ভ্রমরের মতো নাচাবে. এই যে দেখে এমনি এমনি .(কুব্জা চোখ নাচিয়ে দেখায়) যদি মুখচন্দ্রসুধা পান করতে চায়. (ছুটে জানালায় যায়) এমনি করে দাঁড়াবে. (কুব্জা বিচিত্র ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে দেখায়। ঘন্টা বাজল। কুব্জা সামলে নিয়ে দরজার দিকে ছুটল) যাই. (থেমে) ধাই তো কি হয়েছে কোলে করে নাচিয়ে নাচিয়ে বর না করলে. আজ কি তার বউকে প্রেম করিয়ে এতে গয়না পেতুম গা-

[কুব্জা ছুটে গিয়ে দরজা খুলে দিল। সামনে দাঁড়িয়ে আছে রাজভ্রাতা চন্দ্রকেতু। ছদ্ম বিস্ময়ে কুব্জা বলে-]

কী সৌভাগ্য. কী সৌভাগ্য.! রাজভ্রাতা চন্দ্রকেতু! তা অন্তঃপুরে কেন? পথ ভুলে।

আপনি কি জানেন না, এখানে আপনার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কনিষ্ঠা ভার্যা.

চন্দ্রকেতু ∫∫ সর্!

[চন্দ্রকেতু ঘরে ঢুকতে যায়। কুব্জা দু'হাতে দরজা আটকে ধরে।]

কুব্জা ∫∫ না না না. আগে দাসীর পাওনা মিটিয়ে, তারপর! (হাত পেতে) এক জোড়া কন্ঠহার না পেলে আজ দরজা ছাড়া যাবে না!

চন্দ্রকেতু ∫∫ (ধাক্কা দিয়ে কুব্জাকে মাটিতে ফেলে দেয়) সরে যা কুঁজি! তোর সঙ্গে হাস্য পরিহাসের সময় নেই! (দ্রুতপায়ে ঘরে ঢুকে) এই যে যশোমতী! বাঃ, তুমি এখন তাম্বুল চর্বণ করছ! ভাল, ভাল! আর কি বাঁ করবে তুমি!

যশোমতী ∫∫ কি হ'ল প্রিয় চন্দ্রকেতু!

চন্দ্রকেতু ∫∫ সে আর তুমি শুনে কি করবে! খাও. তুমি তাম্বুল খাও.

যশোমতী ∫∫ ওমা, আমার কি হবে গো! নিশ্চয়ই গুরুতর কিছু! চোখমুখ অমন লাগছে কেন? ওরে মুখপুড়ি কুঁজি-হাঁ করে কি দেখছিস. বাতাস কর.

[কুব্জা চন্দ্রকেতুকে বাতাস করছে। চন্দ্রকেতু গোমড়ামুখে বসে আছে। নেপথ্যে নন্দরাজার আর্ত চিৎকার।]

চন্দ্রকেতু. প্রিয়তম.

চন্দ্রকেতু ∫∫ এতোকাল জানতুম অযোধ্যার সিংহাসন আর রত্নভান্ডারের দাবিদার কেবল আমি . আমি একা! নন্দরাজা চোখ বুজলে সব পাবে এই ছোট ভাই চন্দ্রকেতু.

যশোমতী ∫∫ ঠিকই তো!

চন্দ্রকেতু ∫∫ গত সাতদিন আমি অন্তত একশো দাবিদারের সন্ধান পেয়েছি!

যশোমতী ∫∫ বলো কী!

চন্দ্রকেতু ∫∫ এই অন্তঃপুরের মহলে মহলে নন্দরাজার যতো রানি আছে, সবার লক্ষ্য ঐ সিংহাসন আর রত্নভাণ্ডার! যাও, যে কোনো ঘরে উঁকি দিয়ে দেখো, দেখতে পাবে ষড়যন্ত্রের মহাসভা বসেছে!

যশোমতী ∫∫ সে কি গো, আমরা তো জানতুম, কেবল আমরাই ডুবে ডুবে জল খাচ্ছি. ওরাও খাচ্ছে।

চন্দ্রকেতু ∫∫ অপুত্রক রাজার বড়রানি মেজরানি যে যার ভাইকে জামাইকে অযোধ্যার ভাগ্যাকাসে স্থাপন করতে চায়! রাজ্যের শ্রেষ্ঠীবর্গ পুরোহিতবর্গ প্রায় সকলকেই চক্রান্তে জরিত। জানি না রাজপুরীর দাসদাসীরা কতোখানি লিপ্ত.

যশোমতী ∫∫ পায়ে পায়ে শত্রু!

চন্দ্রকেতু ∫∫ ঘরে শত্রু, বাইরে শত্রু! হাঁক পড়েছে বিদ্রোহের!

যশোমতী ∫∫ বিদ্রোহ!

চন্দ্রকেতু ∫∫ বৃষলের নাম শুনেছ?

যশোমতী ∫∫ বৃষল?

চন্দ্রকেতু ∫∫ দরিদ্র চাশির সন্তান! অমিত বংশালী! ময়ূর চরিয়ে খায় তাই তার নাম মৌর্য বৃষল। ঘোষনা করেছে, নন্দরাজার ধনাগার লুণ্ঠন করে বিলিয়ে দেবে দরিদ্র প্রজাদের মাঝে!

যশোমতী ∫∫ কি সর্বনাশ!

চন্দ্রকেতু ∫∫ অপদার্থ অক্ষম নন্দ! তারই শৈথিল্যে আজ নন্দবংশের সিংহাসন হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে!

যশোমতী ∫∫ তাহলে কি করবে চন্দ্রকেতু? এখন উপায়.

চন্দ্রকেতু ∫∫ উপায় একটাই! যমালয়! যমালয়ে পাঠাব নন্দরাজাকে! বুঝতেই পারছ, যে আগে মারতে পারবে, দৌড় প্রতিযোগিতায় জিতবে সেই!

[চন্দ্রকেতু তার বস্ত্রের আড়াল থেকে একটা ঝকঝকে রূপোর কৌটা বার করে।]

যশোমতী ∫∫ কিসের পাত্র.?

চন্দ্রকেতু ∫∫ (হেসে) অমৃত.

কুব্জা ∫∫ বিষ!

[নেপথ্যে নন্দরাজার রোগযন্ত্রণার চিৎকার। এই রাতে অভিশপ্ত প্রাসাদের মহলে মহলে সে আর্তনাদ ঘুরে বেরাচ্ছে।]

চন্দ্রকেতু ∫∫ আমার ঐ জ্যেষ্ঠভ্রাতাটি চিরকাল আমার সৌভাগ্য আড়াল করে রেখেছে! চাই রাজ্য, চাই সম্পদ, রূপবতী নারী! চাই অযোধ্যার সিংহাসনে নন্দবংশের অক্ষয় পরমায়ু! শুক্লা পঞ্চমীতে ব্রাহ্মণের আশীর্বাদ নিয়ে আমি তাকে উঠে দাঁড়াতে দেব না! ঠোঁট দুটো ফাঁক করে ঢেলে দিতে হবে...

কুব্জা ∫∫ ভ্রাতৃহত্যা করবেন কুমার!

চন্দ্রকেতু ∫∫ বৈমাত্রেয় ভাই, ভাই নয়রে কুঁজি! (বস্ত্রের আড়াল থেকে রাজাজ্ঞাপত্র বার করে) দেখ রাজ-আজ্ঞা! মহারাজা নন্দ তাঁর রাজ্যপাট ধনসম্পত্তি আর পিয়তমা যশোমতীকে তুলে দিয়ে যাচ্ছেন প্রিয়তম কনিষ্ঠ চন্দ্রকেতুর হাতে!

যশোমতী ∫∫ জলপত্র!

চন্দ্রকেতু ∫∫ অবশ্যই জালপত্র! বিষটা খাইয়ে মৃত নন্দের করছাপটা তুলে নিতে হবে এই পত্রে!

যশোমতী ∫∫ সাতদিন ধরে তুমি অনেক কাজ করেছ চন্দ্রকেতু! কিন্তু শিয়রে সর্বদা প্রহরী...বেড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধবে কে?

চন্দ্রকেতু ∫∫ তাও ঠিক করেছি!

যশোমতী ∫∫ করেছ?

চন্দ্রকেতু ∫∫ কাল মধ্যরাতে, স্বপ্নে, এক ঘোরবর্ণ দেবমূর্তি.... মহাশনি... আমাকে নন্দের হত্যাকারীর সন্ধান দিয়ে গেছেন!

যশোমতী ∫∫ কে! কে সে!

চন্দ্রকেতু ∫∫ সে আছে এই অন্তঃপুরে! অশীতিপর বৃদ্ধা... তার মাথায় শনের মতো পাকা চুল... পিঠে মস্ত কুঁজ...

কুব্জা ∫∫ (চমকে) কুমার!

চন্দ্রকেতু ∫∫ তুই পারবি! নন্দের রোগশয্যার পাশে একান্তে যাবার অনুমতি আছে কেবল তোর! তুই নন্দের ধাত্রী!

কুব্জা ∫∫ (চন্দ্রকেতুর পা ধরে) না না... আমাকে ছেড়ে দিন কুমার .... আমি পারব না....

চন্দ্রকেতু ∫∫ না কেন! অযোধ্যার রাজবাড়িতে কুঁজি দাসীরা চিরকাল এ কাজ করে এসেছে! পুরস্কার পাবি, যতো অলংকার চাস পাবি। কুঁজি, তোর কন্যাদের সর্বাঙ্গ মুড়ে দেব....

কুব্জা ∫∫ চাই না, চাই না.... (যশোমতীর পা জড়িয়ে) ওমা, আমার গয়না চাই না! আমি তাকে কী করে মারব মা.... সে যে জন্মেছে এই হাতে....

চন্দ্রকেতু ∫∫ যা বলছি কর, নইলে তোর সন্তানদের আমি তোরই সামনে হত্যা করব!

কুব্জা ∫∫ রক্ষে করো মা!

যশোমতী ∫∫ শনি দেবতার আদেশ পালন কর কুব্জা!

[চন্দ্রকেতুকে নিয়ে যশোমতী দ্রুতপায়ে পাশের কোনো কক্ষে গেল।]

কুব্জা ∫∫ দেবতা! হে কালশনি! (আছাড় খেয়ে লুটিয়ে পড়ে বিস্ফারিত গলায়) আমায় কেন বাছলে গো...আমি তোমার কাছে কী পাপ করেছি গো....

[আলো নেভে।]

প্রথম অঙ্ক-চতুর্থ দৃশ্য

[রাজধানী অযোধ্যার উপকণ্ঠে ভাঁড়ুদাসের জলসত্র। গোপনে মদ্য বিক্রয়ের ব্যবসা চলে এখানে। সন্ধ্যাবেলা। দুই সৈনিক ব্যাঘ্রমল্ল ও ভীমভল্লকে দেখা যাচ্ছে-অবিরাম মদ্যপান করে এখন দুটো বড়োসড়ো কোলাব্যাঙের মতো ঝিম ধরে বসে আছে।]

ভীমভল্ল ∫∫ ব্যাঘ্রমল্ল... ভাই ব্যাঘ্রমল্ল....

ব্যাঘ্রমল্ল ∫∫ বলো ভাই ভীমবল্ল...

বীমভল্ল ∫∫ একটা সংঘাতিক খবর দেব তোমায়....

ব্যাঘ্রমল্ল ∫∫ দেবে.. আমায় দেবে.. সত্যি দেবে? উফ, তুমি আমায় কতো কী দাও ভাই ভীমভল্ল, আমি তোমায় কিচ্ছু দিতে পারিনে! (জোরে) ভাঁড়ুদাস, ভাই ভীমভল্লকে আমার নামে দু-ভাঁড় লালজল দিয়ে যাও....

ভীমভল্ল ∫∫ ভাই ব্যাঘ্রমল্ল, তোমায় বিশ্বাস করতে পারি তো?

ব্যাঘ্রমল্ল ∫∫ সে কী ভাই ভীমভল্ল, আমায় বিশ্বাস করবে না! (কাঁদো কাঁদো গলায়) আমি তোমার বউয়ের মতো... তুমিও আমার বউয়ের মতো... দাম্পত্যজীবনে ভাঙন ধরিয়ো না ভাই ভীমভল্ল... (কান বাড়িয়ে) বলে ফেলো.....

ভীমভল্ল ∫∫ (ব্যাঘ্রমল্লের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে) যাঃ, ভুলে গেলুম!

ব্যাঘ্রমল্ল ∫∫ কী ভুলে গেলে ভাই....

ভীমভল্ল ∫∫ কী ভুললুম, তাই তো ভুলে যাচ্ছি! কী বলছিলুম আমি?

ব্যাঘ্রমল্ল ∫∫ (পানপত্রটি ভীমভল্লের মাথায় উপুড় করে) ঠাণ্ডা তেল মাখো... স্মৃতিশক্তি ফিরে পাবে! (জোরে) ভাঁড়ুদাস! ব্যাটা কোথায় পালালো! (ভীমভল্লের মাথায় মদ থাবড়াতে থাবড়াতে) যা পরিশ্রম যাচ্ছে, মাথার কী দোষ! বাব্বাঃ! কাল শুক্লা পঞ্চমী কাটলে বাঁচি! রাজধানীর ভিড় দেখছ? দেশে যে এত বামুন ছিল, জানা ছিল না ভাই! মৌমাছির মতো ঝাঁকে ঝাঁকে আসছে....

ভীমভল্ল ∫∫ (লাফিয়ে) পড়েছে.... মনে পড়েছে... যে কথাটা বলছিলুম... ভাই ব্যাঘ্রমল্ল,সবাই বামুন না!

ব্যাঘ্রমল্ল ∫∫ অ্যাঁ!

ভীমভল্ল ∫∫ হ্যাঁ, অন্তত দশজনের দেখা পেয়েছি... চণ্ডাল!

ব্যাঘ্রমল্ল ∫∫ বলো কি!

ভীমভল্ল ∫∫ হ্যাঁ ভাই, পাওনা-থোওনার লোভে গলায় পৈতে ঝুলিয়ে বামুনদের দলে ভিড়েছে! ইয়া লম্বা পৈতে....

ব্যাঘ্রমল্ল ∫∫ ইয়া লম্বা! ... চুপচাপ থাকো! নিতে দাও দান! তারপর ঘ্যাঁক করে ধরব! অর্ধেক সোনাদানা আদায় করে ছাড়ব! চলো তো, চণ্ডালগুলোর মুখ চিনিয়ে দেবে...

ভীমভল্ল ∫∫ চলো! তোরাও খাবি... আমরাও খাবো!

[ব্যাঘ্রমল্ল ও ভীমভল্ল পানপাত্র দুটো নিয়েই বেরিয়ে যাচ্ছে। ভাঁড়ুদাস ধৈর্য হারিয়ে পাশের ঘর থেকে আত্মপ্রকাশ করল।]

ভাঁড়ুদাস ∫∫ পাত্তর দুটো রেখে যান...

ব্যাঘ্রমল্ল ∫∫ এতোক্ষণ কোথায় বউ সেজে নুকিয়ে ছিলে চাঁদ ভাঁড়ুদাস?

ভাঁড়ুদাস ∫∫ মালও খাবেন, পাওরও নিয়ে যাবেন, মূল্যও দেবেন না...

ভীমভল্ল ∫∫ মূল্য! আমাদের কাছে মালের মূল্য চাইছে ব্যাঘ্রমল্ল...

ব্যাঘ্রমল্ল ∫∫ (জড়িত গলায় সুর করে) জানিস না মোরা নন্দরাজার সেনা...

ভীমভল্ল ∫∫ (সুরে) খুশি মতন দোকানপাটে দিয়ে থাকি হানা....

ব্যাঘ্রমল্ল ∫∫ লুটেপুটে খেয়ে থাকি দুগ্ধ ননি ছানা....

ভীমভল্ল ∫∫ দামের কড়ি চাইবি যদি... বর্শা মেরে চক্ষুদুটি করে দেব কানা....

[ভীমভল্ল ও ব্যাঘ্রমল্ল ভাঁড়ুদাসের বুকে বর্শা তুলেছে। লম্বোদর ভট্টকে কাঁধে নিয়ে অভিরাম ঢুকল। কাঁধে বসে নিশ্চিন্তে নাক ডাকাচ্ছে লম্বোদর। বগলে উলঙ্গ ছাতা, কাঁধে পুঁটলি। অভিরামে অবস্থা বিপর্যস্ত। টলছে, হাঁপাচ্ছে।]

অভিরাম ∫∫ এক কোষ জল পাওয়া যাবে গো... এক কোষ জল... (সকলে অভিরামের দিকে ঘোরে) ছাতি ফেটে যাচ্ছে... একটু জল....

ভীমভল্ল ∫∫ (অভিরামের মুখের কাছে গিয়ে) ভাই ব্যাঘ্রমল্ল, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নাক ডাকাচ্ছে!

অভিরাম ∫∫ (কাঁধের ওপর লম্বোদরকে দেখিয়ে) আমি না, উনি-!

ব্যাঘ্রমল্ল ∫∫ (চোখ কচলে) তোমরা ক'জন বাবা!

অভিরাম ∫∫ (দুটি আঙুল দেখিয়ে) নিচে একজন... ঘাড়ে একজন! ও ঠাকুর, নামো-

ভাঁড়ুদাস ∫∫ কতক্ষণ বইছো?

অভিরাম ∫∫ চোদ্দোদিন আজ্ঞে! সেই গাঁ থেকে শুরু হয়েছে...

ভাঁড়ুদাস ∫∫ একটানা!

অভিরাম ∫∫ টানা! খালি প্রাতকৃত্য করতে নামেন! ফলাহার করতে জাগেন! খেয়েদেয়ে পুষ্ট হয়ে দু হাঁটু দিয়ে গুঁতো ঝাড়েন, চল অযোধ্যায় চল! ও ঠাকুর, আমরা অযোধ্যায় এসে পড়েছি গো!

ব্যাঘ্রমল্ল ∫∫ ভাই ভীমভল্ল, দেখছ এর পৈতেও কিন্তু ইয়া লম্বা!

ভীমভল্ল ∫∫ হুঁ! (নিদ্রিত লম্বোদরকে বর্শার টোক দিয়ে) অ্যাই হুট হুট... নাম নাম....এই ব্যাটা চণ্ডাল....

[খোঁচা খেয়ে লম্বোদর দু হাঁটু দিয়ে অভিরামের পাঁজরে গুঁতো দেয়।]

অভিরাম ∫∫ ওরে বাবারে... পাঁজরা ঝাঁঝরা করে দিল রে...

[অভিরাম বসে পড়ে। লম্বোদরের ঘুম ভাঙে। চারদিক দেখেশুনে বেশ সপ্রতিভভাবে কাঁধ ছেড়ে নামে। হাই তোলে, আড়মোড়া ভাঙে।]

ভীমভল্ল ∫∫ পিঠে চেপেছিস কেন, মানুষ হয়ে মানুষের পিঠে....

লম্বোদর ∫∫ হাঁটতে পারি না বাপু! পায়ে ব্যাথা! বগলে ফোঁড়া হয়েছে কিনা-

ভীমভল্ল ∫∫ তবে ছেড়ে দিলুম! (সহসা খেয়াল হয়) ফোঁড়া হ'লো বগলে, ব্যাথা হলে পায়ে? ব্যাঘ্রমল্ল....

ব্যাঘ্রমল্ল ∫∫ (বর্শা তুলে) দে, অর্থদণ্ড দে!

লম্বোদর ∫∫ এর জন্যে দণ্ডও দিতে হবে! দে, দণ্ডটা দিয়ে দে অভিরাম...

অভিরাম ∫∫ বাঃ, তুমি চাপলে কাঁধে, দণ্ড দেব আমি!

লম্বোদর ∫∫ তা আমি কোথায় পাব র্যা! খালি ট্যাঁকের মানুষ! জানিস না, তোর ওপর দেহ ফেলে আসছি! ধরো বাপু, ওকেই ধরো! পুঁজিপাটা ওর কাছে! কামারশালা আর হাপর বেচে আসছে!

অভিরাম ∫∫ আমি বেচেছি, না তুমি আমায় বেচিয়ে ছেড়েছো!

লম্বোদর ∫∫ বেঁচে গেছিস শালা! আমি পরামর্শ না দিলে ঐ কামারশালা আর হাপর মুরলীধরের গভ্যে চেল যেতো....

অভিরাম ∫∫ (কাঁদতে কাঁদতে) সারা পথ আমার ঘাড় ভেঙে দই চিঁড়ে আরা খরমুজা খেতে খেতে আসছে! আমায় বলেছে, দানের অর্ধেক ভাগ দেবে... তুমি যদি না দিয়েছ ঠাকুর....

লম্বোদর ∫∫ অর্ধেক হবে না, সিকি পাবি! কিন্তু আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করলে, দু আনাও পাবি না....

অভিরাম ∫∫ (কাঁদতে কাঁদতে) এর মধ্যে দু'আনা বলছে, খানিক পরে এক আনা বলবে...

ভীমভল্ল ∫∫ চুপ চুপ! সব চুপ! (লম্বোদরকে) কাল যাতে তুমি সর্বাগ্রে মহারাজের দর্শন পাও....বড়সড় দান পাও... আমরা সে ব্যবস্থা করে দেবো...

লম্বোদর ∫∫ পারবে বাবারা, করে দিতে পারবে?

ব্যাঘ্রমল্ল ∫∫ কেন পারব না? আমরা হলুম মহারাজের দেহরক্ষী! ডাইনে বাঁয়ে থাকি! প্রচুর পাইয়ে দেব...

ভীমভল্ল ∫∫ কিন্তু যা পাবে তার অর্ধেক আমাদের ছাড়তে হবে! রাজি?

ব্যাঘ্রমল্ল ∫∫ হ্যাঁ, আমরা সবাইয়ের কাছ থেকে নিচ্ছি....

ভীমভল্ল ∫∫ যদি রাজি না হও, গরিবের পাঁজরে হাঁটু চালানোর জন্যে কারাগারে নিয়ে যাবো! চল....

[ব্যাঘ্রমল্ল ও ভীমভল্ল অভিরামকে টেনে নিয়ে যেতে থাকে।]

অভিরাম ∫∫ (চিৎকার করে) আমি গুঁতো মারিনি... আমি গুঁতো খেয়েছি! ও ঠাকুর, আমারে কারাগারে নিয়ে যায় গো...

লম্বোদর ∫∫ (তড়াক করে লাফিয়ে উঠে) তবে র‍্যা! আমি লম্বোদর ভট্ট দ্বিজকুলরতন...ধম্মোপুত্তুরে মোর করিস পীড়ন? ছিন্ন করি উপবীত দিব অভিশাপ.... ঊর্ধ্ববাহু হয়ে করিবি বাপ বাপ-(উলঙ্গ ছাতা বারংবার খোলে আর বন্ধ করে) দূর হ! আঁটকুড়োর ব্যাটারা-দূর হ!

[অদ্ভুত সেই ছাতার আস্ফালনে ব্যাঘ্রমল্ল ও ভীমভল্ল ছুটে পালায়।]

ভাঁড়ুদাস ∫∫ বেশ করেছেন-উত্তম করেছেন! উফ, এই শুয়োরব্যাটা সৈনিকদের জ্বালায় ব্যবসা বাণিজ্য উঠে যাবে! নিন, সেবা করুন প্রভু-

[ভাঁড়ুদাস লম্বোদরকে একঘটি পানীয় দেয়।]

লম্বোদর ∫∫ (তৃপ্তিতে ঘটিটা মুখে তুলতে গিয়ে থামে) কী র‍্যা?

ভাঁড়ুদাস ∫∫ আজ্ঞে বিশুদ্ধ সরযূবারি!

লম্বোদর ∫∫ কেন, শুঁড়িখানায় সরযূবারি খাবো কেন?

ভাঁড়ুদাস ∫∫ (জিভ কেটে) ভুল করছেন...শুঁড়িখানা না, এটা জলসত্র!

লম্বোদর ∫∫ জলসত্র!

ভাঁড়ুদাস ∫∫ আজ্ঞে হ্যাঁ, ক্লান্ত পথিকদের এখানে বিনামূল্যে বারি বিতরণ করা হয়! ভাঁড়ুদাসের জলসত্র!

লম্বোদর ∫∫ কী বলে র‍্যা, মালের গন্ধ ভুরভুর করছে!

ভাঁড়ুদাস ∫∫ আজ্ঞে না, বারি-

লম্বোদর ∫∫ (ছাতা উঁচিয়ে) মারব ছাতার বাড়ি! (বগলে টান পড়ে) ফোঁড়াটা টাটাচ্ছে বলে ছেড়ে দিলুম! ... ঐ সৈনিকরা জল খেয়ে টলমল করছিল!

ভাঁড়ুদাস ∫∫ আজ্ঞে প্রকাশ্যে জলসত্র! গোপনে মদ বিক্রয় করি!

লম্বোদর ∫∫ পথে এসো! তা বাবা ভাঁড়ুদাস, গোপন ব্যবসাটি কদ্দিল চালানো হচ্ছে?

ভাঁড়ুদাস ∫∫ আজ্ঞে তা বহু পুরুষ হয়ে গেল! সেই রামচন্দ্রের আমল থেকে-

লম্বোদর ∫∫ বলে কী র্যা, রামরাজ্যে গোপনে মাল চলত!

ভাঁড়ুদাস ∫∫ গোড়ায় চলত না! রামচন্দর লঙ্কা থেকে ফেরার পর চলত! হনুমানদের জন্যে ব্যবস্থা করতে হয়েছিল!

লম্বোদর ∫∫ যা, সরযূজলের ঘটিটা ভাল করে ধুয়ে মেজে একঘটি লালজলের ব্যবস্থা কর।

ভাঁড়ুদাস ∫∫ দ্বিজবর, মাল খাবেন?

লম্বোদর ∫∫ প্রকাশ্যে খাবো না, গোপনে খাবো! যা-নিয়ে আয়....

ভাঁড়ুদাস ∫∫ (গম্ভীর মুখে) মূল্য-

লম্বোদর ∫∫ এই যে শুনলুম বিনামূল্যে-

ভাঁড়ুদাস ∫∫ বিনামূল্যে সরযূজল, নেশার জল একঘটি এক কড়ি! সারাদিনে ঢের লোকসান গেছে! কড়ি বার করে রাখুন!

[ভাঁড়ুদাস ঘটি নিয়ে অন্দরে চলে যায়।]

লম্বোদর ∫∫ (অভিরামকে) বার কর-

অভিরাম ∫∫ নেই!

লম্বোদর ∫∫ কী হয়েছে?

অভিরাম ∫∫ (খিঁচিয়ে) সব খেয়ে শেষ করেছ!

লম্বোদর ∫∫ একদম চালাকি করবে না অভিরাম! ভেবেছ কতোয় হাপর বেচেছো...আর আমি কত খেয়েছি-তার আমি হিসাব রাখিনি! ভেবেছ তোমার কড়িতে খাচ্ছি বলে, খরচের ওপর দৃষ্টি রাখিনি? এখনো একটা কড়ি আছে তোমার কাছে-থাকার কথা।

অভিরাম ∫∫ বাড়ি নিয়ে যাবো!

লম্বোদর ∫∫ শোনো, আঁটকুড়োর ব্যাটার বায়না শোনো.... হচ্ছে শকট বোঝাই করে দানসামগ্রী নিয়ে যাবার পরিকল্পনা.... ব্যাঙের পুঁজি সামলাচ্ছে র্যা!

অভিরাম ∫∫ দানসামগ্রী চাইনে... আমি আবার হাপর চালাবো....

লম্বোদর ∫∫ কোথায় পাবে হাপর! সবই তো ভোগে গেছে....

অভিরাম ∫∫ কিনব!

লম্বোদর ∫∫ কী দিয়ে? ...ওই এক কড়ি দিয়ে! কলাপোড়া খেলে যা! খালি হাতে দেশে ফিরবি কি, মুরলীধরের বেত খাবি! তাকে ফাঁকি দিয়ে বেচেবুচে চলে এলি, গুঁতোর নাম বাবাজীবন! হ্যা হ্যা হ্যা, আর কোন পথ নেই...রাজার দান ছাড়া এখন আর কোন বিদ্যে নেই...

[অভিরাম কাঁদছে।]

ছাড়, দোনামোনা ছাড়! আয়, গরিব জীবনের শেষ দিনটাকে বড়লোকের মতো বিদেয় করি.... হ্যা হ্যা হ্যা....

[ভাঁড়ুদাস পূর্ণ ঘটি নিয়ে ঢুকছে। লম্বোদর দু হাত বাড়ায়।]

আয়... আয়... ভাঁড়ুদাস, শতং জীবতু....

[ভাঁড়ুদাস ঘটি দিয়ে অভিরামের কাছ থেকে কড়িটা নিয়ে চলে গেল। লম্বোদর ঘটিতে চুমুক দিল।]

আঃ, ক্লান্তির অবসান! নিরসন... অপমোদন... আঃ....

[ঢকঢক কয়েক চুমুক খেয়ে নেশায় ঢুলুঢুল হয়ে।]

অভিরাম, এ আমি কি করছি!

অভিরাম ∫∫ মাল খাচ্ছো!

লম্বোদর ∫∫ (আর এক চুমুক দিয়ে) ছিঃ, এ আমি কী করছি....

অভিরাম ∫∫ ফুর্তি করছ!

লম্বোদর ∫∫ (আরো খেয়ে) ছিঃ! আমার পুত্রকন্যা ভার্যা কোথায় কোন ডাঙা ঘরে বসে খুদকুঁড়ো খাচ্ছে না....আর আমি রাজধানীতে বসে মাল খাচ্ছি! ছিঃ!

অভিরাম ∫∫ ছি ছি করছো, খেয়েও তো যাচ্ছো!

লম্বোদর ∫∫ ছিঃ! আমার হাতে পড়ে তোর মা এক বেলাও সুখী হয়নি র্যা! ছিঃ!... (চুমুক দিয়ে) কাল অযোধ্যা ঝেঁটিয়ে কেনাকাটি করব! তোর মা'র জন্যে লালপেড়ে বস্তুর পেতলের কলস... লক্ষ্মীর পট... মালপো ভাজার চাটু... যা পাবো সব কিনব... তবে সবার আগে শালা আমার এই ন্যাংটো ছাতাটার লজ্জা নিবারণ করব! ...ছিঃ! এ ছাতা খায়, না মাথায় দেয়... ছিঃ!

অভিরাম ∫∫ (কোষ পেতে) একটু পেসাদ দেবে?

লম্বোদর ∫∫ ছিঃ! বাপের সামনে মাল খাবি!

অভিরাম ∫∫ আমি তোমায় বাপ বলিনি....

লম্বোদর ∫∫ বল, একবার বল, তাহলে দেব... একটা বার আমায় বাপ বলে ডাক বাবা... (অভিরাম মুখ ঘুরিয়ে নেয়। লম্বোদরের চোখ ছলছল করে) বলবি না, অভিরাম, বলবি না? তোর জন্যে আমি সুখের মুখ দেখতে চলেছি... তুই আমার জন্যে এত করলি...আর একটু বাপ বলবি না!

[লম্বোদর অভিরামের মুখের সামনে পাত্রটা বার বার এগিয়ে দেয়, পিছিয়ে আনে।]

বল বাপ... বল... বল বাপ... বললেই দেব... বল।

অভিরাম ∫∫ (সংযমের বাঁধ ভেঙে পড়ে। অস্ফুট গলায়) বাপ!

লম্বোদর ∫∫ নে খা...

[লম্বোদর ঘটিটা নিজের পেছনে নিয়ে নিজের আড়ালে কাৎ করে, অভিরাম কোষ পেতে খেতে থাকে।]

অভিরাম ∫∫ (খেতে খেতে) ও ঠাকুরবাবা, তুমি আমার সাতজন্মের বাপ গো! তোমার কৃপায় রাজধানীর দর্শন পেলুম গো! তুমি আমায় বড়লোক হতে শেখালে গো...

লম্বোদর ∫∫ ঐ হাপর চালিয়ে বঁটি কুড়ুল গড়ে বড়লোক হওয়া যায় না রে বাপ... খেটে বড়লোক কেউ হতে পারে না... বড়লোক হতে গেলে ভিক্ষে করতেই হয় রে... রাজদ্বারে ভিক্ষে করতেই হবে... যে যতো বেশি ভিক্ষে করবে, সে তত বড়লোক হবে।

অভিরাম ∫∫ (নেশায় অস্থির হয়ে) ও বাপ... ও আমার বাপ... তুমি যদি আমারে দানের ভাগ নাই দাও... তাতেও আমার দুঃখু হবে না গো। আমি বুঝব, বুঝব... আমি আমারই মতো আর একটা গরিব মানুষেরে কাঁধে বয়ে ঐশ্বর্য্যির দোরগোড়ায় পৌঁছে দিয়ে গেছি গো....

লম্বোদর ∫∫ বাপের জন্যে এক ঢোক ফেলে রাখিস বাপ... ছিঃ!

অভিরাম ∫∫ তুমি শুধু আমার ধম্মোমায়েরে রানি করো বাপ... আমার নিজের মা নেই... আমার ঐ একটা মা... দুখিনী মা...

[সহসা নেপথ্যে অযোধ্যার রাজপথে তুমুল কোলাহল শোনা গেল। ঝাঁক ঝাঁক অশ্বারোহী সৈন্যের গমনাগমনে চতুর্ধার তোলপাড় হয়ে উঠল। সন্ধ্যার আকাশে জ্বলন্ত মশাল ইতস্ততঃ ছোটাছুটি করতে লাগল। ভাঁড়ুদাস অন্দর থেকে ছুটে বেরিয়ে এল।]

ভাঁড়ুদাস ∫∫ কী হ'ল... কী হ'ল... (বাইরে তাকিয়ে) কী ব্যাপার... রাজপথে নারীপুরুষের ভীড়! ছুটছে কেন সব! আরে আরে, পথের আলো নিভিয়ে দেয় যে! ও কী, সেনাপতি মশায়ের পিছনে সৈন্যবাহিনী ছুটছে! হ'লটা কী! (থেমে) সেনাপতি মশাই যে এদিকেই আসছেন....

[দ্রুতবেগে সেনাপতি ভদ্রশালের প্রবেশ।]

সেনাপতি ∫∫ নেভাও... নেভাও... আলো নেভাও ভাঁড়ুদাস... বন্ধ করো জলসত্র! অযোধ্যার ইন্দ্রপতন ঘটেছে!

ভাঁড়ুদাস ∫∫ কী হয়েছে প্রভু?

সেনাপতি ∫∫ রাজাধিরাজ মহারাজ নন্দ পরলোকগমন করেছেন!

ভাঁড়ুদাস ∫∫ অ্যাঁ, মহারাজ নেই!

সেনাপতি ∫∫ হায় হায়... মাত্র একটি রাত্রি পরেই শুক্লা পঞ্চমী! পরমারাধ্য শুক্লা পঞ্চমী! হায়রে অনাথিনী-অযোধ্যা! অযোধ্যার ঘরে ঘরে শোকপালন! সপ্তাহব্যাপী বন্ধ থাকবে সব! চলো চলো...

[ভাঁড়ুদাসকে টেনে নিয়ে সেনাপতি বেরিয়ে গেল। কেউ-ই ওরা খেয়াল করল না, জলসত্রের এক কোণে ঘনায়মান অন্ধকারে মদের ঘটি হাতে দুটি মানুষ ভূতের মতো বসে রইল। ক্রমে নেপথ্যের কোলাহল থেমে এল। লম্বোদর ভীষণ আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়ল।]

লম্বোদর ∫∫ ওরে অভিরাম, আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেল রে...

অভিরাম ∫∫ (নেশার ঘোরে) কী হয়েছে বাপ... কাঁদছো কেন, ও বাপ...

লম্বোদর ∫∫ ওরে মহারাজ চলে গেছে, আমরা কী নিয়ে দেশে ফিরব র্যা...

অভিরাম ∫∫ আমরা সোনাদানা পাবো না?

লম্বোদর ∫∫ ও মহারাজ, আমাদে ডুবিয়ে তুমি কোথায় গেলে গো...

অভিরাম ∫∫ (ইনিয়ে বিনিয়ে শুরু করে) ঘর বেচে... হাপর বেচে...

লম্বোদর ∫∫ শেষ কড়িটাও মদ গিলে...

অভিরাম ∫∫ ফতুর হয়ে... ভিখিরি হয়ে...

লম্বোদর ∫∫ আমরা যে তোমার ভিক্ষের তরে বসে আছি গো...

অভিরাম ∫∫ ও বাপ, রাজা বেঁচে ও মারে, মরেও মারে... রাজারে কোনো বিশ্বাস নেইরে...! (থেমে, প্রচণ্ড রোষে) তোমার তরে আমার সব গেল! তোমার তরে!

লম্বোদর ∫∫ রক্ষে করো... হে ভগবান, রক্ষে করো...

[লম্বোদর ও অভিরাম সদ্য গলাকাটা পাঁঠার মতো মাটিতে চিৎ হয়ে পড়ে ছটফট করছে। শনিঠাকুরে আবির্ভাব হল।]

শনি ∫∫ বল বল লম্বোদর বল সরাসরি-

কীবা হেতু ভূমিতলে যাস গড়াগড়ি

[লম্বোদর ও অভিরাম বিহ্বল চোখে ধড়ফড় করে উঠে বসে।]

কী দেখিস অমন করে অবোধলোচন...

ভাবিতেছিস কেন হয় দেবদরশন!

না করিস পূজা তুই, নাই, বিন্দু ভকতি

তবু কেন ভালোবাসি তোরে, দেবাঃ ন জানন্তি!

(থেমে) কী চাস!

লম্বোদর ∫∫ নন্দরাজার জীবন!

শনি ∫∫ হবে না। আমিই তো জাল বিস্তার করে তাকে মারলুম, এখন আবার আমি তাকে বাঁচাবো! অসম্ভব!

লম্বোদর ∫∫ এক বেলার জন্যে... দানধ্যান করে মরুক!

শনি ∫∫ না না, একবার জলের মাছ ডাঙায় তুলেছি, আর জলে ছাড়ি!

অভিরাম ∫∫ গরিব মানুষের দয়া করো ভগবান!

শনি ∫∫ মহা জালা! নন্দ মরলে কেউ যে এমন যাঁতাকলে পড়বে, আগে অনুমান করতে পারিনি... (থেমে) তোরা খুব গরিব? (লম্বোদর ওঅভিরাম মাথা নাড়ে) আমারো অবস্থা তদ্রুপ! পিপীলিকা আক্রান্ত বাতাসা ছাড়া কিছু নেই যে তোদের দেব! আচ্ছা দাঁড়া, তোদের একজনকে রাজা করে দিচ্ছি!

লম্বোদর ∫∫ রাজা!

শনি ∫∫ রাজা! ব্যাটা নন্দের দেহটার এখনো সৎকার হয়নি! সুবিধে আছে! তোরা কেই একজন যদি এক্ষুনি মরিস, প্রাণটা অমি ওর দেহে অনুপ্রবেশ করিয়ে দিতে পারি! নন্দকেও বাঁচাতে হ'ল না... আবার গরিব একজন রাজদেহে ঢুকে রাজাও হ'ল! সর্বকুল রক্ষা পেল! এক গরিব রাজা হলে, আরেক গরিবকে নিশ্চিয় দেখবে! (থেমে) ভেবে দ্যাখ অভিরাম, ভাব লম্বোদর... মরিবি কে দু'জনার, চটপট, মর! (থেমে) চমৎকার গন্ধ ভাব... আমি পাশের ঘরে অপেক্ষা করছি!

[ভাঁড়ুদাসের অন্দরে শনির প্রস্থান।]

লম্বোদর ∫∫ নে, তাহলে তৈরি হয়ে নে অভিরাম! যা করতে হবে খুব তাড়াতাড়ি! শুনলি তো, নন্দের দেহ সৎকার হয়ে গেলেই কপালে অষ্টরম্ভা! দেখি, তোর গলার মাপটা দেখি... হুঁ... (গামছায় মাপ মতো ফাঁস দিয়ে) ওই আড়াটা পোক্ত আছে... যা উঠে পড়! কলার কাঁদির মতো ঝুলে পড়!

অভিরাম ∫∫ (রুদ্ধশ্বাসে জড়িত গলায়) ঠাকুরবাবা, তুমি আমায় গলায় দড়ি দিতে বলছ?

লম্বোদর ∫∫ আহা এধারে গলায় দড়ি দিবি, ওধারে রাজা নন্দ হয়ে বেঁচে উঠবি! কাল ভোরেই তোর কাছে যাচ্ছি, বেশি করে দিবি, বুঝলি... দুটো শকট ভরতি করে দিবি! শুধু কাল কেন, প্রত্যেক হপ্তায় আমি রাজসভায় তোর দর্শনে যাবো! তুই শুধু দিয়ে যাবি! হ্যা হ্যা... উফ ভাবা যায়, আমার গাঁয়ের ছেলে... আমারই ধম্মোছেলে কিনা অযোধ্যার রাজা! ওঠ... উঠে পড়...

অভিরাম ∫∫ তুমি আমায় মরতে বলছ বাবা-

লম্বোদর ∫∫ (অভিরামকে ঠেলতে ঠেলতে) ওরে বাবা মরে বাঁচবি! ছিলি কামার-হবি রাজা! গিয়ে বঁটি, আসছে তলোয়ার! উঠে যা... উঠে যা... আজ দিন ভাল! পঞ্জিকা লিখেছে, মৃত্যু অস্তি... দোষ নাস্তি করে দেবে বাবা...

লম্বোদর ∫∫ ওরে শোন-

অভিরাম ∫∫ (গর্জন করে ওঠে) না! এ দেহ ছেড়ে আমি নন্দরাজার গলাপচা দেহে ঢুকে বাঁচব না! না!

[টলমল পায়ে শনির আবির্ভাব।]

শনি ∫∫ কলহ না... অভিরাম কলহ করো না! আমি বলছি শোনো! তোমায় চিরকাল নন্দের দেহে থাকতে হবে না! চাইলেই নিজদেহে ফিরে আসতে পারবে! হ্যাঁ... কাল সকালেই লম্বোদরকে যথেষ্ট দনধ্যান করেই, মরে চলে এসো!

নাহি কোন ভয়...

মোর বরে তব দেহ রহিবে অক্ষয়...

(থেমে) মর... ঢুকিয়ে দিয়ে যাই...

[শনি ত্রিভঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে।]

লম্বোদর ∫∫ শুনলি তো, আবার স্বস্থানে ফিরতে পারবি! শকট বোঝাই করে বাপবেটায় বাড়ির পথ ধরব! (ফাঁসটা দোলাতে দোলাতে) আয়... আয়...

অভিরাম ∫∫ তুমি পরো...

লম্বোদর ∫∫ আয় না বাবা, গলায় পর...

অভিরাম ∫∫ তুমি পরো...

লম্বোদর ∫∫ কেন অমন করছিস... আয়...

অভিরাম ∫∫ তুমি পরো...

[দৃশ্যের সব আলো গুটিয়ে দোদুল্যমান ফাঁসটার ওপর পড়েছে। শনি সাগ্রহে ওদের লক্ষ করছে। ধীরে ধীরে আলো নেভে।]

দ্বিতীয় অঙ্ক-প্রথম দৃশ্য

[অন্ধকারে ভেসে বেড়াচ্ছে শোকবিহ্বল বাজনা। পর্দার সামনে ঘোষকের আবির্ভাব। কয়েক মুহূর্ত পরে গভীর শোকাচ্ছন্ন ঘোষক-কণ্ঠে শোনা গেল।]

ঘোষক ∫∫ অযোধ্যাপতি মহারাজ নন্দের অন্তিম যাত্রা সমাসন্ন। (থেমে) এতোক্ষণ শবাধারে মাল্যদান করলেন প্রতিবেশী রাজ্যের রাজন্যবর্গ। মাল্যদান করলেন রাজ্যের অমাত্যবর্গ... সেনাধিনায়কবৃন্দ, শ্রেষ্ঠীগোষ্ঠী এবং আরো গণ্যমান্য প্রতিষ্ঠান! (থেমে) সর্বাপেক্ষা বৃহৎ পুষ্পার্ঘ দিলেন রাজভ্রাতা চন্দ্রকেতু... অযোধ্যার ভাগ্যাকাশে নবোদিত সূর্য! (থেমে) এক্ষণে আসছেন শোকসন্তপ্তা রানিমাতাগণ! উপস্থিত সকলকে অনুরোধ, অনুগ্রহ করে আপনারা অন্তঃপুরবাসিনীদের শেষ প্রণাম জানাতে দিন! আপনারা কক্ষত্যাগ করুন-কক্ষত্যাগ করুন-

[পর্দা সরে গেল। শূন্য কক্ষে নন্দরাজার শবাধারটি রাশি রাশি পুষ্পস্তবকে ঢাকা। মরদেহ আড়ালে পড়ে গেছে। সময় বয়ে যাচ্ছে, রানিদের কাউকে দেখা যাচ্ছে না। অল্প পরে কুব্জা ঢুকল। বিস্রস্ত বেশ... শোকার্ত দাসীকে উন্মাদিনীর মতো লাগছে।]

কুব্জা ∫∫ আসছে না... কেউ আসচে না! রানিরা ব্যস্ত... তোমার রত্নভাণ্ডারের চাবি খুঁজছে! তোমার কেউ নেই রাজা! তুমি ভাবতে সব আছে! কিচ্ছু ছিল না! রাজ্য না! প্রজা না... রানি না... ভাই না... ধাইও না! সেই তোমাকে মারল রাজ! (শবাধার জড়িয়ে হুহু করে কেঁদে ওঠে) জন্মেছিলে এই কুব্জার হাতে মধু খেয়ে, মরলে কুব্জারই হাতে বিষ খেয়ে! (থেমে) আমি না মারলেও তোমাকে মারার লোকের অভাব ছিল না! নিজের কর্মে নিজে মরেছ! ... তবু আমি তোমাকে মারতে চাইনি বাবা... চাইনি... চাইনি! (থেমে) চন্দ্রকেতু যে আমার পেটের সন্তানদের মারবে বলে ভয় দেখাল! (থেমে) লোকে বলে রাজবাড়িতে আমার মতো কুচ্ছিত কুঁজি দাসীদের রাখা হয় রাজবাড়ির জঞ্জাল ঘাঁটার জন্যে! আমরা কুঁজি... আমরা কুচ্ছিত... আমরা ডাইনি... রজাবাড়িতে পোষা ডাইনি... পোষা ডাইনি...

[কুব্জা শবাধারে মাথা কুটছে। এই সময় দেখা যায় শবাধারের ওপর থেকে ফুলের তোড়াগুলো খসে খসে পড়ছে। মৃত নন্দরাজা দু'হাতে ফুলের বোঝা ঠেলে ঠেলে সটান উঠে বসল। বিমূঢ় কুব্জা শোকটোক ভুলে গিয়ে তারস্বরে চিৎকার করে উঠল।]

ম-ম-ড়া... ম-ম-ড়া! ও বাবা গো, কে কোথায় আছো গো... মড়া হাসছে গা...

[কুব্জা তীরবেগে ছুটে যায়। নেপথ্যে তার ভয়ার্ত চিৎকার শোনা যাচ্ছে-]

ম-ড়া! ম-ড়া!

[নন্দরাজা সদ্যোজাত গোবৎসের মতো ফ্যালফ্যাল চোখে তাকাচ্ছে আর মিটিমিটি হাসছে। চন্দ্রকেতু ছুটে এল।]

চন্দ্রকেতু ∫∫ (চিৎকার করে) ভূত! ভূত! (তরবারি তুলে) শো... শুয়ে পড়... ভয় দেখাস না বলছি... গলা কেটে ফেলব... দেখবি তুই!

[নন্দরাজা বোকা-বোকা মুখ করে চোখ পিটপিট করছে। নেপথ্যে কোলাহল বাড়ছে। বৃদ্ধ মহামাত্য শাকতাল, সেনাপতি ভদ্রশাল, দুই দেহরক্ষী ব্যাঘ্রমল্ল ও ভীমভল্ল ছুটে এসে হতভম্ব হয়ে দাঁড়ায়।]

(উন্মাদের মতো) তুমি মরে গেছ, তুমি মরে গেছ দাদা... এই দ্যাখো, মরে যাবার সময় সব আমায় লিখে দিয়ে গেছ... (মহামাত্যকে) এই দেখুন, দেখুন আপনারা... (নন্দরাজাকে) যাও, চিতায় গিয়ে উঠে বসো...

[বারকায় ফিঁৎ ফিঁৎ করে নাক ঝাড়ে মহামাত্য! সব কথাতেই তার সামান্য নাকিসুর থাকে।]

মহামাত্য ∫∫ রাজন, আপনি জীবিত না মৃত?

চন্দ্রকেতু ∫∫ ও কি বলবে, আমি বলছি, মরে কাঠ! হাঁ করে কি দেখছেন সব, যান, পুড়িয়ে ফেলুন...

[মহামাত্য ইতিমধ্যে গুটিগুটি পায়ে এগিয়ে এসে খপ করে নন্দরাজার নাড়ি টিপে ধরেছে।]

সেনাপতি ∫∫ কী... কী দেখছেন মহামাত্য!

মহামাত্য ∫∫ মন্দং মন্দং বহতি বহতি... ব্যাকুলং ব্যাকুলং বা... (থেমে) পূর্ণ মাত্রায় জীবিত!

চন্দ্রকেতু ∫∫ অসম্ভব! বললেই হবে? ওকে যা খাওয়ানো হয়েছে, তাতে কেউ বাঁচে না! বাঁচতে পারে না! কুঁজি! কুঁজিটা কোথায়, কুঁজি...

[চন্দ্রকেতু ছুটে বেরিয়ে যায়।]

সকলে ∫∫ জয়... মহারাজের জয়...

মহামাত্য ∫∫ কী সৌভাগ্য! কী আনন্দ! (শবাধারে থেকে একটি পুষ্পস্তবক তুলে নিয়ে, শবাধারেই উপবিষ্ট নন্দরাজার হাতে দিয়ে) রাজন, আপনার নবজীবন লাভে মহামাত্য শাকতালের অভিনন্দন!

[দেখাদেখি সেনাপতিও একটি স্তবক তুলে মহারাজের হাতে দিল।]

সেনাপতি ∫∫ সেনাপতি ভদ্রশালের শ্রদ্ধা ভক্তি আনুগত্য...

[উপস্থিত সকলেই শবাধারের ফুল তুলে নন্দরাজার হাতে দিতে লাগল। নেপথ্যে শোকবাজনা বন্ধ হয়ে আগমনী বাজছে। নন্দরাজা আর সামলাতে পারল না। ভ্যাক হয়ে কেঁদে উঠল।]

নন্দরাজা ∫∫ এ কোথায় এলুম র‍্যা... এ আমায় কোথায় পাঠালি র‍্যা... অভিরাম...

সকলে ∫∫ মহারাজ... মহারাজ...

নন্দরাজা ∫∫ ওরে অভিরাম র‍্যা...

সকলে ∫∫ অভিরাম! অভিরাম কে?

নন্দরাজা ∫∫ কামার... অভিরাম কামার! আমার ধম্মোপুত্তুর...

মহামাত্য ∫∫ আজ্ঞে?

নন্দরাজা ∫∫ ও কামার... বাপ আমার... শিগগির আমায় নিয়ে যা র্যা... এরা আমায় তলোয়ার দিয়ে কাটবে বলছে র্যা...

সেনাপতি ∫∫ কেউ কাটতে পারবে না... সেনাপতি ভদ্রশাল যতোক্ষণ জীবিত...

[সেনাপতি তরবারি কোষমুক্ত করে।]

নন্দরাজা ∫∫ (সভয়ে) ওরে বাবারে, কথায় কথায় এরা তরবারি নাচায় র্যা... (থেমে) আমি বাড়ি যাবো...

মহামাত্য ∫∫ (নাকিসুরে) রাজন, একী বিচিত্র আচরণ!

নন্দরাজা ∫∫ (হাত জোড় করে) ছেড়ে দাও বাবারা, আমার ভুল হয়ে গেছে... এই কান মুলছি! এই চলে যাচ্ছি...

[নন্দরাজা দরজার দিকে ছোটে। সঙ্গে সঙ্গে সবাই মিলে তাকে ঘিরে ধরে।]

সকলে ∫∫ মহারাজ... মহারাজ...

নন্দরাজা ∫∫ ওরে আমায় বন্দী করেছে র্যা... (তারস্বরে) ওরে কামার র্যা...

[সবাই মিলে পাঁজাকোলা করে নন্দরাজাকে শবাধারেই শুইয়ে দিয়ে চেপে ধরে রাখে। ফুলের বোঝার মধ্যে নন্দরাজার দেহ ডুবে যায়। শুধু দামাল শিশুর মতো তার হাত আর পা শূন্যে দাপাদাপি করছে।]

ও কামার... আঁটকুড়োর ব্যাটা... শিগগির আয়... আয়...

[আলো নেভে।]

দ্বিতীয় অঙ্ক-দ্বিতীয় দৃশ্য

[মধ্যরাত্রি। রাজবাড়ির ঘন্টায় প্রহর ধ্বনিত হচ্ছে। নন্দরাজা ঘুমুচ্ছে। ব্যাঘ্রমল্ল ও ভীমবল্ল মস্তবড় পাখা দুলিয়ে বাতাস করে চলেছে। একজন নন্দরাজার মাথায়, একজন পায়ে।]

ব্যাঘ্রমল্ল ∫∫ (চাপা গলায়) ভাই ভীমভল্ল....

ভীমভল্ল ∫∫ বলো ভাই ব্যাঘ্রমল্ল...

ব্যাঘ্রমল্ল ∫∫ তোমায় একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি ভাই, কানে কানে?

ভীমভল্ল ∫∫ এর জন্যে আবার অনমতি লাগবে? (ঘাড়টা বাঁকিয়ে কানটা বাড়িয়ে) এ কান তো তোমারই কান ভাই ব্যাঘ্রমল্ল...

[ব্যাঘ্রমল্ল পাখা বন্ধকরে পা টিপে টিপে ভীমভল্লের দিকে অগ্রসর হয়। নন্দরাজার পা দুটি নড়ে ওঠে।]

ব্যাঘ্রমল্ল ∫∫ হবে না! হাওয়া বন্ধকরলেই পায়ের দিকটা জেগে যাচ্ছে! শুনে যাও...

[ব্যাঘ্রমল্ল বাতাস শুরু করে। ভীমভল্ল পাখা বন্ধকরে ব্যাঘ্রমল্লের দিকে এগুতে নন্দরাজার মাথাটি নড়ে ওঠে।]

ভীমভল্ল ∫∫ নাঃ, মাথার দিকটাও জেগে যাচ্ছে!

[ভীমভল্ল ও ব্যাঘ্রমল্ল পুরোদমে বাতাস করে চলেছে।]

ব্যাঘ্রমল্ল ∫∫ আগে কিন্তু এ রকম হতো না... পা মাথা এ রকম পৃথক পৃথক জাগত না...

ভীমভল্ল ∫∫ অভ্যেস-টভ্যেস কি রকম পালটে গেছে, না?

ব্যাঘ্রমল্ল ∫∫ খাওয়া কি রকম বেড়ে গেছে দেখেছ! সকালে মালপো খেলেন পুরো তিন গামলা-দুপুরে প্যাঁড়াই উড়িয়ে দিলেন ঝাড়া তিন কড়াই! আর ভাত! থালার ওপর বাড়া এই খাড়া শিবলিঙ্গ....

ভীমভল্ল ∫∫ আয়ুর্বেদাচার্য মশাই সন্দ করছেন, মস্তিষ্কবিকৃতি!

ব্যাঘ্রমল্ল ∫∫ সেটা কি পেটের রোগ?

ভীমভল্ল ∫∫ অ্যাঁ! হ্যা হ্যা হ্যা...

ব্যাঘ্রমল্ল ∫∫ তা কেন নয় বলো ভাই! আজ পাঁচ দিন ধরে খালি খাচ্ছে আর খাচ্ছে! আর এমন করে খাচ্ছে,যেন কেউ ভাত কেড়ে নেবে! কেন বলো তো ভাই ভীমভল্ল, দেশের সব ভাতই তো রাজার ভাত... তাহলে এতো হাঁকপাঁক করে খাওয়া কেন?

ভীমভল্ল ∫∫ (একটু পরে) খাক! কদ্দিনই বা খাবে! শিগগিরই তো মরবে!

ব্যাঘ্রভল্ল ∫∫ সে কি ভাই ভীমভল্ল... আবার মরবে কি... এই তো কেবল মরে বেঁচে উঠল...

ভীমভল্ল ∫∫ ন্যাকা সাজো কেন ভাই ব্যাঘ্রমল্ল? ভেবেছ কি চন্দ্রকেতু এতো সহজে হাত গুটিয়ে নেবে! একবার বিষ খাওয়াতে গিয়ে পারেনি...

ব্যাঘ্রমল্ল ∫∫ কথাটা তবে সত্যি!

ভীমভল্ল ∫∫ সত্যি না হলে ঘ্যাঁচ ঘ্যাঁচ করে হতভাগি কুব্জার ছেলেপুলেদের মুণ্ড ওড়ায় চন্দ্রকেতু!

বাঘ্রমল্ল ∫∫ নাকি? চন্দ্রকেতু কুব্জার মেয়েদের মেরেছে? কেন?

ভীমমল্ল ∫∫ তার ধারণা, কুঁজিটা ইচ্ছে করে বিষে জলে মিশিয়েছিল! ...ছাড়বে না! কুঁজিকে ছাড়েনি, রাজাকেও ছাড়বে না! (নন্দরাজাকে দেখিয়ে) সুযোগ পেলেই ঘ্যাঁচ...

বাঘ্রমল্ল ∫∫ (থেমে) তা বলে দ-দুবার মরবে! দেহরক্ষী হিসেবে আমাদের তবে কী রইল ভাই ভীমমল্ল! কী করতে আমরা এখানে বর্তমান রয়েছি!

[নন্দরাজা উঠে বসে।]

নন্দরাজা ∫∫ আছে?

ভীমভল্ল ও ব্যঘ্রমল্ল ∫∫ আজ্ঞে কী আছে প্রভু?

নন্দরাজা ∫∫ কলা-

বাঘ্রমল্ল ও ভীমভল্ল ∫∫ কলা!

নন্দরাজা ∫∫ এই যে বললি, মন্তোমান রয়েছে....

ব্যাঘ্রমল্ল ∫∫ আজ্ঞে মর্তমান নেই প্রভু, আমরা দু'জনে বর্তমান রয়েছি!

[ভীমভল্ল ও বাঘ্রমল্ল হাওয়া করছে।]

নন্দরাজা ∫∫ (একটু পরে) রাত কতো হলো র্যা...

ভীমভল্ল ∫∫ চৌর্য-যাম প্রভু।

নন্দরাজা ∫∫ কী যাম...

ব্যাঘ্রমল্ল ∫∫ চৌর্য! এই প্রহরে চৌর্যকর্ম করলে সাফল্য অনিবার্য!

নন্দরাজা ∫∫ (ত্রস্ত চোখে চার দিকে তাকিয়ে) যদি না পড়ে ধরা! ... একটা কাজ করতে পারবি?

ব্যাঘ্রমল্ল ∫∫ প্রাণ দেব প্রভু...

নন্দরাজা ∫∫ না না, প্রাণ দিস না! প্রাণ দিলে কাজটা করবি কি করে? সিঁদ কাটতে পারবি?

ভীমভল্ল ∫∫ আজ্ঞে?

নন্দরাজা ∫∫ সিঁদ! সিঁদ! ওই যে, চোরে যা কাটে....

ব্যাঘ্রমল্ল ∫∫ ও সিঁদ! মোটামুটি পারি!

নন্দরাজা ∫∫ যা, ধনাগারে চলে যা! সিঁদ কেটে ঢুকে পড়গে! ধনরত্ন যতটা পারিস, এই চাদরে বেঁধে নিয়ে আসবি, বুঝলি?

ব্যাঘ্রমল্ল ∫∫ আপনারই ধনরত্ন... আপনিই চুরি করবেন! প্রভু, সবই তো আপনার...

নন্দরাজা ∫∫ তুমি ভাবছ সব আমার.... আমি ভাবছি আজ আছি, কাল নাই... যতোটা পারি গুছিয়ে নিয়ে যাই! (থেমে) তবে কার জন্যেই বা গোছাচ্ছি... পাঁচ দিন হয়ে গেল... সে আঁটকুড়োর ব্যাটার টিকি দেখা গেল না! ব্যাটার কথায় ম'রে... এখন রাম ঝোলা ঝুলে আছি র্যা...

[ভীমভল্লদের দিকে চোখ পড়তে নন্দরাজা নিজেকে সামলে নেয়।]

অ্যাই... তোদের যে ভাঁড়ুদাসের জলসত্রে কামাদের খোঁজ নিতে বলেছিলুম...

ভীমভল্ল ∫∫ কামার সেখানে নেই প্রভু। ভাঁড়ুদাস তাকে ভাগিয়ে দিয়েছে...

নন্দরাজা ∫∫ অ্যাঁ!

ভীমভল্ল ∫∫ হ্যাঁ, প্রভু, একটা ব্রহ্মণের গলায় ফাঁস লাগিয়ে লটকে দিয়ে সটকে পড়ার তাল করছিল, তাই ভঁড়ুদাস ওর কাঁধে মড়াটাকে চাপিয়ে পশ্চাতে পদাঘাত করে দূর করে দিয়েছে!

নন্দরাজা ∫∫ মড়া কাঁধে! কোথায় গেছে?

ভীমভল্ল ∫∫ বলতে পারবো না প্রভু, আমরা অনেক খুঁজেছি... বোধ হয় মনের দুঃখে বনে চলে গেছে...

নন্দরাজা ∫∫ (ডু করে ওঠে) অ্যাই কলা খেয়েছে র্যা...আমার মড়টার কী দশা হ'ল র্যা...

ভীমভল্ল ∫∫ আজ্ঞে!

নন্দরাজা ∫∫ (কাঁদতে কাঁদতে) এই বিদেশে কাঁধে মড়া দেখলেই, লোকে ধরে ঠ্যাঙাবে। ঠ্যাঙানি খেলে অভিরাম মরে যাবে... আমার মড়াটাকে তখন শেয়ালে কুকুরে ছিঁড়ে খাবে র্যা... তখন আমার কী হবে র্যা...

ভীমভল্ল ∫∫ (ব্যাঘ্রমল্লকে ইংগিত করে) মস্তিস্কবিকৃতি!

[ব্যাঘ্রমল্ল ও ভীমভল্ল সভয়ে চুপিসাড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে।]

নন্দরাজা ∫∫ অ্যাই আঁটকুড়োর ব্যাটারা, সত্যি খুঁজেছিলি, না জলসত্রে বসে মাল টানছিলি...

ব্যাঘ্রমল্ল ∫∫ আমরা মাল খাই না প্রভু!

নন্দরাজা ∫∫ না, বিনা মূল্যে সরযূবারি খাও!

ভীমভল্ল ∫∫ আমরা মাল খাই না প্রভু...

নন্দরাজা ∫∫ (পাখা কেড়ে, নিয়ে, সেটাকে উঁচিয়ে)মারব ছাতার বাড়ি! মাল টেনে ব্রাহ্মণের কাছ থেকে অর্ধেক দান দাবি করছিল কে র্যা! ছাতার তাড়া খেয়েছিল কারা?

ব্যাঘ্রমল্ল ∫∫ (প্রতিরোধ ভেঙে যায়) প্রভু, আপনি কি করে জানালেন?

নন্দরাজা ∫∫ (কাঁদতে কাঁদতে) আমিই সেই ব্রাহ্মণ! (ভীমভল্ল ও ব্যাঘ্রমল্ল হতচকিত) হ্যাঁরে, আমি মরে গিয়ে তোদরে রাজার মধ্যে ঢুকেছি সোনাদানা নিয়ে যাব বলে! (অসহায় ভাবে) বাবারা, তোদের কাছে বললুম, তোরা ছাড়া আমার কেউ নেই! অভিরাম আর মড়াটা উদ্ধার করে দে বাবারা, আমি আমার মড়ার মধ্যে ঢুকে যাই....

ভীমভল্ল ∫∫ আপনি সেই ছাতা-বামুন!

ব্যাঘ্রমল্ল ∫∫ (রাজার পাগড়ি এনে) পাগড়িটা ধারণ করুণ তো!

নন্দরাজা ∫∫ পাগড়ি মাথায় রাখতে পারি না র্যা-

ব্যঘ্রমল্ল ∫∫ (পাগড়ি পরিয়ে) ভীমভল্ল! ঢকঢক করছে!

ভীমভল্ল ∫∫ সেকি! মহারাজের মাথায় পাগড়ি এঁটে বসার কথা!

ব্যঘ্রমল্ল ∫∫ গোঁপে বেড়াল, পাগড়িতে রাজা! ইনি মহারাজা নন! কিন্তু একথা ছড়িয়ে পড়লে অযোধ্যাবাসীরা যে এঁকে চাঁদা তুলে ছাতু বানাবো ভাই ভীমভল্ল!

ভীমভল্ল ∫∫ ছড়িয়ে ঠিকই পড়বে, কদ্দিন আর লুকিয়ে কাটাবেন। আমরাই বা কদ্দিন চেপে রাখব! লোকজন এমনিতেই নানা সন্দ করছে!

ব্যাঘ্রমল্ল ∫∫ আর চন্দ্রকেতু যদি জানতে পারেন!

নন্দরাজা ∫∫ রক্ষে কর বাবারা, কামার আসা পর্যন্ত ঠেকা! কথা দিচ্ছে, সোনাদানা যা নিয়ে যবো, অর্ধেক তোদের দেব!

ভীমভল্ল ∫∫ তবে লাগা যাক ভাই ব্যাঘ্রমল্ল!

ব্যাঘ্রমল্ল ∫∫ লাগো ভাই ভীমভল্ল....

ভীমভল্ল ∫∫ (পণ্ডিতি চালে) রাজকার্যে তো কিছুই আসে না?

নন্দরাজা ∫∫ (কাঁচুমাঁচু মুখে) না র‍্যা....

ভীমভল্ল ∫∫ শিখিয়ে দিচ্ছি! দিনকয় কাজ চালাবার মতো বুঝিয়ে পড়িয়ে দিচ্ছি....

ব্যাঘ্রমল্ল ∫∫ প্রথমে পাগড়িটা ধারণ করুন! (মাথায় পরিয়ে নিন মাথা ঘোরান... জোরে ঝাঁকান...এপাশে ওপাশে...হাঁটুন... জোরে হাঁটুন... না, পাগড়ি নড়বে না... ঘাড় ঘোরান...

নন্দরাজা ∫∫ পাগড়ি সুড়সুড়ি দিচ্ছে র‍্যা...

ভীমভল্ল ∫∫ র‍্যা বলবেন না, রে বলুন.....

নন্দরাজা ∫∫ রে আসে না র‍্যা...

ভীমভল্ল ∫∫ আসাতে হবে! রাজা আর ডাকাত অবিরাম হাঁক পাড়ে হা রে রে রে...! হাঁকুন, হা রে রে রে....

নন্দরাজা ∫∫ (সর্বশক্তি দিয়ে) হা রে রে রে...

ভীমভল্ল ∫∫ পাগড়ি কাঁপবে না!

নন্দরাজা ∫∫ (এক হাতে পাগড়ি চেপে, আর এক হাতে গুলি ফুলিয়ে) হা রে রে রে... হা রে রে রে...

[দ্রুতবেগে সেনাপতি ঢুকল।]

সেনাপতি ∫∫ মহারাজ, মহা দুঃসংবাদ!

নন্দরাজা ∫∫ (সেনাপতির নাকের ডগায়) হা রে রে রে!

সেনাপতি ∫∫ (পিছিয়ে) মহারাজ, গোদাবরী ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে! (নন্দরাজার পা কেঁপে উঠল) তীব্রবেগে রাজধানীর দিকে ধেয়ে আসছে!

নন্দরাজা ∫∫ হা রে রে রে... গোদাবরীর শিরচ্ছেদ করো...

সেনাপতি ∫∫ আজ্ঞে শিরচ্ছেদ কী করে সম্ভব... মহারাজ, গোদাবরী!

নন্দরাজা ∫∫ যে বরীই হোক, নন্দরাজার কাছে বৈরিতার ক্ষমা নাই...

[ভীমভল্ল ও ব্যাঘ্রমল্লের দিকে তাকায় নন্দরাজা। তারা চোখের ইশারায় চালিয়ে যেতে বলে।]

সেনাপতি ∫∫ ও মহারাজ, গোদাবরী নদীতে বন্যা আসছে...

নন্দরাজা ∫∫ বন্যা!... ও নদী গোদাবরী! চিন্তার কথা!

ব্যাঘ্রমল্ল ∫∫ (চাপা গলায়) পাগড়ি!

নন্দরাজা ∫∫ (তাড়াতাড়ি পাগড়ি সামলে) নানা দিকেই শিরঃপীড়া....

সেনাপতি ∫∫ শান্ত গোদাবরী আজ ভয়ঙ্করী! ঘরবাড়ি ভেঙে পড়ছে... শস্যক্ষেত্র ভেসে যাচ্ছে... প্রজাদের দুর্দশার অন্ত নাই... এখনি সেনাবাহিনী নিয়ে উদ্ধারকার্যে নামতে হবে। শীঘ্র রাজকোষ থেকে অর্থ মঞ্জুর করুন মহারাজ...

নন্দরাজা ∫∫ (বিরস মুখে) কী দরকার!

সেনাপতি ∫∫ সে কি মহারাজ... এতোবড় উদ্ধারকার্য বিপুল ব্যায়বহুল...

নন্দরাজা ∫∫ আমি ব্যায়ের মধ্যে যাবো না!

[ভীমভল্ল ও বাঘ্রমল্ল খুশি হয়ে সম্মতি জানায়, সেনাপতির দৃষ্টির আড়ালে।]

সেনাপতি ∫∫ কিন্তু মহারাজ...

নন্দরাজা ∫∫ দুদিনের জন্য এসেছি... কবে আছি কবে নাই... আমি কেন ব্যায়ের পথে যাই?

সেনাপতি ∫∫ দেশের রক্ষাকর্তার মুখে একী কথা শুনি?

নন্দরাজা ∫∫ (সেনপতির গলার ওপর গলা তুলে) এখন থেকে এই শুনবে! প্রজাদের উদ্ধার করব, এমন কোনো কথা দিয়েছি! যাও প্রচার করে দাও আমার অযোধ্যারাজ্যে নন্দরাজার নীতি একটাই... যা পারি গুছিয়ে যাই!

সেনাপতি ∫∫ কী আশ্চর্য! মহারাজ উত্তাল গোদাবরী...

নন্দরাজা ∫∫ ধুত্তোরি গোদবরী! যে সব রাজার অন্তরে ভয় থাকে, সিংহাসন যখন তখন ওল্টাতে পারে, তারা শুধু গোছানোর পথ ধরে, বুঝেছে...! আজও ধরে... হাজার হাজার বছর পরেও ধরবে!

ভীমভল্ল ∫∫ পা-পাড়ি!

নন্দরাজা ∫∫ (পাগড়ি সামলে) এতো সব প্রতিবেশী দেশ রয়েছে, একটায় ঢুকে পড়ে কিছু মালকড়ি গুছিয়ে আনছে পারো না? ভালো মণিমুক্তা কোন দেশে মেলে র্যা...রে?

ভীমভল্ল ∫∫ দাক্ষিণাত্যে....

ব্যাঘ্রমল্ল ∫∫ মন্দিরগাত্রে বড় বড় রত্ন খচিত!

নন্দরাজা ∫∫ খচিত? তবে তো আক্রমণ করা উচিত! সেনাপতি ভদ্রশাল, অবিলম্বে দাক্ষিণাত্য বিজয়ে যাও...

সেনাপতি ∫∫ ও মহারাজ, দাক্ষিণাত্যের রাজা আপনার বেয়াই...

নন্দরাজা ∫∫ রাজনীতিতে জামাই বেয়াই...নেই কোন রেহাই... তিন দিনের মধ্যে খচিত রত্ন উম্মোচিত করে আনা চাই-ই চাই! (থেমে) আমার বেশি সময় নাই...

সেনাপতি ∫∫ মহারাজ, আপনি তো মৃত্যুর আগে এমন ছিলেন না!

[নন্দরাজার পা পিছলে গেল, পাগড়ি হেলে গেল। কোনরকমে সামলে-]

নন্দরাজা ∫∫ চারিত্রিক অংসগতি লাগছে, তাই না?

[সেনাপতি ঘাড় নাড়ে।]

শূল চেনো... ওই যে এদিকে চালিয়ে ওদিক দিয়ে বার করে দেয়! তোমার পশ্চাতেও তাই যাবে! আঁটকুড়োর ব্যাটা, একই ফুল দিয়ে মড়ার খাট সাজাও... স্বাগতমও জানাও... নন্দরাজার ধনরাশি বাড়াতে পারো না? যাও! হা রে রে রে...

[সেনাপতি সভয়ে ছুটে বেরিয়ে যায়। নন্দরাজ বুক চেপে চোখ উল্টে বসে পড়ে।]

বাবারে.... বুক টিপটিপ করছে রে... সেনাপতিটা কী রকম কটমট চোখে তাকাচ্ছিল... প্রাণের ভয়ে খালি তড়পে গেলুম... ওকি আমায় ধরে ফেলল র্যা... রে...

ব্যাঘ্রমল্ল ∫∫ না না, পারেনি... মোটামুটি ভালোই চালিয়ে গেছেন... কী ভাই ভীমভল্ল?

ভীমভল্ল ∫∫ কিন্তু দাক্ষিণাত্যের রত্নের ভাগটা কী হিসাবে হবে ভাই ব্যাঘ্রমল্ল...

ব্যাঘ্রমল্ল ∫∫ (নন্দরাজাকে) বারো আনা আমাদের... চার আনা আপনার...

নন্দরাজা ∫∫ কেন?

ব্যাঘ্রমল্ল ∫∫ আচ্ছা দশ আনা, ছ আনা!

নন্দরাজা ∫∫ কেন?

ভীমভল্ল ∫∫ কেন কেন করছে কেন ভাই ব্যাঘ্রমল্ল?

ব্যাঘ্রমল্ল ∫∫ যা দেব, তাই নিতে হবে!

নন্দরাজ ∫∫ (চিৎকার করে) কেন? দেহরক্ষী দশ আনা... রাজা ছ-আনা! কেন? চিংড়িমাছের দরাদরি হচ্ছে! রাজার পদমর্যাদা নেই?

ভীমভল্ল ∫∫ পাগড়ি হড়হড় করছে, পদমর্যাদা! আগে মস্তকের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হোক...

নন্দরাজা ∫∫ আমি দাক্ষিণাত্য অভিযান স্থগিত রাখব!

ব্যাঘ্রমল্ল ∫∫ অ্যাই মশাই, বেশী হেরিতেরি করলে...

নন্দরাজা ∫∫ কী করবি! মারবি? মার! কী ভয় দেখচ্ছিস রে! কাঁচকলা! মরে ফের ঢুকে যাবো আমার জায়গায়! এধারে মরব... ওধারে বাঁচব! হ্যা হ্যা হ্যা... চাপের কাছে নতি স্বীকার করব না! ... আমি মরে গেলে এক আনাও পাবি না! কই মার...

ব্যাঘ্রমল্ল ∫∫ আগে বামুনের মড়াটাকে পুড়িয়ে তারপর তোমায় মারব...

ভীমভল্ল ∫∫ তখন আর এধার ওধার করতে হবে না! হ্যা হ্যা হ্যা... চলো তো ভাই ব্যাঘ্রমল্ল, মড়াটাকে খুঁজি...

নন্দরাজা ∫∫ (পাংশু মুখে) আমার ঘাট হয়েছে! তোরা যা দিবি, তাই নেব! না দিলেও কিছু বলব না!

ব্যাঘ্রমল্ল ∫∫ পথে এসো চাঁদ! আমাদের সঙ্গে চালাকি করে পার পাবে না! তুমি তো আজ রাজা হয়েছো... আমরা কতো রাজা নিয়ে ঘর করলুম!

ভীমভল্ল ∫∫ আমাদের কি বুদ্ধি ভাই ব্যাঘ্রমল্ল!

ব্যাঘ্রমল্ল ∫∫ চলো, বুদ্ধির গোড়ায় একটু লালজল ঢেলে আসি! (নন্দরাজার হাতে পাখা ধরিয়ে) বাকি রাতটা নিজের বাতাস নিজে খাও!

ভীমভল্ল ∫∫ (নিজের পাখাটাও ধরিয়ে) একটায় মাথায়.... একটায় পায়ে....হ্যা হ্যা হ্যা...

[ভীমভল্ল ও ব্যাঘ্রমল্ল কোমর জড়াজড়ি করে হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল।]

নন্দরাজা ∫∫ (অনেকক্ষণ গুম হয়ে থেকে) একজোড়া চামচিকে কিনা ভয় দেখাচ্ছে! ঘেরা ধরে গেল এ রাজত্বে...

[নেপথ্যে ঢং ঢং করে একটানা ঘন্টা বেজে ওঠে। বিপদের সঙ্কেত। লোকজনের কোলাহল। মহামাত্য ঢোকে।]

মহামাত্য ∫∫ রাজন, তস্কর ধরা পড়েছে!

নন্দরাজা ∫∫ তা আমি কি করব!

মহামাত্য ∫∫ দুর্বৃত্তের শাস্তিবিধান করুন রাজন!

নন্দরাজা ∫∫ আমি কিছুই করতে পারব না! যাও! ঘুমুবো!

মহামাত্য ∫∫ তবে কি জানব রাজন, অযোধ্যা থেকে দস্যুতস্করের দণ্ডদান উঠে গেল!

নন্দরাজা ∫∫ গেল! দুদিনের জন্যে আছি, আমি কেন দণ্ড দিয়ে বদনাম কুড়োতে যাই? জনপ্রিয়তা নিয়ে চলে যেতে চাই...

মহামাত্য ∫∫ রাজন, তস্কর আপনার ধনাগারের চার পাশে ঘুরঘুর করছিল!

নন্দরাজা ∫∫ ধনাগার!

মহামাত্য ∫∫ অভিপ্রায় লুণ্ঠন!

নন্দরাজা ∫∫ লুণ্ঠন! আমার ধনাগার লুণ্ঠন! কোথায় তস্কর!

[মহামাত্য সজোরে হাততালি দিল। এক ভীষণদর্শন প্রহরী হাত-পা মুখ বাঁধা অভিরামকে কুমড়োর মতো নন্দরাজার সামনে গড়িয়ে দেয়।]

আর জায়গা পাসনি...হা রে রে রে তস্কর... যে ধনাগারে এখনো পড়েনি মোর পায়ের চিহ্ন, সেখানে গেলি তুইরে বাট পাড়!

[অভিরাম মুখ গুঁজে গোঙাচ্ছে। নন্দরাজা লাফাচ্ছে।]

শূল! শূলদণ্ড দেব তোরে...

মহামাত্য ∫∫ ধরা পড়ার পর থেকেই শুধু ঠাকুরবাবা ঠাকুরবাবা করছে রাজন...

নন্দরাজা ∫∫ কোনো বাবাই আর তোকে বাঁচাতে...(চমকে) কী বাবা...?

মহামাত্য ∫∫ ঠাকুরবাবা রাজন! তস্কর বড়ই পিতৃভক্ত-

[নন্দরাজা ঝপ করে অভিরামে সামনে উবু হয়ে বসে, মুখের বাঁধন খুলে দেয়। চিবুকখানি উঁচুতে তুলে ধরে, অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে থাকে নির্নিমেষ। অভিরামের সারা মুখে প্রহারের চিহ্ন। চোখ মেলে তাকাতে পারছে না।]

অভিরাম ∫∫ (মুদ্রিত চোখে অস্ফুট স্বরে) ঠাকুরবাবা... ঠাকুরবাবা...

মহামাত্য ∫∫ শূল কি প্রস্তুত করাব রাজন? (নন্দরাজা নিরুত্তর)... অমন করে কি দেখছেন রাজন? (নন্দরাজা নিরুত্তর)... আমি কি নিদ্রায় যেতে পারি রাজন? (নন্দরাজা নিরুত্তর)... শুভরাত্রি রাজন...

[মহামাত্য ও প্রহরী চলে গেল।]

নন্দরাজা ∫∫ (অদ্ভুত চাপা স্বরে) অভিরাম.

অভিরাম ∫∫ ঠাকুরবাবা! (চোখ মেলে) আমার ঠাকুরবাবা কোথায়.

নন্দরাজা ∫∫ চিনতে পারছিস না। ওরে তোর ঠাকুরবাবার চেহারা পালটে গেছে। অ্যাই আঁটকুড়োর ব্যাটা.

অভিরাম ∫∫ তুমি! তুমি ঠাকুরবাবা.

[অভিরাম কেঁদে ওঠে।]

নন্দরাজা ∫∫ অভিরাম.

[নন্দরাজার বুকে মাথা রেখে ফোঁপায় অভিরাম।]

এতো দেরি করলি কেন?

অভিরাম ∫∫ কেউ যে আমারে তোমার দর্শনে ঢুকতে দেয় না গো. আমি যে গরিব মানুষ। .প্রাসাদের চারধারে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম. প্রহরীরা আমায় ধরে কী মার মারল গো-

নন্দরাজা ∫∫ আমার দেহটা কোথায় রে?

অভিরাম ∫∫ জঙ্গলে. গাছের মাথায়..

নন্দরাজা ∫∫ কেমন আছে আমার দেহ?

অভিরাম ∫∫ (চোখের জল মুছতে মুছতে) ভালো আছে বাবা.

নন্দরাজা ∫∫ গাছে তুললি। আমি পড়ে যাবো না তো রে।

অভিরাম ∫∫ বেঁধে রেখেছি, মোটা দড়ি দিয়ে.

নন্দরাজা ∫∫ ইস! কত ব্যাথা লাগছে আমার। হ্যাঁরে, আমার বগলের ফোঁড়াটা ফেটে গেছে?

অভিরাম ∫∫ জীবন না থাকলে ফোঁড়া তো ফাটবে না বাবা.

নন্দরাজা ∫∫ হুঁ! আচ্ছা আমার চোখ দুটো কেমন আছে রে. গলে যায়নি তো?

অভিরাম ∫∫ তুলসিপাতা দিয়ে ঢেকে রেখেছি। শুধু নাকের ডগাটা একটু বসে গেছে.

নন্দরাজা ∫∫ আহা! আমার মরা-মুখখানা এতো দেখতে ইচ্ছা করছে আমার। (থেমে, হঠাৎ) আমার ছাতা কেমন আছে রে. আমার ছাতা.

অভিরাম ∫∫ সব আছে। শুধু তুমি সেখানে নেই.

নন্দরাজা ∫∫ আমি এখানে আছি। আমার রাজবাড়ি আছে. প্রমোদকানন আছে. রন্ধনশালা আছে. অশ্বশালা আছে. সত্যি আমার কী যে আছে, আর কী যে নেই. তার কোনো হিসেব নেই. হাঃ হাঃ হাঃ (থেমে) ঐ ঐ শোন, ঘোড়া ডাকছে. রাজার ঘোড়া. ও রাজাকে ছাড়া আর কাউকে পিঠে ধরে রাখে না। ঝাড়া মেরে ফেলে দেয়। শুনবি কী নাম ওর? ধূম্রকেশর. ধূম্রকেশর। বাবা আমি কোনদিন চড়ব না.

অভিরাম ∫∫ কদিনে কতো জেনে গেছ বাবা.

নন্দরাজা ∫∫ মটকা মেরে পড়ে থাকি, এরা যা-যা বলে সব শুনি। জানিস রাজকার্যও শুরু করেছি।

অভিরাম ∫∫ তুমি রাজকার্য করছ।

নন্দরাজা ∫∫ তবে? অমনি অমনি? ঐ নন্দটা যতো কেলোর কীর্তি করে রেখে গেছে সব সামাল দিতে হচ্ছে!

অভিরাম ∫∫ আর সামলাতে হবে না, চলো ফিরে চলো...

নন্দরাজা ∫∫ এখন?

অভিরাম ∫∫ সেই রকমই তো কথা! ঝুলে পড়ো... তার আগে যা দেবার দাও। পুঁটলি কই?

নন্দরাজা ∫∫ মরেছো! এখনো তো কিছু বাঁধাছাদা করতে পারিনি!

অভিরাম ∫∫ এখনো করোনি!

নন্দরাজা ∫∫ বেপোট জায়গা, হুট বলতে ফুট পারা যায়?

অভিরাম ∫∫ (কেঁদে ফেলে) একেবারে ডোবালে! কদ্দিন মড়ি চৌকি দেব? কবে দেশে ফিরব! সেদিকে যে সব গেল...

নন্দরাজা ∫∫ অস্থির হোস না বাপ... সব হয়ে যাবে! ক-টা দিন ধৈর্যি ধর! মোটা পুঁটলি বেঁধে ফেলব! দেহরক্ষী দুটোর সঙ্গে বোঝাপড়া হয়ে গেছে! সর্বতোভাবে সাহায্য করবে! ... যাবার আগে ব্যাটাদের কর্মচ্যুত করে যাব!

অভিরাম ∫∫ ঢের হয়েছে! সেই থেকে পেটে এক কণা দানা পড়েনি! ছেড়ে দাও সোনাদানা। চলো, বাড়ি চলো...

নন্দরাজা ∫∫ খালি হাতে! তবে এতো কাণ্ড করলুম কেন র্যা! দিন চারেক চেপেচুপে থাক না বাবা!

অভিরাম ∫∫ চারদিনের মধ্যে হবে তো!

নন্দরাজা ∫∫ বড়োজোর পাঁচদিন! আরে বাবা, শাস্ত্রে বলেছে বিনা কষ্টং না মেলে কেষ্টং! কী খাবি বল! কতো সুখাদ্য... হ্যা হ্যা হ্যা... খুব খাচ্ছি... দ্যাখ পেট টিপে দ্যাখ...

অভিরাম ∫∫ (নন্দরাজার জামা টেনে) এই তো! বাবা কতো মণিমুক্তো! ঝলমল ঝলমল করছে! চলো জামাটা নিয়ে ভেগে পড়ি...

নন্দরাজা ∫∫ শকুন যতই ওপরে উঠুক, দৃষ্টি সেই ভাগাড়ে! জামা নিবি কিরে শালা! উঁচু কর, নজরটা উঁচু কর! ইয়া বড় বড় রত্ন আসছে...

অভিরাম ∫∫ রত্ন!

নন্দরাজা ∫∫ তবে?তুই কি ভাবছিস আমি এখানে নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছি! তলে তলে কাজ গুছোচ্ছি! তোর জন্যে সুদূর দাক্ষিণাত্যে রত্ন আনতে পাঠিয়েছি...

[এক মহিলা স্বভাবের পরিচারক ঢোকে।]

পরিচারক ∫∫ (শরীরে নারীসুলভ হিল্লোল তুলে) দেবী যশোমতী দরশন মাঙছেন প্রভু...

নন্দরাজা ∫∫ বলো যাচ্ছি!

[কোমর দোলাতে দোলাতে পরিচারক চলে গেল।]

তোর ছোট মা! মানে এ পক্ষের মা! কদিন ধরেই খুব ডাকাডাকি করছে! ... হ্যা হ্যা হ্যা... কেয়াঝোপ... ঐ কেয়াঝোপের আড়াল থেকে এমনি এমনি হাত নাড়ছিল! এতো লজ্জা করছিল! ... যাই বকে দিয়ে আসি! (দু-পা এগিয়ে, ফিরে) দ্যাখ তো, পাগড়ি ঠিক আছে? কেমন দেখাচ্ছে রে! (আবার এগিয়ে, ফিরে) চরিত্তির ভালো না! চন্দ্রকেতুর সঙ্গে ঢলাঢলি আছে! রাজবাড়িতে এসব অবিশ্যি জলভাত!

[পরিচারক ঢোকে।]

পরিচারক ∫∫ দেবী উতলা হয়ে পড়েছেন...

নন্দরাজা ∫∫ বলো, হাঁটতে আরম্ভ করেছি!

[পরিচারক চলে গেল।]

তুই তাহলে যা, দিন পাঁচেক পরেই আসিস...

অভিরাম ∫∫ না!

নন্দরাজা ∫∫ অ্যাঁ!

অভিরাম ∫∫ একদিনও না, এক বেলাও তোমায় এখানে রাখব না!

[অভিরাম গামছায় ফাঁস বাঁধছে।]

নন্দরাজা ∫∫ ও কী রে, ফাঁস বাঁধিস কেন? অ্যাই অভিরাম!

অভিরাম ∫∫ (ফাঁস দুলিয়ে) পরো...

নন্দরাজা ∫∫ আজ পঞ্জিকায় মৃত্যু নাস্তি!

অভিরাম ∫∫ যমরাজ পাজি দেখে আসে না!

নন্দরাজা ∫∫ (হাত দিয়ে ফাঁসটা সরিয়ে) এতো গোঁয়াতুমি কেন রে? পাঁচ ছটা দিন দেরি করলে হয়টা কী...

অভিরাম ∫∫ (চিৎকার করে) গোবরজল খাওয়াবো! ছোটমা ধরেছো! পরের বউ নিয়ে.. মাকে দিয়ে ঝাঁটা খাওয়াবো...

নন্দরাজা ∫∫ খবরদার... বামনিকে কোনো কথা বলবি না! আঁটকুড়োর বিটি, আমায় মালপোটা খেতে দিলে না! এখন খা, উপোস করে মর!একটু ভাল খাচ্ছি-দাচ্ছি... অমনি সব চোখ টাটাচ্ছে! পরশ্রীকাতর! দে, ফাঁস দে, শালা একটানেই মারবি কিন্তু... (অভিরাম ফাঁস তুলতেই) এই কড়ে-অ্যাঙলা গর্তে মুণ্ডু ঢোকে! যাঃ, কাল বড় করে ফাঁস তৈরি করে আসিস!

[পরিচারক ঢোকে।]

পরিচারক ∫∫ দেবী মূর্ছা যাবেন কিনা জিগ্যেস করছেন!

নন্দরাজা ∫∫ অনুমতি দিলুম! যা, বেরো! হা রে রে রে...

[পরিচারক ছুটে বেরিয়ে গেল।]

(ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে) কচি নাবালিকা ছোটরানিটি... কদিন আগে বৈধব্যের যাতনাটি পেয়েছে... এক্ষুনি আবার মরলে দু-দুটি বার ধাক্কা পাবে না! মায়া নেই ব্যাটার! কামারের কাজই তো পাঁঠাবলি... পাঁঠাটি না মারতে পারলে হাতের সুখটি হবে কেন!

[নন্দরাজা অভিরামের তৈরি করা ফাঁসের মধ্যে গলা ঢুকিয়ে দেয়-]

মার টান....

[অভিরাম টান দিতে উদ্যত হয়।]

আজ না...

অভিরাম ∫∫ আজ!

নন্দরাজা ∫∫ আজ না...

অভিরাম ∫∫ আজ!

নন্দরাজা ∫∫ (যূপকাষ্ঠের বলির পাঁঠার মতো) আজ না... আজ না...

[আলো নিভে যায়।]

দ্বিতীয় অঙ্ক-তৃতীয় দৃশ্য

[নন্দরাজার রাজসভা। শূন্য সভাগৃহে ঘোষক ঢুকে দর্শক সাধারণের উদ্দেশে ঘোষণা করছে।]

ঘোষক ∫∫ আনন্দ-সন্দেশ! আনন্দ-সন্দেশ! অমিত-বৈভব পুতচরিত্র মহাপরাক্রমশালী অযোধ্যাপতি মহারাজ নন্দ সভাগৃহে আসছেন।

[নেপথ্যে বাদ্যধ্বনি।]

আজই প্রথম... পুনর্জীবন লাভের পরে এই প্রথম মহারাজা জনসমক্ষে দর্শন দিয়ে তাঁর কৃপাপ্রার্থীদের ধন্য করবেন। উপস্থিত সকলকে জানানো হ'চ্ছে... ধৈর্য ধরুন... সারিবদ্ধ ভাবে অপেক্ষা করুন... একে একে রাজদর্শন করে ধন্য হোন।

[বিপুল বাদ্যধ্বনির মধ্যে নন্দরাজা দ্বারপথে দেখা দিল। দুপাশে দুই দেহরক্ষী ব্যাঘ্রমল্ল ও ভীমভল্ল। ছত্রধারী রাজছত্র নিয়ে এসে দাঁড়াল সিংহাসনের পেছনে। মহামাত্য এল।]

মহামাত্য ∫∫ সুস্বাগতম! সুস্বাগতম রাজন! সিংহাসন আলোকিত করুন....

[পূর্বাপেক্ষা অনেক ধাতস্থ ও সপ্রতিভ নন্দরাজা সিংহাসনে বসল।]

অহো... অহো... কতকাল পরে অযোধ্যার নভোমণ্ডলে আবার ভাতিছে পূর্ণচন্দ্র। বিধুমুখের সুধাকিরণ ছড়িয়ে দিন রাজন... আকাশ বাতাস মাতিয়ে দিন...

নন্দরাজা ∫∫ মোটা করো...

মহামাত্য ∫∫ আজ্ঞে?

নন্দরাজা ∫∫ গদিটা একটু মোটা করো। যথেষ্ট আরাম হচ্ছে না কেন? কেঠো আসনে বসতে আমার কষ্ট হয় না বুঝি?

মহামাত্য ∫∫ যথা আজ্ঞা রাজন। (নেপথ্যে তাকিয়ে হাততালি দিয়ে) গদি মোটা!

নন্দরাজা ∫∫ প্রার্থীদের ডাকা হোক...

মহামাত্য ∫∫ একে একে... একে একে...

[প্রথম দর্শনার্থী ঢুকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে।]

নন্দরাজা ∫∫ হয়েছে! অতি ভক্তি ভালো লক্ষণ না...

প্রথম দর্শনার্থী ∫∫ আমার একটি প্রার্থনা আছে মহারাজ।

নন্দরাজা ∫∫ ব্যক্ত করো....

প্রথম দর্শনার্থী ∫∫ আমার কর্মহীন জ্যেষ্ঠ পুত্রের জন্যে একটি কর্ম চাই মহারাজ।

নন্দরাজা ∫∫ তুমি কার লোক?

প্রথম দর্শনার্থী ∫∫ আজ্ঞে?

নন্দরাজা ∫∫ নিজের লোক ছাড়া আমি কাউকে কর্ম দেব না। আগে বলো তুমি কার লোক... আমার, না বিরোধীপক্ষ চন্দ্রকেতুর?

প্রথম দর্শনার্থী ∫∫ আজ্ঞে আমি বংশপরম্পরায় আমি রাজভক্ত, রাজানুরক্ত....

নন্দরাজা ∫∫ আমড়াগাছিতে দেখছি যথেষ্ট পোক্ত! স্পষ্ট করে বলো... যদি চন্দ্রকেতুর সঙ্গে আমার বিরোধ বাধে, তুমি কি আমার পশ্চাতে দাঁড়াবে?

প্রথম দর্শনার্থী ∫∫ আজ্ঞে যথাস্থানে পাবেন-

নন্দরাজা ∫∫ তবে জ্যেষ্ঠ পুত্র কর্ম পাবে।

প্রথম দর্শনার্থী ∫∫ আজ্ঞে কী কর্ম মহারাজ! পুত্রটি আমার হাবাগোবা। সব রকম কর্ম পারবে না মহারাজ!

নন্দরাজা ∫∫ কোনরকম কর্মেরই দরকার নেই। নিজের লোক হলে কোনরকম যোগ্যতার দরকার নেই। মাসান্তে মনে করে বেতনটি নিয়ে যেও বৎস। (হাঁক পাড়ে) দ্বিতীয়...

[প্রথম দর্শনার্থী যায়। দ্বিতীয় দর্শনার্থী ঢোকে।]

দ্বিতীয় দর্শনার্থী ∫∫ মহারাজ, একটি দিঘি...

নন্দরাজা ∫∫ দিঘি!

দ্বিতীয় দর্শনার্থী ∫∫ আমার বাহাত্তরটি ঘোড়া। পানীয় জলের অভাব। আমার গৃহের কাছাকাছি একটি দিঘি চাই মহারাজ। আমি আপনারই লোক।

নন্দরাজা ∫∫ তবে তোমার উঠোনেই দিঘি ফুটিয়ে দেওয়া হবে....

দ্বিতীয় দর্শনার্থী ∫∫ মহারাজ অপার করুণাময়....

নন্দরাজা ∫∫ তবে তোমার কিছু ছাড়তে হবে।

দ্বিতীয় দর্শনার্থী ∫∫ আজ্ঞে?

নন্দরাজা ∫∫ রাজানুগ্রহ নিতে হলে কিছু ব্যয় করতে হয়, জান না?

দ্বিতীয় দর্শনার্থী ∫∫ আজ্ঞে না তো-

নন্দরাজা ∫∫ না তো? তোমার ঘোড়া জল খাবে, রাজা জলপানি পাবে না?

দ্বিতীয় দর্শনার্থী ∫∫ মহারাজ উৎকোচ নেবেন?

নন্দরাজা ∫∫ উৎকোচ!

ব্যাঘ্রমল্ল ∫∫ (নন্দরাজার কানের কাছে) ত্রাণভাণ্ডার!

নন্দরাজা ∫∫ আমার ত্রাণভাণ্ডারে দান করবে।

দ্বিতীয় দর্শনার্থী ∫∫ ত্রাণভাণ্ডার! কার ত্রাণে নরপতি!

নন্দরাজা ∫∫ আমারই ত্রাণে অশ্বপতি। যদি কোনদিন রাজ্য হারিয়ে দুর্গতিতে পড়ি, তাহলে ঐ ত্রাণভাণ্ডার আমায় ত্রাণ করবে। কলার কাঁদি বোঝো? আড়ায় ঝুলিয়ে রাখে... একটি একটি করে খায়। আমিও ত্রাণভাণ্ডারটি কে ঝুলিয়ে রেখে খাবো! তৃতীয়...

[দ্বিতীয় দর্শনার্থী চলে যায়।]

নন্দরাজা ∫∫ মহামাত্য

মহামাত্য ∫∫ রাজন.....

নন্দরাজা ∫∫ ছাতায় কি ফুটো আছে?

মহামাত্য ∫∫ আজ্ঞে?

নন্দরাজা ∫∫ একটুখানি ছায়ার যেন তারতম্য ঘটছে......ঘাড়ের কাছে......

[মহামাত্য ছুটে গিয়ে রাজার মাথার ছাতাটি দেখে]

মহামাত্য ∫∫ রাজন ঠিকই ধরেছেন! অতি ক্ষুদ্র সূচাগ্রের মতো ছিদ্র......

নন্দরাজা ∫∫ তবে? আমার কাছে চালাকি! তাও ছাতার ব্যাপারে......

[ব্যাঘ্রমল্ল ও ভীমভল্ল হাসি গিলল। তৃতীয় দর্শনার্থী ঢুকল।]

তোমার কি চাই? না, না, আমি আর কাউকে কিছু দিতে পারব না! সকাল থেকে ঢের দিয়েছি!

তৃতীয় দর্শনার্থী ∫∫ আমি কিছু চাইতে আসনি মহারাজ......

নন্দরাজা ∫∫ ও, তুমি বুঝি উপঢৌকন দিতে এসেছ? দাও দাও.....

তৃতীয় দর্শনার্থী ∫∫ দেবার মতো আমাদের কি আছে মহারাজ!

নন্দরাজা ∫∫ ও, দেবেও না, নেবেও না... তবে বুঝি শ্রীমুখ দর্শনে এলে? নাও দর্শন কর....

তৃতীয় দর্শনার্থী ∫∫ না, শুধু দর্শন করার মতো অফুরন্ত সময় তো নেই মহারাজ।

নন্দরাজা ∫∫ এও না সেও না....তবে এলে কেন?

তৃতীয় দর্শনার্থী ∫∫ আজ্ঞে একটি কথা বলতে! বৃষল আসছে!

নন্দরাজা ∫∫ বৃষল! কে বৃষল!

তৃতীয় দর্শনার্থী ∫∫ বিদ্রোহী বৃষল! আপনার মুণ্ডপাত করবে!

নন্দরাজা ∫∫ ব্যাঘ্রমল্ল। ভীমভল্ল!

[ব্যাঘ্রমল্ল ও ভীমভল্ল ভীমগর্জনে ছুটে গিয়ে তৃতীয় দর্শনার্থীকে ঘাড় ধরে বার করে নিয়ে যায়। মহিলাস্বভাবের পরিচারকটি

ঢোকে।]

পরিচারক ∫∫ দেবী মূর্ছিত হয়েছেন প্রভু!

নন্দরাজা ∫∫ হয়েছেন! তবে সভা ভঙ্গ! আজকের মত ইতি! যাও, চলে যাও সব।

[ব্যাঘ্রমল্ল ও ভীমভল্ল ঢোকে।]

তোমরাও যেও-হা রে রে রে.....

[সকলে চলে যায়।]

কিন্তু লোকটা কি বলে গেল! বৃষল! তাহলে কটা শত্রু দাঁড়ালো আমার! চন্দ্রকেতু, বৃষল......! বাসাংসি জীর্ণানি না কি বলে.....আমি সেই জীর্ণবাস ছেড়ে এই কন্টকাকীর্ণ মুকুট পরলুম। না, আর না, ঢের হয়েছে! আজ অভিরাম এলেই চলে যাব।

[যশোমতী ঢোকে]

যশোমতী ∫∫ কোথা যাবে প্রাণনাথ.....

নন্দরাজা ∫∫ এই যে শুনলুম তুমি মূর্ছিত!

যশোমতী ∫∫ না হলে কি সভাভঙ্গ হ'ত প্রিয়তম! (নন্দরাজার গলা জড়িয়ে) আমি তোমায় রাজকার্য করতে দেব না গো-

নন্দরাজা ∫∫ আমারো ইচ্ছা নাইগো....কবে আছি কবে নাই...

যশোমতী ∫∫ কেন বারংবার ও কথা বল প্রিয়তম! একবার হারিয়ে ফিরে পেয়েছি....বাহুডোরে বেঁধে রাখব তোমায়!

নন্দরাজা ∫∫ কতক্ষণ রাখবে! জীবন যে আমার ফুটো পাত্রে সিন্নি ঘোঁটার মত!

যশোমতী ∫∫ সিন্নি। সিন্নি কি প্রাণেশ্বর?

নন্দরাজা ∫∫ বামুনেরা যা খায় প্রাণেশ্বরী। পাত্রের মধ্যে চালকলা দিয়ে ঘুঁটে ঘুঁটে। তা পাত্রেই যদি ফুটো থাকে....এদিকে ঘুঁটতে ঘুঁটতে ওদিকে সব বেরিয়ে যায়। আমার জীবনটাও তাই। এদিকে ঘুঁটছি....ওদিকে গলে যাচ্ছে.....

যশোমতী ∫∫ দেব না গো, আর তোমায় গলে যেতে দেব না....ওগো তোমার পায়ে মাথা দিয়ে যেন চির সধবা হয়ে আমি চলে যেতে পারি.....

[চন্দ্রকেতু ঢুকে থমকে দাঁড়ায়।]

চন্দ্রকেতু ∫∫ মরি মরি মরি!

[যশোমতী চমকে সরে যায়।]

যশোমতী ∫∫ লজ্জা করে না তোমার চন্দ্রকেতু, এইভাবে হুটপাট করে ঢুকতে! বিশেষ করে আমি যখন তোমার দাদার কাছে রয়েছি-

চন্দ্রকেতু ∫∫ মহাসতী...মহাসতী রানি যশোমতী...মরি মরি মরি...

যশোমতী ∫∫ চন্দ্রকেতু, ভুলে যেয়ো না....আমি তোমার জ্যেষ্ঠভ্রাতার কনিষ্ঠ ভার্যা! তুমি আমার দেবর!

চন্দ্রকেতু ∫∫ দেবর! যাক্, এতোদিনে মনে পড়ল-

যশোমতী ∫∫ জানো, জানো প্রিয়তম....এই কাপুরুষ লম্পট দুরাচার...তুমি যখন রোগশয্যায় ছিলে, নিত্য রাতে আমার গবাক্ষে উঁকিঝুঁকি দিত। আমি কত বলতুম, অমন করে অবলা নারীর হৃদয় তোলপাড় কোর না ঠাকুরপো!

চন্দ্রকেতু ∫∫ ধন্য নারী, ধন্য তোমার অশ্রুবারি! নিজের পিঠ বাঁচাতে কেমন বোকাসোকা খুকিটি সাজছ! কিন্তু তার আর দরকার হবে না। কারণ অযোধ্যায় সিংহাসনে যে বসে আছে, সে তোমার স্বামী নন্দরাজা নয়!

যশোমতী ∫∫ কি, তুমি মহারাজকেও অস্বীকার করছ!

চন্দ্রকেতু ∫∫ মহারাজ! হাঃ হাঃ হাঃ...(নন্দরাজার কাছে গিয়ে) কেমন আছেন মহারাজ নন্দ (নন্দরাজা ঘাবড়ে ঘাড় নেড়ে জানায়, ভাল) রাতে ভাল নিদ্রা হয়েছে? (নন্দরাজা ঘাড় নাড়ে) যতদূর সম্ভব রানিদের এড়িয়ে চলবে। রমণীরা কিন্তু স্বামীদের ছোটখাটো পরির্তন চট করে ধরে ফেলতে পারে। (নন্দরাজা বেগতিক বুঝে পালাতে যায়- চন্দ্রকেতু খপ করে চেপে ধরে) কে তুই?

নন্দরাজা ∫∫ তোর দাদা!

চন্দ্রকেতু ∫∫ (ঝাঁকুনি দিতে দিতে) দাদা, তুই দাদা!

নন্দরাজা ∫∫ বাল্....দাদা বল্....দাদা....

চন্দ্রকেতু ∫∫ চুপ

নন্দরাজা ∫∫ বল্ না....দাদা বল্। একবার বল্ ভাই....

চন্দ্রকেতু ∫∫ তুই লম্বোদর ভট্ট!

নন্দরাজা ∫∫ পাগলামি করছিস কেতু! আমি তোর দাদা।

চন্দ্রকেতু ∫∫ চুপ! আমার দাদা নন্দ মহানন্দে স্বর্গে বসে হাওয়া গিলছে। তার মৃতদেহে প্রবেশ করেছিনস তুই। লোভী, নিষ্কর্মা পেটুক ব্রাহ্মণ লম্বোদর-

যশোমতী ∫∫ মাগো!

[মহামাত্য ঢোকে।]

চন্দ্রকেতু ∫∫ তুই জাল নন্দ!

মহামাত্য ∫∫ জাল নন্দ!

চন্দ্রকেতু ∫∫ হ্যাঁ হ্যাঁ.....যে গ্রাম্য যুবক প্রতিদিন ওর কাছে আসে....অভিরাম....তাকে অনুসরণ করে আমি সব জেনেছি। ধনরত্নের লোভে নন্দের দেহে ঢুকেছে লম্বোদরের আত্মা। বড় মজা পেয়েছিস, না? রাজ্যপাট, ধনরত্ন, সুন্দরী যশোমতীর প্রেম.....

যশোমতী ∫∫ মাগো! আমার কি হবে গো.....

[যশোমতী চলে যায়।]

চন্দ্রকেতু ∫∫ তুই কি স্বেচ্ছায় যাবি, না তোকে মেরে স্বস্থানে পাঠাব?

নন্দরাজা ∫∫ হা রে রে রে....

[নন্দরাজা ছুটে ভেতরে পালায়।]

চন্দ্রকেতু ∫∫ তবে রে....কোথায় পালাবি! কোথায় পালাবি তুই পিশাচ!

[চন্দ্রকেতু অগ্রসর হয়।]

মহামাত্য ∫∫ থামুন কুমার!

চন্দ্রকেতু ∫∫ আমার কথায় বিশ্বাস হচ্ছে না?

মহামাত্য ∫∫ অবিশ্বাসের কোন কথাই উঠছে না....আমিও ব্যাপারটা জানি!

চন্দ্রকেতু ∫∫ আপনিও জানেন!

মহামাত্য ∫∫ আপনি কি মনে করেন অযোধ্যার মহামাত্য এক কাছাখোলা বিদূষক! চোখ, কান এবং ঘ্রাণশক্তি আমার অত্যন্ত প্রখর কুমার!

চন্দ্রকেতু ∫∫ সব জেনেও এখনো চুপ করে বসে আছেন!

মহামাত্য ∫∫ সেইটেই যে সবদিক থেকে শ্রেয় কুমার চন্দ্রকেতু-

চন্দ্রকেতু ∫∫ শ্রেয়! আমার বংশের মুখে কালি দিচ্ছে একটা পিশাচ! এক্ষুণি মেরে তাড়ান!

মহামাত্য ∫∫ অত্যন্ত নির্বুদ্ধিতার কাজ হবে কুমার। এই জাল নন্দকেই আসল মহারাজ বলে মেনে নিন!

চন্দ্রকেতু ∫∫ আপনার ভীমরতি ধরেছে!

মহামাত্য ∫∫ কুমার! আপনি নিতান্তই অস্থিরমতি! সব দিক বিবেচনা করে আমি এই পরামর্শই দেব কুমার-ওই জাল-নন্দকে বুঝতে দেওয়া চলবে না আমরা তাকে ধরে ফেলেছি!

চন্দ্রকেতু ∫∫ মহামাত্য, একটা পিশাচ হবে দেশের রাজা-

মহামাত্য ∫∫ কতো রাজাই তো পিশাচ হয়, একটা পিশাচ রাজা হলে কি এসে যায়! দেশের বুকে ধিকিধিকি জ্বলছে বিদ্রোহের আগুন! বৃষলের লোকবল বাড়ছে প্রতিদিন। এমতাবস্থায় যদি রটে যায়, রাজা আমাদের জাল রাজা.....ধক্ করে জ্বলবে দাবানল! নন্দবংশের সিংহাসন চলে যাবে বিদ্রোহীদের কবলে। ভেবে দেখুন আপনারা, তার চেয়ে কি উচিত হবে না....ওই পিশাচের পশ্চাতে শক্তি যোগানো! পিশাচের কাঁধে রেখে বিদ্রোহীদের ধ্বংস করা? সিংহাসনের বড় শত্রু কে কুমার? পিশাচ না বৃষল?

চন্দ্রকেতু ∫∫ বৃষল!

মহামাত্য ∫∫ তবে পিশাচটাকে দিয়ে আগে হোক বৃষলের সংহার! তারপর ভূত তাড়াতে কতক্ষণ?

চন্দ্রকেতু ∫∫ আমায় ক্ষমা করবেন মহামাত্য। উত্তেজনায় কত কটু কথা বলেছি....

মহামাত্য ∫∫ আমিও উত্তেজনায় সব শুনতে পাইনি....ভুলে যান! সর্বাগ্রে লম্বোদর ভট্টের মড়াটির সন্ধান করুন।

চন্দ্রকেতু ∫∫ লম্বোদরের মড়া!

মহামাত্য ∫∫ ওটাকে পুড়িয়ে ফেলতে হবে, যাতে বিদ্রোহ দমনের আগে দুষ্ট আত্মা স্বস্থানে প্রস্থান করতে না পারে।

চন্দ্রকেতু ∫∫ কোথায় সেটা!

মহামাত্য ∫∫ এরপর যেদিন কামার আসবে, গোপনে তাকে অনুসরণ করুন। ওই মড়াটাকে হস্তগত করলেই হাতের <!--scan issue--> পেয়ে যাব পিশাচকে! আর হ্যাঁ, সর্বাগ্রে ওকে সন্তুষ্ট করুন। ও ভয় পেয়েছে। ওকে নির্ভয় করুন....যাতে ও আমাদের ফেলে না পালায়!

চন্দ্রকেতু ∫∫ কি ভাবে সন্তুষ্ট করব পিশাচকে!

মহামাত্য ∫∫ তাও কি আমাকে বলে দিতে হবে! আজ পূর্ণিমানিশি! ছোট রানিকে সঙ্গে দিয়ে ওকে কেয়াকুঞ্জে অভিসারে পাঠিয়ে দিন!

[যশোমতী ঢোকে।]

যশোমতী ∫∫ না, কক্ষনো না! কী বলছেন আপনি!

মহামাত্য ∫∫ এছাড়া উপায় নাই রানিমাতা!

যশোমতী ∫∫ না, না-একটা পিশাচ.....

মহামাত্য ∫∫ মেনে নিন! রাজত্ব রক্ষা করতে গেলে পিশাচের সঙ্গেও গাঁটছাড়া বাঁধতে হয়!

যশোমতী ∫∫ আমার বমি আসছে। চন্দ্রকেতু, প্রিয়তম.....

চন্দ্রকেতু ∫∫ ওই জাল নন্দকেই প্রেম নিবেদন করো যশোমতী।

যশোমতী ∫∫ চন্দ্রকেতু!.....আমি গলায় দড়ি দিয়ে মরব!

[যশোমতী চলে যায়।]

মহামাত্য ∫∫ কুমার, এরপর সব দায়িত্ব আপনার। ওঁকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজি করান। আপনি ওঁকে জ্যেষ্ঠভ্রাতা বলে মনে নিন। আলিঙ্গন করুন।

[মহামাত্য ও চন্দ্রকেতু চলে যায়, কুব্জা ঢোকে। সম্পূর্ণ অপ্রকৃতিস্থ।]

কুব্জা ∫∫ গাঁটছড়া! গাঁটছড়া!....রাজত্বের এমনই মহিমে গো, এমনই মহিমে! সেই পিশাচের সঙ্গেই যদি ঘর বাঁধবি তোরা, কুঁজির মেয়েগু লোকে এমন করে মারলি কেন? কেন তার বুকখানা খালি করে দিলি! কর্, কত রাজত্ব করবি কর্! মনে রাখিস্, যে কুঁজি রাজাকে একবার মারতে পেরেছে, সে দশবার মারতে পারে! (মেঝেতে লাথি মারতে মারতে) রাজবাড়ি চুরমার করে দিতে পারে, চুরমার! চুরমার!

[অভিরাম ঢুকছে। কুব্জা তার দিকে তাকাতে-অভিরাম ভয়ে জড়সড়।]

অভিরাম ∫∫ মহারাজ.......আমি মহারাজের কাছে যাব.....

কুব্জা ∫∫ (হঠাৎ হেসে উঠে) পাবি না.....আর পাবি না....গাঁট ছড়া বাঁধা হয়ে গেছে! পালা! পালা!

[কুব্জার তাড়া খেয়ে অভিরাম সিংহাসনের আড়ালে লুকোয়। আনন্দে ফুলতে ফুলতে নন্দরাজা ঢোকে।]

নন্দরাজা ∫∫ দাদা....দাদা বলেছে চন্দ্রকেতু! জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলে আমাকে প্রণাম করেছে। আমাকে আলিঙ্গন করেছে! ধূম্রকেশর....ধূম্রকেশর! ধূম্রকেশর আমায় দেখে হর্ষধ্বনি করেছে। ধূম্রকেশর আমাকে মেনে নিয়েছে। ভয় নেই.....আর ভয় নেই! এই রাজ্যপাট, সিংহাসন এখন আমার.....সত্যি আমার....সব আমার....

[কুব্জা হাসে]

কুব্জা ∫∫ সবাই মেনে নিলেও, কুঁজি মানবে না....কুঁজি নকল রাজা মানবে না....

[কুব্জা চলে যায়।]

নন্দরাজা ∫∫ দূর হ কুঁজি! আর আমি নকল রাজা নই! এখন আমি মহারাজ নন্দ!

অভিরাম ∫∫ ঠাকুরবাবা!

[অভিরাম বেরিয়ে আসে।]

নন্দরাজা ∫∫ তুই! এখানে কি চাই?

অভিরাম ∫∫ তোমারে নিতে এলাম!

নন্দরাজা ∫∫ তোকে এখানে ঢুকতে দিল কে?

অভিরাম ∫∫ কেউ কি দেয়? যুদ্ধ করে ঢুকলাম! এক ব্যাটা প্রহরীর মুখ বেঁধে থামের গায়ে লটকে রেখে এসেছি.....

নন্দরাজা ∫∫ তোর তো সাহস কম নয়! নিজের লোক বলে অনেক সয়েছি। কিন্তু আজ তুই আমার প্রহরীকে-

অভিরাম ∫∫ (হেসে) প্রহরী তোমার!

নন্দরাজা ∫∫ না, তোর বাপের!

অভিরাম ∫∫ আমার বাপের হলে তো তোমারই হত! (হেসে) যাকগে কদিন ধরে তো রোজ ঘোরাচ্ছ! আজ না কাল....আজ না কাল....তোমার পুঁটলি আর বাঁধা হয় না!

নন্দরাজা ∫∫ মনে থাকে না!

অভিরাম ∫∫ আজও বাঁধোনি! আরে আমি আগানে বাগানে লুকিয়ে বেড়িচ্ছি, সেদিকে খেয়াল নেই! রোজই মনে থাকে না! বলি, দেশে যাবো কবে?

নন্দরাজা ∫∫ তুই চলে যা.....আমার যেতে দেরি হবে।

অভিরাম ∫∫ কী হয়েছে!

নন্দরাজা ∫∫ এই পাদুকা জোড়া নিয়ে যা...হীরামুক্তা মাণিক্য খচিত...তোর সাতপুরুষ চলে যাবে...

অভিরাম ∫∫ তুমি কবে যাবে?

নন্দরাজা ∫∫ বলতে পারছি না।

অভিরাম ∫∫ কদ্দিন তোমার মড়া চৌকি দেব?

নন্দরাজা ∫∫ কে বলেছে, চৌকি দিতে! যা-ওটার মুখাগ্নি করে দিগে যা....

অভিরাম ∫∫ মুখে আগুন জ্বেলে দেব!

নন্দরাজা ∫∫ আচ্ছা ঠিক আছে, সে দায়িত্বও তোকে দিচ্ছি না। তুই ওটার ঠ্যাঙে দড়ি বেঁধে সরযূতে ভাসিয়ে দিগে যা-

অভিরাম ∫∫ তারপর?

নন্দরাজা ∫∫ তারপর আবার কি? লম্বোদর ভেসে চলে গেল!

অভিরাম ∫∫ (বিস্ফোরিত গলায়) তুমি তাহলে আর কোনদিনও ফিরবে না ঠাকুরবাবা!

নন্দরাজা ∫∫ আর ফেরা যায়? তুই বল, এরপরে আর কুঁড়েঘরে ঢোকা যায়....না ঐ আধমরা বামুন লম্বোদর ভট্ট হয়ে আর বাঁচা যায়? তুই পাগল না গোদাবরী!

অভিরাম ∫∫ তোমার মনে এই ছিল ঠাকুরবাবা!

নন্দরাজা ∫∫ ঠাকুরবাবা ঠাকুরবাবা করিস কেন রে! মহারাজ বলতে পারিস না!

অভিরাম ∫∫ মহারাজ! তোমারে যত দেখি, তল পাইনে গো...

নন্দরাজা ∫∫ আচ্ছা তুই আমার মড়া আমার কাছে দিয়ে যা....

অভিরাম ∫∫ পাবে না!

নন্দরাজা ∫∫ কেনকেন! আমার মৃতদেহ আমি সৎকার করব, এতে তোর আপত্তির কি আছে!

অভিরাম ∫∫ পাবে না!

নন্দরাজা ∫∫ কোথায় রেখেছিস আমার মড়া, চল আমায় দেখিয়ে দিবি.....

অভিরাম ∫∫ তুমি বড় চালাক, না? ওই মড়াটাকে নিশ্চিহ্ন করতে পারলে, তোমার ফেরার জায়গাটা লুপ্ত হয়ে যায় যে! আর কোনদিন ফিরতে হয় না! তাই না? পাবে না!

নন্দরাজা ∫∫ অভিরাম!

অভিরাম ∫∫ মড়া শনির বরে অক্ষয়! মহারাজ, লম্বোদর ভট্টের ধম্মোপুত্তুর ঐ মড়া পাহারা দিয়ে রাখবে, যেদিন তুমি এখানে মরবে, সেদিন আবার তোমাকে ফিরতে হবে....

নন্দরাজা ∫∫ শয়তান! তোর এত স্পর্ধা!জানিস রাজদ্রোহের শাস্তি!

অভিরাম ∫∫ জানি জানি মহারাজ, কাঙালের জীবন... কাঙালের মাকে আর তোমার ভালো লাগে না! ... ফিরিয়ে তোমাকে আমি নিয়ে যাবোই! নইলে যে লোকে বলবে, অভিরাম তার ধম্মোবাপেরে কাঁধে বয়ে মৃত্যুর দরজায় পৌছে দিয়ে গেল! অভিরাম পিতৃহত্যে করে গেল....

[অভিরাম দ্রুতপায়ে বেরিয়ে গেল।]

নন্দরাজা ∫∫ ধর...ধর.... ওকে ধর...(থেমে) মড়া! মড়াটা আমার চাই! (বিশাল গলায়) ভীমভল্ল.... ব্যাঘ্রমল্ল...

[নন্দরাজার ভীষণ কণ্ঠ স্বর ধ্বনিত হচ্ছে। কাঁপছে অযোধ্যার রাজপুরী। মুহূর্তের জন্যে আলো নেভে। অন্ধকারে ঢ্যাঁড়ার শব্দ ও ঘোষণা...]

ঘোষক ∫∫ ধড় চাই.... লম্বোদর ভট্টের ধড়!

[অন্ধকারে একপাল ঘোড়া-ছোটার শব্দ। আলো জ্বলে। নন্দরাজা উন্মত্ত পায়ে বিচরণ করছে। হাঁপাতে হাঁপাতে ভীমভল্ল ঢোকে।]

নন্দরাজা ∫∫ কী সংবাদ? মড়া কই... আমার মড়া-

ভীমভল্ল ∫∫ পাইনি মহারাজ...

নন্দরাজা ∫∫ অপদার্থ! দিনের পর দিন যাচ্ছে.... একটা মড়া বন্দী করতে পারলি না... একটা মড়া....

ভীমভল্ল ∫∫ মড়া কাঁধে নিয়ে কামার ছুটছে! বন জঙ্গল নদী ডিঙিয়ে কামার ছুটছে.....

নন্দরাজা ∫∫ ধর... ওকে ধর....

ভীমভল্ল ∫∫ পারা যাচ্ছে না....দুরন্ত বেগে ছুটছে কামার... সাপের মত আঁকাবাঁকা। আমাদের ঘোড়া দিশেহারা হয়ে পড়ছে....

নন্দরাজা ∫∫ পুরস্কার....বিরাট পুরস্কার....ঘোষণা কর আমার অযোধ্যা রাজ্যে যে আনতে পারবে লম্বোদরের মৃতদেহ....

[ভীমভল্ল চলে যায়। সঙ্গে সঙ্গে নেপথ্যে ঘোষণা শোনা গেল-]

ঘোষক ∫∫ (নেপথ্যে) পঞ্চ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা... পঞ্চ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা...

[ঝাঁক ঝাঁক অশ্বক্ষুর দাপিয়ে চলেছে! নন্দরাজা প্রবল উত্তেজনায় ঘুরপাক খাচ্ছে। খোঁড়াতে খোঁড়াতে সেনাপতি ভদ্রশাল ঢুকল।]

নন্দরাজা ∫∫ কই, ধড় কই?

সেনাপতি ∫∫ (অমায়িক বদনে) আজ্ঞে কার ধড়?

নন্দরাজা ∫∫ তোমার শ্বশুরের!

সেনাপতি ∫∫ আজ্ঞে আমি অকৃতদার!

নন্দরাজা ∫∫ চোপ! দেশসুদ্ধ লোকের চোখ ফাঁকি দিয়ে একটা লোক একটা ধড় নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে....সেনাপতি হয়েছ ঘোড়ার ল্যাজ আঁচড়াতে!

সেনাপতি ∫∫ ল্যাজামাথা আমি তো কিছুই বুঝ তে পারছি না....

নন্দরাজা ∫∫ পারবে, অন্ধকূপে নিক্ষেপ করলে সবই বুঝ তে পারবে....

সেনাপতি ∫∫ আমি এখানে ছিলুম না, এইমাত্র দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধ থেকে ফি রছি!

নন্দরাজা ∫∫ (খেয়াল হয়) ও দাক্ষিণাত্য! হ্যাঁ হ্যাঁ, দাক্ষিণাত্যের রত্ন! কই কই, আমার রত্ন কই? মন্দিরগাত্রের রত্ন....

সেনাপতি ∫∫ (খোঁড়াতে খোঁড়াতে কয়েক পা সরে গিয়ে) আমাকে দেখেও কিছু বুঝ তে পারছেন না মহারাজ....

নন্দরাজা ∫∫ পা ভেঙে ফি রেছ?

সেনাপতি ∫∫ আমি তো তবু ফি রেছি, বাহিনীর আর একজনও ফে রেনি!

নন্দরাজা ∫∫ মর্কট! অতোবড় বাহিনী আমার ধ্বংস করে এলি!

সেনাপতি ∫∫ আমি কোথায় ধ্বংস করলুম, যা করার করলেন তো আপনার দাক্ষিণাত্যের বেয়াইমশাই! গোটা বাহিনীর মাথা কামিয়ে মন্দিরের পাণ্ডা সাজিয়ে রেখে দিয়েছেন!

নন্দরাজা ∫∫ দূর! দূর হয়ে যা! যা, মড়া বন্দী করে আন....

সেনাপতি ∫∫ যা অবস্থা মড়া ছাড়া জ্যান্ত মানুষ বন্দী করতে পারব না। কিন্তু কার মড়া সেটা বলুন....

নন্দরাজা ∫∫ আমার মড়া (সামলে) যার পাস তার নিয়ে আয়! মড়া চাই আমার, মড়া....

[সেনাপতি এক বিরাট হাঁক পেড়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে বেরিয়ে গেল।]

রত্ন... আমার দাক্ষিণাত্যের রত্ন.... ওহোহোহো, দাক্ষিণাত্যে ভরাডু বি...

[ব্যাঘ্রমল্ল ঢোকে।]

ব্যাঘ্রমল্ল ∫∫ মহারাজ....

নন্দরাজা ∫∫ কই, কামার কই?

ব্যাঘ্রমল্ল ∫∫ মগধ নগরীর পথ ধরেছে!

নন্দরাজা ∫∫ আগুন জ্বালাও! নিজেরা ধরতে না পারো আগুন জ্বালাও! আগুন তাকে ধরে নেবে!

ব্যাঘ্রমল্ল ∫∫ আগুন জ্বলছে! গ্রামের পর গ্রাম পুড়ছে... পুড়ছে শস্যক্ষেত্র! সন্দেহজনক ঘরবাড়ি দেখলেই আগুন জ্বালাচ্ছেন চন্দ্রকেতু...

নন্দরাজা ∫∫ (চমকে) চন্দ্রকেতু!

ব্যাঘ্রমল্ল ∫∫ চন্দ্রকেতুও কামারের পিছনে ছুটছেন!

নন্দরাজা ∫∫ কেন চন্দ্রকেতু কেন ছোটে! তাকে তো আমি নির্দেশ দিইনি....

ব্যাঘ্রমল্ল ∫∫ আজ্ঞে চন্দ্রকেতুর অভিসন্ধি অন্য রকম। মড়াটাকে হস্তগত করে তিনি আপনাকে বশীভূত করে রাখতে চান!

নন্দরাজা ∫∫ বশীভূত... আমাকে কে বশ মানায়! আমি রাজা, মহারাজা! এই দ্যাখ আমার শিরস্ত্রাণ! মাপে মাপে লেগে গেছে! পড়ে না... হাঃ হাঃ হাঃ.... আমি ঘুরছি ফিরছি.... পাগড়ি নড়ে না! হাঃ হাঃ হাঃ (থেমে) ব্যাঘ্রমল্ল!

ব্যাঘ্রমল্ল ∫∫ বলুন....

নন্দরাজা ∫∫ ধূম্রকেশর! ধ্রমূকেশরকে সাজাও! আমি যাবো আমার মৃতদেহের সন্ধানে...

ব্যাঘ্রমল্ল ∫∫ ধূম্রকেশর জাল প্রভুকে পিঠে রাখবে না!

নন্দরাজা ∫∫ (ব্যাঘ্রমল্লকে পদাঘাত করে) মুর্খ, আমি আর জাল নই! আমিই মহারাজ নন্দ! হাঃ হাঃ হাঃ! ধূম্রকেশর্‌ ধূম্রকেশর!

[নন্দরাজা মাথা ঝাঁকতা ঝাঁকতে অশ্বশালার দিকে ছুটল। আলো নেভে।]

দ্বিতীয় অঙ্ক-চতুর্থ দৃশ্য

[রাজপ্রাসাদ। আলোকবৃত্তে শনির মুখ।]

শনি ∫∫ পাপিষ্ঠ বজ্জাত

নন্দ মোর ভেঙে ছিল একটি দাঁত!

আর এই নব নন্দ বদের ধাড়ি....

শূন্য করি দিলা মোর সম্পূর্ণ মাড়ি!

(থেমে) প্লাবিতা গোদাবরী

ডাকিয়া আনিল মহামারী...

গ্রাম নগরী যায় ছারখার

দিবসে গৃধিনী নাচে উল্লাসে অপার!

অরে রে লম্বোদর....

তাড়াইয়া ফিরিস তুই আপনার ধড়!

(থেমে) একবেলার জন্যে গেলি...

গেলি তো রয়ে গেলি!

পাগড়ির এমন মাহাত্ম্য!

জানিলাম সত্য....

দেবতা যদ্যপি পারে বদলাতে রাজা....

পারে না বদলাতে শাসন, এমনি এ মজা!

(থেমে) বৃষল! বিদ্রোহী বৃষল!

ভাঙো রাজদণ্ড কুশাসন লোভ....

হতাশা বঞ্চনা ঘুচাও শোকতাপ ক্ষোভ!

আমি ব্যর্থকাম....

ত্যাজিয়া দেবতার মান তোমায় ধরিলাম!

বৃষল! বৃষল! দারিদ্রের সন্তান তুমি...

শত্রু দারিদ্রের...

ধ্বংস করো অযোধ্যাপুরী

ধ্বংস করো এই হতশ্রী দরিদ্র রাজপুরী....

বৃষল... বৃষল....

[নেপথ্যে রাজবাড়ির পাগলা-ঘন্টি বেজে ওঠে, শনির মুখের আলোকবৃত্তটি অগ্নিবলয়ের রূপ ধারণ করে।]

ধ্বংস করো! ধ্বংস করো! হাঃ হাঃ হাঃ....

[শনির অন্তর্ধান! মঞ্চের আলো ছড়িয়ে পড়ে। রাজপ্রাসাদের কোন অংশে আগুন লেগেছে। নেপথ্যে রাজপুরবাসীদের কোলাহল। ভীত সন্ত্রস্ত দাসদাসী পরিচারকেরা আর্ত চিৎকারে ছুটোছুটি করছে। প্রথম পুরবাসী ঢোকে।]

প্রথম পুরবাসী ∫∫ আগুন! আগুন! বিদ্রোহীরা রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করেছে! আগুন জ্বেলেছে- পালাও... পালাও....

[দ্বিতীয় পুরবাসী ঢুকল।]

দ্বিতীয় পুরবাসী ∫∫ লুন্ঠন! লুন্ঠন হয়ে গেল নন্দরাজার ধনদৌলত! উফ! কতো পুরুষের ঐশ্বর্য! গেল... সব গেল!

[তৃতীয় পুরবাসী ঢোকে।]

তৃতীয় পুরবাসী ∫∫ বৃষল! বৃষল আসছে! বৃষল-

[মহামত্য চিৎকার করতে করতে ঢুকল।]

মহামাত্য ∫∫ রণং দেহি... রণং দেহি... কোথায় পালাচ্ছ সব... রণং দেহি...

তৃতীয় পুরবাসী ∫∫ দিচ্ছি, দিচ্ছি-যারা পালিয়ে গেছে, তাদের ধরে আনতে যাচ্ছি....(অন্যদের) পালাও....

[পুরবাসীরা ছুটে চলে যায়।]

মহামাত্য ∫∫ রণং দেহি... রণং দেহি...

[খোঁড়াতে খোঁড়াতে সেনাপতি ভদ্রশাল ঢোকে।]

সেনাপতি ∫∫ ষাঁড়ের মতো চেঁচাবেন না....

মহামাত্য ∫∫ সেনাপতি ভদ্রশাল! রণং দেহি....

সেনাপতি ∫∫ একদম গলা তুলবেন না! চুপচাপ খিড়কির পথ ধরুন....

মহামাত্য ∫∫ কী বলছ তুমি ভদ্রশাল! খিড়কির পথ ধরবে তো অস্ত্র ধরবে কে?

সেনাপতি ∫∫ খোঁড়া পায়ে অস্ত্র ধরা সম্ভব নয় মশাই! আমার সঙ্গে আসবেন, না গোঁজিয়ে সময় নষ্ট করবেন!

মহামাত্য ∫∫ কাপুরুষ! ইঁদুরের মতো ডুবন্ত জাহাজ পরিত্যাগ করছ! যাও, যাও সবাই....আমি আছি নন্দবংশের রক্ষক! রে রে রে বিদ্রোহী, আত্মসমপর্ণ কর....

সেনাপতি ∫∫ দূর মশাই, ওরা আত্মসমর্পণ করবে কি! ওরা তো জিতছে....

মহামাত্য ∫∫ যে জেতে তাকেই তো আত্মসমর্পণের প্রস্তাব দিতে হয়! হারলে তো বন্দী করতুম! আত্মসমর্পণ কর্, আত্মসমর্পণ কর্....

সেনাপতি ∫∫ আসুন তো....

[সেনাপতি বকের মতো লাফিয়ে গিয়ে মহামাত্যের কাঁধে ভর দেয়।]

মহামাত্য ∫∫ একী! একী করছ ভদ্রশাল!

সেনাপতি ∫∫ এক পায়ে পালাব কি করে মশাই? আপনার পা এখন আমার পা! চলুন....

মহামাত্য ∫∫ ছাড়ো.... আমাকে ছাড়ো....আমি পালাবো না....রাজন....রাজন....

[সেনাপতি কিছুতে ছাড়ল না। মহামাত্যের কাঁধে ভর দিয়ে বকের মতো বেরিয়ে গেল। আগুনের তেজ আরো বেড়েছে। চতুর্ধার রক্তাপ্লুত। কোলাহল চরমে উঠল। রাশি রাশি সোনালি চুলের গুচ্ছ নাচাতে নাচাতে নন্দরাজা দাপাতে দাপাতে ঢুকল।]

নন্দরাজা ∫∫ ঐশ্বর্য! আমার ঐশ্চর্য চলে যায়! আমার হীরামুক্তা মণি! নীলকান্ত মণি....পদ্মরাগ মণি....বৈদূর্য মণি জ্বলছে! ধূম্রকেশর! ধূম্রকেশর! ওরে কে আছিস, আমার ধূম্রকেশরকে সাজিয়ে দে! ও আমার ভাগ্যবান বাহন....চিরদিন ওর কপালে জয়তিলক!....আয় তো রে ধূম্রকেশর, দেখি পারি কি না ঐশ্বর্য বাঁচাতে....

[এগিয়ে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়]

ওকি! ওকি! আগুন ঘিরে ধরেছে! আমার ধূম্রকেশরকে আগুন গিলতে আসছে! ....বাঁচা....ওরে কে আছিস তোরা....ধূম্রকেশরকে বাঁচা....আয় আয় ধূম্রকেশর, বেরিয়ে আয়রে! দে লাফ! আয় আয়....(সহসা ডুকরে ওঠে) আহাহা, পারবে না....ধূম্রকেশর আর পারবে না....কোনোদিন পারবে না....ধূম্রকেশর জ্বলছে! (নন্দরাজা উন্মাদের মত চিৎকার করে) কে বাঁচাবে....আর কে বাঁচাবে আমায়....ব্যাঘ্রমল্ল....ভীমভল্ল....সব কি চলে গেছে! একা....আমি একা....চারদিকে আগুন....আমি....আমি একা রাজা নন্দ....শত্রুর মুখে একা!....তবে কি ওরা এই দিনটার জন্যে আমাকে মেনে নিয়েছিল....জাল নন্দ জেনেও মেনে নিয়েছিল শুধু এই আজকের জন্যে!....আমি কি ওদের ঠকালাম....না ওরা আমাকে? (মাথার পাগড়িটা খুলে নিয়ে উঁচুতে কোথাও লাফিয়ে উঠে) আমি জাল রাজা....আমাকে ছেড়ে দে তোরা....আমি নকল রাজা....ওরে অভিরাম....কোথায় তুই....কোথায় তুই....আমায় নিয়ে যা....অভিরাম, বাপ

আমার, আমি আটকে গেছি রে....

[সহসা এক বিকট হাসি শুনে নন্দরাজা ঘুরে দেখে এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে কুব্জা, ডাকিনির মত খলখল করে হাসছে।]

কুব্জা ∫∫ চাকা যে উল্টো দিকে ঘুরল রাজা!

নন্দরাজা ∫∫ কুব্জা! কুব্জা! তুই এখনো আছিস!

কুব্জা ∫∫ আমি আর কোথায় যাবো! ডাকিনিরা তো কোথাও ঠাঁই পায় না....রাজবাড়ির আনাচ-কানাচ ছাড়া....

নন্দরাজা ∫∫ কুব্জা! একবার আমাকে প্রাসাদের বাইরে পৌঁছে দিবি....আমি যে গুপ্তপথ চিনি না!

কুব্জা ∫∫ সে কি গো, ঢুকতেই জানো, বেরুতে জানো না....

নন্দরাজা ∫∫ ওরে বাঁচা....আমায় বাঁচা....

কুব্জা ∫∫ তোমার কেন মরতে ভয় গো! এধারে মরলে....ওধারে বাঁচবে....

নন্দরাজা ∫∫ ওরে না....ওরে না....তার কোনো ঠিক নেই! যদি ওদিকে আমার মড়াটা ইতিমধ্যে নষ্ট হয়ে গিয়ে থাকে! যদি অভিরাম সৈন্যদের হাতে ধরা পড়ে গিয়ে থাকে....যদি চন্দ্রকেতুর হাতে মড়াটা পড়ে গিয়ে থাকে....

কুব্জা ∫∫ (হেসে) ওহোহো, তাও তো বটে! তবে তো এধারে মরলে একেবারেই মরবে!

নন্দরাজা ∫∫ হাসিস না রে কুঁজি....হাসিস না! আমি যে আমারই দেহের পিছনে আমার সৈন্য লেলিয়ে দিয়েছি!

কুব্জা ∫∫ নিজের পায়ের তলার মাটি, নিজে কেড়ে নিয়েছ....

নন্দরাজা ∫∫ রত্ন দেব, মুক্তা দেব, এই অলংকার সব দেব তোকে....দরজাটা দেখিয়ে দে....

কুব্জা ∫∫ দরজা তো খোলাই আছে....

নন্দরাজা ∫∫ কই? কই?

কুব্জা ∫∫ এই যে....(কাপড়ের নিচ থেকে ছুরি বার করে) যমের দরজা!

নন্দরাজা ∫∫ না-না-

[কুব্জা হাসতে হাসতে এগোয়। নন্দরাজা হাঁকপাঁক পালাবার চেষ্টা করছে।]

মারিস না....মারিস না....মারিস না মা-

কুব্জা ∫∫ মা?

নন্দরাজা ∫∫ মা! মা! আমি এ বাড়িতে ঢুকে প্রথম তোর মুখ দেখি! তুই আমার মা....

কুব্জা ∫∫ কেন ঢুকেছিলি....কেন ঢুকেছিলি পিশাচ....তুই না ঢুকলে মরা রাজা বাঁচত না....আমার সন্তানরাও চন্দ্রকেতুর হাতে মরত না....কেন এলি! কেন এলি রে তুই!

নন্দরাজা ∫∫ মা....মা....

কুব্জা ∫∫ (বিকট স্বরে হেসে) মা! জন্মেছিলি মায়ের মুখ দেখে....মরবিও মায়ের মুখ দেখতে দেখতে....

[কুব্জা ছুরি তুলে নন্দরাজার দিকে ছোটে। নন্দরাজা পালাবার জন্যে ছুট ছে। আগু নের হল্কা এসে তার মুখে পড়ে।]

নন্দরাজা ∫∫ অভিরাম....বাপ আমার....আমার দেহট া ধরে রাখিস....ধরে রাখিস....

[আলো নেভে।]

দ্বিতীয় অঙ্ক-পঞ্চ ম দৃশ্য

[অভিরামদের গ্রামের সেই গাছতলা। রাত্রিবেলা। আপাদমস্তক ঢ াকা লম্বোদর ভট্টের মৃতদেহ নিয়ে বসে আছে অভিরাম। শূন্য প্রান্তরে শিয়াল কুকুর ড াকছে।]

অভিরাম ∫∫ (মৃতদেহকে) না, আর না....আর তোমারে বইতে পারব না! অনেক করেছি তোমার জন্যে....বনে জঙ্গলে জন্তুর মতো তাড়া খেয়ে দৌড়েছি....মরতে মরতেও তোমারে বয়েছি.... বইতে বইতে শিরদাঁড়া বেঁকে গেছে! সর্বস্বান্ত হয়েছি! ঘেন্না....ঘেন্না ছাড়া তোমার পরে আজ আমার কোন ট ান নেই ঠ াকুর! ঘেন্না! এই মড়াট ারে আমার ঘেন্না! এ আমাদের কেউ না! ধনদৌলত রাজ্য পেয়ে আমাদের ভুলে গেছে! দেখ গাঁ জ্বালাচ্ছে....ঘরবাড়ি পোড়াচ্ছে! মুখ্যু আমি বেদম মুখ্যু তাই বয়ে বেড়ালাম....তোমারে ফি রিয়ে আনার জন্যে বয়ে বেড়ালাম? থু! থু! থাকো....থাকো পড়ে এখানে....খাক্-শিয়াল কুকুরে ছিঁড়ে খাক্! নাঃ, আমার একটু ও কষ্ট হবে না! মোটে না....(অভিরাম একমুখে হনহন করে হেঁটে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়) মা! মা কি বেঁচে আছে এখনো? যদি থাকে তবে তো ছুটে আসবে! বলবে অভিরাম, কী আনলি অযোধ্যাপুরী থেকে! কী করে বলব তারে....মাগে, বাবার আত্মাট ারে ফে লে রেখে....বাসি মড়া এনেছি তোর জন্যে! (অভিরামের চোখে জল দেখা দেয়) ওমা আমার ধম্মোবাপের প্রাণপাখি আজ পাগড়ি মাথায় দিয়ে বাজপাখি হয়ে গেছেরে! ভুলে গেছে....সে তোরে ভুলে গেছে-ছেলেমেয়ে সব ভুলেছে-নিজেরেও ভুলে গেছে। শত্তুর! সে আমাদের শত্তুর!....কাঁদিসনে মা, ঘেন্না কর্-বুক ভরে ঘেন্না কর্ মা! শাপ দে, অভিশাপ দে-মরুক্, নন্দরাজা চি রতরে মরুক....

[অভিরামের সামনে এসে দাঁড়ায় মুরলীধর।]

মুরলীধর ∫∫ এইবার? উঁ উঁ উঁ, এইবার কি হবে....?

অভিরাম। মুরলীধর!

মুরলীধর ∫∫ রাতারাতি কোথায় সট কে পড়া হয়েছিল, উঁ উঁ? রাজকর ফ াকি দিয়ে পার পাবি ভেবেছিল উঁ?

অভিরাম ∫∫ আমি কারো কর ধারি না....কারো ধার ধারি না!

মুরলীধর ∫∫ ওরে ব্যাট া কামার, তোমার বিদ্রোহ হচ্ছে, হুঁ-উঁ!

অভিরাম ∫∫ বিদ্রোহ করলে তোর ঠাঁয় করতে যাবো কেনরে মুরলীধর-করব তোর বাপ, ঐ নন্দরাজার বিরুদ্ধে! তুই তো চু নোপুঁটি রে মুরলীধর....

মুরলীধর ∫∫ বটে রে কামারের পো...

[মুরলীধর ধাক্কা দিয়ে অভিরামকে মাটি তে ফে লে দেয়।]

রাজার বিরুদ্ধে কথা!

[মুরলীধর বেত তোলে।]

অভিরাম ∫∫ (ভয়ানক গলায়) মুরলীধর!

মুরলীধর ∫∫ ব্যাটা তুই যেদিন গাঁ ছেড়ে পালালি, সেইদিনই রাজদ্রোহের সূচনা! তোর সঙ্গে ওদের যোগ আছে...

[অভিরামের গায়ে মুরলীধরের বেত সপ সপ করে পড়ে।]

অভিরাম ∫∫ খুব যে হাত চলে দেখি তো নন্দরাজার পো! (মুরলীধরের বেত কেড়ে নিয়ে গলা চেপে ধরে) জানিস নে, স্যাকরার ঠুকঠাক কামারের এক ঘা!

মুরলীধর ∫∫ (সরু গলায়) বিদ্রোহী! বিদ্রোহী!

অভিরাম ∫∫ হ্যাঁ, আমি বিদ্রোহী! আরো শুনবি, মুগুর মেরে তোর রাজার মুণ্ডুখানা ভাজা ভাজা করে দেব! আরো শুনবি, এই দেশ আমার...আরো শুনবি...

মুরলীধর ∫∫ গেলুম...মরে গেলুম....

অবিরাম ∫∫ না...তোরে মারব না! তোরে আমি কর দেব! নিবি? আয়...মস্ত কর...আয় নিয়ে যা... (মুরলীধরের হাত ধরে টেনে নিয়ে যায় মৃতদেহের কাছে) তোল্...তোল্...ঢাকাটা তোল্!

[মুরলীধর মৃতদেহের গা থেকে কাপড় তোলে।]

কী?

মুরলীধর ∫∫ মড়া!

অভিরাম ∫∫ কার!

মুরলীধর ∫∫ (আবার ঢাকা তুলে দেখে) লম্বোদর!

অভিরাম ∫∫ যা, চন্দ্রকেতুর সৈন্যদের কাছে বেচে দিগে যা! অনেক দাম পাবি!তোর চৌদ্দো পুরুষ চলে যাবে!

মুরলীধর ∫∫ (চোখ চকচক করছে) পঞ্চ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা...পঞ্চ সহস্র...

অভিরাম ∫∫ ঠ্যাং ধরে টেনে নিয়ে যাবি, সোজা নিয়ে যাবি, দাঁড়াবি না, পিছু ফিরে চাইবি না...শালা টান, এই তোর শাস্তি...জীবনভর নন্দরাজার কর আদায়ের শাস্তি...

[অভিরাম দ্রুত পায়ে বরিয়ে গেল।]

মুরলীধর ∫∫ (শিয়ালের মতো মড়াটাকে দেখতে দেখতে) না, পচেনি! (নাক টেনে) উঁ উঁ উঁ...না, গন্ধও নেই! একেবারে টাটকা মড়া...টাটকা পুরস্কার পঞ্চ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা!

[মুরলীধর ঝপ করে লম্বোদরের পা ধরে পিছু ফিরে গুণ টানার মতো টানতে থাকে]

ওরে বাবারে, এ যে পেল্লায় ভারী! বাবা লম্বোদর, উদর পূর্ণ করেই মরেছ বাবা উপোসে মরলে কষ্ট একটু কম হত বাবা...(টানতে টানতে) ওরে বাবা, একতিল নড়ে না যে! শালার মড়ার যখন এতো ওজন...পুরস্কার না জানি কতো ওজনদার হবে। (দম বন্ধকরে

টানছে) উঁ উঁ উঁ...উঁ উঁ উঁ...

[পরিস্কার দেখা গেল লম্বোদরের আর একখানা পা শূন্যে লাফিয়ে উঠে চড়াৎ করে পড়ল মুরলীধরের পশ্চাতে।]

(না ফিরে) যাচ্ছি যাচ্ছি...নিয়ে যাচ্ছি...উঁ উঁ উঁ...চল চল...মড়া চল...

[মুরলীধরের পিঠে আবার মৃতদেহের লাথি পড়ল।]

দাঁড়া! টানছি রে বাবা!

[মুরলীধর যে পা ধরে টানছিল তিড়িং করে সেটা সরে গেল। মুরলীধর ঘুরে দেখে লম্বোদরের মৃতদেহ উঠে বসেছে।]

(চোখ কপালে ওঠে) কে রে!

[লম্বোদরের দেহ এখনো আখনো আপাদমস্তক চাদরে ঢাকা। ভূতের মতোই লাগছে।]

লম্বোদর ∫∫ ব্যাঘ্রমল্ল! ভীমভল্ল!

মুরলীধর ∫∫ ওরে বাবাগো...

[মুরলীধর মাটিতে পড়ে হামাগুড়ি দিচ্ছে।]

লম্বোদর ∫∫ (লাফিয়ে উঠে) ধূম্রকেশর! ধূম্রকেশর! ধর ধর ধর...শয়তানীরে ধর...

মুরলীধর ∫∫ (পরিত্রাহি চিৎকার করে) আমি কিছু জানি না...আমি কিছু জানি না...

লম্বোদর ∫∫ কোথায় পালাবি, কোথায় পালাবি তুই রাক্কুসি কুঁজি...

[লম্বোদর ছুটে গিয়ে মুরলীধরের চুলের মুঠি ধরে।]

মুরলীধর ∫∫ উরি উরি উরি! মেরে ফেলল! বাঁচাও...

লম্বোদর ∫∫ কে বাঁচাবে, কে বাঁচাবে তোরে শয়তানী! হাঃ হাঃ হাঃ! নন্দরাজার মুঠি থেকে নিস্কৃতি নেই। মারবি, আমার বুকে ছুরি মারবি! উলঙ্গ করে রাজপথে ঘোরাবো...শূলদণ্ড দেব তোরে পাপিষ্ঠা নারী...

মুরলীধর ∫∫ আমি নারী না, আমি পুরুষ! আমায় চিনতে পারছ না, ও লম্বোদর ঠাকুর...

লম্বোদর ∫∫ লম্বোদর! কোথায় সে লম্বোদরের ধড়!

মুরলীধর ∫∫ এই তো লম্বোদর! তুমিই তো লম্বোদর...ও ঠাকুর!

লম্বোদর ∫∫ (মুরলীধরের চুলের মুঠি ছেড়ে মুখের চাদর সরায়, চোখ কচলায়। চোখের তুলসীপাতা খসে পড়ে) আমি! আমি লম্বোদর! অ্যাঁ! (নিজের শরীরে হাত বোলাতে বোলাতে বগলের ফোঁড়াটায় টান পড়ে) আঃ আঃ আঃ...ফোঁড়া! এই তো আমার ফোঁড়া এসে গেছে...আঃ আঃ...

মুরলীধর ∫∫ কোথায় ব্যাটা কামার! আমার সঙ্গে রসিকতা! দাঁড়া, সৈন্যদের ডাকছি...ব্যাটা তোর ঠ্যাঁটামি কি করে ভাঙতে হয়...

[মুরলীধর বেরিয়ে যায়।]

লম্বোদর ∫∫ (হেসে) ওরে অভিরামের পিছে ছুটে কি করবি! তোদের রাজা নন্দরাজা মরে গেছে! রাজা হয়েছে বৃষল! পারিস তো হাত থেকে নিজেদের বাঁচা!...হ্যা হা হ্যা কাঁচকলা, এই কাঁচকলা করলি রে কুঁজি!...ঐ দ্যাখ জায়গার জিনিস জায়গায় চলে এসেছি! এই তো...এই তো আমার গাছতলা...কিন্তু আমার পুকুরঘাট কই...আমার কলাবাগান...যবের ক্ষেত...আমার কুঁড়েঘরখানা কই...ও গিন্নি..বেঁচে আছে তো আমার বউটা...আমার ছেলেপুলে...ও গিন্নি...আঃ আঃ আঃ...এতো শিয়াল শকুন ডাকে কেন? তবে কি তারা কেউ বেঁচে নেই! এ কোন্ শ্মশানে ফিরে এলুম র‍্যা! (ডুকরে ডুকরে কাঁদে) লোভ! লোভ! আমার লোভ! লোভের শাস্তি!...কেন মরতে আযোধ্যায় গিয়েছিলুম! ...পেট! এই পেটের জন্যে সবাইকে মারলুম!ওরে অভিরাম, তোর কথা না শুনে..(অভিরাম ঢুকছে) সেও কি আমায় ছাড়ল! ওরে অভিরাম, তুই চলে গেলে আমি কার ভরসায় বাঁচব... ওরে আমার ধম্মোপুত্তুর...কতো কষ্ট দিলুম তোরে...

[অলক্ষে অভিরাম এসে দাঁড়িয়েছে।]

অভিরাম ∫∫ ঠাকুরবাবা-

লম্বোদর ∫∫ অভিরাম!

অভিরাম ∫∫ ফিরেছ, বাপ, তুমি ফিরেছ!

[অভিরাম ছুটে আসে। লম্বোদর তাকে বুকে জড়িয়ে কেঁদে ওঠে।]

লম্বোদর ∫∫ ও বাবা, তুই আমার দেহটা রেখেছিলি, তাই ফিরে আসতে পারলুম! এই দ্যাখ তুই যা চেয়েছিলি, তাই হ'লো! হ্যাঁরে, তোর মা আছে তো? (অভিরাম চুপ) কি করে এ পোড়ামুখ নিয়ে দাঁড়াবো তার সামনে! আমি যে খালি হাতে ফিরে এলুম! হ্যাঁরে, আমার ঘরদোর...

অভিরাম ∫∫ নেই....পুড়ে গেছে...নন্দরাজা তোমার দেহ খুঁজতে সব জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছে!

লম্বোদর ∫∫ নিজের আশ্রয় নিজে ধ্বংস করলুম! শেষে গাছতলায় আমার ঠাঁই হ'লো রে!

[অন্ধকার কেটে প্রভাতের আলো ফুটছে। পত্রহীন গাছটায় দেখা যায় সবুজ পাতার মেলা।]

অভিরাম ∫∫ কেন কাঁদছ বাপ, কেন কাঁদো? দুখানা হাত রয়েছে! আবার ঘর গড়বে! হাত দুখানা তো ভিক্ষে করার তরে পাওনি বাপ, পেয়েছ চালনা করার জন্যে! তাই করবে! নিজের ঐশ্বর্যি নিজে গড়বে!

লম্বোদর ∫∫ ভিক্ষে করে কিছু আনতে পারিনি!

অভিরাম ∫∫ আনা যায় না...যা তোমার না, তা কোনোদিন ধরা যায় না! কেন মিছে হাত বাড়াও! যা তোমার, তারে তুমি চিনে নাও!....ও ঠাকুরবাব, চেয়ে দ্যাখো তোমার ন্যাড়া গাছেও কেমন পাতা বেঁধেছে...কেমন ঝুপসি হয়েছে...ফল আসছে গো..শিগগিরই ফল আসছে...

লম্বোদর ∫∫ শেকড়...শেকড়ের মাহাত্মিরে বাপ, শেকড় থাকলে সব হয়....

অভিরাম ∫∫ তোমারও হবে!

লম্বোদর ∫∫ কি করে হবে! আমার শেকড় নেই! চিরকাল তোদের কাঁধে চেপে ঘুরেছি...আমি যে উড়ুক্কু!...আমার সব গেল!

অভিরাম ∫∫ (হেসে) কে বললে সব গেছে! সব আছে! এই তো তোমার গামছা আছে...এই যে ছাতাও আছে...(উদোম ছাতাটা

মেলে ধরে) সেই মালপোও আছে গো...

লম্বোদর ∫∫ মালপো!

অভিরাম ∫∫ হ্যাঁগো, আমরা রাজদর্শন করে ফিরব তো...তাই মা পদ্মপাতায় মালপো ভেজে রেখেছে...

লম্বোদর ∫∫ আছে...তোর মা আছে!

অভিরাম ∫∫ আমার মা কি মরে! চলো, চলো, বড্ড খিদে পেয়েছে...

[লম্বোদর লজ্জিত মুখ নিচু করে আছে।]

আহা লজ্জার কি আছে, চলো...(লম্বোদর উঠছে না) ও বুঝেছি বুঝেছি! বগলে আবার ফোঁড়াটা এসে গেছে তো...তাই পায়ে ব্যথাটাও হাজির হয়েছে! তা সেটা বললেই হয়...

[অভিরাম লম্বোদরকে কাঁধে নিয়ে বাড়ির পথ ধরল। অভিরামের কাঁধে ছাতা-মাথায় লম্বোদর চলেছে। উলঙ্গ শিকগুলোর ফাঁক দিয়ে বারে বারে পিছু ফিরে সে মুচকি হাসছে।]

লম্বোদর ∫∫ (সহসা গম্ভীর হয়ে) ওরে ও অভিরাম, নামা...আমায় নামিয়ে দে! ঐ দ্যাখ সবাই আমার দিকে কিরকম কটমট করে তাকাচ্ছে। না, আর তোর পিঠে না, এবার হেঁটে যাবো।

[কাঁধ থেকে নেমে অভিরামের হাত ধরে লম্বোদর বাড়ির দিকে চলেছে। মাথায় সেই ছাতা।]

যবনিকা

দর্পণে শরৎশশী

চরিত্রলিপি

বিজনবিহারী

সিতিকণ্ঠ

চুড়োমামা

নাটুলাল

কালিদাস

ঘোষক

প্রম্পটার

ইন্দ্রনাথ

তর্করত্ন

গুরুচরণ

কুঞ্জবিহারী

দুকড়ি

তুফান

গ্রামবাসিবৃন্দ ওযুবকবৃন্দ

শরৎশশী

মনোরমা

অভয়া

উৎসগঃ শ্রীসৌমিত্র চট্টোপাধ্যয়

রচনাঃ ১৯৯১

পুনর্লিখনঃ ১৯৯২

প্রথম প্রকাশঃ 'দেশ', ৯ই নভেম্বর, ১৯৯১

দর্পণে শরৎশশী

প্রথম অভিনয়ঃ তপন থিয়েটার, ২৬ শে নবেম্বর,-১৯৯২

প্রয়োজনা : নিভা আর্টস

আলো : তাপস সেন

মঞ্চ : খালেদ চৌধুরী

যন্ত্রসংগীত পরিচালনা : অলোকনাথ দে

পুরাতনী সুর : দেবজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

নির্দেশানা ও সংগীত পরিকল্পনা : সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

অভিনয়ে

বিজনবিহারী : অশোক মিত্র

সিতিকণ্ঠ : সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

চুড়োমামা : দেবনাথ চট্টোপাধ্যায়

নাটুলাল : আশিস মুখোপাধ্যায়

কালিদাস : রমেশ মুখোপাধ্যায়

ঘোষক : সুরাজ মুখোপাধ্যায়

মনোরমা : বাসবী নন্দী

ইন্দ্রনাথ : গৌতম দে

তর্করত্ন : নির্মল ঘোষ

গুরুচরণ : আনন্দ মুখোপাধ্যায়

কুঞ্জবিহারী : সুব্রত সেনশর্মা

দুকড়ি : কৌশিক সেন

তুফান : চঞ্চল ঘোষ

শরৎশশী : লাবনী সরকার

অভয়া: ঝুমুর ভট্টাচার্য্য

গ্রামবাসি ও যুবকবৃন্দ

তমাল মুখোপাধ্যায়, তপন, গোপাল দাস, খোকন, মদনমোহন, বিধান, গৌতম, অভিজিৎ সঞ্জয়, অজিত, খোকন, বাঁটুল, দেবাশিস, গোপাল, অমর ভট্টাচার্য্য, সরোজ রায়, সমীর ব্যানার্জি।

কলকাতার 'প্রতিকৃতি'নাট্যসংস্থা কর্তৃক এই নাটকের দ্বিতীয়বার নিয়মিত অভিনয়

প্রথম রজনীঃ অ্যাকাডেমি অফ্ ফাইন আর্টস মঞ্চ, ২৮শে নভেম্বর ১৯৯৫

নির্দেশনাঃ আলোক দেব

দর্পনে শরৎশশী

প্রস্তাবনা

মনোরমার গল্প

[তাহার পরিধানে সাধারণ কালোপাড় শাড়ি, গোলমুখে ফাঁদিনথ। স্থূলাঙ্গিনী, বর্ষীয়সী। চুল একটিও পাকে নাই। পাতাকাটা ঘনকালো কেশরাশি তাহার লোমচর্ম মুখে আনিয়াছে এক বেয়াড়া সৌন্দর্য। দৃশ্যচিত্রহীন আলোকপটে দর্শকের মুখোমুখি সে, গান গাহিতেছে।]

মনোরমা ∫∫ (গান) কাতর অন্তরে আমি চাহি বিদায়...

সাধি ওহে সুধীব্রজ ভুলো না আমায়

এ সভা রসিকমিলিত

হেরিয়া অধিনীচিত

আধ পুলকিত

আধ হুতাশে শুকায়।

(যুক্ত করে, ভক্তি ভরে) গানখানি গিরিশচন্দ্রের। নেশানাল থিয়েটার দল ভেঙে যাচ্ছে... সাঙ্গ হ'লো শেষ রজনীর অভিনয়। গিরিশবাবুর লেখা গান... এই গান গেয়ে নাট্যশালা থেকে বিদায় নিয়েছিলেন ভাঙাদলের নটনটীরা। (থামিয়া) আমারো এবার বিদায় নেবার সময় হ'লো। থিয়েটারের জীবন সাঙ্গ হবে। যে কোনো দিন... (থামিয়া) তবে এ গীত কি আমার মুখে মানায়? কে আমি? গোলাপসুন্দরী না... সুকুমারী না... বিনোদিনী দাসীর নখেরও যুগ্যি না। আমি মনোরমা...জন্ম আমার পতিতাপাড়ায়, পতিতা মায়ের পেটে। ...নাক ফুটিয়ে নাকছিবি পরার আগে চলে এলাম থিয়েটারে। থিয়েটারের ছোটখাটো পার্ট করা মেয়ে আমি, সামান্য নটী।

[মুর্হুতকাল মৌনী থাকে মনোরমা। মাথা ঝাঁকায়। অশ্রুবিন্দু চড়াইপাখির চঞ্চলতায় চোখের কোলে ছটফট করে। পূর্বের গানটির মধ্যাংশ গাহে।]

মম প্রতি ঋতুপ্রতি

হয়েছে নিদয় অতি

হাসাইছে বসুমতী

আমারে কাঁদায়।

ভাগ্যকেই বা কেন দুষি? নাই বা পেয়েছি ঐশ্বর্য খ্যাতি...যা পেলাম তাই বা কজন পায়? থিয়েটারে ঢুকে পঙ্ক থেকে তো উদ্ধার পেলাম। গেলাম না শিয়াল কুকুরের ভোগে। ঘরসংসার করেছি, সমাজ পেয়েছি... আবার কী চাই? লোকে মথুরা বেন্দাবন যায় তীর্থ করতে, আমার তীর্থ থিয়েটার... থিয়েটার আমার ধাই-মা। (মুহূর্ত পরে) আজ আমার একটাই বাসনা-ঐ পঙ্ক থেকে যতো মেয়েকে পারি টেনে আনি থিয়েটারে। আমার মায়ের আশ্রয়ে এনে দাঁড় করাই। (নীরবতা) সেদিন একটা মেয়েকে দেখলাম। মাঝ রাত। শো ভাঙার পর ফিরছি আমার ভালুকপাড়ার বাসায়। বিডন স্ট্রিটের মোড়ে দেখি ডাগর ডোগর মেয়েটা... ভয়-থমথম মুখখানা.... চঞ্চল দুটো চোখ... উপুড় ধাপুড় করে রাস্তা পেরোচ্ছে। সঙ্গের পুরুষটা কে? গ্যাসবাতির নিচে আসতে দেখি-কে? ও যে নাটুলাল! বুকের মধ্যে ছ্যাঁৎ করে ওঠে। চিনি... নাটু শয়তানটা আমার খুব চেনা। বুঝতে দেরি হলো না, মেয়েটাকে নাটুলাল কোথায় নিয়ে যাচ্ছে, কেন নিয়ে যাচ্ছে। শিকার... মেয়েটা ওর নতুন শিকার! কোচোয়ানকে বলি, গাড়ি থামাও। বললাম তো, কিন্তু করবোটা কী, মেয়েটাকে বাঁচাই কীভাবে! আমার ক্ষমতা কী ঐ শয়তানের মুঠো থেকে মেয়েটাকে কেড়ে আনি! কেড়ে নিয়ে রাখব কোথায়! দিশা পাই না...হঠাৎ মনে পড়ল পাঁচক্ষীরের কথা। পাঁচক্ষীরে জমিদার বাড়ি থিয়েটার হবে। আমার সেখানে যাবার কথা। যদি মেয়েটাকে নিয়ে পাঁচক্ষীরে সরে পড়া যায়...গলা ফাটিয়ে হাঁকি, এই কোচোয়ান, গাড়ি থামাও!

[মনোরমার কণ্ঠ বাহিয়া আঁধার নামিয়া আমিল। মুহূর্ত না কাটিতে পুনর্বার আলোকবৃত্তটি ফিরিলে ঐ স্থলে সিতিকণ্ঠকে দেখা গেল। তাহার মূর্তি দুঃস্থ মলিন, শতজীর্ণ কম্বলে ঢাকা। চুলদাড়ির অরণ্যে কোটরগত চক্ষুদ্বয় জ্বলিতেছে।]

সিতিকণ্ঠর গল্প

সিতিকণ্ঠ ∫∫ এই নরদেহ

জলে ভেসে যায়

ছিঁড়ে খায় কুকুর শৃগাল

কিংবা চিতাভস্ম পবন উড়ায়

এই নারী এরও এই পরিণাম!

নশ্বর সংসারে

তবে হায়! প্রাণ দিছি কারে?

কার তরে শবে করি আলিঙ্গন?

দারুণ বন্ধনে ছায়ায় বাঁধিয়া রাখি?

(থামিয়া) একটি শব আগলে বসে আছি। আমার গলা জড়িয়ে ধরে আছে। আজো পচেনি, গলেনি। দিন মাস ঋতু পার হলো কতো, দেহটার উষ্ণতা কমে না। চোখের তারা ম্লান হয় না। সুঘ্রাণ হারায় না। ...এমন সুবাসিত প্রস্ফুটিত মৃত নিয়ে কে কবে ঘর করেছে? ...নির্জন অন্ধকারে আমরা-আমি আর সরোজিনী। কেউ কোথাও নেই। আত্মীয় না, বন্ধু না। না মানুষের সমাজ। ক্ষৌরকার আমার কাছে আসে না, রজক আসে না। দোকানি আমার কাছে সওদা বেচে না। যে দ্যাখে সেই দূরদূর করে।(নীরবতা,অস্থিরতা) সরোজিনী, আর কতোকাল তোমায় নিয়ে কাটাবো? ছাড়ো, আমার গলা ছাড়ো। কতকাল রঙ মাখিনি, মঞ্চে উঠিনি, দর্শকের সামনে দাঁড়াইনি। থিয়েটার না করে আর যে পারি না। ছেড়ে দাও সরোজিনী। ঐ শোনো বাঁশি বেজেছে.... পাঁচক্ষীরায় আবার থিয়েটারের বাঁশি বেজেছে। সরোজিনী, আর আমার মিথ্যে মায়ায় বেঁধে রেখো না।

[ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া।]

ওই উষা-ও ও ছায়া

মিথ্যা মিথ্যা মিথ্যা এ সকলই।

হেরি আজ নিবিড় আঁধার

আমি কার, কে আছে আমার

কার তরে জীবনের উত্তাপ বহন?

[আলো নিভিল। সিতিকণ্ঠ অন্তর্হিত হইল। এবার মঞ্চে ঘোষকের আর্বিভাব।]

ঘোষক ∫∫ এ কাহিনি প্রায় শতবর্ষ পূর্বেকার নাট্যের কাহিনি। কলিকাতা হইতে বহুদূরে কপোতাক্ষতীরে পাঁচক্ষীরায় জমিদার বাড়িতে সেবার মহা শোরগোল। কোজগরী পূর্ণিমার থিয়েটার হইবে। নাটক-রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের নীলদর্পণ। মফঃস্বল পাঁচক্ষীরার সখের থিয়েটারে সেই প্রথম নারী চরিত্রে অভিনয় করিবে নারী। আরো একটি কারণে সেবারে আকর্ষণ তুঙ্গে। কলিকাতা হইতে স্বয়ং নট গুরু গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় পাঁচক্ষীরায় আসিতেছেন ঐ অভিনয় দর্শন করিতে! ... প্রায় শতবর্ষ পূর্বেকার এ কাহিনি সত্যাসত্যের বাহিরে থিয়েটারের এক রূপকথা।

প্রথম ঙ্ক-প্রথম দৃশ্য

পাঁচক্ষীরার গল্প

[জমিদার বিজনবিহারী চৌধুরী বড়ই দুশ্চিন্তায়। বৈঠকখানায় আরামকেদারায় তামাকু সেবনে নিমগ্ন। তর্করত্ন বকবক করিতে করিতে আসে।]

তর্করত্ন ∫∫ থ্যাটার। সাক্ষাৎ নরকের দ্বার! যে করে-যে দ্যাখে-উভয়ের নরকগমন। মায়াবিনী-কুহকিনী-লাম্পট্য আর ব্যাভিচারের গর্ভধারিণী। ধরবে যাকে, তার ঘাড় মুটকে ছেড়ে দেবে। বাবু, পাঁচক্ষীরেয় আবার সেই থ্যাটার করতে দিচ্ছেন বাবু!

[বিজনবিহারীর ইঙ্গিতে তর্করত্ন বসে।]

সরোজিনী গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে। সূলে ঐ থ্যাটার। ঐ নোটো সিতিকণ্ঠ ... সখের দলে নায়ক সাজতে সাজতে এমনই তার বিভ্রম জম্মালো...ব্রাহ্মণ ঘরের বালবিধবাকেও ভাবল তার বিলাসিনী নায়িকা। পুকুরপাড়ে মেয়েটাকে ধরে.... বাবু, লজ্জায় সেই রাতেই আমার সেয়েটা গলায় দড়ি দিয়ে....

বিজনবিহারী ∫∫ শান্ত হোন তর্করত্নমশাই। তারপর তিন বছর সব তো বন্দ করেই রেখেছিলাম তর্করত্নমশাই। সখের দল ভেঙেও দিয়েছিলাম। সিতিকণ্ঠকে গাঁ থেকে তাড়িয়েও দিয়েছি। সব ঠিকঠাক ছিল। হঠাৎ যে আবার এভাবে জোট বাঁধবে....

তর্করত্ন ∫∫ আপনার পুত্র ইন্দ্রনাথই নাটের গুরু।

বিজনবিহারী ∫∫ শুধু পুত্র কেন বলছেন? শ্যালক, জামাতা, ভ্রাতা, ভাগিনেয়, শ্যালিকাপুত্র....চৌধুরীবাড়ির সবাই...জ্ঞাতিগুষ্ঠি আত্মীয় কুটুম সবাই....

তর্করত্ন ∫∫ কলকাতা থেকে নটী ভাড়া করে আনা হচ্ছে, শুনেছেন?

[বিজনবিহারী ঘাড় নাড়ে।]

নটীমাত্রই পতিতা-

[বিজনবিহারী নীরবে তামাকু সেবন করে।]

এখনো চুপ করে থাকবেন বাবু?

বিজনবিহারী ∫∫ হুঁ, কী করা যায়....

তর্করত্ন ∫∫ এই যদি হয়, দেশের জমিদারই যদি বলেন, কী করা যায়, কার ভারসায় দারাপুত্র নিয়ে পাঁচক্ষীরেয় বসবাস করি! অনুমতি দিন, টোল তুলে নিয়ে বিদেয় হই বাবু।

[তক্ররত্ন উদ্বেলিত। সেরেস্তার সরকার কালিদাস অদূরে রক্ষিত তাহার ডেস্কের সম্মুখে আসিয়া বসে।]

বিজনবিহারী ∫∫ (কালিদাসকে) ইন্দ্রনাথকে কলকাতায় আইন পড়তে পাঠিয়েছিলাম.....ভেবেছিলাম, থিয়েটারের ভূতটা ঘাড় থেকে নামবে। যা দেখছি, কড়াই-এর কইমাছ উনুনে রেখেছিলাম কালিদাস। কলেজ-টলেজ তো চুলোয় গেছে... শুনতে পাচ্ছি দিনরাত নাকি থিয়েটার পাড়ায় পড়ে থাকে।

কালিদাস ∫∫ আজ্ঞে কলকাতার থিয়েটারের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা সবাই ইন্দ্রনাথকে খুবই স্নেহ করেন। তাঁরা বলেন, থিয়েটারে ইন্দ্রনাথ একদিন নাম করবে।

বিজনবিহারী ∫∫ কেন বলেন জানি না, ওর মধ্যে তাঁরা কী দেখেছেন তাঁরাই বলতে পারেন। আমি দেখছি ছেলে আমার কলকাতার জলবাতাসে একটি পাক্কা কাপ্তেন হয়ে উঠেছে। গুচ্ছের পয়সা ওড়াচ্ছে থিয়েটার মহলে। এখন সেখান থেকে কোমর বেঁধে পাঁচক্ষীরের থিয়েটার আমদানি করছে!

তর্করত্ন ∫∫ আপনি ইন্দ্রনাথকে অবিলম্বে নিষেধ করুন বাবু।

বিজনবিহারী ∫∫ মুশকিল হয়েছে কি জানেন তর্করত্নমশাই, আমাকে আগাম কিছু না জানিয়ে সে গিরিশবাবুর মতো মানুষকে আমন্ত্রণ জানিয়ে রেখেছে। তিনি আসছেন। এখন থিয়েটার বন্ধ করে আমি তাঁর মতো ব্যক্তিকে অসম্মান করি কি করে?

তর্করত্ন ∫∫ তা বলে গিরিশবাবুকে সামনে রেখে গাঁয়ে নটী আমদনি করা হবে?

বিজনবিহারী ∫∫ ঠিক তাই....সামনে রেখে...

তর্করত্ন ∫∫ দেশটা যে গোল্লায় যাবে বাবু!

বিজনবিহারী ∫∫ আমি একমত।

তর্করত্ন ∫∫ তবু প্রতিকারের কোনো ব্যবস্থা নেবেন না?

বিজনবিহারী ∫∫ বঙ্গের কৃতী সন্তানদের অবমাননা করার স্পর্ধা যে আমার নেই তর্করত্নমশাই। থিয়েটার আমি পছন্দ করি না ঠিক। কিন্তু পছন্দ না করলেও, দেশবিখ্যাত নট নাট্যকারকে অশ্রদ্ধা করতে পারব না। ওটাই আমার দোষ, বে-লাইনের বড় মানুষকে আমি বড় বলে মানি।

[এক গোছা পত্র হাতে বিজনবিহারীর শ্যালক ঢোকে, সর্বজনে যে চুড়োমামা নামে পরিচিত।]

চুড়োমামা ∫∫ দুর্ঘটনাটা কোথায় ঘটেছে চৌধুরীমশাই?

বিজনবিহারী ∫∫ দুর্ঘটনা!

চুড়োমামা ∫∫ ঘটে নি? যাক! আপনার ফ্রেন্ড মুখখানা যেমন চিচিঙ্গের মতো বাঁকিয়ে বসে আছেন... ভাবলুম কী না কী হ'লো! (ইঙ্গিতটা তর্করত্নের প্রতি) কালিদাসবাবু, আপনার কলমটা দিন তো। ...এই ইনভাইটেশন লেটারগুলোয় আপনাকে দস্তখত করতে হবে চৌধুরীমশাই।

বিজনবিহারী ∫∫ ও। আমি কাকে কেন ইনভাইট করছি জানতে পারি কি?

চুড়োমামা ∫∫ নিশ্চয়ই। পাঁচক্ষীরের থিয়েটারের এবার কিছু বিশিষ্ট ব্যাক্তিকে নিমন্ত্রিত করা হচ্ছে। সদর থেকে কালেক্টর গিক সাহেবকেও আমরা আনার চেষ্টা করছি। কাজেই আপনাকেই পত্রগুলিতে....

তর্করত্ন ∫∫ মাচায় উঠে নাচবেন আপনারা, বাবু কেন দস্তখত করবেন? বাবু, থ্যাটারে আপনাকে জড়িয়ে নেওয়া হচ্ছে!

চুড়োমামা ∫∫ বাবু না জড়ালে আমরাই নিমন্ত্রণ করে সাহেবকে পাঁচক্ষীরে আনব। তাতে কি আপনার ফ্রেন্ড জমিদারবাবুর মান বাড়বে? পুঁথিখানা দেখি।

[তর্করত্নের কোলের পুঁথিখানা টানিয়া বিজনবিহারীর হাঁটুর উপর রাখে চুড়োমামা.... পুঁথির উপরে পত্রগুলি।]

নিন এটার ওপর রেখে সই করুন।

বিজনবিহারী ∫∫ যদ্দুর স্মরণে আছে একটি বনেদি জমিদার বংশেই আমার বিবাহ হয়েছিল। আর আমার স্বর্গত শ্বশুরমশায়ের বিষয়-আশয়ও আমার চেয়ে ঢের বেশি।

চুড়োমামা ∫∫ স্মৃতিশক্তি আপনার ভালই আছে। কিন্তু ঠিক কি বলতে চান বলুন তো...?

বিজনবিহারী ∫∫ বলতে চাই সেই বিষয়-আশয় না দেখে আমার ধেড়ে শ্যালকটি শিঙ ভেঙে বাছুরের দলে ভিড়ল কেন?

চুড়োমামা ∫∫ যেহেতু মানুষের মাথায় শিঙ না রাখাই ভালো। তবে হ্যাঁ, আপনারা যদি না ভেঙে তেল মাখাতে চান, মাখান। সই তবে করবেন না?

বিজনবিহারী ∫∫ চুড়ো, থিয়েটার বন্ধ করো। তোমার ভাগ্নেকে থামাও। চিরকাল সখের থিয়েটার করলে চলবে না।

চুড়োমামা ∫∫ কে বললে সখের থিয়েটার! ইন্দ্র খুব শিগ্গির কলকাতায় একটা নাট্যশালা খুলতে চলেছে।

বিজনবিহারী ∫∫ কলকাতায় নাট্যশালা!

তর্করত্ন ∫∫ কী সর্বনাশ!

কালিদাস ∫∫ আজ্ঞে কলকাতায় খুললে আমাদের আপত্তির কি আছে?

বিজনবিহারী ∫∫ ভেবে কথা বলো কালিদাস। একটা নাট্যশালা চালানো মানে একশোটা হাতি পোষা। টাকা যোগাবে কে?

চুড়োমামা ∫∫ কেন আমার ভগ্নীপতি! যদ্দুর জানি তিনি জমিদার।

বিজনবিহারী ∫∫ রসিকতা থাক! তুমি ইন্দ্রনাথকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।

চুড়োমামা ∫∫ এখন তার সঙ্গে কথা বলে কোনো লাভ নেই। গিরিশচন্দ্র পাঁচক্ষীরে এসে পৌঁছুলে তাঁর সামনেই সব কথা হবে।

[পুঁথিখানি তর্করত্নকে ফিরত দিয়া-]

তর্করত্নমশাই, আপনার আর কাজ নেই? সক্কালবেলতেই থিয়েটারের পিছনে লেগে গেছেন!

[চুড়োমামা চলিয়া যায়।]

তর্করত্ন ∫∫ ইন্দ্রনাথের মাথা খাচ্ছে তার এই মামাটি। আপনার সামনে বিপদ বাবু। এখনো ছেলেকে ফেরাতে না পারলে....

বিজনবিহারী ∫∫ বিপদ তো বটেই, বঙ্গদেশে পাঁক্ষীরের জমিদার এমন কিছু তালেবর না। ছোট্ট জমিদার... ঘটি ডোবে না। নালা দিয়ে অবিরত জল বেরুতে থাকলে তালপুকুরও মাঠ হয়ে যায়। একেই আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাটি একটি পয়লা নম্বরের উড়নচণ্ডী-

তর্করত্ন ∫∫ তা আর বলতে! কুঞ্জবিহারী চেয়ারে বসলে অ্যাদ্দিন সব লাটে উঠে যেত। সময় থাকতে লাগাম হাতে তুলে নিয়েছিলেন বলেই-

বিজনবিহারী ∫∫ ছেলেটিও যাচ্ছে জ্যাঠার পথে। আমার ভয় কি জানো কালিদাস, গিরিশবাবুর সমানেই না এরা নাট্যশালা তৈরির টাকা চেয়ে বসে!

তর্করত্ন ∫∫ বসবে, এ সুযোগ এরা ছাড়বে না। তাই চাইবে-

বিজনবিহারী ∫∫ যদি চায়, এবং গিরিশবাবুও যদি সমর্থন করেন, আমি সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য করব কী করে? বড় মানুষের কথা তো ঠেলতে পারব না। অথচ আমি জানি, গাঁয়ের টাকা পুঁটলি বেঁধে কলাকাতায় পাচার করে বঙ্গদেশের কত জমিদার ফতুর হয়ে গেছে লুপ্ত হয়ে গেছে! নাঃ...ছেলেটি এবার আমাকে এমন প্যাঁচে ফেলেছে! (বাইরে তাকিয়ে কে? কে ওখানে! দেখতো কালিদাস লোকটি কী চায়?

কালিদাস ∫∫ (বাইরের দরজার সম্মুখে গিয়া) কে হে বাপু! কোত্থেকে আসছো তুমি?

[মাথায় চাদর মুড়ি, সিতিকণ্ঠ প্রায় ছুটিয়া আসিয়া সোজা বিজনবিহারীর পা চাপিয়া ধরে।]

সিতিকণ্ঠ ∫∫ আমাকে মার্জনা করুন বাপু!

বিজনবিহারী ∫∫ (চিনতে পারে) সিতিকণ্ঠ! তোমাকে গাঁ থেকে দূর করে দেওয়া হয়েছে! ফিরলে কোন্ সাহসে?

সিতিকণ্ঠ ∫∫ পাঁচক্ষিরেয় গিরিশচন্দ্র আসছেন। তার সামনে থিয়েটার হবে! জীবন একবার তাঁর সামনে দাঁড়াতে পারবো না! একটা সুযোগ দিন বাবু!

তর্করত্ন ∫∫ সুযোগ! লম্পট! দুরাচার! ওর একটি মেয়ের অকাল মৃত্যু ঘটিয়েও তোর থ্যাটারের খিদে মেটেনি!

বিজনবিহারী ∫∫ আপনি শান্ত হোন তর্করত্নমশাই-

তর্করত্ন ∫∫ শান্ত হবো। এখুনি যদি খুনির চরম শাস্তির ব্যবস্থা না হয় বাবু-

সিতিকণ্ঠ ∫∫ থিয়েটার ছেড়ে আমি বাঁচাবো না। তার চেয়ে আমার প্রাণ নিন।

বিজনবিহারী ∫∫ এক্ষুনি গ্রাম ছাড়ো সিতিকণ্ঠ! থিয়েটার ভুলে যাও! ফের যদি পাঁচক্ষীরায় তোমায় দেখা যায়-কালিদাস, দারোয়ান ডাকো।

কালিদাস ∫∫ (হাঁকে) ওর কে আছিস-?

[দ্বারপথে উর্দিপরা দারোয়ান দেখা দিল।]

সিতিকন্ঠ ∫∫ (যেতে যেতে) আমার কোন দোষ ছিল না। সরোজিনীর মৃত্যুতে আমার কোন দোষ ছিল না। কেউ যদি আমার অভিনয় দেখে আত্মহারা হয়-আমার কী দোষ-থিয়েটারের কী দোষ-

[সিতিকণ্ঠ বেরিয়ে যায়। দ্বাররক্ষীও নিষ্ক্রান্ত হয়।]

বিজনবিহারী ∫∫ গিরিশবাবু আসছেন কবে কালিদাস?

কালিদাস ∫∫ কোজগরী পূর্নিমার সকালে....

বিজনবিহারী ∫∫ তোমার হাতে সেরেস্তার কাজকর্ম কিরকম?

কালিদাস ∫∫ কাজ বলতে বড় কাজ-সামনের কদিন দুর্গাপুজো।

বিজনবিহারী ∫∫ দুর্গাপুজো আর কোজাগরীর মধ্যে দিন পাঁচ-ছয় সময় তো পাচ্ছো। শোনো, পুজোটা পার করে বিজয়া দশমীর সকলেই তুমি কলকাতায় যাও। আমি একটি পত্র দেব.... গিরিশবাবুর হাতে পৌঁছে দেবে।

তর্করত্ন ∫∫ এই তো! এই তো হয়েছে! আপনি গিরিশবাবুকে এখানে আসতে মানা করে দিন। উনি না এলে সব সমস্যার সমাধান। থ্যাটার বন্দ করারা আর তো কোনো বাধা থাকছে না।

বিজনবিহারী ∫∫ থাকছে না। তুমি চট করে পত্রের একটা মুসাবিদা করে ফেলো দিকি।

কালিদাস ∫∫ আজ্ঞে কী মর্মে লিখব?

[কালিদাস কাগজ টানিয়া প্রস্তুত হয়।]

বিজনবিহারী ∫∫ লিখবে...যথাবিহিত সম্মান পুরঃসর নিবেদনমিদম-মহশয়, আমার পুত্র শ্রীমান ইন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে আপনি আমার পাঁচক্ষীরায় পদার্পন করিবেন জানিয়া কী পরিমাণ হর্ষ ও গর্ব অনুভব করিতেছি, এ অধম ভূস্বামী ভাষায় তাহা প্রকাশ করিতে অক্ষম। আদিগন্ত বঙ্গভূমি আজ আপনার দিব্যজ্যোতি-নাট্যপ্রতিভাকিরণে উদ্ভাসিত আমার পাঁচক্ষীরা-বঙ্গের প্রত্যন্ত প্রান্তে নিতান্ত ক্ষুদ্র অবহেলিত এক অজ পল্লীগ্রাম। রাস্তাঘাট দুর্দশাগ্রস্ত কর্দমাক্ত। পানীয় জলের বড়ই অভাব।

কালিদাস ∫∫ (লিখিতে লিখিতে) লিখব?

বিজনবিহারী ∫∫ হুঁ। মশকের উপদ্রব্য ভয়াবহ!

কালিদাস ∫∫ তাও লিখব?

বিজনবিহারী ∫∫ লিখবে লিখবে। ....মহাশয় আঠারোশো নিরানব্বই সনের বেঙ্গল গেজেটে দেখিয়া থাকিবেন, গত বর্ষায় কলেরা মহামারীর প্রকোপ আমাদের সাব ডিভিশনে নয়শত তিনজনের অকাল তিরোধান ঘটিয়েছে। তাহার মধ্যে এক পাঁচক্ষীরাতেই দেড়শত। এই সর্বৈব দারিদ্র্য ও হতাশার মধ্যেও আমরা কিন্তু আপনার প্রতীক্ষায় উন্মুখ হইয়া আছি। ইতি গুণমুগ্ধ-

[তর্করত্ন তাহার শিখা মার্জনায় ব্যাপৃত ছিল। শেষাংশ কর্ণগোচর হইতেই সে রে-রে করিয়া উঠল।]

তর্করত্ন ∫∫ আরের করছেন কি? আপনি তো তাঁকে আমন্ত্রণই জানাচ্ছেন!

বিজনবিহারী ∫∫ (মুচকি হাসিয়া) তিনি মহাকবি, কী বলতে চাইছি তিনি ঠিকই বুঝবেন তর্করত্ন মাশাই। কী বলো হে কালিদাস!

কালিদাস ∫∫ (হাসিয়া) আজ্ঞে নিশ্চয়ই বুঝবেন। মশক আর মহামারী এ যাত্রা মহাকবির পথ রোধ করে দাঁড়াবে।

বিজনবিহারী ∫∫ তুমি তো বুঝ বেই হে কালিদাস। তোমার নামটি ও যে আদি মহাকবির নাম।

তর্করত্ন ∫∫ বাবু, আপনার বুদ্ধি বটে!

[বিজনবিহারী ও কালিদাস হাসে। আলো নিভিলে আর একবার মঞ্চে র কোণে ঘোষকের আবির্ভাব হয়।]

ঘোষক ∫∫ অতএব বিজয়াদশমীর প্রত্যুষে জমিদার বিজনবিহারীর পত্র বহিয়া একখানি নৌকা যাত্রা করিল কলিকাতা অভিমুখে... অপর দিকে, ঐ দশমীতেই কলিকাতার গঙ্গাবক্ষে আর একখানি নৌকা ভাসিল পাঁচ ক্ষীরার উ দ্দেশ্যে। নৌকায় যাত্রী তিনজন-এক পুরুষ ও দুই নারী।

প্রথম অঙ্ক-দ্বিতীয় দৃশ্য

বাগানবাড়ির জলপরি

[কপোতক্ষ-কূলে পাঁচ ক্ষীরা জমিদারের সুরম্য বাগানবাড়ি। মঞ্চে র তিনভাগ জুড়িয়া একতলা বাড়ির প্রধান কক্ষটি । বাকি ভাগে বিশাল বাগনের একটি ক্ষুদ্রাংশ মাত্র। কক্ষ ও বাগান মিলিয়া সমগ্র দৃশ্যটি -মিলিত ভাবেই নাট কের মূল ঘট নাস্থল। বাগনে ফো য়ারা, ফু লগাছ এবং অফ রূপ একটি জলপরির মর্মরমূর্তি। আশ্বিনের বৈকাল। বোঁচ কাবুঁচ কি বহিয়া শ্রান্ত মনোরমা আসিয়া মূর্তির পাদদেশে বেদীর উ পর বসে। পশ্চ াতে ঢো কে নাটু লাল ও শরৎশশী। নাটু লালের এক হস্তে শরৎশশীর বাহু, অন্যটি তে ছোট তোরঙ্গ। তাহার বাবরি চু ল, ধনুকবাঁকা গোঁপ, তৈলমাখার বাটি সদৃশ দুই গালের দুই গর্ত-তৎসহ পোশাক-আশাকই বলিয়া দিতেছে, প্রবৃত্তি তাহার সুবিধার নয়।]

নাটু লাল ∫∫ (মনোরমাকে) তোমার এই পাঁচ ক্ষীরের বাবুরা কি রকম ভদ্দরলোক বলো তো দিদিভাই?

[নাটু লাল শরৎশশীকে বেদীর উ পর বসাইয়া নিজে বসিল তাহার গা ঘেঁষিয়া। মনোরমা হইতে দূরে।]

কলকাতায় তো খুব একচো ট গাবিয়েছিলে, বাবুর বাড়ির থেট ার...হাতি নাচ ছে ঘোড়া নাচ ছে, যত্নআত্যি আদর আপ্যায়নের একেবারে ছররা বয়ে যাবে। হুঁ! দেখলুম তো টি কটি কির ন্যাজনাড়া।

মনোরমা ∫∫ (গম্ভীর মুখে) ইন্দ্রভাই বাড়ি নেই তাই। থাকলে এতক্ষণ হইচ ই বাধিয়ে দিত।

নাটু লাল ∫∫ আরে ইন্দ্রবাবু না থাক, যারা আছে তারাই বা কি করল? সিংহাদরজায় বকের মতো দাঁড়িয়ে আছি তো আছি। একবার বসতে বলবে না? উ ল্টে ঐ ধুমসি ঝি -বেটি নাগাড়ে গঙ্গাজল ছুঁড়তে লাগল মুখের ওপর। ছ্যাঃ!

মনোরমা ∫∫ (গম্ভীর) গঙ্গাজলে গোবরও ছিল।

নাটু লাল ∫∫ অ্যাঁ!

মনোরমা ∫∫ বেশি বকো না। আমরা থিয়েট ারের মেয়েরা ওতে কিছু মনে করিনে। বারো জায়গায় গাওনা গেয়ে বেড়াই-ভদ্দর সমাজ আমাদের ঐ সবই করে।

নাটু লাল ∫∫ সে তুমি যাই বলো, আমার কিন্তু একটু লেগেছে। ইন্দ্রবাবুর বাপটি কে দেখলে? মুখখানা বেগু নপোড়া করে আঙু ল উঁচি য়ে বাগান দেখিয়ে দিলে। আরে বাড়িতে অতিথ এলে গেরস্ত কবে ঘরে না বসিয়ে বাগানে বসায়, অ্যাঁ?

মনোরমা ∫∫ (উ ষ্ণস্বরে) সেখানে বসতে বলেছেন, বসো। ভারি একেবারে লম্বাচ ওড়া মানওয়ালা মানুষ তুমি!

নাটু লাল ∫∫ (থতমত খাইয়া) আরে আমি কি আমার জন্যে বলছি? আমাদের দুজনের কথা ছেড়ে দাও। আমাদের পরিচ য়

এখনো কেউ জানে না। কিন্তু তুমি তো কলকাতার মোটামুটি একজন নামজাদা আর্টিস্ট। আর রীতিমত ইন্দ্রবাবুর বায়না নিয়ে প্লে করতে এসেছ।

মনোরমা ∫∫ (ধমক দেয়) থামো বাপু থামো। ...খাসা বাগানখানা, নারে শশী? দেখছিস কতরকমের গাছপালার সাজানো... আর কত বড়! আর ঝিলটা? তরতর করছে জল, তিরতির করছে পদ্মপাতা। আমার তো খুব নাইতে ইচ্ছে করছে।

নাটুলাল ∫∫ যাই বলো, তোমার এই থিয়েটারের মধ্যে আমাদের দুজনকে তুমি না জড়ালেই পারতে দিদিভাই-

মনোরমা ∫∫ (তিক্তস্বরে) দরকার আমার ওকে। তুমি ল্যাংবোট হয়ে না জুটলেই পারতে!

নাটুলাল ∫∫ এ কীরে মাইরি! ট্যারাবাঁকা কথা বলছ! তুমি আমার ওকে নেবে, আমি ওর বডিগার্ড হয়ে আসব না? বেশ তো মাইরি! (শরৎশশীর হাত ধরে) এমন করলে কিন্তু ওকে ছাড়বো না।

মনোরমা ∫∫ (শরৎশশীকে টেনে ধরে) আয়, আমার কাছে আয়-

[শরৎশশী মনোরমার নিকটে আসে। নিজের গায়ের চাদর দিয়া শরৎশশী গলা ঢাকে মনোরমা।]

ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগছে। দুগ্‌গা বিসর্জনের পরেই কিরকম হুপ করে ঠাণ্ডা নেমে আসে, দেখছিস! আশ্বিনের হিম, গলা বসে যায়। ভালো করে জড়িয়ে নে। অ্যাক্টিং-এ গলাটাই আসল-

নাটুলাল ∫∫ অ্যাক্টিং...অ্যাক্টো করবে শরৎশশী! হি হি হি... পারবি তো শশীবালা, থুড়ি শরৎ

[ফুলতোলা রুমালের কোণটি পাকাইয়া নাকে দিয়া হাঁচে নাটুলাল।]

মনোরমা ∫∫ অলক্ষুণের মতো হেঁচো না নাটু। ....ওকি, মুখখানা অমন করিস যে! ও শশী অসোয়াস্তি লাগছে?

নাটুলাল ∫∫ খিদে পেয়েছে গো, খিদে!

[শরৎশশী মাথা ঝাঁকায়। নাটুলাল ধমক দেয়।]

অ্যাই 'না' বলছিস কেন রে! ঝাড়া দুদিন নৌকায় বসে কলা আর মুড়কি খেয়ে গঙ্গা ইচ্ছেমতী ভৈরব কপোতাক্ষী চারটে গাঙ পেরুলি... পাবে না? ওর ধাত আমি বুঝি গো। যেই পেটে খিদে আসবে, অমনি মুখখানা কেষ্টপক্ষের চাঁদের মতো ধাঁই ধাঁই করে হসকাতে থাকবে। (বিব্রত কণ্ঠে) দ্যাখো দিদিভাই...গাল দুটো কিরকম ঢুকে গেছে।

[মনোরমা ও শরৎশশীর মাঝখানে বসিবার চেষ্টা করে নাটুলাল।]

মনোরমা ∫∫ যাও, ওদিকে যাও, মেয়েদের গায়ে পড়ো কেন?

নাটুলাল ∫∫ আমার ওকে আমি আদরও করতে পারব না! মাইরি! কী কুক্ষণে যে সে রাতে বিডন স্ট্রিটে আমাদের সাক্ষাৎ হয়েছিল দিদিভাই...

[বাগানের পথে ভৃত্য দুকড়ি ব্যস্তভাবে ছুটিয়া আসিল।]

দুকড়ি ∫∫ আসেন আসেন... আপনেরা এই বাগানবাড়িতে থাকবেন। দ্যাখেন দিকিনি, কতক্ষণ বাইরে বসতে হ'লো। আরে আমারে যদি কেউ একবার বলে, কখন ঘর খুলে দিই। এখুনি ঐ অভয়াদিদিমণির কাছে শুনি-

[দুকড়ি বাগনবাড়ির তালা খোলে।]

মনোরমা ∫∫ ইন্দ্রভাই ফি রেছে?

দুকড়ি ∫∫ উঁহু, দেরি হবে, কনসার্ট পার্টি নিয়ে হাঙ্গামা বেধেছে তো! দ্যাখেন, তারা বায়না ধরল, এখন বলে থেটারে বাজাতে পারবে না। কোজাগরী রাতে অন্য কাজ আছে। খেপেমেপে ছুটে গেছেন দাদবাবু। ব্যাটাদের কপালে আজ ঠেঙানি আছে।... (মনোরমার মালপত্র কাঁধে তোলো) আসেন. দাদাবাবু না থাক, আমি তো আছি। কলকাতার প্লেয়ারদের দেখাশোনার ভার আমারে দিয়েছেন দাদাবাবু। আজ্ঞে দুকড়ি আপনাদের সেবায় আছে-

[দুকড়ি পিছনে মনোরমা শরৎশশী নাটুলাল সুসজ্জিত কক্ষে ঢুকিল।]

কলকেতা হতে তা পাঁচ জন প্লেয়াররে আসার কথা মা।

মনোরমা ∫∫ আর মেয়েরা সব থিয়েটারের আগের রাতে আসবে।

দুকড়ি ∫∫ আপনাদের সবারই তো তাই কথা ছিল।

মনোরমা ∫∫ আমরা দিন চারেক আগে এসে তোমাদের বিপদে ফেললাম, না?

দুকড়ি ∫∫ না না, ভালো করেছেন মা। হেঁ হেঁ, মেয়ে-প্লেয়ার আগে কখনো দেখিনি...বেশিদিন সেবা করা যাবে।...নেন, এখানা ছাড়াও ঘর আছে তিনখান... (পার্শ্ববর্তী কক্ষের দরজা দেখায়) তিনজনে মিলে আরাম করে তিন ঘরে থাকেন। এখানে বাবুদের র্যার্সাল বসে। দ্যাখেন সব ব্যবস্থা পাকা করে রেখেছি...

নাটুলাল ∫∫ আয়রে... বিশ্রাম করে নিই....

[নাটুলাল শরৎশশীর বাহু ধরিয়া টানে। মনোরমা তাহার আর এক বাহু চাপিয়া ধরে।]

মনোরমা ∫∫ দ্যাখ শশী, ইন্দ্রভাই আমাদের জন্যে ইন্দ্রপুরী সাজিয়ে রেখেছে।

[অগত্যা নাটুলাল তোরঙ্গসহ একাই ভিতরে গেল।]

দুকড়ি ∫∫ এ বাড়ি বাগান সব আমাদের বড় জ্যাঠাবাবুর তৈরি। বড় মাইডিয়ার মানুষ বড় জ্যাঠামশাই। হেঁ হেঁ, আর কী খরুচে... টাকা যেন হাতের তেলোর ময়লা। ঐ যে জলপরি... জ্যাঠামাশাই বিলেত হতে আনা করিয়াছেন। হেঁ হেঁ...হ্যাঁ মা, আপনে কীসের পার্ট নেবেন, রাজরানির?

মনোরমা ∫∫ নাগো বাপু, শয়তানীর!

দুকড়ি ∫∫ অ্যাঁ!

মনোরমা ∫∫ হ্যাঁ বাবা দুকড়ি, তোমাদের এখানে যে প্লেখানা হবে-তাতে রাজারানি নেই। আছে চাষাভুষো সাহেবসুবো আর একটা শয়তানী! ...শয়তানী পদি ময়রানি!... আমি।

দুকড়ি ∫∫ তা শয়তানী আপনারে খুব ভালো মানাবে মা।

[মনোরমা হাসিয়া উঠিল।]

হেঁ হেঁ, মুখ ফসকে গেছে... মাপ করে দ্যান মা...

মনোরমা ∫∫ এই দ্যাখো, কেন? তুমি তো ঠিকই বলেছ বাছা। যদ্দিন প্লে করছি, দেখছি- তোমাদের মতো মানুষ আলপটকা যেটা

বলে, সেটাই বড় সত্যি। (অন্যমনস্ক ভাবে) শয়তানীতে আমার সঙ্গে এঁটে ওঠা মুশকিল নাটুলাল!

দুকড়ি ∫∫ (শরৎশশীতে ইঙ্গিত করিয়া) দিদিমণির কিসের পার্ট?

মনোরমা ∫∫ বলো তো...

দুকড়ি ∫∫ (বিজ্ঞের মতো) সবচেয়ে দুঃখের পার্টটা। তাই না মা?

মানোরমা ∫∫ ঠিক! আবার ঠিক!

দুকড়ি ∫∫ এবার থেটার দেখতে যা ভিড় হবে না। লোকেরে আর ধরে রাখা যাবে না মা....

[নাটুলাল হাতমুখ মুছিতে মুছিতে কক্ষে ফিরিল।]

নাটুলাল ∫∫ তাই বুঝি?

দুকড়ি ∫∫ দ্যাখবেন! তল্লাটের কেউ তো কখনো মেয়ের পেলে দ্যাখেনি...হেঁ হেঁ, কনসার্ট বেজে উঠলে দ্যাখবেন সাগর উথলে পড়ছে।

নাটুলাল ∫∫ সাগর উথলে পড়ছে? হ্যা হ্যা হ্যা... শুনলি শরৎশশী! (হাসিয়া গান ধরে) রাধারে দেখিয়া হরষিত হিয়া বাঁধিয়া রাখিতে নারি....

মনোরমা ∫∫ (নাটুলালকে) থাম তো নাটু! আয়রে শশী, চান করে ফিটফাট হয়ে নিবি।

[বিহ্বল শরৎশশীকে নিয়ে মনোরমা ভিতরে যায়।]

নাটুলাল ∫∫ . বাবা দুকড়ি...

দুকড়ি ∫∫ আজ্ঞে....

নাটুলাল ∫∫ এধারে বুঝি গোঁপ-কামানো মেয়ের চল ছিল অ্যাদ্দিন?

দুকড়ি ∫∫ আজ্ঞে বাবুরাই অ্যাদ্দিন শাড়ি বেলাউস পরে কোমর বাঁকিয়ে বাঁকিয়ে...হেঁ হেঁ কী বলব আপনারে বাবু....

নাটুলাল ∫∫ নাটুদাদা।

দুকড়ি ∫∫ কী বলব নাটুদাদা, পেলে ভাঙবার আগেই ওদিকে আকাশে শুকতারাও ফুটে বেরোয়, এদিকে ঘোমটার নিচে বাবুদের গোঁপদাড়ির গোঁজও ঠেলে ওঠে...হেঁ হেঁ...

[নাটুলাল রঙ্গ পাইয়া মহাখুশি।]

নাটুলাল ∫∫ ঘোমটার নিচে গোঁপদাড়ি.....হ্যা হ্যা... বেড়ে বলেছ, বসো চাঁদ দুকড়ি...কাছে বসো....

[দুকড়ির গলা জড়াইয়া কৌচে বসে নাটুলাল।]

দুকড়ি ∫∫ (উৎসাহিত হইয়া) বড় জ্যাঠামশাই তা দেখে কী বলেন জানেন নাটুদাদা? কাকের গায়ে চুন মাখিয়ে কাকাতুয়া বানানো যায় না।

নাটুলাল ∫∫ (দুকড়ির থুতনি নাড়িয়া) মাল সরেস আছে গো! কাকাতুয়া! যে কদিন আছি, তুমি ফ্রেন্ড.... দোস্ত....ইয়ার.... আমার কাকাতুয়া!

দুকড়ি ∫∫ (অধিকতর উৎসাহে) একটা কথা বলব নাটুদাদা!

নাটুলাল ∫∫ বল না।

দুকড়ি ∫∫ এই দিদিমণিরে নিয়ে দ্যাখবেন পাঁচক্ষীরেয় ছেঁড়াকুটি পড়ে যাবে।

[রঙ্গ থামিল। নাটুলালের চোখে চতুর গাম্ভীর্য নাচিয়া উঠল।]

নাটুলাল ∫∫ পাঁচক্ষীরের বাসিন্দাদের বুঝি একটু খাই-খাই রোগ আছে?

দুকড়ি ∫∫ দ্যাখবেন। বলে দিলাম। ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া মুশকিল হবে।

নাটুলাল ∫∫ মেয়েটারে তোর মনে ধরেছে?

দুকড়ি ∫∫ খুউব!

নাটুলাল ∫∫ একটু ভাবসাব করিরি নাকি?

দুকড়ি ∫∫ (ঠিক বুঝিল না) কী ভাব?

নাটুলাল ∫∫ এই একটু রং তামাশা করলি... ঘুরলি ফিরলি...ফাঁকা বাগান...ঝোপঝাড়ের আড়ালে বুকের মধ্যে চেপে ধরলি...বল, ব্যবস্থা করে দিচ্ছি!

দুকড়ি ∫∫ (চক্ষু মোটা হয়) যাঃ! কী বলেন আপনে নাটুদাদা?

নাটুলাল ∫∫ আচ্ছা তুই না চাস, বাবুর বাড়িতে তেমন কেউ নেই, উঁ? ফূর্তিফার্তা ভালবাসে,করতে চায়? দ্যাখ না, কোজাগরী অবধি তো আছি। ব্যবস্থা করে দেব দুকড়ি। আরে আমার হাতের জিনিস। তোরও কিছু হয়, আমারো কিছু হয়।

দুকড়ি ∫∫ আপনে তো ভারি অসভ্য লোক! ছিঃ!

[দুকড়ি উঠিয়া পড়ে।]

নাটুলাল ∫∫ (কুৎসিত ভাবে হাসিয়া) হাঁদাবোঁদা নদের কানাই! যাক্‌গে, অ্যাই, জলটল খাওয়াবি না?

দুকড়ি ∫∫ আনি...

নাটুলাল ∫∫ শুনে যা, কী জল?

[নাটুলাল অঙ্গভঙ্গি করে।]

দুকড়ি ∫∫ নেশা!

নাটুলাল ∫∫ ব্যবস্থা কর ভাই। মাল যেটুকু এনেছিলুম নৌকায় উড়ে গেছে। তোদের এখানে, তুই ভরসা।

দুকড়ি ∫∫ বাবুরা কেউ ওসব ছোঁয় না। বাড়িতে অন্নোপুন্নোর নন্দির রয়েছে।

নাটুলাল ∫∫ (কৃত্রিম রাগে) দূর সম্বন্ধীর পো! তেমহলা অট্টালিকার সবাই তোর অন্নপূর্ণা ধরে রয়েছে! কেউ না কেউ অমৃতপূর্ণাও ধরেছে। যা না, অমের্ত যোগাড় করে আন দুকড়ি।

[নাটুলাল দুকড়িকে জড়াইয়া বলে-]

শরীরটা আঁকুপাঁকু করছেরে...উঁ-উঁ-উঁ-

দুকড়ি ∫∫ ছাড়েন! ছাড়েন! ইস! কাতুকুতু দেন কেন? যাঃ! এ কী অসভ্য রে! ছিঃ!

[দুকড়ি মুক্ত হইয়া ছুটিয়া পালায়। নাটুলাল হাসিতে হাসিতে কৌচের ওপর গড়ায়। আড়মোড়া ভাঙে। পিঁয়াজের খোসার মতো পরতে পরতে তাহার আলস্য খসায়। শরৎশশী ত্রস্ত পায়ে ঢোকে।]

শরৎশশী ∫∫ মোরে কলকাতায় নে চলেন!.... শোনেন... শোনেন কী কই... শোনেন না...

নাটুলাল ∫∫ হুঁ, বল...

শরৎশশী ∫∫ মুই হেথায় থাকব না! ওঠেন শিগগির... মোর ডর লাগে!

নাটুলাল ∫∫ কেন, কী হলো?

শরৎশশী ∫∫ বাপরে, কী বড়লোকের ঘর। বড় বড় পালং, হেই মোটা সব গদি, দেয়ালভরা মেমসাহেবের ছবি...হি বাপ, তালগাছের পারা ঢ্যাঙা আর্শি...সব্বোস্ব গিলে খায়... মোর মাথা ঘোরে.... কই ওঠেন...

নাটুলাল ∫∫ হ্যা হ্যা... আয়না গিলে খায়! হ্যা হ্যা... বড় আয়না দেখে বড় ভয় পেয়েছে! হ্যা হ্যা...বড় আয়নায় গতরটা আরো বড় লেগেছে, না?

শরৎশশী ∫∫ হাসেন যে বড়! এক টুকরো ভাঙা কাঁচে মুখ দেখি মোরা! খালি মুখখানা। এ যে পুরা ফুটে ওঠে...পা হতে মুণ্ডু তক...

নাটুলাল ∫∫ (আদর মাখাইয়া) সে তোরই পা, তোরই মুণ্ডু। হ্যা হ্যা, নিজের রূপ দেখে ভয় পায় আমার নেড়ি কুত্তি! হ্যা হ্যা....

শরৎশশী ∫∫ হেথায় মোরে আনলেন কেন শুনি?

নাটুলাল ∫∫ থেটার করবি! হ্যা হ্যা, ঠোঁটে রঙ মাখবি, চুলে ফুল বাঁধবি...এস্টেজে দাঁড়িয়ে ঢঙ করবি... তোকে দেখে বাবুরা সব পাগলা হয়ে যাবে!

শরৎশশী ∫∫ মোর চোদ্দপুরুষে ওসব নাই। মুই পারব না!

নাটুলাল ∫∫ পারার ব্যাপারটা ঐ বুড়িটার ওপর ছেড়ে দে না। তোর আমার কী..আমরা ফাঁকতালে কিছু কামিয়ে নেব।

শরৎশশী ∫∫ না। মোরে গাঁ হতে আনলেন যখন... এই কথা ছিল নাকি? কয়েছিলেন বেথা করবেন। কই, তার কী বন্দোবস্ত? আমি কিন্তু পালান দেব।

নাটুলাল ∫∫ হ্যা হ্যা, পাগলি ক্ষেপে গেছে রে। গাঁইয়া ভূত, দাঁড়া বিয়ের আগে হনিমুনটা সেরে নিই, এদের ঘাড় ভেঙে। বোঝে না....! গায়ের বুনো গন্ধটা কাটিয়ে নিতে হবে না! শহরে থাকবি, পালিশ চাই না? থেটার-মেটার করে যদি চেকনাই আসে, আসুক না।

[গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে কৌচে শায়িত নাটুলাল কখন শরৎশশীকে আলিঙ্গনবদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে। মনোরমা বেশবাস পালটাইয়াছে। হঠাৎ দ্রুতপদে ঘরে ঢুকিয়া ছোঁ মারিয়া শরৎশশীকে নাটুলালের বুক হইতে তুলিয়া নিল।]

মনোরমা ∫∫ বললাম চান করতে! (শরৎশশীর গালে চড় মারিল) যা! জামাকাপড় ছাড়!

শরৎশশী ∫∫ (বেয়াড়া ঘোড়ার মতো ঘাড় বাঁকায়) মোর খিদে পেয়েছে!

মনোরমা ∫∫ কুঁজোয় জল আছে, যত পারিস খা। ভদ্রলোকের বাড়ি... খাই খাই যেন না দেখি।

[শরৎশশীকে ভিতরে পাঠাইয়া মনোরমা ঘুরিয়ে দেখিল নির্বিকার নাটুলাল শায়িত অবস্থায় পা নাচাইতেছে।]

তোমায় আবার বলি নাটু, মানী জায়গায় এসেছ, কোনরকম বেচাল যেন না দেখি।

নাটুলাল ∫∫ তোমার চাল আর আমার চাল যে আলাদা দিদিভাই। মিলবে কী করে?

মনোরমা ∫∫ তুমি কি একটা মানুষ যে তোমার চালে আমায় চলতে হবে।

নটুলাল ∫∫ পাঁচক্ষীরে পা দিতেই তোমার মেজাজ দেখছি উজানে বইছে!

মনোরামা ∫∫ নেহাৎ মেয়ে আমার হাতে ছাড়বে না বলে তোমাকেও আনতে হ'লো। খর্বদার...

কোজাগরী রাত পর্যন্ত মেয়ের গায়ে হাত দেবে না তুমি!

নটুলাল ∫∫ ব্রহ্মচারী হতে বলছ! বেশ। কোজাগরীর পরেই হবে। যাকগে, ইন্দ্রবাবু এলে তুমি ওর মুজুরির চুক্তিটা কিন্তু আগে পাকা করে নেবে।

মনোরমা ∫∫ মুজুরি? কীসের মুজুরি!

নটুলাল ∫∫ প্লে করার।

মনোরমা ∫∫ হুঁ প্লে করার! করে কিনা তারই ঠিক নেই....

নটুলাল ∫∫ ঠিক নেই মানে?

মনোরমা ∫∫ আগে ইন্দ্রভাই দেখুক। তার পছন্দ হয় কিনা দেখি। ও নিজেই করতে পারে কিনা...। মুজুরি! থিয়েটারটা অতই সস্তা! এলাম-করলাম-চলে গেলাম, গ্যাঁটে কড়ি গুঁজলাম!

নটুলাল ∫∫ (উঠিয়া বসে) দাঁড়াও দাড়াও। বিডন স্ট্রিটে কী কথা হয়েছিল?

মনোরমা ∫∫ কী হয়েছিল?

নটুলাল ∫∫ আমার যে হাত জড়িয়ে কাতরালে, ও নাটু, এক রাত্তিরের জন্যে মেয়েটাকে ধার দাও। পাঁচক্ষীরের বাবুদের একটা প্লেয়ার শর্ট পড়েছে। ইন্দ্রভাই বেপাকে পড়ে যাবে....বলোনি? আরে... রাস্তা থেকে মেয়ে তুলে গিয়ে ভালুকপাড়ায় বাসায় রেখে সাতদিন ট্রেনিং মারলে... এখন বলছ সবটাই অনিশ্চিত। দিদিভাই...টাকা কিন্তু চাই।

মনোরামা ∫∫ ওসব ভুলে যাও। প্রথম রাতে শো করে কেউ টাকা পায় না, নেয়ও না। বিনোদিনী দাসীই পায়নি। বাবুদের স্টেজে যদি উঠতে পারে, সেটাই ওর বরাত জোর।

নটুলাল ∫∫ কীসের বরাত! ও কি বিনোদিনী হবে যে মাগনায় খাটতে যাবে? নৌকোয় বসেও বলেছ, কম করে পনেরো টাকা পাচ্ছেই, বাবুরা খুশি হলে দু-দশ বেশিও হতে পারে। গিন্নিদের দামী কাপড়চোপড়ও পাবে....এটা ওটা সেটা সেটা পাবে...দু-একটা আংটি নাকছাবিও জুটে যেতে পারে। মাল জায়গায় ঢুকিয়ে দিয়ে এখন সব ভুজুং!

মনোরমা ∫∫ তুমি যখন এধার থেকে মেয়ে ধরে এনে রামবাগানে ঢোকাও, ভুজুং তুমি দাও না!

নাটুলাল ∫∫ সেটাই আমার কাজের দস্তুর!

মনোরমা ∫∫ এটাও আমার কাজের দস্তুর!

নটুলাল ∫∫ দিদিভাই, আমার সময়ের দাম আছে। ঘন্টা মিনিটের দাম আছে।

মনোরমা ∫∫ নেই কে বলবে! রামবাগানে ঘড়ি ধরে ব্যবসা চলে।

নাটুলাল ∫∫ দিদিভাই, আমার সময়ের দাম আছে। ঘন্টা মিনিটের দাম আছে।

মনোরমা ∫∫ নেই কে বলবে! রামবাগানে ঘড়ি ধরে ব্যবসা চলে।

নাটুলাল ∫∫ এখুনি টাকা পয়সার ফয়সালা না করলে, আমি কিন্তু মেয়ে নিয়ে চলে যাবো।

মনোরমা ∫∫ কলকাতা পর্যন্ত নৌকাভাড়া আছে তোমার?

নাটুলাল ∫∫ সে ভাবনা আমার।

মনোরমা ∫∫ আমারো ভাবনা নেই। ইন্দ্রভাই যদি বোঝে থিয়টারে ওকে লাগবে, সেই পাইকবরকন্দাজ দিয়ে মেয়ে ঠেকাবে...

[নাটুলাল মরা মাছের চাহনিতে মনোরমাকে দেখে।]

তারপর যদি তার কানে তুলি, তুমি কোন জগতের দালাল...

নাটুলাল ∫∫ (হাসিয়া) তুমি মাইরি একটু ক্ষেপি আছো আছো দিদিভাই। আচ্ছা তোমার সঙ্গে কি আমার আনকোরা সম্পক্কো! দিদিভাই, না হয় আজ তুমি ভদ্দর সমাজে একজন হয়েছ... জন্মছিলে ঐ রামবাগানে। তোমার মা মরেছে ঐ জগতে। মরণকালে মাসির মাথার কাছে তুমি ছিলে না দিদিভাই, ছিল এই নাটু।

মনোরমা ∫∫ মা! আমি তাকে কোন কালে ছেড়ে এসেছি, আর তার মরামুখ দেখতে যাবো কেন? তুমি যেমন আমার মাকে দেখেছ, তেমনি পাওনা বুঝে নিয়ে গেছ...আমার বাসায় এসে! আমি টাকা দিয়ে সাহায্য না করলে সেবার ঐ রাধু মল্লিকের কেউ তুমি জেল খেটে মরতে। এখনো মাঝে মাঝে আমার কাছেই হাত পাতো।

নাটুলাল ∫∫ দিদিভাই, তোমার মা আমাকে পেটের ছেলের মতো দেখতো। মাঝে মাঝে সাহায্য করো, আজ তার খোঁটা দিলে!

মনোরমা ∫∫ খোঁটা না দিলে তোমার মতো শেঁকুলকাঁটা যে ছাড়ানো যায় না! ... খবর্দার কোজাগরী পর্যন্ত আমার মতো আমাকে চলতে দাও।

[ভিতরের ঘরে মাঝে মধ্যেই ভারী কিছু টানাটানির শব্দ হইতেছে। মনোরমা সেই দিকে তাকায়।]

ছাড় ছাড়। ওটা তোর কী ক্ষেতি করেছে? কেমন সুন্দর আয়না! ঠেলাঠেলি করিস কেন? পড়ে ভেঙে যাবে। ভয় কি? ওটা তো কাপড় পরার জন্যেই। আয় দেখি.

[মনোরমা ভিতরে গেল।]

(অন্তরালে) দ্যাখ, বাঃ নে আমি ধরছি, পর।

[মস্ত থালায় নানারকম মিষ্টান্ন। দুকড়ি হাঁক পাড়িতে পাড়িতে ঢোকে।]

দুকড়ি ∫∫ মাগো... জলখাবার এনেছি মা....নেন খিদে পেয়েছে খেয়ে ফেলুন....

নটুলাল ∫∫ কী খাবো? আমার জল কই, জল?

[দুকড়ি জলের ঘটি বাড়ায়।]

দুস শালা! (বাগানে ছুঁড়িয়া দিয়া) আমার জল কই....আমার লাল জল? তোকে যে বললাম....

দুকড়ি ∫∫ হবে না।

নটুলাল ∫∫ হবে হবে! সূর্যি ডুবছে, না হলে থাকতে পারব না। যা শিগগির নিয়ে আয়-

[নাটুলাল দুকড়িকে বাহিরের মুখে ঠেলিতে থাকে। মেঝেতে থালা রাখিয়া দুকড়ি বাগান ধরিয়া ছোটে।]

দুকড়ি ∫∫ হবে না...হবে না

[নাটুলালও ছুটিল তাহার পিছনে।]

নাটুলাল ∫∫ হবে, হতে হবে. আলবাৎ হতে হবে....

[দুকড়ি ও নাটুলাল বাগানের পথে অদৃশ্য হয়। মনোরমা ও শরৎশশী ঢোকে। শরৎশশী চুল বাঁধিয়াছে, টিপ পরিয়াছে, শাড়িটিও রংদার। মনোরমা থালার ঢাকা সরায়। শরৎশশীর মুখ উজ্জ্বল হয়।]

শরৎশশী ∫∫ (আঙুল উঁচাইয়া) সেটা কিগো?

মনোরমা ∫∫ গোপালভোগ!

শরৎশশী ∫∫ আরে সেটা. আধখানা চাঁদের মতন. সেটা?

মনোরমা ∫∫ সেটা কীরে? ওটা বল...

শরৎশশী ∫∫ ওটা?

মনোরমা ∫∫ চন্দরপুলি-

শরৎশশী ∫∫ (লোভাতুর শ্বাস ছাড়িয়া) এতো মিষ্টি মেঠাই মোরা বাপের কালে দেখি নাই, কানে শুনি নাই...

মনোরমা ∫∫ খা।

শরৎশশী ∫∫ (উবু হইয়া বসিয়া) দ্যাও.

মনোরমা ∫∫ নে না!

শরৎশশী ∫∫ ছোঁবো?

মনোরমা ∫∫ খাবি তা ছুঁবি না?

[শরৎশশী খপ করিয়া একটি খাবার তুলিয়া গালে ফেলিল।]

উবু হয়ে খেতে নেই। রামকৃষ্ণদেব বলেছেন। বাবু হয়ে বোস..

[তৎক্ষণাৎ দুই জানু নামাইয়া পদ্মাসনে বসে শরৎশশী।]

শরৎশশী ∫∫ বাবু হয়ে তবে আর একটা খাই দিদি?

[শরৎশশী আর একটা গালে ঢোকায়।]

মনোরমা ∫∫ (হাসিয়া) খুশি আর ধরে না মেয়ের! পথে তবে অমন ভেঁচকে ছিলি কেন?

শরৎশশী ∫∫ আহা ক্যালা আর মুড়কিতে কারো মন ওঠে বুঝি ?

[মনোরমা লক্ষ করে, শরৎশশী কথার ফাঁকে ফাঁকে তাহার আড়ালে এক আধটি মিঠাই চুরি করিতেছে।]

মনোরমা ∫∫ তোর বাড়ি কোথায়? কোন্ গাঁ?

শরৎশশী ∫∫ দাঁড়াও। গালের মেঠাইটা গিলে নিয়ে বলি।

মনোরমা ∫∫ বল।তোর বাপ কোথায়...মা কোথায়? নাম কি? করে কি? নাটুলালের সঙ্গে তোর ভাব হলো কোথায়... বল? কী করে ধরল তোকে?

শরৎশশী ∫∫ বলব না। কোনটাই বলব না। তোমার ভাই বলতে মানা করেছে।

মনোরমা ∫∫ নাটুলাল!

শরৎশশী ∫∫ দিদি, তোমার ভাই কী কয়েছে জানো?

মনোরমা ∫∫ কী?

শরৎশশী ∫∫ সাবধান! তোর বুড়ি ননদটা একটু ক্ষেপি আছে।

[শরৎশশী হাসে।]

মনোরমা ∫∫ আচ্ছা তোর নামটা তো বল!

শরৎশশী ∫∫ ঐ যে শরৎশশী!

মনোরমা ∫∫ সে তো আমার দেওয়া! তোর নামটা কী! আসল নাম?

শরৎশশী ∫∫ বলব? মুখে আসছে... ঠোঁটের ডগায়...বলব? না বাব, থাক। তোমার ভাই জানলে যদি আবার ঠেঙায়...

মনোরমা ∫∫ ও তোকে মেরেছে?

শরৎশশী ∫∫ ও বাবা, যে রাতে তোমার সঙ্গে পথে দেখা হ'লো. তার খানিক আগেই এক পশলা হয়ে গেছে।

মনোরমা ∫∫ কেন?

শরৎশশী ∫∫ বলব না... ও দিদি, তুমি একটা খাও!

[শরৎশশী মনোরমার সম্মুখে থালা তুলিয়া ধরে, মনোরমা একটি নেয়।

মনোরমা ∫∫ তুই আর ওর কাছে যাসনে।

শরৎশশী ∫∫ সেকি গো?

মনোরমা ∫∫ আমার তো কেউ নেই। থাক না শশী আমার কাছে। বেশ দুবোনে থিয়েটার করে বেড়াবো।

শরৎশশী ∫∫ (হাসিতে দুলিয়া ওঠে) দূর, তুমি যে কী করে ভাবলে, আমারে দিয়ে ওসব হবে! আমি তো আকাঠ মুখ্যু... তোমরা কতো উঁচু!

মনোরমা ∫∫ ধর যদি হয়, যদি লোকে তোর সুখ্যাতি করে! শশী, সে রাতে যিনি তোর থিয়েটার দেখতে আসছেন...

শরৎশশী ∫∫ সেই তোমাদের গিরিশবাবু না কোন্ বাবু?

মনোরমা ∫∫ যদি তোকে তাঁর পছন্দ হয়ে যায়। যদি তোর মাথায় হাত রেখে বলেন, শশী তোমার হবে! তাহলে? তাহলে?

শরৎশশী ∫∫ তাহলেও না, কিছুতেই না! কোজাগরীর পরে তোমার ভাই মোরে নোয়াসিঁদুর দেবেন। (হাসিয়া) রইল তোমার তেলের কেঁড়ে চলল হরিদাসী....

মনোরমা ∫∫ (শরৎশশীর গিন্নিপনায় হাসে) আচ্ছা। দেখা যাবে। অতো সস্তা না, বুঝলি ছুঁড়ি! এর নাম থিয়েটার! কচ্ছপের কামড়! একবার সখ্যাতি পেলে ঐ রঙকালি মাখার লোভে বার বার ফিরে আসতে হবে থিয়েটারের দোরগোড়ারয়..... আসতেই হবে...!

শরৎশশী ∫∫ মোট্টেই না। রঙকালি কি মুই একবারো মাখিনি ভেবেছো? তা বলে কি আবার চাইছি?

মনোরমা ∫∫ (বিস্ময়ে) তুই! তুই আগে অ্যাক্টো করেছিস?

শরৎশশী ∫∫ ছোট্টবেলায়। মোদের মেহেরপুরে চড়কের সঙে হরগৌরী বেরিয়েছিল..

মনোরমা ∫∫ (অস্ফুট সুরে) মেহেরপুর! বাড়ি মেহেরপুর!

শরৎশশী ∫∫ গৌরী সাজিয়েছিল আমারে। গান গেয়েছিলাম। হুঁ!

[নিমকি জাতীয় কিছু তুলিয়া নিয়া খায় আর গান জাতীয় কিছু শোনায় শরৎশশী।]

ঘর করব না. করব না.

ও ভোলা তোর ঘর করব না. করব না.

রইল রে তোর গয়নাগাঁটি

আলতা সিঁদুর শেতলপাটি

বুড়োবরের কড়ে আঙুল ধরব না. ধরব না.

[উদ্যানে ইন্দ্রনাথ। সঙ্গে তাহার চুড়োমামা।]

ইন্দ্রনাথ ∫∫ মনোরমাদি. মনোরমাদি.

মনোরমা ∫∫ ইন্দ্রভাই.

[শরৎশশী ছুটিয়া ভিতরে যায়। ইন্দ্রনাথ ও চুড়োমামা কক্ষে আসে।]

ইন্দ্রনাথ ∫∫ ও মনোরমাদি! সুইটি দিদি আমার! তুমি যে দিদি এত আগে আসবে, বলোনি তো?

মনোরমা ∫∫ ভাইয়ের বাড়ি দিদি আসবে, জানান দিয়ে আসতে যাবে কেন? শুধু নিজে আসিনি গো, সঙ্গে করে মাসতুতো বোনকেও এনেছি। খারাপ করেছি?

চুড়োমামা ∫∫ বেশ করেছেন। এ আবার জিজ্ঞেস কর্চ্ছেন!

ইন্দ্রনাথ ∫∫ আমার মামা। গাঁয়ের সকলের চুড়োমামা। মামা একজন ভেটারেন অ্যাকটর। নবীনমাধবের পার্ট করছে মামা-

[মনোরমা যুক্ত করে নত হয়।]

চুড়োমামা ∫∫ (বিগলিত হইয়া) একটু মানিয়া গুছিয়া নিতে হবে মনোরমা। তুমি বলব, কুছু মনে করো না।

মনোরমা ∫∫ তাই তো বলবেন মামাবাবু।

চুড়োমামা ∫∫ (আহলাদে আটখানা) আমরা মফঃস্বলের আর্টিস্ট। ফিমেলদের সঙ্গে প্রথম স্টেজে উঠব। কী গো, এক্সটে ম্পো দেবে না তো?

মনোরমা ∫∫ (জিব কাটিয়া) ও সব যেখানে দেবার দিই। ইন্দ্রভাই-এর শোয়ে ঐ সব! গিরিশবাবু থাকবেন। তাঁর সামনে মুখ্যুমি চলে?

ইন্দ্রনাথ ∫∫ আমাদের গাঁয়ের টিমটা এক সময় দারুণ ছিল, জানো মনোরমাদি.একটা কারণে মাঝে বছর তিনেক বন্দ থাকায় খানিকটা কমজোরি হয়ে পড়েছে.

চুড়োমামা ∫∫ একজন খুব ভালো প্লেয়ার আমাদের বসে গেছে। বিল্বমঙ্গলে বিল্বমঙ্গলের পার্ট করেছিল বটে। আঃ! ব্ল্যাঙ্ক ভার্সে মাস্টার। পাঁচক্ষীরের বেস্ট প্লেয়ার।

ইন্দ্রনাথ ∫∫ কে বেস্ট প্লেয়ার? সিতিকন্ঠর কথা বলছ? জাস্ট অ্যাভারেজ! ওসব অ্যাক্টিং তোমাদের কাছেই চলে মামা। শহরে গিয়ে দেখুক না।

মনোরমা ∫∫ তাঁকে আর পাওয়া যায় না?

ইন্দ্রনাথ ∫∫ আরে না না, তার পক্ষে আর অ্যাক্টিং করা সম্ভব নয়। নষ্ট হয়ে গেছে। বেপাত্তা! ছাড়ো, আমরা কিন্তু খারাপ করব না মনোরমাদি। টিমটাকে ভালই খাড়া করে ফেলেছি। একটা গ্রান্ড শো আশা করছি।

চুড়োমামা ∫∫ ইন্দ্রনাথ এ কদিন আমাদের নিয়ে প্রচণ্ড খাটছে!

ইন্দ্রনাথ ∫∫ বলো? দেশে কিছু করতে না পারলে কলকাতায় আমার প্রেসটিজ থাকে?

মনোরমা ∫∫ কলকাতার একটা খুব খারাপ খবর আছে গো ইন্দ্রভাই.. কী করে দিই তোমাকে?

ইন্দ্রনাথ ∫∫ কী ব্যাপার?

মনোরমা ∫∫ মানে কলকাতায় থেকে আমাদের যে পাঁচ জনের আসার কথা.

ইন্দ্রনাথ ∫∫ হ্যাঁ হ্যাঁ. বাকিরা সব ঠিক আছে তো?

মনোরমা ∫∫ আর সবাই ঠিক আছে। শুধু পটলরানি ঠিক নেই। সে কিন্তু আসছে না।

চুড়োমামা ও ইন্দ্রনাথ ∫∫ সেকি!

মনোরমা ∫∫ হ্যাঁ-পশ্চিমে বেড়াতে গেছে।

ইন্দ্রনাথ ∫∫ মাই গড! পটল আসবে না! ক্ষেত্রমণির পার্ট করবে কে?

চুড়োমামা ∫∫ নীলদর্পণে ক্ষেত্রমণি! মোস্ট ভাইটাল রোল!

মনোরমা ∫∫ তোমার বায়নার টাকা ফেরত দিয়ে গেছে।

[মনোরমা আঁচলের গিট খুলে টাকা বার করিতে যায়।]

ইন্দ্রনাথ ∫∫ আরে টাকা রাখো। রোলটা করাব কাকে দিয়ে!

চুড়োমামা ∫∫ গাঁ-ঘরে মেয়ে পাবো কোথায়! সেটা বুঝল না? এরা প্রফেশানাল-প্রফেশানাল এথিক্স নেই!

মনোরমা ∫∫ সে সব থাকলে কি মামাবাবু, আজ আমাদের এই দশা হয়! ফুলবাবুর সঙ্গে ভাব হয়েছে। চলে গেলি দ্বারভাঙায়.! সব নিংড়ে নিয়ে ঐ বাবু যখন ছুঁড়ে ফেলে দেবে.মুখ পুড়িয়ে আসবি তো সেই থিয়েটারের দরজায়।

ইন্দ্রনাথ ∫∫ আমি কিছু ভাবতে পারছি না। কলকাতায় যাবো মামা? দেখি যদি আর কাউকে আনতে পারি।

চুড়োমামা ∫∫ যেতে দুদিন আসতে দুদিন। পাঁচদিন পরে কোজাগরী। সব তচনচ হয়ে যাবে। নাঃ-বজ্রাঘাত হ'লো!

ইন্দ্রনাথ ∫∫ একটা সাবোটাজ চলছে! দ্যাখো ঐ কনসার্ট পার্টি লাস্ট মোমেন্ট বেঁকে বসল।

চুড়োমামা ∫∫ বোঝাই যাচ্ছে তোর বাবাই ওদের টিপে দিয়েছেন।

ইন্দ্রনাথ ∫∫ বাবা কালিদাসবাবুকে হঠাৎ কলকাতায় পাঠালেন। কেন, বুঝতে পারছি না।

চুড়োমামা ∫∫ চৌধুরীমশাই ডালে ডালে চলছেন। আমাদের পাতায় পাতায় চলতে হবে।

ইন্দ্রনাথ ∫∫ তুমি যদি খবরটা না এনে, বুদ্ধি করে পটলের বদলি একজনকে ধরে নিয়ে চলে আসতে মনোরমাদি!

মনোরমা ∫∫ এনেছি তো। তোমার কথা ভেবেই তো মাসতুতো বোনটিকে টেনে নিয়ে এলাম আগেভাগে-

ইন্দ্রনাথ ∫∫ তোমার বোন করবে! পারবে!

মনোরমা ∫∫ সত্যি কথা বলি, কখনো করেনি। গাঁয়ের মেয়ে। তবে সুবিধে ঐটে। গাঁয়ের ভাষাটা ভারি রপ্ত। ক্ষেত্রমনিও চাষির মেয়ে। দীনবন্ধুবাবু চাষির ভাষাই দিয়েছেন।

চুড়োমামা ∫∫ গাঁয়ের মেয়ে কি আর প্লে করতে পারবে মনোরমা?

মনোরমা ∫∫ রিহার্সালে ফেলে দেখুন মামাবাবু। করার আগে কি করে বলব কে পারবে না পারবে। কলকাতায় আমরা যারা করি তারাই বা কোত্থেকে এসেছি? আমাদের নেত্রকালীকে তো জানো ইন্দ্রভাই। নোড়ার মতো শক্ত জিব। রা বেরোয় না। বেলবাবু পিটিয়ে পিটিয়ে সেই মেয়েকে কী টরটরে না করে ছাড়ালেন। ইন্দ্রভাই, গাঁয়ের মেয়ে নিয়ে এখনো কেউ এ কাজে নামেনি। তুমি যদি করাতে পারো-সেটা হবে নতুন কাজ। কলকাতায় তোমার নামে ধন্যি- ধন্যি পড়ে যাবে।

[ইন্দ্রনাথ উদ্দীপ্ত হয়।]

ইন্দ্রনাথ ∫∫ হুঁ, দ্যাট উইল বি সামথিং। মামা চ্যালেঞ্জটা নেবো?

চুড়োমামা ∫∫ তাছাড়া উপায়ই বা কী? দ্যাখো..

ইন্দ্রনাথ ∫∫ কিন্তু একেবারেই যে কোনদিন করেনি তাকে দিয়ে মাত্তর পাঁচ দিনে-

মনোরমা ∫∫ ইন্দ্রভাই, বোন আমার বড্ড গরিব। পেট ভরে খেতেও পায় না। ওকে আমি থিয়েটারেই রাখতে চাই। তুমি যদি এই সুযোগটা দাও....। আমি কিন্তু সাতদিন আমার ঘরে রেখে কিছুটা শিখিয়ে পড়িয়ে এনেছি।

ইন্দ্রনাথ ∫∫ ডাকো দেখি।

মনোরমা ∫∫ শশী.. ওরে শশী, আয় বোন। ওরে এ সুযোগ তোকে কে দিতো রে, আমার ইন্দ্রভাই ছাড়া?

[শরৎশশী ঢোকে-তাহাকে দেখিয়া চুড়োমামা নড়িয়া চড়িয়া বসিল।]

কী ভাগ্য তোর! প্রণাম কর।

[শরৎশশী ইন্দ্রনাথ ও চুড়োমামাকে প্রণাম করে।]

চুড়োমামা ∫∫ (হতচকিত) ওরে এ যে তোর জ্যাঠার বাগানের জলপরি!

প্রথম অঙ্ক-তৃতীয় দৃশ্য

নীলদর্পণের কথা

[রিহার্সালের কোলাহল ভাসিয়া আসিতেছে। বিজনবিহারী কখনো কান পাতে, কখনো অলিন্দে অস্থিরভাবে পায়চারি করে। কন্যা অভয়া প্রবেশ করিল। তাহার হাতে গলায় তাবিজ কবচ মাদুলি-চোখে আগুন।]

অভয়া ∫∫ মেয়েরা তো এসে গেল বাবা!

বিজনবিহারী ∫∫ হুঁ। এসে গেল।

অভয়া ∫∫ একটা বুড়ি আর একটা কুঁচবরণ ছুঁড়ি।

বিজনবিহারী ∫∫ হুঁ! তাও দেখলাম!

অভয়া ∫∫ ঠেকাতে তো পারলে না!

বিজনবিহারী ∫∫ যা আমি চাইছি না....আমার বাড়ির ছেলেরা আমার চোখের সামনে সেটাই ঘটিয়ে চলেছে। ঘটাচ্ছে অদ্ভুত কৌশলে। কালিদাসকে কলকাতায় পাঠাতে না পাঠাতে মেয়েরা এসে হাজির। মেয়ে দুটোকে যে পাঁচক্ষীরে থেকে বার করে দেব সে আরো অপযশ। মাঝখানে মহাকবি গিরিশচন্দ্র! কী প্যাঁচে যে ফেলল! (রিহার্সাল শুনিয়া) ওটা কার গলা?

অভয়া ∫∫ তোমর ছেলেরা।

বিজনবিহারী ∫∫ .ওটা! ওটা?

অভয়া ∫∫ রাঙাপিসির সেজো ছেলে।

বিজনবিহারী ∫∫ কী আশ্চর্য, কারুর গলাই চিনতে পারছিনে কেন?

অভয়া ∫∫ পারবে না, গলা সব পাল্টে গেছে। মেয়েদের হাত ধরে পার্ট করবে তো, গলায় ঢেউ খেলছে। ওই শোনো চুড়োমামা-

বিজনবিহারী ∫∫ শারদীয়া পুজোয় সব মাথা একত্র হয়েছে। প্রত্যেকের মধ্যে যেন একটা বিদ্রোহ চাপা ছিল।

অভয়া ∫∫ লালসা বলো লালসা। সকাল সন্ধে মা অন্নপূর্ণার পুজোর ভোগে আর রুচি নেই। এখন বেশ্যাপাড়ার মেয়েদের নিয়ে....

বিজনবিহারী ∫∫ ও কী কথা! ছি ছি! থিয়েটারে সব মেয়েই যে ঐ নোংরা পাড়া থেকে এসেছে তা নয়। শুনলাম ভদ্রঘরের সন্তানও....

অভয়া ∫∫ উঁ! ভদ্রঘরের সন্তান! সোজাসুজি বলছি বাবা, তোমার ছেলেরা যা করছে, সে তুমি বোঝোগো। কিন্তু তোমার জামাইকে কেন দলে টেনেছো! তুমি ওকে বলো এখানে থিয়েটার না করে আমায় নিয়ে বাড়ি যেতে!

বিজনবিহারী ∫∫ আমি আমার ছেলেকেই বলতে পারছি না। জামাইকে বলি কি করে? তুই বল না গুরুচরণকে।

অভয়া ∫∫ আমার কথা শুনছে কে? কাল একটু বলতে গিয়েছিলুম.... এক ধমক! অশিক্ষিত-গেঁয়ো সন্দেহবাতিকগ্রস্ত, একরাশ গালাগাল শুনিয়ে দিলো।

বিজনবিহারী ∫∫ গুরুচরণেরও থিয়েটারে নেশা?

অভয়া ∫∫ মোটেই না, কস্মিনকালেও না। একদিনও ও মুখে যাত্রা থিয়েটারের নাম শুনিনি। ঐ মেয়েরা পার্ট করছে তো, তাই ভিড়েছে। মেয়ে দেখলেই লোকটা খেপে ওঠে।

বিজনবিহারী ∫∫ আরে ছি ছি! তোর কথাবার্তা বড্ড খারাপ হয়ে গেছে অভয়া।

অভয়া ∫∫ কেন হয়েছে? বিয়ের আগে তো ছিল না। তোমার জামাইয়ের রকমসকম দেখে হয়েছে। দুটো সন্তানের মা আমি.... লোকটাকে জানতে আমার আর বাকি নেই। অমন মেয়েমুখো মানুষ.... যেখানে মেয়ে সেখানে হাজির! কেন যে মেয়েরা ওকে মারে না!

বিজনবিহারী ∫∫ অভয়া, গুরুচরণের সঙ্গে তোর কেন বনে না বুঝতে পারছি! তোর এই সব ভুতুড়ে ধ্যানধারণা তার ভালো লাগার কথা নয়। গুরুচরণ উচ্চশিক্ষিত, আধুনিকমনা। এখনো সংযত হ। নইলে তোর সর্বনাশ হবে।

অভয়া ∫∫ (ফোঁপায়) তোমরা তো কেউ আমার কথা বিশ্বাস করবে না!

বিজনবিহারী ∫∫ না করব না। কেন তোকে বলবে না মূর্খ সন্দেহবাতিকগ্রস্ত? একটার পর একটা বশীকরণের কবচ-মাদুলি ধারণ করেছিস। কোনো প্রাণী যদি শোনে তাকে বশে আনার জন্যে কবচ মাদুলির যড়যন্ত্র পাকানো হচ্ছে, স্বাভাবিক কারণেই সে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে....তাই হয়েছে গুরুচরণ!

[হন্তদন্ত তর্করত্নের প্রবেশ।]

তর্করত্ন ∫∫ শুনেছেন কি, সদর থেকে কালেক্টর গিকসাহেব পাঁচক্ষীরে আসছেন থ্যাটার দেখতে!

বিজনবিহারী ∫∫ সব শুনছি। সব দেখছি। চুপ করে বসে আছি। কালিদাস না ফিরলে কোনো সিদ্ধান্তই নিতে পারছি না।

[অভয়া কাঁদিয়া উঠিল।]

তর্করত্ন ∫∫ অভয়া মা কাঁদছে কেন!

বিজনবিহারী ∫∫ মনে সুখ নেই। আপনারও নেই, আমারও নেই। ওরও নেই। যা-ভেতরে যা।

অভয়া ∫∫ এই থিয়েটার যদি আমার কোনো সর্বনাশ করে, আর কাউকে না.... শুধু তোমাকেই দোষ দেব বাবা।

[অভয়ার প্রস্থান।]

তর্করত্ন ∫∫ আপনি কি নীলদর্পণ পড়েছেন?

বিজনবিহারী ∫∫ না। শুনেছি খুব নামকরা বই।

তর্করত্ন ∫∫ (হস্তধৃত পুস্তকখানি নাচাইয়া) একখানি ভয়াবহ রচনা।

বিজনবিহারী ∫∫ ঐ নাকি?

তর্করত্ন ∫∫ আপাদমস্তক বিদ্রোহের নাটক।

বিজনবিহারী ∫∫ বিদ্রোহ!

তর্করত্ন ∫∫ নীলকুঠির সাহেবদের বিরুদ্ধে বঙ্গদেশের নীলচাষিদের বিদ্রোহ, আর সাহেবদের পাল্টা অত্যাচার-রচনার সারাৎসার!

বিজনবিহারী ∫∫ বটে! বটে!

তর্করত্ন ∫∫ একটি বলাৎকারের দৃশ্য আছে।

বিজনবিহারী ∫∫ বলেন কি?

তর্করত্ন ∫∫ নীলকুঠির সাহেব নীলচাষির মেয়ে ক্ষেত্রমণিকে রাত্রিকালে জোরপূর্বক বাড়িতে টেনে নিয়ে গিয়ে তার শ্লীলতাহানি ঘটাচ্ছে!

[বলিতে বলিতে তর্করত্নের শরীর ঠকঠক করে কাঁপে।]

বিজনবিহারী ∫∫ রাত্রিকালে! প্রকাশ্যে নয় তো?

তর্করত্ন ∫∫ (এমন অজ্ঞ দেখে নাই জীবনে-এমনই চোখে) বাবু, ঘটনায় যা রাতের অন্ধকারে, অভিনয়ে তা তো প্রকাশ্যে! মঞ্চের ওপর, দপদপে হ্যাজাক লন্ঠনের আলোয় সহস্র দর্শকের নাকের ডগায়!

বিজনবিহারী ∫∫ সংকৃত নাটকে এ ধরনে ব্যাপাস্যাপার ছিল কি?

তর্করত্ন ∫∫ মাথা খারপ! নাট্যশাস্ত্রে রক্তপাত পর্যন্ত অনুমোদন পায়নি। সে ঐতিহ্য এইসব অনাচারীরা কবেই গলা টিপে মেরে রেখেছে।

বিজনবিহারী ∫∫ বইটা দিন তো।

তর্করত্ন ∫∫ (পুস্তক দিয়া) আরো কিছু তথ্য নিন। সাহেবেরা একসময় জোর করে এই নাটক বন্দ করে দিয়েছিল। যে ব্যক্তি ইংরাজিতে নীলদর্পন অনুবাদ করেছিল, তাকে কারবাসও করতে হয়েছে। বাবু, কোজাগরীতে কালেক্টরসাহেব এরই অভিনয় দেখতে আসছেন আপনার বাড়ি। তারপর পাঁচক্ষীরের কি আর কিছু থাকবে। গোরা পুলিস এসে পাঁচক্ষীরের আপনার চোদ্দোক্ষীরে করে দেবে যে।

বিজনবিহারী ∫∫ কিন্তু চুড়োর ভার্সান অনুযায়ী-নাটকখানা যে গিরিশচন্দ্র নির্বাচন করে দিয়েছেন।

তর্করত্ন ∫∫ (অধৈর্য হইয়া) ওফ! আপনি এই গিরিশচন্দ্র ব্যক্তিটিকে ছাড়ুন তো। তিনি তো নির্বাচন করে দিয়ে খালাস। মরতে মরব আমারা।

বিজনবিহারী ∫∫ না না... আপনি বোধহয় রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তনটা ধরতে পারছেন না তর্করত্ন মশাই।

তর্করত্ন ∫∫ ধরতে পারছি না!

বিজনবিহারী ∫∫ হ্যাঁ, আপনি যা বলছেন, সেসব বিশ-পঁচিশ বছর আগেকার ঘটনা। নীলকুঠি এখন বন্দ হয়ে গেছে। গভর্নমেন্টের এখন পলিসিই হয়েছে নীলকুঠির সাহেবদের বেইজ্জত করা। সাধারণকে বোঝানো, ঐ কঠিয়ালরাই পশু ছিল। ওদের ক্রিয়াকর্মে গভর্নমেন্টের কোন পৃষ্ঠপোষকতা ছিল না। কালেকক্টর দেখবেন এখন হাততালি দেবে। যাকগে...এসব রাজনৈতিক চাল আপনার অবশ্য ধরতে পারার কথা নয়। তা নয়....ভাবনা আমার সেসব নিয়ে ততটা নয়...ভাবনা নৈতিক প্রশ্নে। মঞ্চে চাষিকন্যার ওপর বলাৎকার!

[এক ঝাঁক চিৎকার ভাসিয়া আসে।]

কে ও? ...কার গলা!

তর্করত্ন ∫∫ (কান পাতিয়া) আপনার জামাতা।

বিজনবিহারী ∫∫ গুরুচরণ-

তর্করত্ন ∫∫ সাহেবের পার্টটা করছে জামাতাবাবাজি।

বিজনবিহারী ∫∫ চাষিকন্যার ওপর-

তর্করত্ন ∫∫ বলাৎকার....

বিজনবিহারী ∫∫ গুরুচরণ?

তর্করত্ন ∫∫ আজ্ঞে হ্যাঁ।

বিজনবিহারী ∫∫ কী সর্বনাশ!

প্রথম অঙ্ক-চতুর্থ দৃশ্য

ফোয়ারার আড়ালে লোকটি

[বাগানবাড়ির কক্ষে ঝাড়লন্ঠনের নিচে মহলার আসর জমজমাট। সাহেবরূপী গুরুচরণ আসরের কেন্দ্রে। তাহার বেশবাস ঘর্মসিক্ত। গলার হার এবং আঙুলের আংটিগুলি ঝকমক করিতেছে।]

গুরুচরণ / রোগ সাহেব ∫∫ হাঃ হাঃ আমরা নীলকর। আমরা যমের দোসর হইয়াছি। দাঁড়ায়ে থেকে কতো গ্রাম জ্বালাইয়া দিয়াছি। পুত্রকে স্তন ভক্ষণ করাইতে করাইতে কতো মাতা পুড়িয়া মরিল! তা দেখে কি আমরা স্নেহ করি? স্নেহ করিলে কি আমাদের কুঠি চলে!

[গুরুচরণকে ঘিরিয়া পাঁচক্ষীরা নাট্যদলের কুশীলব যুবকেরা। ইন্দ্রনাথ যুথপতির ন্যায় বিচরণ করিতেছে। প্রম্পটার নিম্নস্বরে প্রম্পট করে। বেহালাবাদক নাট্যরসানুযায়ী ছড় টানে। দুকড়ি রিহার্সালে পান সরবত বিতরণে ব্যস্ত। বাহিরে উদ্যানে কক্ষ-নির্গলিত আলোক। ফোয়ারাটি সচল। জলপরি যেন জীবন্ত।]

প্রথম যুবক ∫∫ দারুণ! দারুণ! জ্যান্ত রোগ সাহেব। জমিয়ে দিচ্ছেন জামাইবাবু-

চুড়োমামা ∫∫ বাবাজি, কে বলে তোমার ফার্স্ট স্টেজ অ্যাপিয়ারেন্স! মুস্তাফি সাহেবের সাহেব দেখেছি... তুমি তাঁকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছো।

দ্বিতীয় যুবক ∫∫ ইন্দ্রদা, পাক্কা সিলেকশন!

চুড়োমামা ∫∫ আরে মোচার ঘন্ট খেয়ে সাহেব করা যায়? গুরুচরণ আমাদের বিলাতি কেতা জানে।

ইন্দ্রনাথ ∫∫ সাইলেন্স! বলুন জামাইবাবু...

গুরুচরণ/রোগ ∫∫ হাঁ হাঁ! আমি মেয়েমানুষকে বড় ভালবাসি। কুটিরকর্মে ও কর্মের বড় সুবিধা হইতে পারে। তোর গায়ে জোর নাই পদীময়রানি, টানিয়া আন-(থামিয়কা) কই!

প্রম্পটার ∫∫ (হাঁকে) ক্ষেত্রমণি ও পদীময়রানির প্রবেশ।

[সকলে পার্শ্ববর্তী কক্ষের দিকে নজর দেয়-সাড়া নাই।]

ইন্দ্রনাথ ∫∫ কী হ'লো মনোরমাদি, ঢোকো তোমরা!

চুড়োমামা ∫∫ টেম্পো কেটে যাচ্ছে মনোরমা।

প্রথম কুশীলব যুবক ∫∫ ক্ষেত্রমণি নার্ভাস হয়ে গেছে। আনকোরা নতুন।

দ্বিতীয় যুবক ∫∫ না-না ভাই, দেমাক দেখাচ্ছে।

[ইন্দ্রনাথ গম্ভী।]

গুরুচরণ ∫∫ ডিসগাসটিং। সেই থেকে এ পর্যন্ত একাই চেঁচিয়ে যাচ্ছি। তোমাদের ক্ষেত্রমণিকে তো দেখতেই পেলাম না ভাই ইন্দ্র!

ইন্দ্রনাথ ∫∫ বুঝতে পারছি না... একে দিয়ে আদৌ হবে কি-না! ও মামা...

তৃতীয় যুবক ∫∫ এ ফিমেলের চাইতে আমাদের মেল-ফিমেল তুফানই তো ভালো করতো জামাইবাবু।

[যুবকদের দলে তুফানচন্দ্র আছে। তাহার চেহারা ও কণ্ঠস্বর মেয়েলি।]

তুফান ∫∫ থাক। আমার কথা বলিস না তোরা। কলকাতার ফিমেল আনা হয়েছে, সেই করুক। আমি তো এখন ভাঙা কুলো।

[মনোরমা ঢোকে।]

মনোরমা ∫∫ আসছে... আসছে... আরেকবার কিউটা দেবেন বাবা...

[বলিয়াই মনোরমা ভিতরে ছোটে।]

ইন্দ্রনাথ ∫∫ প্লিজ জামাইবাবু...

গুরুচরণ ∫∫ এই কিন্তু শেষ... এরপর না এলে...

ইন্দ্রনাথ ∫∫ বুঝতেই তো পারছেন, সামনের কদিন আপনার একটু ট্রাবল আছে। প্লিজ, অ্যাডজাস্ট করে নিন জামাইবাবু....

গুরুচরণ/রোগ ∫∫ আমি মেয়েমানুষকে অধিক ভালোবাসি। কুটির কর্মে ও কর্মের বড় সুবিধা হইতে পারে। তোর গায়ে জোর নাই-পদীময়রানি টানিয়া আন....

[শরৎশশীর হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে আসে মনোরমা।]

মনোরমা/পদী ∫∫ ক্ষেত্রমণি লক্ষ্মী মা আমার বিছানায় এস... সাহেব তোকে একটা বিবির পোশাক দেবে বলেছে....

[রোগরূপী গুরুচরণ কয়েকটি অট্টহাসি উদগীরণ করে। ভয়ে লজ্জায় কাঁপিতে কাঁপিতে শরৎশশী তাহার ঘরে ফিরিয়া যায়।]

অনেকে ∫∫ যাঃ! কী হলো...

মনোরমা ∫∫ শশী... শশী... আনছি, আমি ধরে আনছি... শশী-

[বিব্রত মনোরমা ছোটে অন্দরে।]

গুরুচরণ ∫∫ দিস ইজ ইনসালটিং-

অনেকে ∫∫ তাই তো।

গুরুচরণ ∫∫ অ্যামেচার বলে কি আমরা ফেলনা! কী করে ফিলিংস ধরে রাখব ইন্দ্র?

চুড়োমামা ∫∫ (দুকড়িকে) বাতাস কর।

[দুকড়ি গুরুচরণকে পাখার বাতাস দেয়।]

দুকড়ি ∫∫ জামাইবাবু শয়তানের পার্ট করতে করতে ক্রেমশ শয়তান হয়ে যাবেন।

[একটি সমবেত ধমক দুকড়ির ভাগ্যে জোটে।]

ইন্দ্রনাথ ∫∫ মনোরমাদি, দেরিক হয়ে যাচ্ছে। (অন্যদের প্রতি) আই অ্যাম রিয়ালি অ্যাট এ লস। তেমন সময়ও নেই যে...

চুড়োমামা ∫∫ নাঃ! মাকাল ফল। মাসতুতো বোনকে পুস না করে মনোরমার উচিত ছিল...

ইন্দ্রনাথ ∫∫ এসো এসো... বসে না থেকে যে যার পার্ট ঝালিয়ে নাও। কাম অন মামা।

চুড়োমামা ∫∫ আমার নবীনমাধব। মুখস্থ.... কোত্থেকে বলব বল।

ইন্দ্রনাথ ∫∫ এই সিনেই বলো। খানিকটা স্কিপ করে যাই। রোগসাহেব ক্ষেত্রমণিকে চুল ধরে টেনে বিছানায় তুলছে। তখন ক্ষেত্রমণির বাবা নবীনমাধব আর চাষি তোরাপ আসবে সেভ করতে...

প্রম্পটার ∫∫ জানালা ভেঙে আসছে....

চুড়োমামা ∫∫ (ইন্দ্রনাথকে) এসো-আমার নবীন, তোমার তোরাপ-আগে ঢুকবে কে?

ইন্দ্রনাথ ∫∫ আগে নবীন... পেছন তোরাপ। ঢোকো, কীভাবে ঢুকবে, দেখাও....

[চুড়োমামা মালকোঁচা আঁটিয়া একলম্ফে গুরুচরণের ঘাড়ে পড়িয়া হাঁকে।]

চুড়োমামা/নবীনমাধব ∫∫ ওরে নরাধম নীচবৃত্তি নীলকর... এই কি তোমার খ্রিস্টান ধর্মের জিতেন্দ্রিয়তা। এই কি তোমার খ্রিস্টানের দয়া বিনয় শীলতা! আহা-আহা...

ইন্দ্রনাথ ∫∫ মামা কেবল চেঁচামেচি হচ্ছে। সাউটিং! বার্কিং-

চুড়োমামা ∫∫ অ্যাদ্দিন তো এই থিয়োরিতেই চালিয়ে এসেছি বাবা... এগিয়ে গিয়ে চেঁচিয়ে বলো....

ইন্দ্রনাথ ∫∫ ওসব ওল্ড প্র্যাকটিস! অচল!

চুড়োমামা ∫∫ দেখিয়ে দে। কী করব। স্কুলিং দে। দাগা বুলিয়ে দিচ্ছি।

দ্বিতীয় যুবক ∫∫ দাগা বুলোনো কী চুড়োমামা?

চুড়োমামা ∫∫ পাঠশালায় করিসনি! পণ্ডিত স্লেটে ক লিখে দিলো... সারাদিন সেই ক-এর ওপরে দাগা বুলিয়ে গেলি! আমারো তাই। ক লিখতে বলো, পারব না। দাগা বুলোতে দাও... বুলোচ্ছি।

[শরৎশশীকে ধরিয়া আনিল মনোরমা।]

মনোরমা ∫∫ আর আমার মুখ পোড়াসনি শশী... লক্ষ্মী বোন, আবার কর। কলকাতায় আমার বাসায় বেশ তো শিখেছিলি। দেখা। দ্যাখ সবাই ভাবছেন আমি ইন্দ্রভাইকে ঠকাবার জন্যে তোকে এনেছি। কীরে, কর....

[শরৎশশী পাথরের মতো স্থির। নড়েও না, কথাও বলে না।]

কীরে? তবে যা... মরগে যা! বৃথাই হ'লো সব-ইন্দ্রভাই, আমাকে মাপ করো ভাই।

ইন্দ্রনাথ ∫∫ (শরৎশশীকে) শরীর খারাপ লাগছে? ভয় লাগছে? দূর, ভয় কি? তোমাকেই করতে হবে। আচ্ছা তুমি আজ বসো। আজ করতে হবে না। আমি পুরো সিনটা তোমার সামনে করে দেখাচ্ছি। আজ দ্যাখো। কাল করবে। সব দেখবে। প্রত্যেকটা অ্যাকশন লক্ষ করবে। কেমন করে হাঁটছি... কেমন করে সাহেবের দিকে তাকাচ্ছি। সাহেব চুল ধরলে... কেমন করে ঘুরে যাচ্ছি। কাম অন তুফান।

তুফান ∫∫ আমি? আমি তো তোমাদের খরচের খাতায়। ভাঙাকুলো-

তৃতীয় যুবক ∫∫ ন্যাকামি করিস না... ডাকছে, যা না-

ইন্দ্রনাথ ∫∫ পার্টটা তোর তোলা আছে। আয়-কর। ঠিক যেমন দেখিয়েছি করে যা। শশী দ্যাখো...

তুফান ∫∫ একটা পুরুষের পার্ট তো আমায় দিতে পারতে ইন্দ্রদা-

চুড়োমামা ∫∫ তোকে দিয়ে মেল পার্ট হবে না।

তুফান ∫∫ তাহলে কি আমার অ্যাক্টিং কেরিয়ারের দি এনড্?

প্রম্পটার ∫∫ হ্যাঁ-প্রক্সি কেরিয়ারের শুরু!

তুফান ∫∫ (মনোরমাকে) কিউ দিন। আজ প্রাণ ঢেলে করব। হাত ধরে টানুন।

মনোরমা/পদী ∫∫ (তুফানের হাত ধরিয়া) ক্ষেত্রমণি... লক্ষ্মী মা আমার... বিছানার এস। সাহেব তোরে একটা বিবির পোশাক দেবে বলেছে...

তুফান ∫∫ ক্ষেত্রমণি ∫∫ ময়রা পিসি, মোরে এমন কথা বলো না। মুই পরাণ দিতি পারব... ধর্ম দিতি পারব না। চট পর্‌য়ে থাকি সেও ভালো। তবু যেন বিবির পোষাক পরতি না হয়। পরপুরুষ ছুঁতি না হয়-

গুরুচরণ/রোগ ∫∫ ডিয়ার ডিয়ার আইস আইস...

তুফান/ক্ষেত্রমণি ∫∫ ও সাহেব, তুমি মোর বাবা... মোরে ছেড়ে দাও। আহা... মোর মা এতো বেল গলায় দড়ি দিয়েছে। মোর মা আর নেই। বাবা কাকা দুজনের মধ্যে মুই এক সন্তান। মোরে ছেড়ে দে.... বাড়ি রেখে আয়, ও সাহেব তোর পায়ে পড়ি...

[তুফানের কণ্ঠ ভাবভঙ্গি তৎসহ বেহালার বাদ্য কক্ষটিকে এক বিচিত্র কদ্ভুত রসে পূর্ণ করিয়াছে। শরৎশশী নীরবে অশ্রুপাত করে। উদ্যানে ফোয়ারার আড়ালে একটি লোক। ঝারিঝরনার ভিতর দিয়া তাহাকে পরিস্কার দেখা যায় না। তাহার চুল দাড়ি জীর্ণ কম্বল যেন শ্যাওলার মতো ভাসিতেছে।]

গুরুচরণ/ রোগ ∫∫ হাঃ হাঃ, তোর ছেলিয়ার বাবা হইতে ইচ্ছা করিয়াছে। বিছানায় আইস... নচেৎ পদাঘাতে পেট ভাঙিয়া দিব।

তুফান/ক্ষেত্রমণি ∫∫ ও সাহেব... মুই তোমার মা। মোরে ন্যাংটা ক'রো না।

গুরুচরণ/রোগ ∫∫ ইনফারনাল বিচ। এইবার তোমার ছেনালি ভঙ্গ হইবে।

তুফান/ক্ষেত্রমণি ∫∫ মোর গায়ে যদি হাত দিবি, তোর হাত মুই এঁচড়ে কেমড়ে টুকরো টুকরো করব। ও ভাইভাতারির ভাই মার না... মোর প্রাণ বার কর্‌যে ফ্যাল... মুই আর সইতে পারিনে...

গুরুচরণ/রোগ ∫∫ (তুফানের চুল ধরিয়া) চোপ রও হারামজাদি, ক্ষুদ্রমুখে বড় কথা।

তুফান/ক্ষেত্রমণি ∫∫ কোথায় বাবা... কোথায় মা... তোমাদের ক্ষেত্রমণি ম'লো গো....

প্রম্পটার ∫∫ (চিৎকার) জানালার খড়খড়ি ভাঙিয়া নবীনমাধব ও তোরাপের প্রবেশ।

[চুড়োমামা ও ইন্দ্রনাথ অভিনয়ে যোগ দিবার পূর্বেই এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। ফোয়ারার আড়াল হইতে সিতিকণ্ঠ ঘরে ছুটিয়া

আসিয়া গুরুচরণের উপর চড়াও হয়।]

সিতিকণ্ঠ /নবীনমাধব ∫∫ ওরে নরাধম নীচবৃত্তি নীলকর! এই কি তোমার খ্রিস্টান ধর্মের জিতেন্দ্রিয়তা? এই কি তোমার খ্রিস্টানের দয়া বিনয় শীলতা? আহা আহা... বলিয়া অবলা... অন্তর্বত্নী কামিনীর প্রতি এইরূপ নির্দয় ব্যবহার....

[উপস্থিত কেহ বুঝিতে পারে না-কোনটিতে বেশি বিস্ময়, সিতিকণ্ঠের আগমনে না তাহার অভিনয়ের সৌকর্যে।]

গুরুচরণ ∫∫ (বিস্ময়ঘোর কাটিতে গর্জন করে) এ লোকটা এখানে কেন? দিস সোস্যালি বয়কটেড ফেলো? বার করে দাও। ইয়েস, কিক হিম আউট!

[তখন ইন্দ্রনাথ বাদে সকলে হইচই করিয়া সিতিকণ্ঠকে ঠেলিতে ঠেলিতে বাগানে আনিয়া ফেলিল। নানাজনের নানা উক্তিঃ এখানে ঢুকলে যে বড় / সাহসর কম নয় / এটা লম্পটের জায়গা না / লজ্জা করে না একটা মেয়ের সর্বনাশ করে... ইত্যাদি। মনোরমা ও শরৎশশী অবাক চোখে দেখে।]

সিতিকণ্ঠ ∫∫ আমাকে করতে দাও। তোমাদের কিচ্ছু হচ্ছে না। ইন্দ্র আমাকে নাও। একদিন তোমাদের সঙ্গে ছিলাম। থিয়েটার ছাড়া বাঁচব না।

প্রথম যুবক ∫∫ বাঁচবে... বাঁচবে... ধোপা নাপিত ছাড়া তো দিব্যি বেঁচে আছো....

সিতিকণ্ঠ ∫∫ (সর্বশক্তি দিয়ে চিৎকার করে) আমি যাই করে থাকি আমার ট্যালেন্টটা তোমরা গলা টিপে মেরো না। আমি কিছু করতে চাই, কেন দেবে না করতে! দিতে হবে।

গুরুচরণ ∫∫ ননসেনস! নিজেকে কি মনে করো হে, জিনিয়াস! গ্রেট অ্যাকটর! ও কি গ্যারিক?

[অনেকে হাসে।]

সিতিকণ্ঠ ∫∫ গিরিশচন্দ্র আসছেন। তাঁর সামনে এই ছেলেখেলা-নীলদর্পন না ক্যারিকেচার....!

অনেকে ∫∫ তাতে তোমার কী? যাও... বেরোও... ভাগো...

সিতিকণ্ঠ ∫∫ ইন্দ্র... ইন্দ্র....

ইন্দ্রনাথ ∫∫ সবাই যাও এখান থেকে। যাও সব। আজ আর রিহার্সাল হবে না।

গুরুচরণ ∫∫ সন্ধেটাই নষ্ট হ'লো... সব দিক দিয়ে...

[ইন্দ্রনাথ ও সিতিকণ্ঠ ছাড়া সকলে বিদায় হয়। মনোরমা ও শরৎশশী ভিতরে চলিয়া যায়।]

ইন্দ্রনাথ ∫∫ বসো সিতিদা-

[ফোয়ারার পাশের বেদীতে দু'জনে বসে।]

(ইসস্ততঃ করিয়া) কী বললে... কিছু হচ্ছে না!

সিতিকণ্ঠ ∫∫ নাঃ!

ইন্দ্রনাথ ∫∫ কতক্ষণ দেখছ তুমি?

সিতিকণ্ঠ ∫∫ গোড়া থেকেই। আশেপাশে ঘুরছিলাম।

ইন্দ্রনাথ ∫∫ মেয়েটি কে কী মনে হ'লো?

সিতিকণ্ঠ ∫∫ ক্ষেত্রমণি....?

ইন্দ্রনাথ ∫∫ ওকে দিয়ে হবে? মানে করানো যাবে?

সিতিকণ্ঠ ∫∫ কিছু বলতে পারব না। আমি তো ওকে জানি না, চিনি না।

ইন্দ্রনাথ ∫∫ হুঁ।

সিতিকণ্ঠ ∫∫ সব কিছু না জানলে, ভিতরটা না জানলে হবে কি না কী করে বলা যায়?

ইন্দ্রনাথ ∫∫ হুঁ।

সিতিকণ্ঠ ∫∫ কোথায় একটা দোটানা আছে। করতে চায়... অথচ... তুমি লক্ষ করেছ-সিনটা যখন চলছিল ও কিরকম চমকে চমকে কেঁদে উঠছিল! আছে... কী একটা ব্যাপার আছে। তুমি যদি বলো-আমি একবার ওকে নিয়ে চেষ্টা করে দেখতে পারি।

ইন্দ্রনাথ ∫∫ (নীরবতার পর) তোমায় তো পাঁচক্ষীরে ঢোকা বারণ! থাকো কোথায়?

সিতিকণ্ঠ ∫∫ থাকি কপোতাক্ষীর ওপারে বিলগাঁয়ে-চাষাভুষোদের ঘরে।

ইন্দ্রনাথ ∫∫ কাজটাজ করো?

সিতিকণ্ঠ ∫∫ কে দেবে?

ইন্দ্রনাথ ∫∫ খাও কী?

সিতিকণ্ঠ ∫∫ ঐ ওরা যায় দেয়...

ইন্দ্রনাথ ∫∫ দেয়?

সিতিকণ্ঠ ∫∫ যে পারে। সবার তো ভাত জোটে না। তার মধ্যে যারা সমাজ জমিদার শাসন খাজনা-এসবের তোয়াক্কা করে না, তারাই দেয়। না দিলে আছি কি ভাবে-

ইন্দ্রনাথ ∫∫ হঠাৎ এপারে এসেছিলে কেন?

সিতিকণ্ঠ ∫∫ তোমাদের নাটকের খবর পেয়ে। ইন্দ্র, তুমি একটা দারুণ কাজ করলে। গাঁয়ে অভিনেত্রীদের নিয়ে এলে... বিংশ শতাব্দীর শুরুতেই একটা নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করে দিলে। গোটা শতাব্দীটা সামনে পড়ে রয়েছে... থিয়েটার একদিন বিরাট জায়গায় চলে যাবে। দারুণ! দারুণ!

ইন্দ্রনাথ ∫∫ থ্যাঙ্কস!

সিতিকণ্ঠ ∫∫ বাবার বিরুদ্ধে... গোটা সমাজের বিরুদ্ধে দাঁড়ালেই যদি, আমকে নাও না ইন্দ্র। স্টেজে উঠতে দাও। সমাজে ফিরে আসতে পারি। এভাবে আর থাকতে পারি না। সত্যি! আমিও যে কিছু একটা করতে চাই। ইন্দ্র, তোমারা ছেলেবেলায় দেখেছো আমি কী করেছি! থিয়েটার... থিয়েটার... আমিও তোমার মতো পাগল। তুমি জানো। নেবে?

ইন্দ্রনাথ ∫∫ মুশকিল হচ্ছে... থিয়েটার একটা লোকের ব্যাপার না। দেখলে তো, কেউ তোমায় চায় না। থিয়েটার দর্শকদের নিয়েও। ...তারা যখন তোমায় স্টেজে উঠতে দেখবে... আমি নিশ্চয়ই তাদের বিরুদ্ধেও দাঁড়াতে পারব না।

সিতিকণ্ঠ ∫∫ কেন পারবে না! আমি তো সত্যি কিছু করিনি!

ইন্দ্রনাথ ∫∫ সিতিদা, তর্করত্নের মেয়ে সরোজিনী গলায় দড়ি দিয়েছে তোমার বদমায়েসির জন্যে। ঝিলপুকুরের ধারে বকুলতলায় তুমি তার গলা জড়িয়ে....

সিতিকণ্ঠ ∫∫ কে দেখেছে?

ইন্দ্রনাথ ∫∫ যে বউটা পুকুরে চান করছিল সেই দেখেছে। সেই রটিয়েছে। সরোজিনী লজ্জার হাত থেকে বাঁচতে সেই রাতেই-

সিতিকণ্ঠ ∫∫ পুকুরঘাট থেকে বকুলতলা বেশ কিছুটা দূরে। বউটা বুঝল কি করে আমি তার গলা জড়িয়ে ধরেছি... না সেই আমার?

ইন্দ্রনাথ ∫∫ তার মানে! কা বলতে চাও-সরোজিনী তোমায়-

সিতিকণ্ঠ ∫∫ তার আগে মেয়েটাকে আমি কোনদিন ভালো করে দেখিওনি। সে আমায় দেখেছিল। আমাদের বিল্বমঙ্গল নাটকে। সে আমায় চেয়েছিল। আমাকে না বিল্বমঙ্গলকে সেও পরিস্কার জানত না। বকুলতলায় নির্জনে পেয়ে হঠাৎ আমার গলা জড়িয়ে সে আমাকে সেটাই বলেছিল।

ইন্দ্রনাথ ∫∫ অসম্ভব। সরোজিনীর মতো নম্র শান্ত ভদ্র মেয়ে গাঁয়ে আর একটাও ছিল না। এখন বদনামটা তার ওপর চাপাচ্ছো?

সিতিকণ্ঠ ∫∫ ঐ যে বললাম, কারুর ভিতরটা না জানলে বলা যায় না, তার দ্বারা কী সম্ভব বা কী অসম্ভব।

ইন্দ্রনাথ ∫∫ তোমায় যখন গাঁ থেকে তাড়ানো হয়, এসব গল্প তুমি বলোনি। তুমি তো তখন সব দোষ স্বীকারই করে নিয়েছিলে।

সিতিকণ্ঠ ∫∫ হ্যাঁ, নিয়েছিলাম। সরোজিনী আত্মহত্যা করতে মনে হয়েছিল ওকে আর লজ্জা দেওয়া ঠিক হবে না। সে যখন আমার অভিনয়ের এমন ভক্ত। দোষ নিজের কাঁধে নিয়েছিলাম... (থামিয়া) চলে গেলাম অন্ধকারে। আমি আর সরোজিনী। আর কেউ নেই। একটা মৃতদেহ। পচা না... গলা না... টাটকা সুগন্ধ ও আমার গলা জড়িয়ে ধরে রেখেছে... ওকে আমি আগে ভালোবাসতুম না। এখন ভালবাসি। এখন মনে হয় সব দোষ আমার... (থামিয়া)... কিন্তু না, আর পারছি না। মৃতকে আর টানতে পারছি না। এ বন্ধন আর সহ্য হয় না। আমি ফিরতে চাই... নেবে আমায় ইন্দ্র?

ইন্দ্রনাথ ∫∫ না।

সিতিকণ্ঠ ∫∫ জানি, কেন 'না'?

ইন্দ্রনাথ ∫∫ কেন, বলো কেন?

সিতিকণ্ঠ ∫∫ তুমি আমাকে ভয় পাও। আমি বেটার অ্যাকটর। বেটার ডিরেক্টার। আমি দলে ঢুকলে তোমার দাম কমে যাবে।

ইন্দ্রনাথ ∫∫ (সদর্পে ফুঁসিয়া উঠিল) তুমি কে হে? মফঃস্বলের ছেঁদো কাপ্তেন! অভিনয়ের কী জানো তুমি? কটা ভালো অভিনয় দেখেছ? কলকাতার বড় বড় মানুষ আমাকে খাতির করে। তোমাকে ভয়ের আমার কী আছে? এই পাঁচক্ষীরেতে আমি এবার প্রমাণ করব...

সিতিকণ্ঠ ∫∫ কী প্রমাণ করব? নীলদপর্ণ করছ! কী জানো তুমি? কতটুকু দেখেছ তুমি বাংলার গ্রামের... বুভুক্ষ চাষিদের? দেখেছ

তাদের? আমি দেখেছি। আমি তাদের সঙ্গে থাকি খাই... উপোস করি। হাসি... কাঁদি... তাদের ভয় জানি... রাগ জানি... ঘেন্না জানি। তুমি... তুমি কী জানো?

[উত্তেজনায় ছটফট করিতে করিতে সিতিকণ্ঠ ফোয়ারার পিছনে গিয়া পড়িয়াছিল। সেখানে বারিধারার আড়ালে শ্যাওলার মতো ভাসিতে ভাসিতে হঠাৎ সে উধাও হইল। ইন্দ্রনাথ দেখিল, সে নাই।]

ইন্দ্রনাথ ∫∫ কোথায় গেলে তুমি? সিতিদা... সিতিদা... জবাবটা শুনে যাও....

[ইন্দ্রনাথ ছুটিয়া গেল। শূন্য কক্ষ... শূন্য উদ্যান। ঝাড়বাতি জ্বলিতেছে... ফোয়ারা সচল... জলপরি জীয়ন্ত।]

প্রথম অঙ্ক-পঞ্চম দৃশ্য

ক্ষেত্রমণির ব্যাথাবেদনা

[রাত্রি গভীর। কক্ষে মনোরমা ও শরৎশশী। দীপাধারে প্রদীপ পোড়ে, আর মনোরমার রোষে দগ্ধ হয় শরৎশশী। দুই জানুতে মুখ ঢাকিয়া সে হাপরের মতো ফুলিয়া ফুঁসিয়া ওঠে ক্রমাগত।]

মনোরমা ∫∫ উঁঃ! বিয়ে করবে! নাটুকে নিয়ে সংসার পাতবে! গেঁয়ো ভূতের দল! তোরা মানুষ চিনবি কবে? সেদিন তোকে আমি না ধরলে কোথায় নিয়ে যেত, জানিস? জানিস কোন্ পঙ্কে, কোন্ নরকে তোর গতি হতো!

শরৎশশী ∫∫ (অশ্রুসজল মুখ তুলিয়া) আর বোলো না, ও দিদি, তোমার পায়ে পড়ি, আর বোলো না গো.....

মনোরমা ∫∫ ঢোকাবে ঐ নোংরা পাড়ায়, নয় চালান করবে পশ্চিমে! তাই যাবি? তাই মরবি?

[শরৎশশী মনোরমার পা ধরে।]

শরৎশশী ∫∫ আর কী করবো গো?

মনোরমা ∫∫ মেহেরপুরে কারা আছে তোর?

শরৎশশী ∫∫ বাপ নাই...মা আছে....কাকা-কাকির কাছে ছিলাম।

মনোরমা ∫∫ নাটুর সঙ্গে বেরিয়ে এলি, মা কাকি জানে?

শরৎশশী ∫∫ জানে। কাকাই বলল, ওনার সঙ্গে যা। কাকারে উনি অনেক টাকা দিয়েছেন।

মনোরমা ∫∫ কাকা বিক্রি করেছে। এ ব্যাটা কিনেছে আরো বেশি টাকা কামাবে বলে। নাটুর সঙ্গে তোদের দেখা হ'লো কোথায়?

শরৎশশী ∫∫ মোর কাকা গয়নার নৌকোর মাঝি। ঐ নৌকোয় সওয়ারি হয়েছিলেন উনি। মুইও ছিলাম। মুই তো কাকার গয়নার নৌকোয় সওয়ারিদের পান তামুক সেজে দিতাম। নৌকোর খোলে জল উঠলে ছেঁচে দিতাম। মাঝে মাঝে গুনও টেনে দিতাম।

মনোরমা ∫∫ কাকা যে বেচে দিলো, মা কিছু বলল না?

শরৎশশী ∫∫ মায় কেঁদেছিল। কাকা ধমক মেরে চুপ করিয়ে দিলে।

মনোরমা ∫∫ কেন, তোর মার বুঝি কিছু নেই! জমিজমা-

শরৎশশী ∫∫ আগে ছিল। বাপেরি ধেনো জমি ছিল খানিকটে। তা মেহেরপুরের কুটির সাহেবরা বাপেরে মেরে ফেলেছে।

মনোরমা ∫∫ নীলকুঠির সাহেব...!

শরৎশশী ∫∫ হুঁ, বাপেরে নীলচাষ করতে কয়েছিল। বাপ অস্বীকার যায়। বলে-তোমরা নীল কিনে টাকা দ্যাও না, ধান ছেড়ে নীল চাষ করে মুই না খেয়ে মরব? তা কুটির সাহেব বাপেরে এমন চাবকান চাবকেছিল...বাপ নাকি তিন দিনও বাঁচে নাই। আমি তখন মা-র পেটে। জম্মে শুনেছি। বাপ থাকলে আজ আমারে তোমার ভাই কিনে আনতেক পারে দিদি!

মনোরমা ∫∫ নাটু আমার ভাই না! ও আমার....কে জানে কে। তুই বাড়ি ফিরিস তো ব্যবস্থা করে দিই....

শরৎশশী ∫∫ না না....বাড়ির লোকে মোরে ছোঁবে না। তারা যে বেচে দিয়েছে। বেচা জিনিস আর ঘরে নেয় না তারা।

মনোরমা ∫∫ ভগবান! .....তা হলে করবি কি? তোকে দিয়ে যা আমি করাতে চেয়েছিলাম, তা তো হবে না।

শরৎশশী ∫∫ মোর তরে তুমি বেইজ্জত হলে।

মনোরমা ∫∫ হলাম। এদেরও কাজ পণ্ড করলাম। কেন যে গোঁয়ার্তুমি করো তোকে আনতে গেলাম....

[শরৎশশী মুখ ঢাকিয়া কাঁদে। মনোরমা তাহার মাথায় হাত রাখে।]

শশী....এই শশী!

শরৎশশী ∫∫ উঁ?

মনোরমা ∫∫ হবে না? উঁ, পারবিনে?

শরৎশশী ∫∫ উঁহু....

মনোরমা ∫∫ কেন, আমার বাড়িতে তো বেশ করলি!

শরৎশশী ∫∫ ওমা! আমি কী করলাম...

মনোরমা ∫∫ করলিনে? আমি তোর নাম রেখেছি শরৎশশী...যতবার শশী ডাকছি, সাড়া দিচ্ছিস ঐ নামে....

শরৎশশী ∫∫ সেটা কি ঐ পার্ট করা নিকি?

মনোরমা ∫∫ তাই তো! অন্য নামে ডাকলে যে সাড়া দেয়, সেই তো নটি...তাকেই বলে অভিনয়।

শরৎশশী ∫∫ (আচম্বিতে) হাসু! ও দিদি, মোর নাম হাসু! হাসু-হাসু-হাসু...

[শরৎশশী কতদিন পরে নিজেকে ডাকিয়া তৃপ্তি পায়।]

মনোরমা ∫∫ শশী শশী! তুই আমার শশী! আয় না, পার্টটা পড়ি....

শরৎশশী ∫∫ হবে না! দেখে তো হলো না!

মনোরমা ∫∫ হবে হবে। ঠিক হবে। একটা কথা....তুই কিন্তু থিয়েটার ছেড়ে কোনো দিন যাবি না।

শরৎশশী ∫∫ সেকি! কোজাগরীর পরেও না?

মনোরমা ∫∫ না, কোনোকালে না।

শরৎশশী ∫∫ তোমার ভাই যদি রাজি না হয়...

মনোরমা ∫∫ সে কে! কেউ না! এরপর যেদিন ও-সব কথা বলবে, ওর গলা টিপে ধরবি।

শরৎশশী ∫∫ হ্যাঁ, তাই হয় নিকি? ...তিনি মোরে নগদে কিনেছেন। তিনি যা মত করবেন...তাই তো হবে। তার সাথে তো বেইমানি করতে পারব না। তাই করা যায়?

[মনোরমা স্থির থাকিতে পারে না। শরৎশশীর চুলের গোছা ধরিয়া টানাটানি করে।]

মনোরমা ∫∫ আমি যা বলছি...তাই হবে!

শরৎশশী ∫∫ তা হয় না গো দিদি!

মনোরমা ∫∫ হবে! হবে! তাই হবে! মুখপুড়ি অন্ধকারে নোংরা মানুষের থুথু গিলবি, সেটাই ভালো! স্বাধীন সুন্দর জীবন ভাবতে পারিসনে, কিছুতে না?

শরৎশশী ∫∫ না না...তা হয় না। আমারে ছেড়ে দাও।

[একটা হাসির শব্দে মনোরমা ঘুরিয়া দেখিল বাহিরের দরজায় নেশাগ্রস্ত নাটুলাল।]

নাটুলাল ∫∫ কী, উত্তরটা পেয়েছ তো দিদিভাই? ও যতই তুমি পাখি পড়াও, ভবি ভুলবার নয়। ছেঁচো গুঁতো মারো লাথি....লজ্জা নেই বেড়াল জাতি। তুমি বুড়ি....নটীবুড়ি, জটিবুড়ি....আমাকে হারাবে? কোজাগরীর নাম করে চেয়ে এনে, সারাজীবন বেঁধে রাখার মতলব! দিদিভাই, তোর ক্ষুরে দণ্ডবৎ! (শশৎশশীকে) অ্যাই, ঐ জুটিবুড়িটাকে কলা দেখিয়ে চল্, তোর জন্যে একটা বাবু ঠিক করে ফেলেছি!

মনোরমা ∫∫ (শিহরিত) বাবু! মানে?

নাটুলাল ∫∫ হ্যাঁ হ্যাঁ, বাবু। চমকে উঠলে যে! বাবুর বাড়ির বাবু...এ আর বেশি কথা কী! ও যতই বাইরে অন্নপূর্ণোর মন্দির থাক, ভেতরে ঘোগের বাসাটি ঠিকই আছে। আর সেটা আবিষ্কারে নাটুলালের তো দেরি হবে না। হ্যা হ্যা, জটিবুড়ি, যখনই তুমি পাঁচক্ষীরের তাল তুলেছ তখনই ছকে নিয়েছি। ঐ থ্যাটারের তালেগোলে বাণিজ্যটা সেরে নেব। চল্ বাবুর কাছে দিয়ে আসি। তোকে খুউব আদর করবে। এক রাত্তির একশো টাকা! শালা টাকার পুষ্পবৃষ্টি!

মনোরমা ∫∫ বাবুটি কে?

নাটুলাল ∫∫ বলো তো কে! জটিবুড়ি, দেখি তোমার বুদ্ধি! হ্যা হ্যা, তাও বলছি, এই পাঁচক্ষীরের যত বাবু, তাদের মধ্যেই একজন! বলো কে....বলো! পারবে না। হ্যা হ্যা! আচ্ছা তোমার সঙ্গে আমার এ একশো টাকাই বাজি রইল, যদি তুমি ধরতে পারো....নে চল্...বাবু দরজা খুলে বসে আছেন!

মনোরমা ∫∫ বল্ শয়তানটা কে?

নাটুলাল ∫∫ অ্যাই....অ্যাই! বেশি গায়ের জোরে ফলাসনে জটিবুড়ি....এমন কাণ্ড বাঁধাবো, তোর থ্যাটার চুলোর দোরে যাবে।

মনোরমা ∫∫ তোকে আমি পুলিসে দেবো। তুই মেহেরপুরের মেয়ে হাসুকে ধরে এনেছিস! মায়ের কোলের সন্তানকে কিনেছিস!

তুই বেশ্যাপাড়ার দালাল! ....সব ফাঁস করে দেব আমি....

নাটুলাল (শরৎশশীকে ধরে) অ্যাই, তুই ওকে সব বলেছিল? কেন বলেছিস? তোকে বলতে মানা করেছি না?

মনোরমা ∫∫ দূর হ!

[মনোরমা নাটুলালকে ঠেলিয়া বাগানে ফেলিল।]

নাটুলাল ∫∫ তবে রে! আমার সওদা কেড়ে নিবা!জুটি বুড়ি! দাঁড়া তোকে কী করি! অ্যাই চলে আয়, অ্যাই মেয়েটা, আয় বলছি....কী শক্ত হাত রে বাবা-

[নেশাগ্রস্ত নাটুলাল এই মুহূর্তে যাহার হাত ধরিয়া টানে সে ঐ জলপরি। খেয়াল হইলে বিচিত্র এক শব্দ করিয়া নাটুলাল অন্ধকারে অন্তর্হিত হইল।]

মনোরমা ∫∫ (রাগে জ্ঞানশূন্য) দূর হ-দূর হ সব-

[মুহূর্ত বিলম্ব না করিয়া শরৎশশীকেও সে বাগানে নিক্ষেপ করে। উদ্যানে পড়িয়া শরৎশশী একটি মানুষ দেখিয়া আতঙ্কে অস্ফুট শব্দ করে। মানুষটি সিতিকণ্ঠ। সিতিকণ্ঠ শরৎশশীকে ধরিয়া নিয়া কক্ষে মনোরমার নিকট ফিরিল।

সিতিকণ্ঠ ∫∫ মারধর করে হয় না। দাগা বুলিয়েও হয় না। অন্তর সায় না দিলে এসব জিনিস হবার নয়। (বাহিরের দরজা বন্ধ করে) আমি একটু চেষ্টা করে দেখি!

মনোরমা ∫∫ পারবে বাবা....মেয়েটাকে স্টেজে দাঁড় করাতে পারবে?

সিতিকণ্ঠ ∫∫ চেষ্টা করলে অভিনয় সবাইকে দিয়েই করানো যায়। যদি চরিত্রটার সঙ্গে সে মিলতে পারে। নিজের ব্যথা বেদনা তার সঙ্গে মেলাতে পারে।

মনোরমা ∫∫ যদি পারো...যদি পারো বাবা....একটা মেয়ে বেঁচে যায়!

সিতিকণ্ঠ ∫∫ পারা যায় কিনা দেখব বলেই এসেছি। অনেকক্ষণ সেই থেকে ঘরের চারপাশে ঘুরছি। জানতাম আজ রাতে তোমারা দুজনে ঘুমোবে না। সন্ধেবেলার ঐ ছাতার রিহার্সালের পরে....

মনোরমা ∫∫ আপনি তো বাবা গুণী মানুষ....আমি শুনেছি....কেন নেয় না আপনাকে এরা?

সিতিকণ্ঠ ∫∫ যখন নেবেই না...একে ধরেই দেখি যদি কোনোভাবে থিয়েটারে জড়িয়ে থাকা যায়! (প্রদীপটা শরৎশশীর সম্মুখে রাখে সিতিকণ্ঠ) হাসু...যে নীলকর সাহেবটা তোমার বাবাকে চাবুক মেরেছিল, বাবাকে মেরে ফেলেছিল....তাকে দেখতে কেমন?

শরৎশশী ∫∫ মুই তারে দেখি নাই।

সিতিকণ্ঠ ∫∫ আচ্ছা যদি আজ ধরো একজন সাহেব অনেক জামাকাপড় খাবারদাবার এসব নিয়ে তোমার সামনে এসে দাঁড়ায়, তুমি কী করবে? তুমি নেবে ওসব?

শরৎশশী ∫∫ ঐ গোরা রাক্ষসটার মুখে সব ছুঁড়ে মারব। রাক্ষসটাকে ছিঁড়ে ফেলব....তারে মুই গাঙে ভাসাবো!

সিতিকণ্ঠ ∫∫ কেন, এ সাহেব তো কিছু দোষ করেনি!

শরৎশশী ∫∫ করেছে। সে আমার বাপেরে মেরেছে। বাপ থাকলে মোর এ দশা হয়....

সিতিকণ্ঠ ∫∫ কে মেরেছে? সে তো এ সাহেব না!

শরৎশশী ∫∫ সব সাহেব এক! বজ্জাত! মোদের জমিজমা কেড়ে নিয়েছে....ভিখিরি করেছে।

সিতিকণ্ঠ ∫∫ হাসু, ধরো সাহেবটা তোমাকে অনেক টাকাকড়ি খাবারদাবার সব দিলো....দিয়ে বলল-হাসু....আমার বিছানায় এসো....এসো এসো ডিয়ার....তোমাকে একটা সুন্দর বিবির পোশাক দেব।

[এই ভীষণ রহস্যময় রাত্রি, উৎপীড়ন, শরৎশশীর আর সহ্য হয় না। এক অদ্ভুত আচ্ছন্নময়তায় সে বিস্ফরিত হয়। ক্ষেত্রমনির সংলাপ বলিতে শুরু করে।]

শরৎশশী/ক্ষেত্রমণি ∫∫ পোড়া কপাল বিবির পোশাকের! চট পর্যে থাকি সেও ভাল, তবু য্যেন বিবির পোশাক পরতি না হয়! মোর বড় তেষ্টা পেয়েছে। মোরে বাড়ি দিয়ে আয়। মুই জল খেয়ে শীতল হই। (মনোরমা অবাক। শরৎশশী বলিতে থাকে) আহা মোর মা এত বেল গলায় দড়ি দিয়েছে। মোর মা আর নেই। বাবা কাকার দুজনের মধ্যে মুই এক সন্তান। মোরে ছেড়ে দে...মোরে বাড়ি রেখে আয়....ওরে নাটু, তোর পায়ে পড়ি.....

মনোরমা ∫∫ না না, নাটু না....বল ময়রাপিসি...ময়রাপিসি....

সিতিকণ্ঠ ∫∫ বলুক....বলুক, যা মনে আসে বলুক-

শরৎশশী/ক্ষেত্রমণি ∫∫ ময়রাপিসি, মোরে এমন কোরে বোলো না। মুই পরাণ দিতি পারব, ধর্ম দিতি পারব না। মোরে পুড়িয়ে ফেল, ভেসয়ে দাও, পুঁতে রাখ, মুই পরপুরুষ ছুঁতি পারব না।

সিতিকণ্ঠ/রোগ ∫∫ ইনফারনাল বিচ! এইবার তোমার ছেনালি ভঙ্গ হইবে!

শরৎশশী/ক্ষেত্রমণি ∫∫ মোর গায়ে যদি আবার হাত দিবি তোর হাত মুঁই এঁচড়ে কেমড়ে টুকরো টুকরো করব। তোর মা-বুন নেই.....তাদের গিয়ে কাপড় কেড়ে নিগে যা! ও ভাইভাতারির ভাই, মার না....মোর প্রাণ বার কর্যে ফ্যাল না....আর যে মুই সইতে পারি না। কোথায় বাবা....কোথায় মা....দেখগো তোমাদের ক্ষেত্রমণি মলো গো....

সিতিকণ্ঠ ∫∫ হবে....খুব ভালো হবে। জ্যান্ত জীবনের তাপ স্বাদ গন্ধ আলাদা। নীলদর্পণে এমনটাই চাই। আজকের রাত গেল। কোজাগরী অবধি আরো চারটে রাত আছে। আমি রোজ রাতে আসব। তোমরা দরজা খুলে রেখো।

[সিতিকণ্ঠ বাগানে নামিয়া দ্রুতপদে উধাও হইল। ভূলণ্ঠিত শরৎশশী সম্মোহিতের মতো চারিদিকে তাকায়।]

শরৎশশী ∫∫ কোথায় গেলেন....তিনি কোথায় গেলেন! দিদি ওনারে ডেকে আনো....আবার ডেকে আনো.....আর একবার আনো দিদি!

[শরৎশশী বাগানের দিকে ছোটে....মনোরমা তাহাকে বুকের ভিতর বাঁধিয়া আনন্দে অশ্রুপাত করে।]

মনোরমা ∫∫ হবে! হবে! এই তো হ'লো!

দ্বিতীয় অঙ্ক-প্রথম দৃশ্য

নানারঙের বাবু

[বাগানে জ্যোৎস্না। নির্জন কক্ষে প্রদীপ জ্বলিতেছে। শরৎশশী জল আসন ও খাবারের থালা হাতে কক্ষে আসিল। প্রদীপের সম্মুখে জল ছিটায়, আসন পাতে, থালায় মিষ্টান্ন সাজায়। মনোরমা কখন তাহার পিছনে আসিয়া মিটিমিটি হাসিতেছে, দেখিতে পায় নাই।]

মনোরমা ∫∫ এসব কার জন্যে? (শরৎশশী ঘুরিয়া তাকায়, হাসে, কাজে মন দেয়) সিতিবাবুর? (শরৎশশী ঘাড় নাড়ে) সে কি তোর কাছে খেতে চেয়েছে?

শরৎশশী ∫∫ (চমকায়) তাই? না চাইতে দিতে নাই বুঝি?

মনোরমা ∫∫ তা আছে। কিন্তু দিবি কেন?

শরৎশশী ∫∫ বা রে! মানুষটার খিদে রয়েছে, তাই দেই।

মনোরমা ∫∫ খিদে রয়েছে! সিতিবাবুর খিদের কথা তুই জানলি কী করে? তোকে বলেছে?

শরৎশশী ∫∫ বলতে হবে কেন? দেখতে পাও না? রোজ রাতে আমারে পার্ট শেখাতে শেখাতে কী রকম হাঁপায়। মুখখানা কালো আর বুকখানা কামারের হাপরের মতো কিরকম দোলে...দিদি, কতো কাল উনি পেট ভরে খায় না।

মনোরমা ∫∫ (চাপা হাসিতে চোখ চিকচিক করে) তাই বুঝি? ইস! আমার তো নজরে পড়ে না।

শরৎশশী ∫∫ (বিজ্ঞের মতো) তুমি কি থ্যাটার ছাড়া আর কিছু খেয়াল করো!...আমারে দাঁড় করাবে বলে উঠে পড়ে লেগেছো! আরে যারে ভর দিয়ে দাঁড়াবো....সেই দ্যাখো ধুঁকছে! (হাসিয়া) ও দিদি, গুরুর দক্ষিণে না দিলে সিদ্ধি হয় না গো।

মনোরমা ∫∫ (মজা পায়) তা গুরুদক্ষিণের এতো মিষ্টিমেঠাই তুই যোগাড় করলি কোত্থেকে?

শরৎশশী ∫∫ ঐ যে....বিকেলবেলা দুকড়ি জলখাবার দিয়ে গেল না, আমি খাইনি। তক্ষুনি নুকিয়ে রেখেছিলুম। দিদি, ওনার তৃপ্তি হবে না?

মনোরমা ∫∫ (আর মুগ্ধতা লুকাতে পারে না) ওরে মুখপুড়ি লক্ষ্মীছাড়ি লুভি ছুঁড়িটা....তুই না মেঠাই চুরি করে খেতিস! সিতিভাই কি আমার জাদু জানে রে! শুধু বোবা মুখে বুলি ফোটায় না....ভেতরের কালিঝুলি সব ধুয়ে মুছে দেয়। (শরৎশশীর মুখখানি দুই করতলে বন্দী করিয়া) তুই ঠিক বলেছিস শশী....সিতিভাই বড় একটা খিদে নিয়ে ফটফট করে বেড়ায়।

শরৎশশী ∫∫ আজ কিন্তু পার্ট-পার্ট করে তুমি ওনারে তাড়া লাগাবে না দিদি। আগে সব খাবেন, জল খাবেন, ঠাণ্ডা হবেন....

মনোরমা ∫∫ তাই হবেরে....তাই হবে। শশী, মানুষের ওপর এই দরদটা কোনোদিন হারাবি না। দেখবি একদিন তুই কতো বড় হবি। বিনোদিনীর মতো হবি....

শরৎশশী ∫∫ বিনোদিনী কে গা?

মনোরমা ∫∫ সে এক মেয়ে। গিরিশবাবুর হাতে গড়া নটী বিনোদিনী! এই আজ যারা আমরা অভিনয় করে, সে তাদের জননী। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব তার মাথায় হাত রেখেছিলেন....

[শরৎশশীর মাথাটি কোলে ধরিয়া মনোরমা হাত বুলায়। পাশেই প্রদীপটা জ্বলে। কালো কাপড়ে মুখ ঢাকিয়া একটি লোক নাটুলালের পিছু পিছু বাগানে আসে। লোকটি পথ হারাইয়া টবের গায়ে ঠোক্কর খায়।]

নাটুলাল ∫∫ (চাপা গলায়) উদিকে না....উদিকে না....আহা লাগালো?

[লকটি পায়ের ব্যথায় মুখের কাপড় সরায়। তর্করত্নমশাই।]

তর্করত্ন ∫∫ (ব্যথা-বিকৃত মুখে পা ঝাড়া দেয়) তোমাকে যা বললাম বা পু....কেউ যেন ঘুণাক্ষরে টের না পায় যে আমি এখানে এসেছি!

নাটুলাল ∫∫ বার বার কেন অবিশ্বাস করছেন রত্নমশাই?

তর্করত্ন ∫∫ বাপু, শুধু রত্ন না, তর্করত্ন! বারংবার আধখানা বলছ!

নাটুলাল ∫∫ হ্যাঁ হ্যাঁ! আপনার মতো লোক রাতদুপুরে বাগানবাড়ি আসছেন, এর গাম্ভীর্য আমি বুঝি নে?এই জলপরির আড়ালে দাঁড়ান, আমি শরৎশশীকে ডেকে আনছি।

তর্করত্ন ∫∫ শরৎশশী! না না না...মনোরমা! মনোরমা!

নাটুলাল ∫∫ (চোখ কপালে তুলিয়া) অ্যাঁ! দিদিভাই!

তর্করত্ন ∫∫ হ্যাঁ হ্যাঁ, নটী মনোরমা!

নাটুলাল ∫∫ সে তো বুড়ি!

তর্করত্ন ∫∫ তাকেই চাই আমার। তাকেই চাই....

নাটুলাল ∫∫ আর একবার ভেবে দেখুন....শরৎশশী না?

তর্করত্ন ∫∫ না বাপু না। কেন তর্ক করছ! ডেকে দাও....

নাটুলাল ∫∫ (বোকার মত চুপ করিয়া থাকিয়া হাত পাতে) যেটা দেবেন বলেছিলেন রত্নমশাই....

তর্করত্ন ∫∫ ফের! গোড়ার তর্কটা কেন ভুলে যাচ্ছো?

নাটুলাল ∫∫ আজ্ঞে আমি তক্কো করা ভালবাসিনে বলে। দিন....

[তর্করত্ন গাঁট খুলিয়া গোটাতিনেক মুদ্রা দিলো। নাটুলাল ভয়ে ভয়ে আগাইয়া দরজায় একটি টোকা দিলো।]

রত্নটা মার না খায়....

[নাটুলাল আরো দুইটি টোকা দিলো। কক্ষে মনোরমার কোলে মাথা রাখিয়া শরৎশশী ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল।]

মনোরমা ∫∫ সর....সর শশী, ঐ সিতিভাই এসেছে.....

[শরৎশশী দরজা খুলিতে নাটুলাল পাঁকাল মাছের মতো সুড়ুৎ করিয়া কক্ষে ঢুকিল।]

নাটুলাল ∫∫ দিদিভাই!

মনোরমা ∫∫ আবার এখানে! আসতে মানা করেছি না!

নাটুলাল ∫∫ আহা, আমি থোড়াই এসেছি! বাবুকে পথ দেখিয়ে আনতে হ'লো তাই।

মনোরমা ∫∫ বাবু!

নাটুলাল ∫∫ দিদিভাই, কী বলব তোমায়, কতোবড় মানুষ তোমার ঘরের দরজায়! গীতা- চণ্ডী সব কণ্ঠস্থ। বেদ-বেদান্ত ঠোঁটস্থ। জ্ঞানের পাহাড়। পাঁচক্ষীরের মাথা জমিদার, আর জমিদারের মাথা রত্নমশাই। এনার কথায় জমিদার ওঠেন বসেন। এনাকে ফেরালে

কিন্তু ভাল হবে না, হুঁ!

মনোরমা ∫∫ শয়তান, কেন আনলি, তুই কেন ওঁকে আনলি! নাটু-তুই কি পাগল করে দিবি আমাদের! কিছুতে ছাড়বিনে মেয়েটাকে!

নাটুলাল ∫∫ মেয়ে! আরে না না। ইনি তোমার শরৎশশীর সে বাবু নয়কো। তিনি আরেকজন। ইনি এসেছেন তোমায় ঠাঁয়। তোমাকেই চাই।

মনোরমা ∫∫ (শিহরিত) মাগো....

নাটুলাল ∫∫ সত্যি....কোনোদিন যা করলে না, আজ চুল পাকিয়ে....আমি মানা করেছিলুম, কিছুতে শুনবে না বুড়োটা.....কী আর করবে, এসব বেপোট জায়গা, চলো একটু সঙ্গ দেবে, ঐ দু-পাঁচটা মিষ্টিমধুর কথা-টথা বলবে....এসো।

[হঠাৎ মনোরমা দশ আঙুলে নাটুলালের গলা টিপিয়া ধরে।]

অ্যাই....অ্যাই....অ্যা....

মনোরমা ∫∫ মেরেই ফেলব তোকে!

[নাটুলাল আর্তনাদ করে। মুঠি হইতে টাকাগুলি সশব্দে খসিয়া পড়ে। তর্করত্ন আর্তনাদ শুনিয়া কী করিবে বুঝিতে না পারিয়া কক্ষেই ছুটিয়া আসে....]

তর্করত্ন ∫∫ কী-কী হ'লো....অ্যাঁ....এ কী!

[উত্তেজিত মনোরমা নাটুলালকে ছড়িয়া তর্করত্নের সম্মুখে করজোড়ে বসে]

মনোরমা ∫∫ বাবা, আপনি জ্ঞানী মানুষ, আমাকে পাপের ভাগী করবেন না বাবা। পায়ে পড়ি, রক্ষে করুন বাবা.....

[শরৎশশী ভয়ে ঠকঠক করে|| নাটুলাল গলায় হাত বোলায়। তর্করত্ন পা টানিয়া লয়।]

তর্করত্ন ∫∫ ছুঁয়ো না.....ছুঁয়ো না.....

নাটুলাল ∫∫ এঁঃ। রক্ষে করুন! আর একটু হ'লে মেরে ফেলছিল। মার বুড়িটাকে....

তর্করত্ন ∫∫ তোমরা কী জাতীয় মেয়েমানুষ, অ্যাঁ! নটীদের অনেক নষ্টামি শুনেছি, কিন্তু তারা যে মানুষ খুন করতে পারে....

নাটুলাল ∫∫ আমার হবু স্ত্রীকে আটকে রেখেছে রত্নমশাই....

তর্করত্ন ∫∫ (নাটুলালকে) থামো বাবু! (মনোরমাকে) আমি তোমার সঙ্গে মস্করা করতে আসিনি। জমিদারবাবু বলে পাঠিয়েছেন, পাঁচক্ষীরেয় মেয়েমানুষের নাচনকোঁদন চলবে না। কাজেই তল্পিতল্পা নিয়ে ভালয় ভালয় ভেগে পড়ো।

নাটুলাল ∫∫ হ্যা, ভেগে পড়ো! আমি সেই কথাটাই বললুম! রত্নমশাই একটু জরুরি কথা বলতে তোমায় ডাকছেন দিদিভাই। বলে-নিকুচি করেছে রত্নের! অমনি গলা খামচে ধরল!

তর্করত্ন ∫∫ এতো স্পর্ধা তোমাদের কোত্থেকে হয়?

নাটুলাল ∫∫ কোত্থেকে হয়? দেখেছেন, কোন্ নাগরের জন্যে পিঁড়ে পেতে থালা সাজিয়ে রেখেছে!

তর্করত্ন ∫∫ ঘাটে নৌকা বাঁধা আছে। এই রাতেই বিদেয় হও।

নাটুলাল ∫∫ সোজা পথে না হ'লে পাইক ডেকে ঠেঙিয়ে বার করুন। কোতোয়ালি থানায় বুড়িটাকে পুরে রাখুন দিকি।

তর্করত্ন ∫∫ কী হ'লো? যাবে কি যাবে না?

[নাটুলাল থালার মিষ্টি খাইতে শুরু করে।]

নাটুলাল ∫∫ যাবে কি যাবে না?

মনোরমা ∫∫ যাবো বাবা। আপনি নৌকো বলুন। এ ঘেন্না আর সহ্য হয় না।

তর্করত্ন ∫∫ আমাদেরও হয় না।

নাটুলাল ∫∫ (শেষ দ্রব্য গালে পুরিয়া) কারুরই হয় না।

তর্করত্ন ∫∫ চলো, ব্যবস্থা করি।

নাটুলাল ∫∫ চলুন-

[তর্করত্ন ও নাটুলাল বাগানে নামে।]

তর্করত্ন ∫∫ এতো সহজে যে তাড়াতে পারব ভাবিনি...

নাটুলাল ∫∫ আপনি তাড়াতে এসেছেন, সেটা আগে বলবেন তো! পায়ের ধুলো দিন! (পদধূলি নেয়) কষ্ট করে আর একটা ব্যবস্থা করে দিতে হবে। দুটো নৌকা দরকার। ঐ দজ্জাল বুড়িটার সঙ্গে আমি শশী এক নৌকোয় যাবো না। ও আমাদের গাঙে ফেলে দেবে রত্নমশাই... থুড়ি, ভুল হ'লো!

তর্করত্ন ∫∫ চলো দেখি জমিদারের কাছে যাই। তিনি আবার শুনে কী বলেন দেখি। এই ভদ্রলোকের তো মন বোঝা দায়। কোথায় গিরিশচন্দ্রকে এক চিঠি লিখে হাত পা গুটিয়ে বসে আছেন। আরে বিজনবিহারী যদি সচল হতেন... নটীরা গাঁয়ে পদার্পণ করতে পারে....

[নাটুলাল ও তর্করত্ন চলিয়া যায়। মনোরমা ও শরৎশশী নির্বাক, স্থাণু। প্রদীপের পাশে শূন্য থালার দিকে চাহিয়া শরৎশশী সম্বিৎ ফিরিয়া পায়।]

শরৎশশী ∫∫ সব যে খেয়ে গেল দিদি!

মনোরমা ∫∫ গুছিয়ে নে। আমাদের যেতে হবে।

শরৎশশী ∫∫ যাবো না... আমি কিছুতে যাবো না। ও দিদি, তুমি আমারে এখান থে যেতে বোলো না।

[খোলা দরজাপথে বাগানে সিতিকণ্ঠকে আসিতে দেখিয়া শরৎশশী চুপ করে। সিতিকণ্ঠ দ্রুতপায়ে ঘরে ঢোকে।]

সিতিকণ্ঠ ∫∫ ইস, বড্ড দেরি হয়ে গেল আজ। রাস্তায় দুটো কুকুর পেছন পেছন ঘেউ ঘেউ জুড়ে দিলো। পথও অনেকটা... সেই কপোতাক্ষির ওপার থেকে জল কাদা ভেঙে আসা....

[বলিতে বলিতে সিতিকণ্ঠ নীলদর্পণ খুলিয়া বসে।]

শশী, এসো। আজ তোমার শেষ সিনটা ধরব। ঐ রোগসাহেবের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে তুমি নিজের বাড়িতে শুয়ে আছো। সাহেবের অত্যাচারে তোমার শরীর ভেঙে পড়েছে... যন্ত্রণা... ভীষণ যন্ত্রণা.... বিছানায় পড়ে তুমি আছড়ে পিছড়ে কাঁদছো...

[শরৎশশী কান্না চাপিয়া ছিল। আর পারিল না। কৌচের উপর লুটিয়া কান্না জুড়িল।]

আরে বাঃ! চট করে কান্নাটা বেশ এলো তো! দেখেছ দেখেছ মনোরমাদি, এতো পাকা অভিনেত্রী, জীবন্ত! সত্যিকারের কান্না...

মনোরমা ∫∫ আজ যে সত্যিকারের কান্না ভাই সিতি। আমরা আজ চলে যাচ্ছি-

সিতিকণ্ঠ ∫∫ মানে? কোথায় চলে যাচ্ছো?

মনোরমা ∫∫ আমি যাবো আমার জায়গায়। ও কোথায় যাবে জানিনে... নাটু ওকে যেখানে নিয়ে যাবে....

শরৎশশী ∫∫ (ছটফট করে) যাবো না, আমি এইখানে গলায় দড়ি দিয়ে মরব। এইখান থে আমারে কেউ সরাতে পারবে না।

সিতিকণ্ঠ ∫∫ ব্যাপারটা কী?

মনোরমা ∫∫ জমিদারবাবু আমাদের তাড়িয়ে দিচ্ছেন। তর্করত্ন মশাই বলে গেলেন আজ রাতেই যেতে হবে। ঘাটে নৌকা বাঁধা।

সিতিকণ্ঠ ∫∫ সে কী! তোমরা চলে যাবে! কি বলছ! তাহলে এই ক-রাত জেগে যা করলাম তার কী হ'লো....

[হাতের বইখানা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া সিতিকণ্ঠ ধুপ করিয়া বসিয়া পড়ে। যেন একটা ভগ্নস্তূপ। শরৎশশী সিতিকণ্ঠের জীর্ণ কম্বল টানিয়া ধরে।]

শরৎশশী ∫∫ আমার কী হবে-আপনি যা শেখালেন.... সব যে ভুলে যাবো... যদি রাখতেই না পারেন, আমারে নিয়া ঐ খেলা করলেন কেন?

[সিতিকণ্ঠের কম্বল খসিয়া পড়ে। অনাবৃত সিতিকণ্ঠের বুকের দিকে চাহিয়া শরৎশশী হঠাৎ বলিয়া ওঠে।]

ঐ দ্যাখো দিদি, তোমারে যা বলেছিলুম! কি রকম হাপরের মতো ওঠানামা করে....

সিতিকণ্ঠ ∫∫ (হাঁপায়) সব ভেস্তে দিলো... আবার ফিরে যেতে হবে সেই নদীর ওপারে বনবাসে। ভেবেছিলাম এবার শশীর হাত দিয়ে মঞ্চটা ছোঁবো। এতো যে চেষ্টা করি মঞ্চে ফিরে আসার, কিছুতে এগুতে পারি না। (সিতিকণ্ঠ পাগলের মতো হাহাকার করে যেন স্বপ্নের মধ্যে নদী পার হচ্ছি। যতোই সাঁতরাই ওপারটা দূরে দূরেই থেকে যায়... (নীরবতার পর) ইন্দ্র কী বলছে?

মনোরমা ∫∫ কী বলবে?

সিতিকণ্ঠ ∫∫ তোমরা যে চলে যাচ্ছো সে জানে তো?

মনোরমা ∫∫ তা তো জানিনে।

সিতিকণ্ঠ ∫∫ তাহলে যাচ্ছো কি করে! যে তোমাকে ডেকে আনলো... তাকে না বলে রাতারাতি পালাচ্ছ! অপযশটা কেমন রটবে ভাবছ না? কেউ কি তোমায় বিশ্বাস করে আর অভিনয়ে নেবে?

মনোরমা ∫∫ ইন্দ্র বোধহয় এখনো জানে না।

সিতিকণ্ঠ ∫∫ বোধহয় নয়, জানে না। এসব ঐ বিজনবিহারী আর তর্করত্নের কারসাজি। তোমরা যাবে না।

মনোরমা ∫∫ কী বলছ তুমি সিতিভাই! জমিদারের সঙ্গে বিবাদ করে তাঁর মাটি তে দাড়াবো, সে আবার হয় নাকি?

সিতিকন্ঠ ∫∫ দাঁড়াবে! দাঁড়াতে হবে। এভাবে সব ভেঙে যেতে পারে না। একবার শশীর কথাটা ভাবছ না? মনোরমাদি, আর আমার কথাটা.... আমরা দুজনে যে থিয়েটারটা ধরে বাঁচতে চাই....

[বাহিরে বাগানে জুতার খচমচ শব্দ। কক্ষের সকলে সন্ত্রস্ত হয়।]

ঐ তোমারে নিয়ে যেতে আসছে। মনোরমাদি...যাবে না তোমরা...যাবে না। যতই জোরজার খাটাক, কিছুতে না।

[শরৎশশীকে টানিয়া নিয়া সিতিকন্ঠকে ভিতরে যায়। দরজা ঠেলিয়া স্বয়ং বিজনবিহারী দেখা দেয়।]

বিজনবিহারী ∫∫ তর্করত্ন মশায়ের কাছে শুনলাম তোমরা নাকি বাপু আজই রওয়ানা দিচ্ছ? দ্যাখো মা, তর্করত্নমশাই সংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ... তিনি যদি তোমাদের কোনো গালমন্দ করে থাকেন... সেটা একান্তই তাঁর ব্যাপার। আমার নয়। পাঁচক্ষীরের চৌধুরীদের আর যাই থাক না থাক.... সভ্যতা ভব্যতাটুকু আছে। আমি কিন্তু তোমাদের তাড়াচ্ছি না। তবে তোমরা যদি স্বেচ্ছায় চলে যাও, সেক্ষেত্রে বাধাও দেব না।

মনোরমা ∫∫ আমি নিজেই যাচ্ছি বাবু-

বিজনবিহারী ∫∫ ভেবে বলছ?

মনোরমা ∫∫ হ্যাঁ বাবু....

বিজনবিহারী ∫∫ বেশ। তাহলে এখুনি তোমাদের যাত্রার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। তোমাদের নগদ টাকাও দিচ্ছি। মানে এখানে তোমাদের যে রোজগারটা হ'লো না...তার চারগুণ দিচ্ছি। (টাকার পুঁটলি মনোরমার সম্মুখে রাখিতে রাখিতে) তবে আবারো তোমায় স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, আমি কিন্তু তোমাদের তাড়াচ্ছি না। দ্যাখো মা, কলকাতার সমাজে এমন কিছু না রটে যাতে ইন্দ্রনাথের কাছে আমায় মাথা নিচু করতে হয়। (বিজনবিহারী টাকা রাখিয়া সোজা হইতেই সম্মুখে সিতিকন্ঠকে ঢুকিতে দেখিয়া আতঙ্কিত হয়) কে? কে?

সিতকন্ঠ ∫∫ আমাকে চিনতে পারছেন না বিজনবিহারীবাবু?

বিজনবিহারী ∫∫ পেরেছি। এখানে কী মতলবে?

সিতিকন্ঠ ∫∫ আমি রাতের বেলা এদের নাটক করা শেখাতে আসি।

বিজনবিহারী ∫∫ (মনোরমাকে) তুমি যাও, তৈরি হয়ে নাও।

[মনোরমা ভীত হইয়াছিল। তাড়াতাড়ি পাশের ঘরে যায়।]

তোমার কি লজ্জা নেই? ভয় নেই? আবার থিয়েটারে ভিড়েছ?

সিতিকণ্ঠ ∫∫ কী করব? দেখলাম আপনার ছেলের নাটকে উৎসাহই আছে কেবল, বিদ্যেটা কিছু জানা নেই। তাই গোপনে হালটা ধরতে হ'লো।

বিজনবিহারী ∫∫ কী ভেবেছ? তোমার মতো এক লম্পটকে চৌধুরীবাড়ির পবিত্র নাট্যমঞ্চ কলুষিত করতে দেব?

সিতিকন্ঠ ∫∫ তবু ভালো, স্বীকার করলেন নাট্যমঞ্চ পবিত্র! তবে আমার তাকে কলুষিত করতে কোনো সংকোচ নেই। থিয়েটারকে আমি এতোই ভালবাসি, তাকে নষ্ট নোংরা করতে পারলেও আমার আনন্দ।

বিজনবিহারী ∫∫ আমার বাড়ির ছেলেরা যদি জানতে পারে, তুমি তাদের কাজে হস্তক্ষেপ করছ, তোমার কী দশা করবে জানো!

সিতকন্ঠ ∫∫ শুনুন বিজনবিহারীবাবু, আমি যে এখানে কেন আসি জানলেন শুধু আপনি। এসব কথা যদি আপনার মুখ থেকে ইন্দ্ররা শুনতে পায়, আপনার কীর্তিও আমি ফাঁস করে দেব। অদ্ভুত কৌশল করেছিলেন, তর্করত্ন জমিদারের নামে ভয় দেখিয়ে যাবে, আর জমিদার এসে বলবে-তোমরা কিন্তু স্বেচ্ছায় যাচ্ছো....! মেয়েদের যদি পাঁচক্ষীরে ছাড়তে হয়, আপনাকেও ছাড়ব না। তখন কিন্তু ছেলের সামনে আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবেন না। গিরিশচন্দ্রের কাছেও না। জমিদার বিজনবিহারী চৌধুরীর ভাবমূর্তিখানা ধসে পড়বে হুড়মুড় করে।

[বিজনবিহারীর কপালে দুর্ভাবনার রেখা প্রকট হয়। সিতিকন্ঠ হা হা করিয়া হাসে।]

যাঁকে লুকোবার জন্যে ছেঁড়া কম্বলে গা ঢাকা দেওয়া.... তাঁর কাছেই আমি সবচেয়ে নিশ্চিন্ত। (গলা নিচু করিয়া) কাজেই ভদ্রলোকের চুক্তিতে আসুন। আপনিও আমার কথা চেপে রাখুন, আমিও রাখছি আপনার কথা।

[বিজনবিহারী চলিয়া যাইতেছে।]

টাকাটা নিয়ে যান.... অনেকগুলো টাকা!

[সিতিকন্ঠ টাকার পুঁটলি হাতে দরজা পর্যন্ত গেল। বিজনবিহারী ফিরল না।]

দ্বিতীয় অঙ্ক-দ্বিতীয় দৃশ্য

খাঁচার পাখি পাখির খাঁচা

[উদ্যানে কুঞ্জবিহারী দেখা দিল। অতিকায় একটি বাতাবিলেবু বলিতে কুঞ্জবিহারীকেই বোঝায়। সাজগোজে অতি বাহার। সদানন্দ বৃদ্ধের সর্বাঙ্গে চিটাগুড়ের মতো খুশির মাখামাখি। কুঞ্জবিহরীর গলায় একটি ঠুমরি গানের কলি। কুঞ্জবিহারীর সাড়া পাইয়া বাগানবাড়ি হইতে ছুটিয়া আসিল দুকড়ি।]

দুকড়ি ∫∫ (আনন্দে) আরে! বড় জ্যাঠামশাই!

কুঞ্জবিহারী ∫∫ (গানের ফাঁকে) কইরে দুকড়ে, কলকাতার নটীরা সব কই?

দুকড়ি ∫∫ (ভিতরের ঘরে হাঁক পাঠায়) মাগো, দেখে যান কে এয়েছেন... আমাদের বড় জ্যাঠামশাইরে দেখে যান। বড় জ্যাঠামশাই.... আজ আবার এক নৌকা দিদিমণি এয়েছেন কলকেতা হতে!

কুঞ্জবিহারী ∫∫ বা-বা-বা! কই, তারা কই? আমার বাগানবাড়ি যে জেগে উঠল রে দুকড়ে।

দুকড়ি ∫∫ অ্যাদ্দিনে আপনার বাগানবাড়িটার একটা মানে হয়েছে বড় জ্যাঠামশাই।

[গানের কলিটিকে নাচের পুতুলের মতো দোলাইয়া কুঞ্জবিহারী কক্ষে ঢোকে। ভিতরের ঘর হইতে আসে মনোরমা।]

কুঞ্জবিহারী ∫∫ মাতিয়ে দিতে হবে ভাই.... পাঁচক্ষীরে তাতিয়ে দিতে হবে। এমন শো চাই... সুবে বাংলায় কেউ যা দ্যাখেনি!

মনোরমা ∫∫ (যুক্তকরে) আজ কদিন এসেছি, বাবুর কথা এতো শুনছি...কী ভাগ্যে আজ দেখা পেলাম...

দুকড়ি ∫∫ জ্যাঠামশাই, পেলে দেখবেন জমে চমচম! দিদিমণিরা যা সব করছেন না! কাল দ্যাখবেন আপনাকেও কাঁদিয়ে ছাড়বেন।

কুঞ্জবিহারী ∫∫ দাও...কাঁদিয়ে দাও. কাঁপিয়ে দাও...পাঁচক্ষীরে ভাসিয়ে দিয়ে যা তোরা। কইরে দুকড়ে, সে কই? তাকে দেখছিনে?

দুকড়ি ∫∫ কাকে খুঁজছেন জ্যাঠামশাই? বাগানের মালি?

কুঞ্জবিহারী ∫∫ আরে মালি না, মালি না। শশী! ঐ যে তোদের শরৎশশী! সবার মুখে মুখে ফিরছে শরৎশশী! সাড়া জাগিয়ে দিয়েছে!

দুকড়ি ∫∫ হ্যাঁ, তা দিয়েছে। ঐ প্রথম দিনটায় দিদিমণির পার্টটা ঠিক খোলেনি। ইন্দ্রদাদাবাবু খুব মুষড়ে পড়েছিলেন। তারপর এ কদিনে দাদাবাবু দিদিমণিরে যা তৈরি করে দিয়েছেন না, এক্কেবারে চমৎকার! কেউ আর ধরতে পারছেন না। জামাইবাবু পর্যন্ত ঘেবড়ে যাচ্ছেন।

কুঞ্জবিহারী ∫∫ অ্যাঁ! গুরুচরণ! গুরুচরণ পর্যন্ত ঘেবড়ে...হাঃ হাঃ হাঃ...বলিস কী?

দুকড়ি ∫∫ সত্যি জ্যাঠামশাই, জামাইবাবুর সে অট্টহাসি ছোট্ট হয়ে গেছে, এখন ক্ষেত্তরমণির দিকে তাকিয়ে মিঁউ মিঁউ....

কুঞ্জবিহারী ∫∫ গুরুচরণ মিঁউ মিঁউ! হাঃ হাঃ হাঃ....কই, ডাক ডাক, শরতের শশীকে ডাক....

মনোরমা ∫∫ শশী! শশী! বাবু, যা করার করেছে ইন্দ্রভাই। সবই ইন্দ্রভাই-এর কৃপায়....

কুঞ্জবিহারী ∫∫ ব্রেভো...ব্রেভো ইন্দ্র! সেপাইকা ঘোড়া-জ্যাঠাকা ভাইপো! লাগাও ইন্দ্র! বাপের মাথা ঘুরিয়ে দাও!

[শরৎশশীর উজ্জ্বল প্রবেশ।]

এই তো! এই তো! দুকড়ে, এ যে শরতের পূর্ণশশী! দাও, আলোর রাশি ছড়িয়ে দাও। (ফিতায় বাঁধা মস্ত এক মেডেল দোলায়) গোল্ড মেডাল! বেস্ট প্লেয়ারের জন্যে কুঞ্জবেহারী গোল্ড মেডাল। পাক্কা দশ ভরি! (শরৎশশীকে) কাল তোকে এটা জিতে নিতে হবে রে ভাই!

মনোরমা ∫∫ বেস্ট প্লেয়ার ঠিক করবে কে বাপু...

কুঞ্জবিহারী ∫∫ কেন, আমি আর দুকড়ে!

দুকড়ি ∫∫ (হাততালি দিয়ে লাফিয়ে) তবে মেডাল কার গলায় যাবে সে আমার ঠিক হয়ে গেছে জ্যাঠামশাই।

কুঞ্জবিহারী ∫∫ আমারো...

মনোরমা ∫∫ বোন আমার মেডেল বোঝে না। জমিদারবাবু খুশি হলেই সে ধন্য হয়।

কুঞ্জবিহারী ∫∫ জমিদার! কাকে জমিদার বলছে রে দুকড়ে?

দুকড়ি ∫∫ না মা। জমিদার টমিদার না। বড় জ্যাঠামশাই হলেন বড় জ্যাঠামশাই।

কুঞ্জবিহারী ∫∫ জমিদারি করে আমার ছোট ভাই বেজন। স্বেচ্ছায় সব তার হাতে ছেড়ে দিয়েছি। কী দেখলুম জানো ভাই, জমিদারি চালাতে গেলে ইচ্ছে মতো খচ্চাপাতি করা যায় না। তাতে তালুক মুলুক লাটে ওঠার দেরি থাকে না। দিলুম ছেড়ে বেজনের হাতে। লে তুই চালা বেজন, আমি খচ্চাপাতি করি। আমি খচ্চা করি আর তুই বিল মেটা।

দুকড়ি ∫∫ কত্তো ভালো! খচ্চাকে খচ্চাও হ'লো, আবার জমিদারিও লাটে উঠল না!

কুঞ্জবিহারী ∫∫ তুই আমার পাখির খাঁচাগুলো দেখেছিস ভাই শশী। (শরৎশশী ঘাড় নাড়ে) সে কী! দুকড়ে, এখনো দেখাসনি? বাগানে আমার পঞ্চাশটে খাঁচা, ঐ পুবের পাঁচিলটার গায়ে-চল-চল দেখবি চল....

[কুঞ্জবিহারী শরৎশশীর হাত ধরিয়া টানে।]

শরৎশশী ∫∫ দিদি...

দুকড়ি ∫∫ চলেন... চলেন দিদিমণি, সারবাঁধা খাঁচাগুলোই শুধু দ্যাখবেন, পাখি কিন্তু একটাও নেই!

মনোরমা ∫∫ ও মা পাখিই নেই!

দুকড়ি ∫∫ সব তো উড়ে গেছে।

কুঞ্জবিহারী ∫∫ খাঁচা দেখেই তো বুঝবে, কত পাখি পুষেছিলুম....

দুকড়ি ∫∫ আর তাদের পেছনে কতো খচ্চা করেছিলুম....

কুঞ্জবিহারী ∫∫ দেশ বিদেশ থেকে কতো বিচিত্র পাখি আনিয়েছিলুম গো...

দুকড়ি ∫∫ জ্যাঠামশাই, সেই এমু!

কুঞ্জবিহারী ∫∫ হ্যাঁ, অস্ট্রেলিয়া থেকে যেদিন এমুপাখি আনাবার তাল তুললুম, বেজ বলে ক্ষ্যামা দাও দাদা, আর খচ্চা বাড়িয়ো না।

[কুঞ্জবিহারী হাসিয়া কুটিপাটি।]

দুকড়ি ∫∫ এক সকালে দেখি কি, সব খাঁচার জাল কাটা!

কুঞ্জবিহারী ∫∫ আমার ধারণা, খচ্চা কমাতে বেজনই রাতারাতি লোক লাগিয়ে জাল কেটে পাখি তাড়িয়েছে। (তাহাতেও হাসি) তবে আমিও ছাড়িনি, বুঝলি ভাই, পাখি বের তো তাল তুললুম-বে করব!

দুকড়ি ∫∫ জ্যাঠামশাই বে করবে!

মনোরমা ∫∫ কবে?

দুকড়ি ∫∫ গেল বছর...

শরৎশশী ∫∫ সে কী! দিদি!

কুঞ্জবিহারী ∫∫ বেজনের তো মাথায় হাত! কী রে দুকড়ে...

দুকড়ি ∫∫ সে এক কাণ্ড, জানেন মা...

কুঞ্জবিহারী ∫∫ কাণ্ড বলে! এতো বয়সে দাদা বে করবে! না করতে পারে না। এবার বহু ভরি ভরি হীরেমুক্তোর গয়না...পাঁচক্ষীরের বড় খোকার বউ আসবে! কেন গাঁট গাঁট ঢাকাই মসলিন। দিলুম ভাইকে ধসিয়ে। তার পরদিনের দিন...দুকড়ে!

দুকড়ি ∫∫ সেও কাণ্ড! কিছুতে আর বে'র পিঁড়িতে বসানো গেল না জ্যাঠামশাইরে-

কুঞ্জবিহারী ∫∫ ঠেলা বোঝো। বেজনবিহারী পাখি তাড়িয়ে খচ্চা কমাবে-তো কুঞ্জবেহারী সাততালে তোর গ্যাঁট কাটবে! কি রকম?

মনোরমা ∫∫ দুই ভায়ে এ তো বেশ খেলা-

কুঞ্জবিহারী ∫∫ তোফা খেলা। বেজনের সঙ্গে এই খেলা আমার অহরহ চলছে। চল চল ভাই... আরো কত শুনবি। দুকড়ে, ইন্দ্রকে বলিস এ বাড়িতে এদের অসুবিধে হচ্ছে মেয়েরা আমার মহলে থাকবে। চল ভাই...তোদের জন্যে কিছু খচ্চাপাতি করি।

দুকড়ি ∫∫ ও জ্যাঠামশাই, দাদাবাবু রাগ করবেন....

মনোরমা ∫∫ আমরা তো এখানে বেশ আছি জ্যাঠামশাই....

কুঞ্জবিহারী ∫∫ ও, তাহলে চল ঝিলের পাড়ে কুঞ্জবেহারীর কুঞ্জটা দেখবি চল। শ্বেত পাথরের বেঞ্চো...মাথায় জুঁই চামেলির কেয়ারি....

শরৎশশী ∫∫ এসো দিদি....

কুঞ্জবিহারী ∫∫ দিদি থাক, তুই আয়....

[কুঞ্জবিহারী শরৎশশীকে বাহুবন্দী করে।]

আমার শূন্য বাগানের সেরা ময়না! হে হে, কাল আমি বেজনকে বলেছি। বেজন, এবার যদি মেয়েদের তাড়িয়ে তুই প্লে বন্দ করিস... তোকে এমন খচ্চায় ফেলব কেঁদে কূল পাবিনে।

[ঠুমরি গাহিতে গাহিতে বিব্রত শরৎশশীসহ কুঞ্জে চলিল কুঞ্জবিহারী। মনোরমা ভারি খুশি। মুখ টিপিয়া হাসে।]

দুকড়ি ∫∫ জ্যাঠামশাই একেবারে মাইডিয়ার। নাটুদাদার সঙ্গে খুব দোস্তি হয়েছে। রোজ রাত্তিরে নাটুদাদা জ্যাঠামশাইয়ের ঘরে বসে লাল জল খায়। ঐ একটাই দোষ জ্যাঠামশায়ের....

মনোরমা ∫∫ (আপন মনে) সেই মেয়েটা....সেই মেয়েটা আজ শরৎশশী! কে বলবে, কদিন আগে মেয়েটাকে দেখে....

[হঠাৎ বাহিরে অনতিদূরে অভয়ার তারস্বর শুনিয়া দুকড়ি কাঁপিয়া ওঠে।]

দুকড়ি ∫∫ কী হ'লো? (বাহিরে চাহিয়া) ও কী! বড়দি এখানে আসেন কেন? মরেছে-

[তুফান ও অভয়া ঢুকিল।]

তুফান ∫∫ (মনোরমার প্রতি) বাবারে বাবা! কী সাংঘাতিক শক্ত মেয়েমানুষ তোমরা, অ্যাঁ? দেখতে ভালো মানুষের বিটি, তলে তলে জলবিছুটি! ধন্যি.... ধন্যি তোমাদের! তোমাদের দণ্ডবৎ... জানো অভয়াদি, এই এদের জন্যে আমি ভাঙা কুলো!

মনোরমা ∫∫ কী হয়েছে মা?

অভয়া ∫∫ কী হয়েছে? এখনো থুতনি নেড়ে ন্যাকামি করছ! বলি হ্যাঁগো, ও ছুঁড়িটা না হয় কচি কাঁচা, তোমার তো সাতকাল গিয়েছে.... একবারো ধম্মে বাঁধলো না! একবারো মনে হ'লো না, বাড়িতে অন্নপূর্ণার মূর্তি রয়েছে, এতো বড় অনাচার করব না!

দুকড়ি ∫∫ কেন খামোখা মাকে দুষছেন! মা আবার কী করলেন?

তুফান ∫∫ অ্যাই! (রক্তবর্ণ চোখে দুকড়ির প্রতি) পঞ্চি ঝি নাদায় গোবর গুলেছে, আগে ঐ গোবরজল গিলগে যা লক্ষ্মীছাড়া! তারপর শুনিস কী করলেন!

অভয়া ∫∫ (মনোরমাকে) এতোবড় সাহস তোমার, বাড়িতে বেজাত ঢোকাও! হবে না কেন? এ বাড়ির বেটাছেলেগুলোর কোমরে যে এখনো ষষ্ঠীপুজোর ঘুন্সি দুলছে! ভেড়ুয়া! ভেড়ুয়া না হলে কি বাড়ির ওপরে চড়াও হয়ে জাত মারতে পারো!

[ইন্দ্রনাথ আসে।]

তুফান ∫∫ এই যে ইন্দ্রদাস দেখলে তো, শেষ পর্যন্ত এই গোঁপ কামানো ফিমেলই ভরসা!

ইন্দ্রনাথ ∫∫ (অভয়াকে) দিদি! বাড়ি যাও....

অভয়া ∫∫ এদের বিদেয় করে তারপর যাবো।

ইন্দ্রনাথ ∫∫ যা করতে হয়, আমরা দেখছি....তুমি এটা কী করেছ মনোরমাদি!

মনোরমা ∫∫ কী ভাই?

ইন্দ্রনাথ ∫∫ মাসতুতো বোন বলে কাকে নিয়ে এসেছ? ও তো তোমার বোন নয়!

অভয়া ∫∫ একটা মাঝি মোল্লার মেয়ে....

মনোরমা ∫∫ যাকেই আনি খারাপ তো হয়নি ইন্দ্রভাই! ও তো পার্টটা ভালই তুলে নিয়েছে!

ইন্দ্রনাথ ∫∫ মনোরমাদি, এটা জমিদারবাড়ি। গাঁয়ের চাষাভুষোর মেয়ে স্টেজে তোলা যায় না। অনেক ঝামেলা। অনেক কৈফিয়ৎ লাগে। কথাটা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লে....

তুফান ∫∫ বেশ হয়েছে, বেশ হয়েছে! যেমন আমায় বঞ্চিত করা!

ইন্দ্রনাথ ∫∫ (তুফানকে) চুপ কর! অ্যাই দুকড়ি, যা দিদিকে বাড়ি নিয়ে যা....

দুকড়ি ∫∫ (অভয়াকে) চলেন....

অভয়া ∫∫ অ্যাই, ছুঁসনে আমায়। পঞ্চি ঝি গোবরজলের গামলা নিয়ে আসছে। এ বাগানবাড়ি আগাগোড়া ধুতে হবে। সেই সঙ্গে তোকেও।

তুফান ∫∫ (ইন্দ্রনাথকে) তোমারও মাথায় গোবরজন ঢালা হবে!

[অভয়া, তুফান ও দুকড়ি চলিয়া যায়।]

মনোরমা ∫∫ কে বললে কথাটা, নাটু?

ইন্দ্রনাথ ∫∫ আর বলেছে তর্করত্নমশাইকে! ওঃ তুমি যদি একবারো আমায় বলতে... আমি কক্ষনো রাজি হতাম না।

মনোরমা ∫∫ বড় দুঃখী মেয়ে ভাই। থিয়েটারে আনব বলেই.... তুমি রাগ করো না ইন্দ্রভাই, এবারের মতো দিদির দোষটা মাপ করে দাও।

ইন্দ্রনাথ ∫∫ মাপ করে দেব! আমি মাপ করবার কে? এতোক্ষণ শুনলে না? বাড়ির অবস্থা আগুন! জানি না কী হবে! থিয়েটার আদৌ হবে কিনা....

মনোরমা ∫∫ ইন্দ্রভাই, এতো আশায় ছাই দিয়ো না। কলকাতায় মুখ দেখাতে পারব না। পটলকেই বা কী বলব?

ইন্দ্রনাথ ∫∫ পটল! মানে পটলরানি....!

মনোরমা ∫∫ সে রাজি হ'লো বলেই তো ওকে আনতে পারলাম।

ইন্দ্রনাথ ∫∫ মানে! সে না পশ্চিমে বেড়াতে গেছে....

মনোরমা ∫∫ ভেবেছিলাম শো হয়ে গেলে বলব তোমায়। কোথাও যায়নি সে... আমিই তাকে আসতে বারণ করেছি!

ইন্দ্রনাথ ∫∫ মাই গড! তুমি তাকে বারণ করলে.....

মনোরমা ∫∫ সে আমার বড় বন্ধু। আমার কথাতে তোমার বায়নাটা ফেরত দিয়ে দিলো।

ইন্দ্রনাথ ∫∫ ওঃ মনোরমাদি! থিয়েটার নিয়ে এতোবড় শয়তানিটা তুমি করলে, করতে পারলে?

মনোরমা ∫∫ (রুষ্ট ইন্দ্রনাথের গায়ে হাত রাখিয়া পণ করে মনোরমা) ইন্দ্রভাই, তুমি যেদিন কলকাতায় হল খুলবে... আমি সেখানে বিনি পয়সায় খেটে দেব। না মরা পর্যন্ত। সত্যি... সত্যি... সত্যি...শুধু এবারের মতো শশীকে মেনে নাও-

[আলো নেভে।]

দ্বিতীয় অঙ্ক-তৃতীয় দৃশ্য

পত্রবিভ্রাট -বিজনবিহারীর মাথায় হাত

[বৈঠক চলিতেছে। বিজনবিহারী চুড়োমামা তর্করত্ন ও গুরুচরণ উপস্থিত। অদূরে অভয়া-কর্তাদের আলোচনা শনিতেছে।]

তর্করত্ন ∫∫ এ পর্যন্ত যা হয়েছে আপনাদের অজানিতে হয়েছে। দোষ যেটুকু, তা গঙ্গজলেই ধুয়ে ফেলা যাবে। কিন্তু জ্ঞাতসারে আরো এগোনো মহাদোষ। পূর্ণকুম্ভ। বিশেষ আপনার ঘরে দেবী অন্নপূর্ণার বিগ্রহ রয়েছে। এখুনি পাইক ডেকে মেয়েটাকে বার করে দিন বাবু।

চুড়োমামা ∫∫ এতো আয়োজন-সব যে পণ্ড হয়ে যাবে তর্করত্নমশাই....তাই বলছিলাম থিয়েটারটা...

তর্করত্ন ∫∫ থামুন... থামুন... (বিজনবিহারীকে) আপনি কি চান বাবু? কাল জনসমক্ষে আপনার বাড়ির ছেলে একটি অন্ত্যজার বস্ত্র ধরে টানাটানি করুক?

চুড়োমামা ∫∫ আপনি তো অ্যাদ্দিন বলে বেড়াচ্ছিলেন, নটী মাত্রই পতিতা....

তর্করত্ন ∫∫ এখনো বলছি...

চুড়োমামা ∫∫ তাহলে অন্ত্যজায় আপত্তি করছেন কেন? পতিতা জেনেও যখন হচ্ছিল, অন্ত্যজার বেলাতেও চুপ করে থাকুন।

তর্করত্ন ∫∫ পতিতা তবু চলে, কিন্তু মাঝিমাল্লা বেজাতের মেয়ে চলে না। জাত যায়....

চুড়োমামা ∫∫ এ তো ভারি মজার কথা... পতিতা চলে, নিচু জাতের মেয়ে চলে না!

তর্করত্ন ∫∫ এটাই আপনাদের থ্যাটারের পরম্পরা। কলকাতার জ্ঞানী সমাজ পতিতাদের থিয়েটারে ঢোকা অনেক দিন আগেই চালু করে দিয়েছেন। মধুসূদন, বিদ্যাসাগর, রামকৃষ্ণদেব। অত্যন্ত গর্হিত হলেও করেছেন। তাদের আশীর্বাদও জানিয়েছেন। (তিক্ততর গলায়) অন্ত্যজা সম্পর্কে এমন কোনো দৃষ্টান্ত আছে কি? দেখাতে পারেন? কিছু বলছেন কি রামকৃষ্ণদেব? বলুন, বলেছেন?

চুড়োমামা ∫∫ তেমন পরিস্থিতি ঘটলে বলতেন।

তর্করত্ন ∫∫ ঘটলে বলতেন। সেটা তো আপনার অনুমান। আমার সিদ্ধান্ত-জাতের মেয়ে পতিতা হলেও তবু চলে.... তার শুদ্ধিকরণ সম্ভব। কিন্তু বেজাত শুদ্ধিকরণে অর্থই হলো সোনার পাথরবাটি গড়া!

চুড়োমামা ∫∫ আপনি থিয়েটারের ওপর হাড়ে চটা-সরোজিনীর মৃত্যুর পরে-

তর্করত্ন ∫∫ আজ্ঞে না। সরোজিনীর কথা আমি কক্ষনো বলিনে। সে যে আমার মেয়ে লোকে তা ভুলতে বসেছে। এটা নীতির প্রশ্ন। (গুরুচরণকে) তুমি কিছু বলো বাবাজি-

গুরুচরণ ∫∫ আমার একটাই কথা-ঐ মেয়েটি থাকলে আমি স্টেজে উঠছি না। একটা থিয়েটারের জন্যে বংশের মানমর্যাদা আভিজাত্য সব খোয়ানো যায় না।

অভয় ∫∫ (কপালে হাত দিয়া) মা... মাগো তুমি বাঁচালে...

চুড়োমামা ∫∫ গুরুচরণ, সব প্রিপ্যারেশন হয়ে গেছে... রাত পোহালে শো!

গুরুচরণ ∫∫ দেখুন মামাবাবু, থিয়েটারে আপনার প্রবল নেশা বটে। আমার কাছে নেশাও না পেশাও না। পাঁচক্ষীরে এসে আপনাদের চাপাচাপিতে করছি। তার প্রতি আমার এমন কোনো সেন্টিমেন্ট নেই যে করতেই হবে-যে কোনো মূল্যে করতেই হবে। আপনি সব বন্দ করে দিন বাবামশাই।

চুড়োমামা ∫∫ কেউ না জানুক তুমি জানো গরুচরণ, ইন্দ্র কী অমানুষিক পরিশ্রম করে শরৎশশীকে তৈরি করল!

[বিজনবিহারী এতসময় ধূমপানে ছিল।]

বিজনবিহারী ∫∫ (স্বগত) পরের পুত্রে পুত্রবতী, রাধে বড় ভাগ্যবতী! (প্রকাশ্যে) হঠাৎ বন্ধনা করে. কালিদাস ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করে না গুরুচরণ। গিরিশচন্দ্রের সম্পর্কে নিশ্চিন্ত না হয়ে. মানে তিনি যদি এসে পড়েন..

গুরুচরণ ∫∫ বাবামশাই, এটা আমাদের পারিবারিক মানমর্যাদার ব্যাপার। এর মধ্যে তিনি এসেও বা কি করবেন! আফটার অল একজন প্রফেশনাল থিয়েটারওয়ালা ছাড়া তিনি তো কেউ না! এ ব্যাপারে তিনি কিছু বললেই বা আমরা শুনব কেন?

অভয়া ∫∫ (যুক্ত করে উর্ধমুখে) জয় মা কাশীশ্বরী, ঢাকেশ্বরী, চট্টেশ্বরী..

বিজনবিহারী ∫∫ (অভয়াকে) তুই ভেতরে যা-

তর্করত্ন ∫∫ না, অভয়া মা থাকুক. ওর এখানে উপস্থিতি দরকার। বাবু, দুর্বলতা ত্যাগ করুন। সোজা হয়ে উঠে বসুন..

সোজা হয়ে উঠে বসুন..

গুরুচরণ ∫∫ বাবামশাই, আপনার প্রজারা বেশির ভাগ অন্ত্যজ। ভাবুন, তারা যখন জানবে তাদেরই বর্ণের একটি মেয়েকে মঞ্চে তুলে এই কীর্তি চলচে. তার পরিণতি কী সাংঘাতিক হতে পারে! নিম্নবর্নের প্রজাদের সেন্টি মেন্টে ও আপনি আঘাত দিতে পারেন না

[কালিদাস আসে।]

কালিদাস ∫∫ বাবু..

বিজনবিহারী ∫∫ কালিদাস! ফিরলে?

কালিদাস ∫∫ এই ফিরছি..

বিজনবিহারী ∫∫ বলো. বলো. কী করে এলে? পত্রটা কী দিতে পেরেছ গিরিশবাবুর হাতে?

কালিদাস ∫∫ আজ্ঞে হ্যাঁ, তাঁর হাতেই দিয়েছি। তিন তো আকাশ থেকে পড়লেন! ইন্দ্রনাথ তো তাঁকে নেমতন্নই করেনি!

বিজনবিহারী ∫∫ অ্যাঁ?

কালিদাস ∫∫ আজ্ঞে হ্যাঁ! কোজাগরী পূর্ণিমায় যে এখানে থিয়েটার হবে, নীলদর্পণ হবে, বিন্দুসর্গই তাঁর জানা নেই।

বিজনবিহারী ∫∫ বটে! (চুড়োমামাকে) এটা তোমার কাজ। তোমার বুদ্ধি। মহাকবি গিরিশচন্দ্রের মতো মানুষের নাম করে এই ভাবে ধাপ্পা....

[চুড়োমামা মাথা নিচু করে বসিয়া পড়িল।]

তর্করত্ন ∫∫ ছিঃ! ছি-ছি-ছি!

বিজনবিহারী ∫∫ (উঠিয়া দাঁড়ায়) থিয়েটার বন্দ! মেয়েদের কলকাতায় ফিরিয়ে দাও... আজই!

তর্করত্ন ∫∫ আর সিতিকণ্ঠকে... তাকে যে রাতবিরেতে গাঁয়ে ঘোরাফেরা করতে দেখা যাচ্ছে...

বিজনবিহারী ∫∫ এবার থেকে দেখামাত্র চোর ডাকাতের মতো তাড়াও। যাও কালিদাস, দেরি করো না, জানিয়ে দাও...

কালিদাস ∫∫ আজ্ঞে তার আগে যে নৌকাঘাটে জুড়িগাড়ি নিয়ে যেতে হয় বাবু!

বিজনবিহারী ∫∫ নৌকাঘাটায় জুড়িগারী?

কালিদাস ∫∫ আজ্ঞে হ্যাঁ। উনি সেখানে অপেক্ষা করছেন।

সকলে ∫∫ কে?

কালিদাস ∫∫ আজ্ঞে মহাকবি গিরিশচন্দ্র-

সকলে ∫∫ এসেছেন?

কালিদাস ∫∫ আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনার পত্র পড়েই বললেন, পাঁচক্ষীরে সে যত দূরেই হোক যত দুর্গমই হোক, এ আমন্ত্রণ রক্ষা করতেই হবে। যেখানকার জমিদার এতবড় নাট্যপ্রেমী সেখানে না গিয়ে কি পারি? একবেলার জন্যে হলেও যেতে আমাকে হবেই।

[বিজনবিহারী মাথায় হাত দিয়ে বসিয়া পড়িল। চুড়োমামা হাততালি দিতে দিতে উঠিয়া দাঁড়াইল।]

ৼ দ্বিতীয় অঙ্ক-চতুর্থ দৃশ্য ৼ

প্রথম রাত্রির আগের রাত্রির গল্প

[মধ্যরাত্রি। বাগানে চাঁদের আলো। নিদ্রাজড়িত শরৎশশী মন্থর পায়ে বাগানে আসে। দূরে দৃষ্টি ভাসাইয়া-]

শরৎশশী ∫∫ (তন্দ্রাচ্ছন্ন শিথিল গলায়) আর কার জন্যে চেয়ে আছো... ও দিদি, তিনি আজ আর এলেন না! ফিরে এসো দিদি... মোর বড় ঘুম পায়। একা একা না পারি ঘুমুতে- না পারি জাগতে। (জলপরির পদপ্রান্তে বসিয়া) কাল কী হবে গো? পারব তো? সব যে গোলমাল হয়ে যায় গো! মঞ্চে সেই সময় তুমি থাকবে না... উনি থাকবে না... একা পড়ে যাবো হাজার মানুষের মধ্যে! হাত পা কেঁপে মরে যাবো না তো! (থামিয়া) কত যে ভাবনা জাগে রে!... ও দিদি, ভাবনা কারে কয়, আগে মোর জানা ছিল না... (থামিয়া) সেই মেহেরপুর..... কাকার নৌকা.... পানসাজা গুনটানা... কলকেতা... তোমার বাসা ভালুকপাড়া.... গঙ্গা ইছেমতী কপোতাক্ষি পেরিয়ে কাল মুই বাপের মরণের শোধ তুলব! সাহেবটারে এঁচড়ে কেমড়ে শেষ করে দিব। (আকাশে তাকায়) ওরে চাঁদটা রে, কাল তুই আরো বড় হবি, মুই না ছোট হয়ে যাইরে! (জলপরিকে) ও পরি, তুমি কেমন শক্ত টানটান! দুখান বাহু ছড়ায়ে দাঁড়ায়ে আছো.... যেন দুনিয়ারে ডাকো, আয় ... কে তোরা মোর সাথে লড়বি আয়! দাও না করে তোমার মতো সোজা শক্ত টানটান! (শরৎশশী পরির ন্যায় দুই বাহু ছড়ায়) ও বাপ গো, মোর বাহু যে ঢিলা... নেতিয়ে পড়ে রে! কাল কী হবে রে! মোর যে বল নাই.... দেহ নাই.... কে মোর পাশে দাঁড়াবে রে!

[ঘুমের দোলায় দুলিতে দুলিতে শরৎশশী তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়। নাটুলাল চোরের মতো আসিয়া তাহার পাশে বসে, পিঠে হাত রাখে। আধা ঘুমে আধা জগরণে শরৎশশী বলে-]

দিদি-

নাটুলাল ∫∫ দিদি গেল গেটের দিকে। জোছনা রাতে হাওয়া খেতে....

শরৎশশী ∫∫ ও!

[শরৎশশী আবার তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়।]

নাটুলাল ∫∫ ওঠ।

শরৎশশী ∫∫ চলো.

নাটুলাল ∫∫ জিগ্যেস করবি না, কোথায়?

শরৎশশী ∫∫ কোথায়?

নাটুবাবু ∫∫ বাবুর কাছে।

শরৎশশী ∫∫ চলো।

নাটুলাল ∫∫ কোন্ বাবু?

শরৎশশী ∫∫ কোন্ বাবু?

নাটুলাল ∫∫ যে বাবু একরাত্তির একশো দেয়..

শরৎশশী ∫∫ টাকার পুষ্পবিষ্টি! চলো।

নাটুলাল ∫∫ বসবি কোথায়?

শরৎশশী ∫∫ কোথায়?

নাটুলাল ∫∫ ঝিলের পাড়ে।

শরৎশশী ∫∫ কোন ঝিল?

নাটুলাল ∫∫ যে ঝিলে কুঞ্জবন, শ্বেতপাথরের বেঞ্চি, জুঁই চামেলির কেয়ারি..

শরৎশশী ∫∫ যে ঝিলে পদ্মপাতা তিরতির করে..চলো..চলো..

[নাটুলালের হাত ধরিয়া ঘুমে অবশ শরৎশশী চলিয়া গেল। বাগানের অন্যপথে মনোরমা ও সিতিকণ্ঠ আসে।]

মনোরমা ∫∫ আজ যে এত রাত হ'লো?

সিতিকণ্ঠ ∫∫ বড্ড চাঁদের আলো। গা-ঢাকা দেওয়া মুশকিল। পথে আবার চুড়োবাবুকে দেখতে পেলাম। রাত জেগে সব স্টেজ বাঁধিবাঁধি করছে।

মনোরমা ∫∫ (কক্ষে আসিয়া) শশী..শশী..ঘুমিয়ে পড়লি?

সিতিকণ্ঠ ∫∫ ঘুমোক। মাথাটা ঠাণ্ডা রাখা চাই..

মনোরমা ∫∫ মেয়ে ভয়ে সিঁটিয়ে আছে..

সিতিকণ্ঠ ∫∫ যারা নাটক করে তারাই জানে, থিয়েটারে প্রথম রাত্রি কী জিনিস! ঠিক কিনা। কাল আমি থাকব। গাছের ডালেটালে উঠে হোক..যে ভাবেই হোক ওকে দেখব। ও আমার চ্যালেঞ্জ মনোরমাদি...

মনোরমা ∫∫ ঝড়ে বক মরে...ফকিরের বাড়ে কেরামতি! রাত জেগে জেগে তৈরি করলে তুমি.ইন্দ্রভাই ছাতি ফুলিয়ে ঘুরছে।

সিতিকণ্ঠ ∫∫ আমি অন্ধকারের মানুষ অন্ধকারেই থাকি..

মনোরমা ∫∫ কেন থাকবে আঁধারে? বেরিয়ে এসো! এরপর শক্তিসামর্থ্য যে ফুরিয়ে যাবে সিতিভাই!

সিতিকণ্ঠ ∫∫ ফুরিয়ে যাচ্ছে। ফুরিয়ে গেল..

মনোরমা ∫∫ আমার সঙ্গে কলকাতায় চলো সিতিভাই। ধরে-করে একটা স্টেজে আমি তোমার ব্যবস্থা করে দিতে পারব...

সিতিকণ্ঠ ∫∫ কলকাতার স্টেজ! গিরিশচন্দ্র অর্ধেন্দুশেখর অমৃতলালের থিয়েটার! আমার স্বপ্ন। যেতে তো চাই। পাঁচক্ষীরে যে ছাড়ে না।

মনোরমা ∫∫ বলো সরোজিনী ছাড়ে না! তুমি একটা ভূতে পাওয়া মানুষ... বেঁচে থাকতে ভালোবাসোনি, মরার পর গলা জড়িয়ে আছো! ভূতে যে তোমার রক্ত শুষে খাচ্ছে, বোঝো না? দাড়িগোঁপে বোঝা যায় না... মুখখানা হলদে-

সিতিকণ্ঠে ∫∫ কোনোরকমে যদি মড়ার বাঁধনটা ছিঁড়তে পারতাম! একটা রাগ কি ঘেন্না যদি মেয়েটার ওপর জাগাতে পারতাম! আমি কাউকে তোয়াক্কা করতাম না! জমিদার না... পণ্ডিত না.... শাসন না.... সমাজ না.... কাউকে না। ছেঁড়া এই কম্বলটা ছুঁড়ে ফেলে দাপিয়ে বেড়াতাম। কিন্তু সরোজিনীর ওপর কিছুতে যে রাগ হয় না.... যত রাগার কথা ভাবি তত ও বাহুর বাঁধন শক্ত করে। তত সুন্দর হয় সরোজিনী।

মনোরমা ∫∫ এ কী ভ্রমে পড়েছ সিতিভাই। আচ্ছা তুমি আমাকে দেখো। ঐ মেয়েটা আমার কে? কেউ না। রাস্তায় কুড়িয়ে পাওয়া। তবু ওর জন্যে মাথা কুটে মরছি কেন? ও জ্যান্ত বলে, তাজা বলে। আবার মরণকালে আমি আমার মায়ের মুখও দেখিনি। দেখিনি কেন? না সে একটা পচাগলা জীবনে পড়েছিল বলে। সে বেঁচে ও মরেছিল বলে। জ্যান্ত চেনো সিতিভাই, না হ'লে বাঁচবে না।

সিতিকণ্ঠ ∫∫ আজ যে অনেক কথা বলছ দিদি!

মনোরমা ∫∫ ঐ যে রাজকৃষ্ণবাবুর দশরথের মৃগয়ায় একটা গান আছে না....

[মনোরমা গান ধরে]

তোমার মনের কথা শুনব বলে

প্রেমের কথা শুনব বলে

আমাদের এই কথা তোলা।

[সিতিকণ্ঠ গানটির পরের অংশ ধরে।]

সিতিকণ্ঠ ∫∫ আমরাও সই প্রেমের দাসী

প্রাণ দিয়ে প্রেম ভালবাসি

তাই তো তোমার কাছে আসি

শিখতে সাধের প্রেমের খেলা।

[ইন্দ্রনাথকে উদ্যানে দেখা যায়। এক মুহূর্ত দাঁড়ায়, গান শোনে, কক্ষে ঢোকে।]

মনোরমা ∫∫ (ভূত দেখার মতো) ইন্দ্রভাই! তুমি এত রাতে!

ইন্দ্রনাথ ∫∫ (সিতিকণ্ঠকে) সিতিদা, এখানে কেন?

সিতিকণ্ঠ ∫∫ রোজই আসি।

ইন্দ্রনাথ ∫∫ আসো আর শশীকে তৈরি করো! তাহলে তুমি শেখাও?

সিতিকণ্ঠ ∫∫ তুমি কি ভেবেছিলে, তুমি?

ইন্দ্রনাথ ∫∫ অতটা বোকা আমাকে ভাবলে কি করে? তবে হ্যাঁ, ধাঁধাঁটা ধরতে পারছিলাম না কিছুতে। যে মেয়ে প্রথম রিহার্সালে অমন শক্ত কাঠ জড়পিণ্ড... সে কি করে পরের দিন... নাটের গুরুটিকে ধরব বলেই মাঝ রাতে হানা দিয়েছি!

মনোরমা ∫∫ ইন্দ্রভাই, রাগ করলে?

ইন্দ্রনাথ ∫∫ তোমার মতো বেয়াড়া মেয়েছেলো কেউ দেখেছে? তোমার ন্যাকামি বোঝা দায়। শয়তান বললেও কিছু বলা হয় না! আমি টাকা দিয়ে আনলাম... খাচ্ছো আমার... আর তলে তলে সিতিকন্ঠকে নিয়ে...

মনোরমা ∫∫ কেন, শশী যদি ভালো করে, সে ভালোটা তো তোমারই হবে। যশ তো তোমারই হবে।

ইন্দ্রনাথ ∫∫ কে চেয়েছে এ যশ? অন্য লোকে যশ এনে দেবে, আমি মাথায় তুলে নেব কাঙাল? আমি কাঙাল?

সিতিকন্ঠ ∫∫ আর কিচ্ছু করার নেই ইন্দ্র। আমি শশীকে যা দিয়েছি, কাল ও সেটাই দেখাবে। কিছু করার নেই।

ইন্দ্রনাথ ∫∫ কাল দেখতে পাবে। জামাইবাবুর জায়গায় আমি যাকে কাল নামাবো, তাকে নিয়েই তোমার শশীকে কাল....

সিতিকন্ঠ ∫∫ সে কী! গুরুচরণবাবু করছেন না? তবে কে করছে রোগসাহেব!

ইন্দ্রনাথ ∫∫ দেখবে... কাল দেখবে।

সিতিকন্ঠ ∫∫ ইন্দ্র, সিনটা যেন নষ্ট না হয়! ডুবিয়ে দিয়ো না!

ইন্দ্রনাথ ∫∫ থিয়েটারটা আমার। তোমার না। ইচ্ছে করলে আমি সঙও নাচাতে পারি।

মনোরমা ∫∫ কে করবে বলে যাও। না বললে শো করব না। মেয়ে নিয়ে চলে যাবো।

ইন্দ্রনাথ ∫∫ পাঁচক্ষীরেটাও আমার। লেঠেল পাইক বরকন্দাজও আমার। কাজেই পালাবার চেষ্টা করে লাভ নেই। (দরজা হইতে ঘুরিল ইন্দ্রনাথ) কাল রোগ সাহেবের পার্টটা তুমি করবে সিতিদা!

সিতিকন্ঠ ∫∫ ইন্দ্র!

[ইন্দ্রনাথ দাঁড়াইল না, ফিরিয়া তাকাইল না।]

মনোরমা ∫∫ (আনন্দে) শশীকে ডাকি। শশী... শশী...

[মনোরমা ভিতরে যায়,পরক্ষণে ফিরিয়া আসে।]

ঘরে নেই তো?

সিতিকন্ঠ ∫∫ কে? শশী?

মনোরমা ∫∫ (ডাকে) শশী... শশী! কোথায় গেলি? ভয় করছে যে সিতি!

সিতাকন্ঠ ∫∫ দেখছি... দেখছি..

মনোরমা ∫∫ শিগগির দ্যাখো।

[মনোরমা আবার ভিতরে ছোটে।]

সিতিকান্ঠ ∫∫ (বাগানে নামিয়া) শশী.... কোথায় তুমি... শশী...

[জলপরির আড়াল হইতে শরৎশশী মুখ বাড়ায়।]

শরৎশশী ∫∫ (তন্দ্রাচ্ছন্ন) এই তো আমি!

সিতিকন্ঠ ∫∫ তুমি এখনে ঘুমুচ্ছ?

শরৎশশী ∫∫ হুঁ।

সিতিকণ্ঠ ∫∫ কই, আমরা যখন এলাম, দেখিনি তো!

শরৎশশী ∫∫ তখন একটু ঝিলপুকুরে গিয়েছিলাম।

সিতিকণ্ঠ ∫∫ কেন? তোমাকে বলেছি না কোথাও যাবে না একা একা.....

শরৎশশী ∫∫ একা না তো! মুইও ঝিলের ধারে কুঞ্জে গিয়ে বসলাম, একটা বাবুও এসে বসল পাশে।

সিতিকণ্ঠ ∫∫ কে? কোন্ বাবু?

শরৎশশী ∫∫ চিনতে পারিন গো! ঘুম পাচ্ছে তো! আঁধারে বাবুটা গায়ে হাত দিলো। তরপর.....

সিতিকণ্ঠ ∫∫ (শরৎশশীকে ঝাঁকুনি দেয়) কী? কী তারপর? কী করল বাবু?

শরৎশশী ∫∫ (তন্দ্রাজড়িত গলায়) কী করবে? সব অত সস্তা! গায়ে হাত দিতে মেরেছি কনুইয়ের ধাক্কা। কুমড়োর মতো গড়াতে গড়াতে পড়ল গিয়ে ঝিলের মধ্যে।

সিতিকণ্ঠ ∫∫ অ্যাঁ!

শরৎশশী ∫∫ যদি সাঁতার না জানে চিরকালের মতো থাকলোল তোমার পদ্মবনের নিচে!

[শরৎশশী ঘুমে মাথাটা নামায় সিতিকণ্ঠর বাহুর উপর।]

সিতিকণ্ঠ ∫∫ শশী... ও শশী....

শরৎশশী ∫∫ কাল কী হবে গো, উঁ? কাল পারবো তো, উঁ?

[শিথিল বাহুতে সিতিকণ্ঠর কণ্ঠ জড়ায় শরৎশশী।]

দ্বিতীয় অঙ্ক-পঞ্চম দৃশ্য

দপর্ণে শরৎশশী

[মঞ্চ এখন নাটক নীলদর্পণের মঞ্চ। পর্দা পড়িয়া আছে, কনসার্ট বাজিতেছে। দেখা দিল ঘোষক।]

ঘোষক ∫∫ আজি হইতে প্রায় শতবর্ষ পূর্বে...সন তেরো শত সাত বঙ্গাব্দের কোজাগরী পূর্ণিমায় পাঁচক্ষীরা বাবুদের সেই অভিনয় দেখিতে সে আমলে রেকর্ড লোকসমাগম হইয়াছিল। সদর হইতে আগত নিমন্ত্রিত অতিথিদের সম্মুখে রাত্রি দশ ঘটিকায় বিশেষ আড়ম্বরে উক্ত অনুষ্ঠানের উদ্বোধন ঘটিয়াছিল....

[কনসার্ট বাজনা ও ঘোষকের প্রস্থান এবং পর্দার সম্মুখে সুসজ্জিত বিজনবিহারীর আগমন। মুখখানি বিষাদাচ্ছন্ন।]

বিজনবিহারী ∫∫ (দর্শকদের প্রতি) সমবেত সুধিবৃন্দ, আজিকার এই নাট্যভিনয়ে আমি আপনাদিগকে স্বাগত জ্ঞাপন করি। (বিজনবিহারী কথা কহে, না নিমপাতা চিবায়-বোঝা যায় না) যাঁহার আশীর্বাদ উৎসাহ এবং সুপরামর্শে আজিকার এই আয়োজন সম্পন্ন হইতে চলিয়াছে, বঙ্গমাতার সেই সুসন্তান সর্ববরেণ্য নট নাট্যকার আচার্য গিরিশচন্দ্রকে নিবেদন করি আমার শদ্ধার্ঘ। আমার নাটমঞ্চ আজ ধন্য হইল তাঁহার পদস্পর্শে। আচার্যের মতে, শহরে নয়, নীলদপর্ণের ন্যায় একখানি নাটকের যথার্থ অভিনয় ক্ষেত্রে বাংলার মফঃস্বল। তাঁহারই ইচ্ছানুসারে সাধারণ মানুষের জন্য আমি খুলিয়া দিয়াছি আমার নাট-মন্দিরের দুয়ার। (করতালি ধ্বনি) নাট্যাচার্যের অভিমত, সমাজে অবহেলিত নিপীড়িত, পর্যুদস্ত নারীদের পুনর্বাসনে নাট্যশালার দায় আছে। তাই আমিও নটীদিগন্তে

কলিকাতায় ফিরত পাঠাই নাই। তিনি মনে করেন নাটক-নাট্যশালার উন্নতি ও প্রসারে বিত্তশালী জমিদারদিগের একটি বৃহৎ কর্তব্য আছে। তাই আমি আজিকার অভিনয়ের পূর্বে এই পেটিকাটি (নেপথ্যে চাহিয়া) কই, বাক্সটা দাও কালিদাস..

[কালিদাস একটি সুদৃশ্য সোনার জলে মিনা করা মাঝারি মাপের বাক্স আনিল।]

এই পেটিকাটি মহাকবির হাত দিয়া আমার সুযোগ্য পুত্র শ্রীমান ইন্দ্রনাথের হস্তে অর্পণ করিব। করিয়া ধন্য হইব। পেটিকায় ত্রিশ হাজার টাকা আছে।

[আনন্দ বা বেদনা যে কারণেই হোক-বিজনবিহারীর চক্ষু ফাটিয়া জল বাহির হইল।]

পরিশেষে উপস্থিত দর্শক সাধারণের নিকট আমার অনুরোধ, অভিনয় যেন নির্বিঘ্নে সমাপন হয়। আমাদিগের মাননীয় অতিথিবর্গের সম্মুখে পাঁচক্ষীরার উন্নত মস্তক কোনো মতেই যেন নত না হয়। এক্ষণে আমি বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়কে অনুগ্রহ করিয়া মঞ্চে আসিতে অনুরোধ করি।

[নেপথ্যে কিছু উত্তেজিত কন্ঠস্বর।]

কি হ'লো কালিদাস?

কালিদাস ∫∫ তেমন কিছু না। আপনি বলুন।

বিজনবিহারী ∫∫ যাও মহাকবিকে নিয়ে এসো। (নেপথ্যে কোলাহল). কালিদাস।

কালিদাস ∫∫ তাই তো.

বিজনবিহারী ∫∫ দেখ. দেখ..

[জনাকয় গ্রামবাসিসহ উত্তেজিত তর্করত্ন মঞ্চে আসে।]

তর্করত্ন ∫∫ ব্যাপার কী বাবু, সাজঘরে সিতিকন্ঠ।

প্রথম ব্যাক্তি ∫∫ সমাজচ্যুত লোকটা অভিনয় করবে, এ তো আমরা আগে জানতাম না..

তর্করত্ন ∫∫ তলে তলে এসব কী হচ্ছে?

কালিদাস ∫∫ তর্করত্ন মশাই, এখানে নয়, বাইরে চলুন..

তর্করত্ন ∫∫ আগে বলুন বাবু.. এসব কি আপনার জ্ঞাতসারে, না অজ্ঞাতসারে?

বিজনবিহারী ∫∫ আমি জানতাম. মানে আজই জেনেছি।

তর্করত্ন ∫∫ জানতেন।

দ্বিতীয় ব্যাক্তি ∫∫ জেনেও আপনি কোনো ব্যবস্থা নেননি..

প্রথম ব্যাক্তি ∫∫ আমাদের কাছে প্রকাশ করেননি..

তর্করত্ন ∫∫ এ কী প্রতারণা। আর কীভাবে আমাদের প্রকাশ্যে অপদস্থ করা হবে। একটা লম্পট, দুশ্চরিত্র, পরোক্ষে আমার

সরোজিনীর হত্যাকারী, তাকে আজ কৌশলে সমাজে বরণ করে নেওয়া হবে।

[চতুর্ধারে হইচই। ইতিমধ্যে কয়েকজন যুবক সিতিকণ্ঠকে বলপূর্বক মঞ্চে আনিয়াছে। সিতিকণ্ঠর দশা বড়ই করুণ। রোগাসাহেবের সাজসজ্জা পুরা হয় নাই। অর্ধসজ্জিত তাহাকে সাহেবের সঙ বলিয়া মনে হয়। তাহাকে দেখিবামাত্র গ্রামবাসিগণ রৈরৈ করিয়া উঠল।]

বিজনবিহারী ∫∫ থামুন...থামুন আপনারা। যা করা হয়েছে, গিরিশবাবুর মত নিয়ে করা হয়েছে। আমার কিছু করার ছিল না। ইন্দ্রনাথ গিরিশবাবুর অনুমতি নিয়েছে।

তর্করত্ন ∫∫ কে গিরিশবাবু? তাঁর অঙ্গুলি হেলনে বঙ্গসমাজ চলবে? থ্যাটার কি দেশও চালাবে?

প্রথম ব্যাক্তি ∫∫ (কালিদাসকে) কি ভেবেছিলেনে, ঐ ধড়াচূড়া পরিয়ে চালিয়ে দেবেন.... কেউ বুঝতে পারবে না?

তর্করত্ন ∫∫ আগাগোড়াই ছলনা! এঁদের মনে এক মুখে এক.... কার্যক্ষেত্রে আর এক! হয় শয়তানটাকে এখুনি গাঁ থেকে তাড়ানো হোক.... নয় থ্যাটার বন্দ হোক! দুটোই হোক! (গ্রামবাসিদের প্রতি) কী বলো তোমরা? পাঁচক্ষীর কি নির্বীর্য?

[প্রবল উত্তেজনা। বিমূঢ় বিজনবিহারী বসিয়া পড়ে। সিতিকণ্ঠকে টানাটানি শুরু হয়।]

সিতিকণ্ঠ ∫∫ (চিৎকার করে) আমি অভিনয় করব। আর যে শাস্তি দিন মাথা পেতে নিচ্ছি। দয়া করে একটা রাত, একটা রাত আমায় কাজটা করতে দিন.....

[সাজসজ্জা পরা ইন্দ্রনাথ ছুটিয়া আসে।]

ইন্দ্রনাথ ∫∫ ছেড়ে দাও, ওকে ছেড়ে দাও তোমরা। (কোলাহলের উপর গলা তুলিয়া) সিতিদা আমাদের সবচেয়ে বড় অভিনেতা....তাকে বাদ দেওয়া যাবে না। আমি ভালো থিয়েটার চাই, জীবনের সপক্ষে থিয়েটার চাই। সিতিদার অভিজ্ঞতা আছে। আমরা তাকে নেবো। প্রয়োজনে জেলখানার কয়েকদিকেও নেবো। মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত আসামিকেও নেবো। যারা মানতে পারবে না, তারা এখান থেকে বেরিয়ে যাক। (নীরবতা নেমে আসে চতুর্দিকে) বিনা দোষে অনেক শাস্তি তাকে আমরা দিয়েছি। অবশ্য তার চেয়ে ঢের ঢের শাস্তি সে নিজেই নিজেকে দিয়েছে। প্রবল ভালবাসা থেকে ভয়ংকর পাপবোধ তাকে ধ্বংস করছিল। আমাদের দায় আছে তাকে বাঁচাবার। ওঠো সিতিদা। (বিজনবিহারীকে) আপনি ঘোষণা করুন বাবা, আমাদের অভিনয় শুরু হচ্ছে.....

[ইন্দ্রনাথ ও সিতিকণ্ঠ চলিয়া যায়। বিজনবিহারী ঘোষণা করিতে উঠিয়া দাঁড়ায়। ক্রুদ্ধ তর্করত্ন ও সঙ্গীরা প্রস্থান করে। অন্ধকার নামিয়া আসে। কনসার্ট বাজিয়া উঠে। ঘোষক আসে।]

ঘোষক ∫∫ অভিনয় শেষ হয় নাই। মধ্যপথে সিতিকণ্ঠ মঞ্চে প্রবেশ করিতে সহসা কোথা হইতে একদল দুস্কৃতী ছুটিয়া আসিয়া মঞ্চ আক্রমণ করিল। বলপুর্বক তাহারা সিতিকণ্ঠকে টানিয়া নামাইল, তাহাদের প্রবল রোষে মঞ্চটি ক্ষতিগ্রস্ত হইল। সাজঘর লণ্ডভণ্ড হইল। দৃশ্যপট ছিঁড়িয়া গেল। হ্যাজাক লন্ঠনগুলি পড়িয়া ভাঙিল। হট্টগোলের মধ্যে কে বা কাহারা মঞ্চে আগুন লাগাইল। অচিরেই দেখা গেল-স্তব্ধ নিশীথে ধ্বংস্তুপের উপর লুটাইয়া আছে কোজাগরী চন্দ্রিমার আলো....

[প্রগাঢ় নিস্তব্ধতার মধ্যে সম্মুখের পর্দা সরিয়া গেল। দেখা যায় ভস্মীভূত মঞ্চ। ভূলুণ্ঠিত শরৎশশী।]

শরৎশশী ∫∫ (আর্তনাদ করে) দিদি... দিদি কই? ও দিদি, তিনি কি মরলেন? দিদি গো, ওরা কি তাঁকে মেরেই ফেলল! ও দিদি, তবে আমি বেঁচে আছি কেন? আমি কেন এখনো মরছিনে? ও বাপ, ও মাগো, তোদের হাসু কেন এখনো মরে না রে। ও মাগো, তারে ছাড়া আমি বাঁচব না গো....

[শরৎশশী ধ্বংসস্তুপের উপর মাথা কুটিতে লাগিল। অন্তরাল হইতে সিতিকণ্ঠ দেখা দেয়। তাহার সাহেবি ধড়াচূড়া ছিন্নভিন্ন। মুখে রঙকালি, রক্তের ছাপ।]

সিতিকণ্ঠ ∫∫ হাসু... হাসু...

শরৎশশী ∫∫ আছেন... বেঁচে আছেন...

সিতিকণ্ঠ ∫∫ আছি... বেঁচে আছি... বেঁচে গেছি... হাসু!

শরৎশশী ∫∫ এ কী হ'লো? অভিনয় যে শেষ হলো না!

সিতিকণ্ঠ ∫∫ না হোক... না হোক। মঞ্চে তো উঠতে পেরেছি... অন্ধকার ছিঁড়ে আলোয় তো দাঁড়াতে পেরেছি... একবার যখন বেরিয়ে এসেছি, আর ফিরব না। না হাসু... ভূতের কাছে... মড়ার কাছে আর ফিরব না।

শরৎশশী ∫∫ আমারে ছেড়ে আর যাবেন না... আমি যেতে দিব না....

সিতিকণ্ঠ ∫∫ না যাবো না.... আর যাবো না হাসু....

[করতলে শরৎশশীর মুখ ধরিয়া স্তব্ধ কোজাগরীতে বিল্বমঙ্গলের সংলাপ বলিয়া চলে-]

কোথা আছ কে আমার, বল

সাধ হয় দেখিতে তোমারে-

আত্মজন দেখি নাই জন্মাবধি

কোথা যাব? কোথা দেখা পাব?

অন্ধকার মাঝে হয়ে আছি দিশেহারা-

কে দেখাবে আলো?

খুঁজে লব আমার যে জন-

[জনাকয় ব্যক্তি ছুটিয়া আসে।]

ব্যাক্তিগণ ∫∫ এই তো এখানে!

[সিতিকণ্ঠকে পাঁজাকোলা করিয়া তাহারা অদৃশ্য হয়। শরৎশশী কত ছটফট করিয়াছিল, কত বাধা দিয়াছিল... তবু দুর্বৃত্তরাই জিতিয়াছিল।]

সিতিকণ্ঠ ∫∫ (নেপথ্যে দূরে) হাসু... হাসু...

শরৎশশী ∫∫ ছেড়ে দাও, ওনারে আমার কাছে দাও... দে.... দিয়ে যা....

[দুই বাহু পরির মতো মেলিয়া বাঘিনীর মতো ছোটে শরৎশশী। পিছন হইতে নাটুলাল আসিয়া পোক্ত কাপড়ে তাহার মুখ বাঁধে।]

নাটুলাল ∫∫ সেদিন খুব চালাকি করিয়া বেঁচেছিলি, উঁ? বাবুকে ধাক্কা মেরে জলে ডুবিয়ে-আজ কী করবি, অ্যাঁ? আসুন বাবু...

[বাক্যহারা শরৎশশী বিস্ফারিত চোখে তাহার বাবুটিকে দেখে। আর কেহ নহে, মূলে যে ছিল রোগসাহেব, পাঁচপক্ষীরার জামাতা

গু রুচ রণ।]

তোকে পাবার জন্যে বাবু কী না করলেন! স্টেজেও আগু ন লাগালেন! (শরৎশশী হাত পা ছুঁড়িতেছে) তবু তুই ধরা দিবিনে! কিছুতে দিবিনে! গয়না পাবি, ভাল ভাল পোশাক পাবি.তবু দিবিনে...

গু রুচ রণ ∫∫ ঘাটে নৌকা বাঁধা আছে-তুলে দাও।

[অতএব ক্ষণপরে দেখা যায় ধ্বংসস্তূপের উ পর কেহ নাই, একফ ালি চ াঁদের আলোই কেবল।]

উ পসংহার

[প্রস্তাবনা দৃশ্যের মতো তাহার পরিধানে সাধারণ কালোপাড় শাড়ি, গোল মুখে ফ াঁদি নথ। ঘনকৃষ্ণ কেশরাশি তাহার লোলচ র্ম মুখে আনিয়াছে এক বেয়াড়া সৌন্দর্য। চ ন্দ্রালোকিত দগ্ধ মঞ্চে সে-]

মনোরমা ∫∫ (গান) কাতর অন্তরে আমি চ াহিয়া আছি।

সাধি ওহে সুধীব্রজ ভুলো না আমায়।

মম প্রতি ঋতুপতি

হয়েছে নিদয় অতি

হাসাইছে বসুমতী

আমারে কাঁদায়।

না আমার সিতিকণ্ঠ , না আমার শরৎশশী, খুঁজে আর পাইনি কাউ কে। কেউ কি ইচ্ছে করলেই কাউ কে ফি রে পায়। যে যার নিজের জোরে ফে রে। অন্তরের তাগিদে ফে রে। তাই ভাবি ওরাও আসবে, আবার ফি রে আসবে থিয়েট ারে। এ মায়া একবার যায় জেগেছে, কেউ কি তাকে আট কে রাখতে পারে? থিয়েট ার মা আমার বাছাদের ঠি ক টে নে নিয়ে আসবে তার আশ্রয়ে। আসবেই। আমি যে চো খ বুঁজে দেখতে পাই আমার শরৎশশী আমার সিতিকণ্ঠ ..

[মনোরমার চ ক্ষুর সম্মুখে সত্যই ফি রিয়া আসে সিতিকণ্ঠ আর শরৎশশী। আজ তাহারা সুসজ্জিত রোগসাহেব ও ক্ষেত্রমণি। শু রু হয় নীলদপর্ণের অভিনয়।]

রোগ/সিতিকণ্ঠ ∫∫ হা-হা-হা, আমরা নীলকর, আমরা যমের দোসর হইয়াছি। দাঁড়ায়ে থেকে কত গ্রাম জ্বালাইয়া দিয়াছি, পুত্রকে স্তন ভক্ষণ করাইতে করাইতে কত মাতা পুড়িয়া মরিল, তা দেখে কি আমরা স্নেহ করি? স্নেহ করিলে কি আমাদের কুটি থাকে?

ক্ষেত্রমণি/শরৎশশী ∫∫ ময়রাপিসি যাসনে-যাসনে. মোর যে ভয় করে। মুই যে কাঁপতি লেগিচি , মোর যে ভয়েতে গা ঘুরতি লেগেচে , মোর মুখ যে তেষ্টায় ধুলো বেটে গেল।

রোগ/সিতিকণ্ঠ ∫∫ আমি মেয়েমানুষকে অধিক ভালবাসি-ডি য়ার ডি য়ার, আইস আইস।

[হাত ধরিল]

ক্ষেত্রমণি/শরৎশশী ∫∫ ও সাহেব, তুমি মোর বাবা, মোরে ছেড়ে দাও। হাত ধল্লি জাত যায়, ছেড়ে দাও। তুমি মোর ছেলে, মোর কাপড় ছেড়ে দাও।

রোগ/সিতিকণ্ঠ ∫∫ তোর ছেলিয়ার বাবা হইতে ইচ্ছা হইয়াছে। আমি কোন কথায় ভুলিতে পারি না। বিছানায় আইস, নচেৎ পদাঘাতে পেট ভাঙ্গিয়া দিব।

ক্ষেত্রমণি/শরৎশশী ∫∫ মোর ছেলে মরে যাবে, দই সাহেব, মোর ছেলে মরে যাবে, মুই পোয়াতি।

[রোগের হাতে নখ বিদারণ।]

রোগ/সিতিকণ্ঠ ∫∫ ইনফারন্যাল বিচ! (চাবুক নিয়া) এইবার তোর ছেনালি ভঙ্গ হইবে!

[চাবুকের প্রহার।]

ক্ষেত্রমণি ∫∫ মোরে অ্যাকেবারে মেরে ফ্যাল, মুই কিছু বলব না।

[দৃশ্যটি ক্রমান্বয়ে নির্বাক চলচ্চিত্রের রূপ নিল। সেই দিকে চাহিয়া মনোরমা গাহে-]

মনোরমা ∫∫ নির্মাইরে নাট্যালয়

আরম্ভিব অভিনয়

পুনঃ যেন দেখা হয়-

এ মিনতি পায়।

যবনিকা